ফ্রেডারিক ফরসাইথ'র

দ্য ডগস্ অব ওয়ার

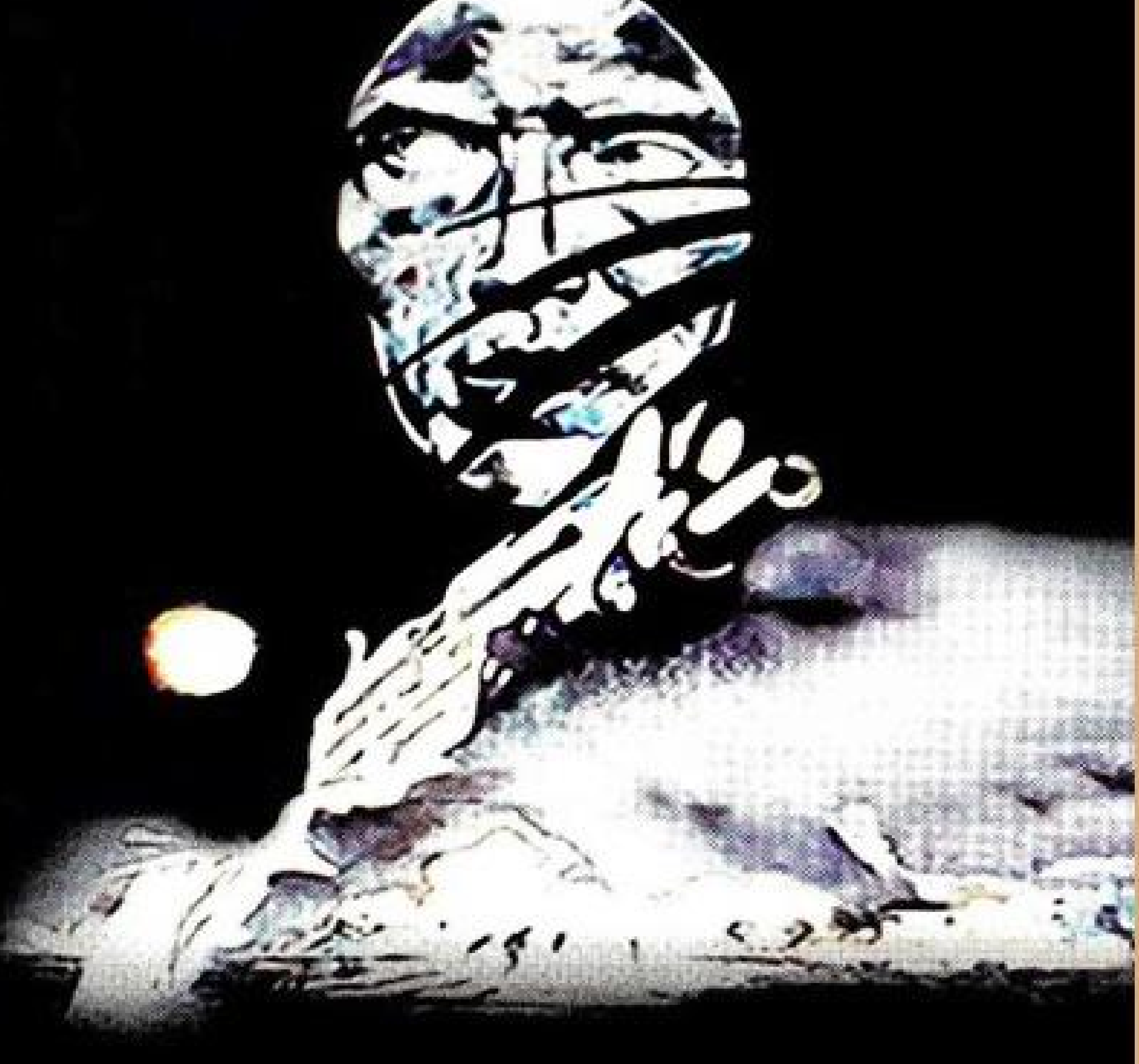

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

আফ্রিকার একটি দেশে আবিষ্কৃত হলো দশ বিলিয়ন ডলারের একটি পাহাড়। ওদিকে বৃটিশ টাইকুন স্যার ম্যানসন সেই পাহাড় নিজের দখলে নেবার জন্যে সেই দেশের সরকারকে উৎখাত ক'রে নিজের পছন্দের লোককে ক্ষমতায় বসানোর জন্যে ভাড়া করে একদল দুর্ধর্ষ ভাড়াটে যোদ্ধা।

কিন্তু সেই ভাড়াটে যোদ্ধা দলটির নেতা ক্যাট শ্যাননের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর হঠাৎ করেই স্যার ম্যানসন বুঝতে পারেন সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিশাল ব্যয়বহুল ক্যু'র পরিণতি কি হয়, জানতে হলে পড়ুন *দ্য ডগস্ অব ওয়ার*।

''*ডগস্ অব ওয়ার* উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে ফরসাইথ সত্যি সত্যি একটি ক্যু'র সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কোনো উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করার জন্য এতোটা ঝুঁকি নেয়া রীতিমতো অভিনব একটি ঘটনা''

— *লন্ডন টাইমস্*

''সাম্প্রতিক কালে ইরাকে সংঘটিত *ব্ল্যাক ওয়াটার* কেলেংকারী আবারো স্মরণ করিয়ে দেয় *ডগস্ অব ওয়ার*-এ বর্ণিত ঘটনাটি কতোটা বাস্তব''

— *দ্য রিভিউয়ার*

''সুবিশাল এবং খুবই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আর কাঁপিয়ে দেয়ার মতো ক্লাইমেক্স''

— *দ্য সানডে মিরর*

''যেসব কারণে পাঠক থৃলার পড়ে তার সবই রয়েছে এই উপন্যাসে ''

— *নিউ স্টেটম্যান*

''ভাড়াটে যোদ্ধাদের গোপন জগৎকে উন্মোচিত করেছে এই উপন্যাস। কাহিনীটি অসাধারণ''

— *ওয়াশিংটন পোস্ট*

ISBN 984872922-4
9 789848 729229

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ফ্রেডারিক ফরসাইথ'র

দ্য ডগস অব ওয়ার

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক :
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০০৭

গ্রন্থস্বত্ব © অনুবাদক

প্রচ্ছদ : ডিলান
কম্পোজ : তিথী
গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট
৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স
৪৪/২, রূপলাল দাস লেন, কাগজীটোলা
ঢাকা-১১০০

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

বাতিঘর প্রকাশনী
৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১৪৩৯১৩২০
E-mail : batighar@yahoo.com

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

"ক্রাই 'হ্যাভোক' অ্যান্ড লেট স্লিপ দ্য ডগস্ অব ওয়ার।"

— *জুলিয়াস সিজার*, শেক্সপিয়ার

অনুবাদকের কথা :

ভাড়াটে যোদ্ধাদের এক অসাধারণ কাহিনী ফরসাইথ'র *ডগস্ অব ওয়ার* উপন্যাসটি। পেশাদার সৈনিকের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো হলেও এই উপন্যাসের আগে এরকম কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ববাসী একেবারেই অজ্ঞাত ছিলো। সাম্প্রতিককালে ইরাকে *ব্ল্যাকওয়াটার* কেলেঙ্কারী আবারো প্রমাণ ক'রে দেয় অতীতের মতো বর্তমানেও পেশাদার সৈনিকেরা তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে।

ডগস্ অব ওয়ার উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে ফ্রেডারিক ফরসাইথ একটি অভিনব এবং বিতর্কিত ঘটনার জন্ম দেন। গবেষণার অংশ হিসেবে তিনি ইকুয়াটোরিয়াল গিনি'তে ইগবো' সম্প্রদায়ের পক্ষে একটি ক্যু করছেন ব'লে ভান করেছিলেন। এই অভিযানে খরচ ধরা হয়েছিলো ২৪০০০০ মার্কিন ডলার।

১৯৭৩ সালে ক্যু প্রচেষ্টার পাঁচ বছর পরে, '৭৮ সালে ফরসাইথ তাঁর গবেষণার ফলাফল হিসেবে লন্ডন *টাইমস্*-এ একটি কাহিনী বিবৃত করেন। সেখানে তিনি বলেন, সত্যি বলতে কি, অপারেশনের জন্যে একটি কমিশন গঠন করেছিলেন, তবে অনেকেই বিশ্বাস করে তিনি আসলে ইকুয়াটোরিয়াল গিনি'তে সত্যি সত্যি একটি ক্যু করার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরবর্তীতে ফরসাইথ বলেছিলেন যে, অস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাঁর দেখা সবচাইতে ভয়ংকর মানুষ। পেশাদার সৈনিক মাইক হোর, বব ডেনার্ড আর জ্যাক শ্রেম-এর নাম এই উপন্যাসে উল্লেখ রয়েছে। এরা বাস্তব জীবনেও পেশাদার ভাড়াটে সৈনিক।

সেই সময় ফরসাইথ'র আফ্রিকান কর্মকাণ্ড খুবই বির্তকিত একটি বিষয়। আর এটাকে ঘটনা এবং উপন্যাসের কাহিনী হিসেবে আলাদা করা সত্যিই কষ্টকর। অবশ্য ২০০৫ সালে ইউ.কে ন্যাশনাল আর্কাইভ কিছু দলিলপত্র প্রকাশ করে যাতে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালে জিব্রাল্টারে কয়েকজন ব্যক্তি ইকুয়াটোরিয়াল গিনি'তে ক্যু করার পরিকল্পনা করছিলো, ঠিক যেমনটি *দ্য ডগস্ অব ওয়ার*-এ বিবৃত আছে। ১৯৭৩ সালের ২৩শে জানুয়ারিতে স্পেনিয় কর্তৃপক্ষ কয়েকজন পেশাদার সৈনিককে গ্রেফতার করলে এই ষড়যন্ত্রটি নস্যাৎ হয়ে যায়। তাই এই সিদ্ধান্তে আসা খুব কঠিন যে, ঐ সময় ফরসাইথ আসলে ক্যু করার ভান করছিলেন নাকি আসলেই এরকম কোনো পরিকল্পনা করছিলেন। তবে প্রকাশিত দলিলপত্র থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, ফরসাইথ যখন তাঁর উপন্যাসের জন্যে গবেষণা করছিলেন তখন কিছু লোক সত্যি সত্যি একটি ক্যু-এর পরিকল্পনা করছিলো।

—মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

ঢাকা

২৫শে নভেম্বর ২০০৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মুখবন্ধ

অরণ্যের মাঝে রানওয়ের ওপরে আকাশের বুকে সে রাতে না ছিলো কোনো তারা না ছিলো চাঁদ। আকাশে কেবল পশ্চিম আফ্রিকার গাঢ় অন্ধকার উষ্ণ-ভেঁজা ভেলভেটের মতো জড়িয়ে ছিলো। নিচের সারি সারি ইরোকো গাছের ওপর মেঘ ভর করলে নিচে অপেক্ষারত মানুষগুলো প্রার্থনা করলো আরো কিছুক্ষণ যেনো এরকমটি থাকে যাতে ক'রে বোমারু বিমানের কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকানো যায়।

রানওয়ের শেষপ্রান্তে একটা পুরনো লক্কর-ঝক্কর ডিসি-৪ দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগে সেটা সবার অলক্ষ্যে উড়ে এসে এখানে ল্যান্ড করেছে। এটাকে মাটিতে নামার সুযোগ দেবার জন্যেই বিমানবন্দরের সার্চলাইট দুটো মাত্র পনেরো সেকেন্ডের জন্য জ্বলে উঠেছিলো। এখন আবার সবকিছু নিশ্চিদ্র অন্ধকারে ঢেকে আছে।

বিমানটার ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে কংক্রিটের পথের পাইলট ওপর নেমে এলো। অন্ধকারের মধ্যে থেকে একজন আফ্রিকানকে দ্রুত পায়ে ছুটে যেতে দেখা গেলো তার দিকে। মিনিটখানেক তাদের মধ্যে মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা হলো। অবশেষে দু'জনে এগিয়ে গিয়ে অদূরে অপেক্ষারত একটা দলের সামনে এসে দাঁড়ালো। সাদা চামড়ার ইউরেপীয়ান পাইলট এখন একজন কৃষ্ণাঙ্গের মুখোমুখি। এই ভদ্রলোককে এর আগে কখনও সে দেখে নি, যদিও ভদ্রলোকের সম্পর্কে অনেক কিছুই সে শুনেছে। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনে এই আলোচিত ব্যক্তিটির মুখের অবয়বটাও এখন কিছুটা আঁচ ক'রে নেয়া যাচ্ছে।

সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান পাইলটের মাথায় কোনো টুপি নেই। সেজন্যে স্যালুটের পরিবর্তে সে মাথাটা কেবল একটু নোয়ালো। আগে কোনো দিন কোনো কৃষ্ণাঙ্গের সামনে সে এমনভাবে মাথা নত করে নি এবং আজকেও তার এই আচরণের সঙ্গত কোনো কারণ খুঁজে পেলো না সে।

"আমি ক্যাপ্টেন ভ্যান ক্লিফ," মৃদু কণ্ঠে পাইলট তার পরিচয় দিলো।

কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি ডানে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকালো। তার ঘন কালো দাড়ি ক্যামোফ্লেজ করা পোশাকের সাথে বেশ মানিয়ে গেছে। "ওড়ার জন্যে রাতটা খুবই বিপজ্জনক, ক্যাপ্টেন ভ্যান ক্লিফ," সে বললো। "আর সাপ্লাইর জন্যেও একটু দেরি হয়ে গেছে।"

তার কণ্ঠটা খুবই গভীর আর ধীরস্থির, বাচনভঙ্গী অনেকটা ইংলিশ স্কুলের ছাত্রদের মতো, কোনো আফ্রিকানের মতো নয়। ক্যাপ্টেন ভ্যান ক্লিফ একটু অস্বস্তি বোধ করলো, বরাবরের মতোই যখন কোনো মেঘাচ্ছন্ন রাতে ফ্লাই করে তখন যে প্রশ্নটি নিজেকে করে সেই প্রশ্নটিই করলো আবার—কেন সে এখানে এসেছে।

"আমি কোনো সাপ্লাই নিয়ে আসি নি, স্যার। নিয়ে আসার মতো কিছু নেইও।"

আরেকটি নজীর সৃষ্টি হলো। সে প্রতীজ্ঞা করেছিলো এই লোকটাকে কখনই 'স্যার' ব'লে সম্বোধন করবে না। কাফির বলেও না। মুখ ফস্‌কে কথাটা বের হয় গেছে। লিভারভিলে তার সঙ্গে দেখা হওয়া অন্যান্য ভাড়াটে পাইলটেরা ঠিকই বলেছিলো।

"তাহলে আপনি এসেছেন কেন?" জেনারেল নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। "হয়তো বাচ্চাগুলোকে নিতে এসেছেন? তাদের কয়েকজন এখানে আছে যাদেরকে নানেরা প্লেনে ক'রে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু কোনো কারিতাস প্লেন আজকে আসবে না।"

ভ্যান ক্লিফ মাথা ঝাঁকালো, তারপরই বুঝতে পারলো তার এই ভঙ্গীটি কেউ দেখতে পায় নি। অন্ধকারে এটা চাপা পড়ে গেছে ব'লে সে কৃতজ্ঞ হলো। তার চারপাশে দেহরক্ষীর দল সাব-মেশিন গান নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

"না, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি যদি যেতে চান তো।"

এবার দীর্ঘক্ষণের নীরবতা নেমে এলো। পাইলট অনুভব করলো কৃষ্ণাঙ্গ লোকটির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সোজাসুজি তার দিকে নিবদ্ধ। সিগারেট টানতে গেলে মাঝে মধ্যে তার ধবধবে সাদা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

"আচ্ছা। এইজন্যই কি আপনার সরকার এতো রাতে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?"

"না," ভ্যান ক্লিফ বললো। "আমি নিজেই এসেছি।"

আবারও দীর্ঘ একটা নীরবতা নেমে এলো। অন্ধকারের মধ্যেই তার থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে দাড়িয়ে থাকা আফ্রিকানটির কালো মাথা ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করলো, সেটা বিস্ময়ের কিংবা ক্ষোভের জন্যেও হতে পারে।

BanglaBook.org

"আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ," অকপটে আবেগভরা কণ্ঠে বললো সে। "আমাকে যেতেই হবে। আসলে আমার নিজেরই প্লেন আছে। যা আমাকে নির্বাসনে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে ব'লে আমি মনে করি।"

ভ্যান ক্লিফ মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে লিবারভিলায় ফিরলে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে সে সম্পর্কে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

"আপনি প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো," সে বললো, আবারো মাথা দোলালো। ফিরে যাবার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ভ্যান ক্লিফ। তার মন চাইলো বিদায়লগ্নে আফ্রিকান জেনারেলের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করবে। কিন্তু সেটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারলো না। তার যদি দিব্যদৃষ্টি থাকতো তবে দেখতে পেতো আফ্রিকান জেনারেলও এই একই দ্বিধায় ভুগছে। অবশেষে ভ্যান ক্লিফ তার প্লেনের কাছে চলে গেলো।

তার চলে যাবার পর কালো লোকগুলোর মাঝে কয়েক মুহূর্তের নিরবতা নেমে এলো।

"একজন দক্ষিণ আফ্রিকান আর এবং একজন আফ্রিকান এ ধরনের আচরণ করে কেন?" অনেকটা আপন মনেই আরেক ক্যাবিনেট সদস্য প্রশ্ন করলো জেনারেলকে।

"আমার মনে হয় না এটা আমরা কখনও বুঝতে পারবো," জেনারেল বললো।

বিমানবন্দর থেকে সামান্য দূরে একটা পামগাছের আড়ালে কালো রঙের একটা ল্যান্ডরোভার সবার অজ্ঞাতে অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার ছাড়া আরোহী মাত্র পাঁচজন। দলনেতা ব'সে আছে আফ্রিকান ড্রাইভারের ঠিক পাশেই। সবার মুখেই সিগারেট।

"এটা নিশ্চয় দক্ষিণ আফ্রিকার প্লেন!" বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে দলনেতা এবার পেছনের সিটে বসা এক সঙ্গীর দিকে ফিরে বললো। একমাত্র ড্রাইভার ছাড়া আর সবাই সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান। "জানি, তুমি গিয়ে পাইলটকে জিজ্ঞেস করো প্লেনের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে কিনা।"

পাশের দরজা খুলে লম্বা, হাড্ডিসার এক লোক নিঃশব্দে নেমে গেলো। বাকিদের মতো সেও জঙ্গলের সাথে ক্যামোফ্লেজ করা পাতাবাহার পোশাক পরে আছে। পায়ে তার সবুজ রঙের ক্যানভাস বুট, প্যান্টের শেষপ্রান্ত সেই বুটের মধ্যে

BanglaBook.org

গোঁজা। তার কোমরের বেল্টে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর বড়সড় চাকু ঝোলানো আছে। কাঁধে এফএএল কারবাইনের তিনটি ম্যাগাজিন ঝোলানো থাকলেও সেগুলো একেবারে খালি। একটু এগোতেই লিডার তাকে ডাকলো।

"কারবাইনের ম্যাগাজিনগুলো রেখে যাও," কারবাইনের ম্যাগাজিন চেইনটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো সে। "সাবধানে জানি, বুঝেছো? এই জাহান্নাম থেকে যদি আমরা বের হতে না পারি তবে আমরা সাবই কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবো।"

জানি নামের লোকটা সায় দিয়ে মাথা নেড়ে ডিসি-৪ বিমানটার কাছে এগিয়ে গেলো। রাবারের জুতার সোল থাকার কারণে ক্যাপ্টেন ভ্যান ক্লিফ তার পেছনে কারো আসার শব্দটি শুনতে পায় নি।

"ন্যান্দ, মিনার।"

ভ্যান ক্লিফ মুহূর্তেই ঘুরে দেখতে পেলো বিশাল আকৃতির এক আফ্রিকান তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি অন্ধকারেও সে লোকটার বাম কাঁধে নরকঙ্কাল আর দুটো হাড়ের ক্রস-এর উল্কিটা দেখতে পেলো। সে কেবল মাথা নেড়ে সায় জানালো।

"ন্যান্দ। জাই আফ্রিকান্স?"

লম্বা লোকটি সায় দিলো।

"জানি দুপ্‌রি," হাত বাড়িয়ে সে বললো।

"আমার নাম কোবাস ভ্যান ক্লিফ," পাইলট হাত মেলাতে মেলাতে বললো।

"ওয়ার গানজি নু?" দুপ্‌রি জানতে চাইলো।

"লিবারভিলে। তারা লোড করা শেষ করলেই চলে যাবো। তুমি কোথায় যাবে?"

সাদা সাদা দাঁত বের ক'রে জানি দুপ্‌রি হাসলো।

"আমি এবং আমার বন্ধুরা একটু আঁটকা প'ড়ে গেছি। ফেডারেল সৈন্যদের হাতে পড়লে নির্ঘাত আমাদের সবার মাথা কাটা যাবে। তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পারো?"

"তোমরা কতো জন?" ভ্যান ক্লিফ জানতে চাইলো।

"সব মিলিয়ে পাঁচজন।"

নিজে একজন ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে ভ্যান ক্লিফ মোটেও ইতস্তত করলো না। বে-আইনী লোকদের কখনও কখনও একে অন্যেকে সাহায্য করার দরকার পড়ে।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।"

পাইলটকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপ্‌রি হন্তদন্ত হয়ে ল্যান্ডরোভারে বসা তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলো। চার জন শ্বেতাঙ্গের একটি দল গাড়িটার বনেটের আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

"রাজি হয়েছে, আমাদেরকে এখনই উঠতে হবে," দক্ষিণ আফ্রিকানটা তাদেরকে বললো।

"তাহলে জিনিসপত্রগুলো সব রেখে তাড়াতাড়ি চলো," দলনেতা বললো। গাড়ির পেছন থেকে রাইফেল আর গোলাগুলিগুলো রেখে দেয়ার শব্দ শুনতে পেলো সে। ড্রাইভারের আসনে বসা লেফটেনান্ট র‍্যাংকের একজন কৃষ্ণাঙ্গের দিকে একটু ঝুঁকলো সে।

"বিদায়, প্যাট্রিক," সে বললো। "সব শেষ হয়ে গেছে। এই ল্যান্ডরোভারটি নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দিয়ে অস্ত্রগুলো মাটি চাপা দিয়ে দিও। আর এই পোশাক ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেও, বুঝলে?"

"বিদায়, স্যার।"

বাকি চার জন ভাড়াটে সৈনিকও বিদায় জানিয়ে ডিসি-৪-এর দিকে চলে গেলো।

দলনেতা যখন তাদের অনুসরণ করতে যাবে তখনি পেছনের ঘন অন্ধকার বন থেকে দু'জন নান বের হয়ে এলো।

"মেজর।"

ভাড়াটে সৈনিকটি ঘুরে ফিরতেই প্রথম জনকে চিনতে পারলো, কয়েক মাস আগে এখানে আসার পরই এই সিস্টারের সাথে পরিচিত হয়েছিলো সে। যে অঞ্চলে তারা যুদ্ধ করছিলো সেখানে এই নান একটি হাসপাতাল চালাতো। সে জোর ক'রে তাদের সেই হাসপাতালটি খালি করেছিলো।

"সিস্টার মেরি জোসেফ? আপনি এখানে কি করতে এসেছেন?"

বয়স্ক আইরিশ নান কাকুতি মিনতি জানালো, তার জামার হাতা ধরে রাখলে সে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমি চেষ্টা করবো, এর বেশি আমি করতে পারবো না," নানের কথা বলা শেষ হয়ে গেলে সে বললো।

ডিসি-৪ বিমানটার কাছে দাড়িয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকান পাইলটের কাছে গিয়ে কয়েক মিনিট কথা বললো সে। অবশেষে পোশাক পরা লোকটি অপেক্ষায়রত নানদের কাছে ফিরে এলো।

BanglaBook.org

"সে রাজি হয়েছে, তবে আপনাকে খুব দ্রুত করতে হবে, সিস্টার। সে এই জাহান্নাম থেকে যতো জলদি সম্ভব বের হয়ে যেতে চাচ্ছে।"

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক," সাদা পোশাকের মহিলা এ কথা বলেই তার সঙ্গীকে তাড়া দিলো সব কিছু গুছিয়ে নেবার জন্যে। এ পরই বনের আড়াল থেকে একদল লোক হাতে গাট্টিবোচকা নিয়ে বের হয়ে এলে সিস্টার দৌড়ে বিমানের ঝুলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লো। গাট্টি হাতে ডিসি-৪-এর সিঁড়ির কাছে চলে এলো যেখান দিয়ে নান উঠেছে। কো-পাইলট প্রথমে কোনো সাহায্য না করলেও পরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে গাট্টিটা তুলে নিয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করলো।

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক," আইরিশ ভদ্রমহিলা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো। গাট্টিবোচকা থেকে একধরণের সবুজ রঙের তরল লেগে গেলো কো-পাইলটের জামার হাতায়।

"ধ্যাত্‌, বিরক্ত হয়ে বলেই সে নিজের কাজে চলে গেলো।

লাইন দিয়ে লোক উঠছে প্লেনে। যে সব নায়ক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে অধিকাংশ তাদেরই আত্মীয়স্বজন। কেউ বিদায় জানাতে এসেছে তাদের। সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময় একজন উচ্চস্বরে বললো।

"স্যার। মেজর শ্যানন আসছে।"

জেনারেল ঘুরে দেখতেই দলপতির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো এবং এরকম কঠিন সময়েও সে মুখে হাসি আঁটতে সক্ষম হলো।

"তাহলে মেজর শ্যানন, তুমি কি আমাদের সঙ্গেই ফিরবে?"

বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়ালো শ্যানন। কয়েক পা এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে সামরিক কায়দায় স্যালুট করলে জেনারেল মাথা নেড়ে স্যালুটের জবাব দিলো।

"না, স্যার, এই ফ্লাইটেই আমরা লিবারভিলে পৌছাতে চাই। আমি কেবল আপনাকে বিদায় জানাতে এসেছি।"

"হ্যা। লম্বা একটা যুদ্ধ ছিলো। এখন সব সব কিছু চুকেবুকে গেছে। অন্তত কয়েক বছরের জন্য তো বটেই। আমার লোকেরা যে বরাবরের মতো অন্যের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেবে সেটাও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ও হ্যা, ভালো কথা, তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা চুক্তিমতো পুরোপুরি সব টাকা বুঝে পেয়েছো তো?"

"হ্যা, ধন্যবাদ স্যার। আমাদের পাওনা-দাওনা আর কিছু বাকি নেই। আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্যে সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ," ভাড়াটে সৈনিকটি জবাবে বললে আফ্রিকান ভদ্রলোকটি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

BanglaBook.org

"তাহলে বিদায়। তোমরা যা কিছু করেছো তার জন্যে তোমাদেরকে ধন্যবাদ।"

জেনারেল হাত বাড়িয়ে দিলে শ্যানন তার সঙ্গে করমর্দন করলো।

"আর একটা কথা ছিলো, স্যার," একটু ইতস্ত করলো শ্যানন, "এইমাত্র নিজেদের মধ্যে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আবার যদি কখনও আপনার কোনো প্রয়োজন হয়, দয়া ক'রে আমাদের একটা খবর পাঠাতে দ্বিধা করবেন না। আপনি ডাকলেই আমরা চলে আসবো। ছেলেরা চায় এ কথাটা আপনাকে যেনো আমি জানাই।"

জেনারেল অপলক চোখে কয়েক মুহূর্তের জন্য শ্যাননের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

"আজকের এই রাতটা আশ্চর্য সব ঘটনায় পূর্ণ," আস্তে ক'রে সে বললো। "তুমি হয়তো এখনও কথাটা শোনো নি, আমার প্রধান উপদেষ্টাদের অধিকাংশই শত্রুপক্ষের আনুকুল্য লাভের আশায় ধর্ণা দিতে শুরু ক'রে দিয়েছে। দেশের সম্ভ্রান্ত এবং ধনীরাও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। মাসখানেকের মধ্যেই বাকি সবাই তাদের অনুসরণ করবে। তোমার এই প্রস্তাবের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ শ্যানন। কথাটা আমার মনে থাকবে। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। গুডনাইট। কিন্তু তোমরা কি করবে? মানে তোমার ভাড়াটে সৈনিকেরা এখন করবেটা কি?"

"আমরা অন্য কোনো কাজ খুঁজে নেবো।"

"আবার লড়াই করবে, মেজর শ্যানন?"

"হ্যা, আরেকটা লড়াই, স্যার।"

"অন্য কারোর পক্ষ হয়ে।"

"এটাই তো আমাদের জীবন," শ্যানন বললো।

"তোমার ধারণা তুমি এবং তোমার লোকেরা আবার লড়াই করতে পারবে?"

"হ্যা। আমরা আবার লড়াই করবো।"

জেনারেল মুচকি হাসলো। "ক্রাই হ্যাভোক! এ্যান্ড লেট স্লিপ দ্য ডগস্ অব ওয়ার," বিড়বিড় ক'রে বললো সে।

"স্যার?"

"শেক্সপিয়ার, মিঃ শ্যানন, একটু শেক্সপিয়ার থেকে উদ্ধৃত করলাম। তো, আমি এখন যাই। আমার পাইলট অপেক্ষা করছে।"

জেনারেলের বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারাটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। শেষবারের মতো সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো শ্যানন, তারপর সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো।

BanglaBook.org

"আশা করি আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে," সে বিড়বিড় ক'রে বললো অনেকটা আপন মনে। "এই জিনিসটা এখন আপনার খুবই দরকার।"

ডিসি-৪-এর ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে বিমানটা চলতে শুরু করলো। জানালা দিয়ে রানওয়ের ক্রমশ বিলীন হওয়া ছবিটা দেখা গেলো। নিরাপত্তার কারণে বিমানের ভেতরে কোনো আলো জ্বালানো হয় নি।

এক ঘণ্টা বাদে কেবিনের মধ্যে আলো জ্বালাবার অনুমতি দিলো ভ্যান ক্লিফ। এতোক্ষণ অন্ধকার মেঘের মধ্যে দিয়েই সন্তর্পণে উড়ে চলছিলো বিমানটা। কিন্তু এখন তারা শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের আওতার বাইরে এসে পড়েছে। আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।

এই প্রথম পরিস্কারভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কেবিনের ভেতরটা। এক পাশে মেঝের ওপর একটা দুর্গন্ধযুক্ত স্যাঁতস্যাঁতে কম্বল পাতা। একপাল জরাজীর্ণ ছেলেমেয়ে গাদাগাদি ক'রে ব'সে আছে তার ওপর। সংখ্যায় তারা চল্লিশ জনের মতো হবে। তাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে অনাহার আর অপুষ্টির ছাপ প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় সাদা কাগজের পট্টি লাগানো। তাতে এতিমগুলোর নাম আর সংখ্যা লেখা আছে। সিস্টার মেরি জোসেফ এক এক ক'রে সবাইকে দেখতে শুরু করলো।

প্লেনের শেষের দিকে পাঁচজনের দলটা পাশাপাশি আসন ক'রে নিয়েছে। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ জীর্ণ, ধূলোয় মলিন। চোখের কোণে ক্লান্তি আর অবসাদের চিহ্ন স্পষ্ট। অনভ্যস্ত চোখের জন্যে এই দৃশ্যটা অতিমাত্রায় দৃষ্টিকটু। তবে এখানে এটা অবাক হবার মতো কোনো ব্যাপার নয়। কঙ্গো, আমেন, কাতাঙ্গা বা সুদান সব জায়গাতেই এই একই দৃশ্য। সব জায়গাতেই এরকম ছেলে-মেয়ের দল। কারোর কিছু করার নেই। তারা তাদের সিগারেট বের করলো পান করার জন্যে।

কেবিনের বাতি জ্বললে গত রাতের পর এই প্রথম তাবা একে অন্যেকে ভালো ক'রে দেখার সুযোগ পেলো। দলপতি শ্যানন ল্যাভাটরির দরজায় ঠেস্ দিয়ে বসেছে, পা দুটো সোজাসুজি সামনের দিকে ছড়ানো। পুরো নাম কার্লো আলফ্রেড টমাস শ্যানন, বয়স তেত্রিশ। সোনালী চুলগুলো ছোটো ছোটো ক'রে ছাটা। উষ্ণ আবহাওয়ায় এই ধরনের কদমছাট চুলই কাজের জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ এতে ক'রে ঘামের স্রোত সহজে কপাল বেয়ে গড়িয়ে আসার সুযোগ পায় আর উকুন এবং ছারপোকারাও মাথার মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে পরে না। টমাস শ্যানন সবার কাছে 'ক্যাট' নামেই বেশি পরিচিত। আলস্টার প্রদেশের

BanglaBook.org

টাইরোন নামক কাউন্টির লোক সে। তার বাবা তাকে ইংরেজি স্কুলে পাঠিয়ে দিলে তার কথাবার্তার মধ্যে আইরিশ টান একেবারে উধাও হয়ে যায়। রয়্যাল মেরিনে পাঁচ বছর কাটানোর পর সে অসামরিক জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিলো। ছয় বছর আগে উগান্ডায় লন্ডন ভিত্তিক এক ট্রেডিং কোম্পানিতে যোগ দেয়। এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে সে তার একাউন্ট ক্লোজড ক'রে ল্যান্ডরোভারে চেপে পশ্চিমে কংগোর সীমান্তের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। এক সপ্তাহ্ বাদে সে স্ট্যানভিলের মাইক হোয়ারের পঞ্চম কোমান্ডো ইউনিটে একজন ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে যোগ দেয়।

সে হোয়ারের বিদায় এবং জন-জন পিটারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর পিটারের সাথে ঝগড়া ক'রে দক্ষিণের পলিসের দিনার্দে যোগ দেয়। দু'বছর পরে স্ট্যানভিল বিদ্রোহেও সে অংশ নিয়েছিলো। মাথায় আঘাত নিয়ে ফরাসি লোকটি রোডেশিয়া ছেড়ে চলে গেলে সে ব্ল্যাক জ্যাক আশ্রমে যোগ দেয়। এই বেলজিয়াম ভাড়াটে সৈনিক আগে একজন প্লান্টার ছিলো। রেড ক্রস তাকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করার পর সে আবার আফ্রিকান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে স্বেচ্ছায়। অবশেষে সে নিজের একটি ব্যাটেলিওনের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু জয় লাভ করার জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। সব সময়ই এমন হয়।

শ্যাননের ঠিক বাম দিকে দৈত্যাকার জানি দুপ্রি। গোলা বারুদের ব্যবহারে ওকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা চলে। এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। দুপ্রির বয়স এখন আঠাশ। কেপ টাউনের পার্ল থেকে এসেছে সে। ফ্রান্সে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবসান ঘটলে তার পূর্বপুরুষেরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপে এসে আস্তানা গাড়ে। সেখানেই দুপ্রির জন্ম হয়। তার রুক্ষ চেহারা আর বাঁকানো নাকের কারণে তাকে দেখতে খুব ভয়ংকর ব'লে মনে হয়। তার চোখের পাপড়ি নামানো, কিন্তু চোখের মণি দুটো গাঢ় নীল রঙের। সামনে থাকা ছেলেপেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় ক'রে বললো *ব্লিকসেম*, যার মানে জারজ। এই সব অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্যে সে ঘুমানোর চেষ্টা করলো।

দুপ্রির ঠিক পাশেই হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মার্ক ভ্লামিঙ্ক। ভ্লামিঙ্ককে সবাই পিচ্চি মার্ক নামে ডাকে। তার বিশাল চেহারার জন্যই এই বিপরীত বিশেষণ। উচ্চতায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, ওজন দু'শো পাউন্ড। অনেকের ধারণা অত্যধিক মেদের জন্যই মার্ককে এতোটা মোটাসোটা দেখায়, আসলে তার পেশীগুলো বেশ সমৃদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই মার্ক পিতৃমাতৃহীন, অনাথ। ধর্মযাজকদের দ্বারা পরিচালিত একটা আশ্রমেই মানুষ হয়েছে। কিন্তু বয়স যখন

BanglaBook.org

তেরো তখন অধৈর্য হয়ে বেত হাতে পেটাতে আসা এক ফাদারকে এক ঘুসিতে এপিটাফের নিচে পাঠিয়ে দেয়।

এরপর কয়েকটি সংশোধনাগার ঘুরে স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুল শেষে প্যারাট্রুপার বাহিনীতে যোগ দেয় সে। যখন স্থানীয় সিম্বা প্রধান ক্রিস্টোফি গিবেনিয়ে ভাড়াটে সৈনিকদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেয় তখন কর্নেল লরেন্টের নেতৃত্বে যে পাঁচশো জন প্যারাট্রুপার উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্যে স্ট্যানলিভিলে অবতরণ করে সে ছিলো সেই দলের একজন সদস্য।

চল্লিশ মিনিট ধরে বিমানবন্দরে আক্রমন চালানোর পর পিচ্চি মার্ক নিজের জীবনের জন্যে একটি পেশা খুঁজে পেয়েছিলো। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর সে এডব্লিউওএল-এ যোগ দেয় বেলজিয়ামে প্রত্যাবর্তন যাতে না করতে হয় সেজন্যে। তারপরই ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে নাম লেখায়। নিজের শক্তিশালী মুষ্ঠি আর কাঁধ ছাড়াও মার্ক বাজুকা চালাতে বেশ দক্ষ। এটা তার প্রিয় অস্ত্র। এই জিনিসটা দিয়ে সে ভাবলেশহীনভাবে গুলি চালাতে পারে।

যে রাতে সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে লিভারবিলের উদ্দেশ্যে বিমানে উঠলো তখন তার বয়স মাত্র ত্রিশ।

শ্যাননের ডানদিকে জ্যঁ-ব্যাপটিস্ট ল্যাঙ্গারত্তি বসে আছে। একটু বেটে, তবে সুঠাম দেহ। জাতে কর্সিকান। জন্ম ক্যালভি শহরে। আঠারো বছর বয়সে ফ্রান্সের পক্ষ হয়ে হাজার হাজার *এ্যাপিলিসদের* একজন হিসেবে আলজিরিয়ান যুদ্ধে যোগ দেয়। আঠারো মাসের সৈনিক জীবনের মাঝামাঝি সময়ে সে নিয়মিত একজন সেনা বনে যায়। পরে জেনারেল মাসু'র নেতৃত্বাধীন ১০ম কোলোনিয়াল প্যারাট্রুপে যোগ দেয়। সেখানে তাকে *লে পারাস* নামে ডাকা হোতো। সেখানেই তাব সৈনিক জীবনের প্রথম হাতেখড়ি। কিন্তু সামরিক নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে তার খুব একটা সুনাম ছিলো না। ল্যাঙ্গারত্তির বয়স যখন একুশ তখন ওএএস নামক একটি ফরাসি সংগঠনের প্রভাবে আলজেরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে ফ্রান্সের যুদ্ধসংক্রান্তনীতির প্রশ্নে একশ্রেণীর পেশাদার সৈনিকের মনে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠতে শুরু করে। ল্যাঙ্গারত্তি বিদ্রোহ করে ওএএস-এ যোগ দেয়। ক্রমে তারা গোপনে এক বিদ্রোহী দল গ'ড়ে তোলে। কিন্তু ১৯৬১ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর সে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। এরপর দীর্ঘ তিন বছর ভূয়া নামে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াবার পর অবশেষে পুলিশের হাতে ল্যাঙ্গারত্তি ধরা পড়ে। পরের চার বছর জেলের মধ্যেই কাটাতে হয় তাকে। প্রথমে প্যারিসের সাঁতে জেলের অন্ধকার সেলে অমানুষিক কষ্টে ছিলো, পরে তুর্স-এ। শেষ মেয়াদে ইলদারি'তে কাটিয়ে বের হয়ে আসে। কয়েদি হিসেবে সে ছিলো খুবই বাজে। কমপক্ষে দু'জন

BanglaBook.org

কারারক্ষী নিজেদের চেহারায় তার কীর্তির চিহ্ন বয়ে বেড়িয়েছিলো মৃত্যুর আগপর্যন্ত।

কারারক্ষীদের আঘাত করার জন্যে কয়েকবার তাকে এমন নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিলো যে মরে যেতেই বসেছিলো সে। কোনো ধরনের শাস্তি মওকুফ ছাড়া পুরো মেয়াদ শেষ ক'রে সে ১৯৬৮ সালে জেল থেকে বের হয়। জেল থেকে বের হয়ে তার কেবল একটা ভয়ই জেঁকে বসেছিলো, আর সেটা হলো আবদ্ধ কক্ষ এবং গর্তজাতীয় কিছু। মনে মনে সে প্রতীজ্ঞা করেছিলো জীবনে আর কখনও জেলে ফিরে যাবে না। এর জন্যে যদি নিজের জীবনও যায় তাতে তার আপত্তি নেই। তবে মরার আগে আধ ডজন মানব সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাবে বলেও একটা সংকল্প করেছে সে। জেল থেকে বের হবার তিন মাস পরে নিজের টাকায় সে আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়ে শ্যাননের একজন ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে নাম লেখায়। জেল থেকে বের হয়ে তিনমাস সে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষন নিয়েছিলো। তাছাড়া কর্সিকান ছেলে হিসেবে শৈশব থেকেই আলজিয়ার্সের পথেঘাটে ছোরা-চাকু চালানোর অভ্যেস ছিলো তার। নিজের বাম হাতের কব্জিতে একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ পেঁচিয়ে রাখে চাকু ধার করার জন্যে। ঠিক যেমনটি নাপিতেরা খুর ধার করে। একটা ব্যাপারে ওর বেশ নামডাক আছে। তার ডান হাতের জামার আস্তিনের নিচে একটা ছয় ইঞ্চির ছুরি লুকিয়ে রাখে সে, জিনিসটা এতো দ্রুত আঘাত হেনে আহত ব্যক্তিটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আস্তিনের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারে সে। যে একেবারে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটা সবাইকে এক ধরণের অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু কেউ আজপর্যন্ত কারো কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করে নি।

ল্যাঙ্গারত্তি আর শ্যাননের মাঝখানে কোনোরকমে যে নিজের জায়গা ক'রে নিয়েছিলো তার নাম কার্ট সেমলার। জাতিতে জার্মান। সেমলারই এই দলের সবচেয়ে প্রবীণতম সদস্য। বয়স চল্লিশ। ১১৯৩০ সালে মিউনিখে তার জন্ম, বিশ্বত্রাস হিটলার তখন জার্মানীর সর্বময় অধিকর্তা। তার বাবা ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। রাশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি টডত অর্গানাইজেশনের হয়ে লড়াই ক'রে মৃত্যুবরণ করেন।

অতীতে আফ্রিকার ভাড়াটে সৈন্যরা তাদের সামরিক পোশাকে মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে যে নরমুণ্ড আর যুগল হাড়ের চিহ্ন ব্যবহার করতো, সেই পরিকল্পনার উদ্ভাবকও এই কার্ট সেমলার। সে-ই ফেডারেল সৈন্যদের কাছ থেকে পাঁচ মাইল এলাকা কব্জা করেছিলো। তার প্রত্যেক যোদ্ধা আগের দিনের যুদ্ধে নিহত ফেডারেল সৈন্যদের মাথার খুলি হাতে নিয়ে সম্মুখ সমরে ছিলো। পনেরো বছর বয়সে সে হিটলারের একটি যুব সংগঠনের হয়ে কাজ করেছে। সে একটি ছোটোখাটো ইউনিটের কমান্ডার ছিলো যেখানে তার চেয়ে কম বয়সী ছেলেরা আর সত্তুর বছর

BanglaBook.org

বয়সীরা সদস্য হিসেবে ছিলো। তার মিশন ছিলো একটি *পানজারফস্ট* আর তিন বোল্টের একটি রাইফেল নিয়ে জেনারেল প্যাটনের ট্যাঙ্ক বহরকে থামিয়ে দেয়া। সে যে ব্যর্থ হয়েছিলো তাতে অবাক হবার কিছু ছিলো না। তাই কৈশরের অনেকটা সময় সে আমেরিকানদের দখলে থাকা বাভারিয়াতে বন্দী ছিলো। এ ব্যাপারটা সে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

নিজের মায়ের কথা তার খুব বেশি মনে নেই। ধর্মপরায়ণ সেই মহিলা চেয়েছিলেন ছেলে তার যাজক হবে। সতেরো বছর বয়সে সে বন্দীদশা থেকে পালায়, ফরাসি সীমানা অতিক্রম ক'রে ফরাসি যুদ্ধক্ষেত্র স্ট্রসবোর্গে গিয়ে বিদেশী লিজিওনে নাম লেখায়। যাদের কাজ ছিলো পলাতক জার্মান আর বেলজিয়ানদেরকে পাকড়াও করা। সিদিবেল আব্বেস-এ একবছর কাটাবার পর সে ইন্দোচিনে চলে যায়। আট বছর থাকার পর দ্যুঁ ব্যুঁ ফু'তে চলে যায়। তুলেইন-এ ফুস্‌ফুসে অস্ত্রোপচার করা হয় তার। ভাগ্য ভালো যে হ্যানয়ে লজ্জাজনক পরাজয়টা তাকে দেখতে হয় নি, করণ সে ফ্রান্সে ফিরে এসেছিলো। সুস্থ হয়ে উঠলে ১৯৫৮ সালে তাকে আলজেরিয়াতে একটি এলিটফোর্সের প্রধান ক'রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেই রেজিমেন্টটির নাম ছিলো *লো রেজিমেন্ট এতরেঞ্জার পারাসুতিস্ত*, সংক্ষেপে আরইপি। ইন্দোচিনে তার রেজিমেন্টটা দু দুটো বিপর্যের মুখে পড়েছিলো। হাতে গোনা অল্প কয়েকজন সদস্যই বেঁচে ছিলো। সে কেবল দুজন লোককে শ্রদ্ধা করতো। একজন রজার ফালকুয়ে এবং অন্যজন হলো কমান্ডার লেব্রাস। এমনকি ওএএস-এর কর্নেল মার্ক রদিনও তার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলো না, কারণ শেষপর্যন্ত ওএএস ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

সেমলার ছিলো আরইপি'তে। জেনারেল শার্ল দ্য গল এই ফোর্সটিকে বিলুপ্ত ক'রে দেন। এর ফলে ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা বিরোধীতা করার জন্যে তাকে দু'বছরের জেল খাটতে হয়েছিলো। জেলে থাকাকালীন সময়েই সে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে চোরাচালানী কর্মকাণ্ডের খবর জানতে পেরেছিলো। ইতালিতে এক বছর জেল খাটা বাদ দিলে সে ভূমধ্য সাগরীয় এলাকায় স্পিরিট, সোনা এবং কখনও কখনও অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসা করেছে। ইতালি এবং যুগোস্লাভিয়াতে তার পার্টনার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারনা করে বিরাট অঙ্কের টাকা নিয়ে কেটে পড়লে তার ভাগ্য খুলে যায়। সেজন্যে ইউরোপ ছেড়ে তারা আফ্রিকায় এসে আস্তানা গাড়ে। পত্রপত্রিকায় তারা আফ্রিকার গৃহযুদ্ধ এবং ভাড়াটে সৈনিকের খবরগুলো পড়েছিলো। তারপর থেকেই সে আফ্রিকায় আছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কারণে তাকে আফ্রিকা বিশেষজ্ঞও বলা যেতে পারে।

BanglaBook.org

এ ছাড়াও তার আরো অনেক লোমহর্ষক কীর্তিকাহিনী আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে আছে। শ্যাননই এরকম একটি চিজকে খুঁজে পেয়ে নিজের দলে ভিড়িয়েছিলো। বিশেষ ক'রে আফ্রিকার বনজঙ্গল সম্পর্কে সেমলারের অভিজ্ঞতা খুবই গভীর এবং ব্যাপক। সেও লিবারভিলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। প্লেনে বসে ঝিমুচ্ছে এখন।

ভোর হতে যখন আর মাত্র দু'ঘণ্টা বাকি তখন বাজপাখির মতো ক্লান্ত ডানায় ভর দিয়ে ঝরঝরে ডিসি-৪ বিমানটি বিমানবন্দরে নেমে এলো। নিচে লিবারভিলার সমস্ত বিমানবন্দর গভীর ঘুমে অচেতন। দুর্বল অসহায় শিশুদের করুণ কোলাহল ছাপিয়ে একটা মিষ্টি মধুর সুরের ঝঙ্কার সচকিত করে তুললো সবাইকে। ল্যাভাটরির দরজায় ঠেস্ দিয়ে দু'চোখ বন্ধ ক'রে আপন মনে শিস্ বাজাচ্ছে শ্যানন। শ্যাননের এই বিশেষ মেজাজ সম্পর্কে তার সঙ্গীদের সবাই অবগত। সে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সক্রিয় অংশ নিতে যায়, অথবা কঠিন কোনো কাজ শেষ ক'রে ফিরতে থাকে, তখনই এই সুর ফুটে ওঠে তার ঠোঁটের ফাঁকে। এ সুরের নাম 'স্প্যানিশ হর্লেম'।

বিমানবন্দরের মাথার ওপর চক্কর দেবার সময়েই নিচে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করলো ভ্যান ক্লিফ। ডিসি-৪ এর চাকা মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের সড়ক দিয়ে একটা মিলিটারি জিপও ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো তার দিকে। জিপের মধ্যে ফরাসি সামরিক বাহিনীর দু'জন তরুণ অফিসার। বিমানের পেছন দিকে সহকারি পাইলটের কেবিনের দরজাটাও এবার খুলে গেলে একটা সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হলো সেখান থেকে। অফিসারদের একজন জিপ থেকে নেমে এসে দ্রুতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। ভেতরের কেবিনে উঁকি দিতেই একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ এসে লাগলো তার নাকে। এই সব হাড্ডিসার শিশুর দল যেনো দেশটাকে জ্বালিয়ে খেলো। অনিবার্যভাবে অফিসারের দৃষ্টি এবার শ্যাননের দলটার ওপর গিয়ে পড়লো। অফিসার ইঙ্গিতে নেমে আসবার আহ্বান জানালো তাদের। ভ্যান ক্লিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভদ্রলোকের পেছন পেছন একে একে নেমে এলো তারা।

টিনের ছাউনি দেওয়া একটা ঘরের মধ্যে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হলো সবাইকে। অফিসার ভদ্রলোক তাদের সেখানে বসিয়ে রেখে যেনো অদৃশ্য হয়ে গেলো, তারপর অনেকক্ষণ আর কারোর কোনো টিকিটাও দেখা গেলো না। বিমানবন্দরের কয়েকজন তরুণ কর্মচারী অবশ্য জানালা দিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি

মারবার চেষ্টা করছে, কারণ শ্যাননের এই দলটার সম্পর্কে অনেকেরই কৌতূহল রয়েছে। সাধারণের কাছে ওরা 'আফ্রিকার আতঙ্ক' নামেই সুপরিচিত।

অবশেষে এক ঘণ্টা বাদে সিনিয়র অফিসার লাব্রাস দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। একমাত্র কার্ট সেমলার ছাড়া আর কারোর সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। তারা দু'জন ইন্দোচিনে যুদ্ধ করেছে।

"*আলোরস্, সেমলার?*" নরম কণ্ঠে সে বললো। মুচকি হেসে হাত মেলালো তার সঙ্গে। "এখনও লড়াই ক'রে যাচ্ছো দেখছি। তবে সাধারণ কোনো সৈনিক হিসেবে নিশ্চয় করছো না। দেখতে পাচ্ছি, এখন তুমি একজন ক্যাপ্টেন হয়ে গেছো।"

সেমলার একটু বিব্রত বোধ করলো। "উই, *মোঁ কমান্দাত*—ক্ষমা করবেন, *মোঁ কর্নেল*। খণ্ডকালীন সময়ের জন্যে ক্যাপ্টেন হয়েছি।"

লেব্রাস বার কয়েক মাথা দোলালো। একে একে সবার সঙ্গেই হাসিমুখে করমর্দন করলেন লেব্রাস। সেমলারের সঙ্গে তার কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তাও হলো। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন ক'রে বললো, "বন্ধুরা, আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই ক'রে দেবো। পরনের পোশাক-আশাকও আপনারা সঙ্গে ক'রে আনতে পারেন নি। তারও ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আপাতত কয়েকদিন আপনারা নিজেদের ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও বের হতে পারবেন না। নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। অসংখ্য রিপোর্টার শহরের সবখানে ঘোরাঘুরি করছে, তারা যেনো আপনাদের কারোর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করতে না পারে। আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না, একটু সুযোগ করতে পারলেই সদলবলে আপনাদের ইউরোপে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।"

আরও ঘণ্টাখানেক বাদে চারদিক বন্ধ একটা সরকারী ভ্যান গাম্বা হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেলো তাদের। হোটেলের পেছনের দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকলো তারা। একেবারে ওপরতলার পাঁচটা ঘর নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হয়েছিলো তাদের জন্য। বিমানবন্দর থেকে হোটেলটা মাত্র পাঁচশো গজ দূরে। বিমানবন্দরের যে তরুণ অফিসার তাদের পৌঁছে দিতে এসেছিলো, সে জানালো তাদের লাঞ্চ-ডিনার বা ব্রেকফাস্ট সবই ঘরের মধ্যে পরিবেশন করা হবে। পুনরায় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেনো ঘর ছেড়ে না বের হয়। কিছুক্ষণ বাদে তোয়ালে, ক্ষুর, সাবান, টুথপেস্ট ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্রও ঘরে পৌঁছে দেয়া হলো। কফি আর স্যান্ডউইচ দিয়ে ব্রেকফাস্ট করার পর কৃতজ্ঞচিত্তে বাথরুমে ঢুকলো সবাই। ছয় মাসের মধ্যে এই প্রথম সাবান মেখে গোসল করার সুযোগ পাওয়া গেলো।

BanglaBook.org

দুপুরের দিকে সেনাবিভাগের এক নাপিত এসে সবার চুল ছেঁটে দিয়ে গেলো। টানা চারটা সপ্তাহ শ্যানন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা হোটেলের ওপরতলায় একরকম গৃহবন্দী অবস্থায় কাটিয়ে দিলো। দিনভর শুয়ে-বসে আর ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে দীর্ঘ সময় যেনো আর কাটতে চায় না। তাদের সাক্ষাৎ পাবার প্রত্যাশায় রিপোর্টারদের মধ্যেও প্রচেষ্টার কমতি ছিলো না, তবে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কেউই তেমন সুবিধা করতে পারলো না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা লেব্রাসের অধীনস্থ এক ফরাসি ক্যাপ্টেন বিনা নোটিশেই হাজির হলো তাদের সামনে। তার চোখে মুখে খুশির উচ্ছ্বাস।

"আপনাদের জন্য একটা সুখবর আছে। আজ রাতে এয়ার-আফ্রিকার ফ্লাইটে আপনারা প্যারিস রওনা হচ্ছেন। এগারোটা তিরিশে প্লেন ছাড়বে।"

খবরটা শুনে সবাই রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। লেব্রাসের আতিথেয়তায় যদিও কোনো ত্রুটি ছিলো না, কিন্তু এই একটানা নজরবন্দী জীবন একেবারেই অসহ্য লাগছিলো তাদের।

প্লেনটা প্যারিসে পৌছতে দশ ঘণ্টা সময় নিলো। পথের কেবল দু'জায়গায় বিরতি দিলো। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি কুয়াশা ঢাকা স্যাঁতসেঁতে এক সকালে লাবুর্গ বিমানবন্দরের উন্মুক্ত বিশাল চত্বরে একে একে নেমে এলো ওরা পাঁচজন। দীর্ঘ সময়ে সুখে-দুঃখে পাশাপাশি থাকার পর এখন আবার পাঁচজন পাঁচ দিকে ছিটকে পড়বে।

* * *

বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ব'সে মৃদুকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো তারা।

"আমরা কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো!" অবশেষে প্রস্তাব দিলো দুপ্রি। "যদি আবার কখনও কারোর কাছে এমন কোনো কাজের সুযোগ আসে যাতে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে তাহলে যেনো সবাই সে কথা জানতে পারি।"

অবশ্য এ বিষয়ে শ্যাননের ওপরই তাদের আস্থা সবচেয়ে বেশি। কারণ শ্যানন তাদের দলপতি। এ ধরনের কোনো প্রস্তাব এলে শ্যাননের কাছেই আগে আসবে।

লিবারভিলার ফরাসি কর্তৃপক্ষ বেশ ভালোভাবেই গোপানীয়তা বজায় রেখেছিলো। ওদের প্যারিসে পৌছাবার খবর কাকপক্ষীও টের পায় নি। তাই বিমানবন্দরের কৌতূহলী রিপোর্টারদের কোনো ভিড় ছিলো না। কিন্তু একজনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় নি। কোন্ ফ্লাইটে ক'টার সময় শ্যানন সদলবলে লা বুর্গে এসে পৌছাবে সে খবর আগেই তার কাছে চলে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে এগোতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো শ্যাননকে। কে যেনো তার নাম ধরে ডেকে উঠলো।

"শ্যানন!"

এই কণ্ঠটার মধ্যে আন্তরিকতার কোনো রেশ ছিলো না, বিদ্বেষের বিষই যেনো ভরা ছিলো তার মধ্যে। শ্যানন ঘুরে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের মুখোমুখি হতেই বিস্মিত হলো সে।

"রুই?"

"তাহলে তোমরা শেষ পর্যন্ত ফিরে এলে!" নাক সিঁটকে বললো রুই।

"হ্যা, ফিরে এসেছি।"

একটু থেমে আবার মুখ খুললো আগন্তুক। "এবং হেরে এসেছো!"

"এ ছাড়া আমাদের আর কিছু করার ছিলো না," বললো শ্যানন।

আগন্তুকের দু'চোখে টিটকারির ঝিলিক শ্যাননের নজর এড়ালো না।

"তোমাকে একটা উপদেশ দেই। কথাটা মনে রাখবে, সেটা তোমার ভালোর জন্যই।" আগন্তুক শ্যাননের চোখে চোখ রাখলো। "এখন ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। এখানে ব'সে থেকে অযথা সময় নষ্ট কোরো না। তোমার জন্যে সেটা খুবই অবিবেচনার কাজ হবে। প্যারিস হচ্ছে আমার শহর। এখানে যদি কোনো কাজের সুযোগ আসে তবে সবার আগে আমিই তার খবর পাবো। সে বিষয়ে যা বিবেচনা করবার, আমিই সব করবো। সঙ্গী নির্বাচন থেকে অভিযান পরিচালনা, সবই আমার ইচ্ছেমাফিক হবে।"

শ্যানন আর দাঁড়ালো না। রুইয়ের কথারও কোনো উত্তর দিলো না। তার চোখ-মুখ প্রচণ্ড রাগের কারণে টকটকে লাল হয়ে গেছে। দৃঢ় পায়ে শ্যানন এবার ট্যাক্সির দিকে এগোলো।

"শোনো শ্যানন, আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি—"

ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে ঢোকবার আগে শেষবারের মতো শ্যানন ফিরে তাকালো। "তাহলে আমার কথাটাও তুমি শুনে রাখো, রুই! যতোদিন আমার ইচ্ছে ততোদিন আমি এই প্যারিসে থাকবো। কঙ্গোতে তোমার কাজকর্ম আমাকে মুগ্ধ করতে পারে নি। তোমার সম্পর্কে এখনও আমার সেই ধারণাই রয়ে গেছে। অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেকে বিরাট একটা কিছু ভেবে বোসো না!"

রুইয়ের মুখের ওপর পেট্রোলের ধোঁয়া ছেড়ে ট্যাক্সিটা বিপরীত দিকে ছুটে চললো। সাপের মতো হিংস্র চোখে শ্যাননের চলে যাওয়া পথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রুই।

"একদিন আমি ওই বানচোতটাকে নিজের হাতে খুন করবো।" গাড়িতে ফিরে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে দিতে রুই আপন মনে বিড়বিড় করলো, কিন্তু শ্যাননের মৃত্যুচিন্তা তার মনকে খুব একটা উৎফুল্ল ক'রে তুলতে পারলো না।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম পর্ব

স্ফটিক পাহাড়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

তাঁবুর মধ্যে মশারির নিচে শুয়ে এপাশ ওপাশ করলো জ্যাক মারলুনি। পূব আকাশের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখলো সে। সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে মনে মনে তার চারপাশের আফ্রিকার এই শ্বাপদসংকুল জঙ্গলকে অভিসম্পাত দিলো। দীর্ঘদিন আফ্রিকাতে থাকা অভিজ্ঞ লোকের মতো সেও নিজেকে সেই প্রশ্নটি করলো—কেন এই জাহান্নামে ফিরে এলো সে।

তার চিন্তার মধ্যে যদি আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকতো তাহলে বুঝতে পারতো, বনজঙ্গলে ঘেরা এই দেশটা ছাড়া তার আর কোনো জাহান্নামে যাবার জায়গা ছিলো না। নগর সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান লন্ডনে তো নয়ই, এমন কি গ্রেট বৃটেনের অন্য কোনো জায়গাতেও টিকতে পারতো কিনা সন্দেহ। সভ্য জগতের আইনকানুন বা বিধিনিষেধ তার রক্তের সঙ্গে একবারেই খাপ খায় না। আফ্রিকার এই অসহ্য গরম, এখানকার ম্যালেরিয়া, বিষাক্ত পোকামাকড় আর হুইস্কি তার তুলনায় অনেক ভালো।

১৯৪৫ সালে পঁচিশ বছর বয়সে ইংল্যান্ড থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জ্যাক মারলুনি এই আফ্রিকায় হাজির হয়েছিলো। তার আগে পাঁচ বছর রয়্যাল এয়ার ফোর্সে ফিটারের কাজ করতো। কে যেনো তাকে বলেছিলো, ভাগ্য ফেরাবার উপযুক্ত জায়গা হলো আফ্রিকা। সেখানে গেলে ফকিরও নাকি রাতারাতি বাদশা হয়ে যায়। কথাটা তার মনে ধরেছিলো। তাই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লন্ডন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাগামী এক জাহাজে চেপে বসলো।

এখানে এসে সে ভাগ্য ফেরাতে পারে নি, তবে দীর্ঘদিন ভ্রমণের পর নাইজিরিয়া থেকে আশি মাইল দূরে জস নামের এক পাহাড়ি এলাকায় ছোট্ট একটা টিনের খনির সন্ধান পেলো। তখন মালয়ে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা চলার ফলে টিনটা বেশ মূল্যবান সামগ্রী হিসেবেই বিবেচিত হতো। নিজের খনিতে অন্যান্য ভাড়াটে কুলি-মজুরদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতো মারলুনি। এ ব্যাপারে তার

কোনো চক্ষুলজ্জা ছিলো না। স্থানীয় ইংলিস ক্লাবের ইউরোপিয়ান মহিলাদের কাছে এটা খুবই দৃষ্টিকটু ব'লে মনে হোতো। তারা ভাবতো লোকটা পুরোপুরি আফ্রিকান হয়ে গেছে। একজন ইংরেজের এ ধরনের আচরণ পুরো জাতির জন্যেই লজ্জার ব্যাপার। মারলুনি এসব একদমই পাত্তা দিতো না। আফ্রিকানদের বিচিত্র জীবনযাত্রাই তার বেশি ভালো লাগতো। ষাট সালের মাঝামাঝি তার খনিতে যখন টিনের মজুদ ফুরিয়ে এলো তখন বাধ্য হয়েই পাশের একটা বড় খনিতে শ্রমিক সর্দারের চাকরি নিতে হলো তাকে। কোম্পানিটার নাম ম্যানসন কনসলিডেটেড, সংক্ষেপে ম্যানকন। দু'বছর বাদে সেখানকার টিনের মজুদও নিঃশেষিত হয়ে গেলো, অবশ্য ততোদিনে ম্যানকনের কোম্পানিতে মারলুনির চাকরি স্থায়ী হয়ে গেছে।

পঞ্চাশ বছর বয়সে মারলুনি এখনও বেশ শক্তসামর্থ্য আর কর্মঠ একজন মানুষ। তার শারিরীক গঠন বেশ দৃঢ়। লোকজনের কাছে সে নিজের পরিচয় দেয় একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, যদিও মাইনিং বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষাগত কোনো ডিগ্রি তার নেই। কিন্তু তার যা আছে ইউনিভার্সিটির কোনো ডিগ্রিই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না—দীর্ঘ পঁচিশ বছর হাতেকলমে কাজ করবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সে র‍্যান্ড থেকে স্বর্ণ আর এনডোলা থেকে তামা উত্তোলন করেছে। সোমালিল্যান্ডে মূল্যবান পানির জন্যে খনন কাজ চালিয়েছে। সিয়েরা লিওনে হীরার সন্ধান করেছে। কেবলমাত্র গন্ধ শুকেই সে বলে দিতে পারে কোনো জায়গায় খনিজ সম্পদ আছে কিনা। অন্ততপক্ষে সে এরকমই দাবি ক'রে থাকে। আর দিনে বিশ বোতল বিয়ার খাওয়ার পর তার সাথে কেউই এ নিয়ে তর্ক করার কথা চিন্তা করে না।

ম্যানসনের কোম্পানিতে চাকরি নেবার পর তাকে আফ্রিকার অনেক দূর্গম এলাকায় একা একা ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। আর এই জীবনই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এর ফলে কাজের মধ্যে নিজের কর্তৃত্ব পুরোপুরি বজায় থাকে।

বর্তমানে মারলুনির ওপর যে কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছে সেটাও এই একই ধরনের। সে একা একা কাজ করাটাই বেশি পছন্দ করে। বিগত তিন মাস ধরে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে জনবিরল স্ফটিক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু খাটিয়ে পড়ে আছে। বিশেষভাবে কোনো জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ তদারকি করতে হবে সে বিষয়েও পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া আছে তাকে। স্ফটিক পাহাড় ও তার সংলগ্ন অঞ্চলই আপাতত তার কর্মক্ষেত্র।

যদিও বিশেষ একটা পাহাড়কেই স্ফটিক পাহাড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে স্ফটিক পাহাড় বলতে কোনো নির্দিষ্ট পাহাড়কে বোঝায় না। স্ফটিক পাহাড় আসলে

BanglaBook.org

একটা পর্বতশ্রেণী, ছোটো বড় অসংখ্য পাহাড়ের সমষ্টি। সুদীর্ঘ পাহাড়ের সারি চলে গেছে সমুদ্র উপকূল আর পাশের একটি প্রতিবেশী দেশের ভেতরে। পর্যন্ত। কোনো কোনো পাহাড়ের উচ্চতা এক থেকে দু'হাজার পিট উঁচু হবে। একটা মাত্র রাস্তাই চলে গেছে এই সব পাহাড়ের গা ঘেষে। তবে রাস্তাটা একেবারে নাজুক। গ্রীষ্মকালে এটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলেও শীতকালে একেবারে কাদায় পূর্ণ হয়ে যায়। তাই এই সংঙ্কীর্ণ পথটি খুবই বিপজ্জনক। এখানে জাঙ্গারো নামক এলাকারয় বিন্দু নামের এক উপজাতির বাস, যারা একেবারেই আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে সভ্যতা বলতে তারা কাঠের ব্যবহার জানে, এই যা। সে জীবনে অনেক বর্বর জনগোষ্ঠী দেখেছে কিন্তু এরকম বর্বর জাতি সে কখনও দেখে নি।

চল্লিশ বছর আগে এক বিদেশী ধর্মপ্রচারক একা একা ঘুরতে ঘুরতে এই নির্জন পাহাড়ী এলাকায় এসে পড়েন। আগের দিন রাতে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিলো। পরের দিন সকালে উঠে তিনি দেখেন ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ের মধ্যে একটার চূড়া সূর্যের আলোয় অসম্ভব রকম চকচক করছে। তিনি এর নামে দেন স্ফটিক পাহাড়। তাঁর ডায়রিতেও ঘটনাটা টুকে রাখেন। দু'দিন বাদে স্থানীয় আদিবাসীরা তাঁকে ধরে খেয়ে ফেলে, শুধু তাঁর ডায়রিটাই অক্ষত থেকে যায়। বছরখানেক বাদে একদল ইউরোপিয়ান সৈন্য এই ডায়রিটা উদ্ধার করে। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় স্ফটিক পাহাড়। এই স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলের নমুনা সংগ্রহ করতেই টানা তিনটি মাস কেটে গেলো মারলুনির। এমনকি স্থানীয় ম্যাপেও সব পাহাড়ের হদিশ খুঁজে পাওয়া যায় না।

মারলুনি অবশ্য কোনো পাহাড়ই বাদ দেয় নি। স্ফটিক পাহাড় ও তার সংলগ্ন অঞ্চলই নিখুঁতভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছে। প্রতিটি অঞ্চল থেকেই ব্যাপকভাবে নমুনা সংগ্রহ ক'রে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরেছে। এই সংগ্রহের মোট পরিমাণ প্রায় টন দুয়েকের কাছাকাছি হবে। এদিককার সব কাজ আপাতত শেষ। এখন শুধু আগামী সকালের প্রতীক্ষা। এই পর্বতশ্রেণীর পেছনে বিন্দু নামের আদিবাসীদের যে সম্প্রদায় বাস করে তার দলপতিকে আগে থেকেই টাকা পয়সা দিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছে মারলুনি। ভোর হবার সঙ্গেই সে তার দলবদল নিয়ে মারলুনির তাঁবুতে চলে আসবে। সংগৃহীত নমুনার বস্তাগুলো তারাই মাথায় ক'রে বয়ে নিয়ে গিয়ে লরির ওপর তুলে দেবে। কয়েক মাইল দূরে রাস্তার ওপর দাঁড় করানো আছে তার লরিটা। তবে সেটা এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা সন্দেহ। যদি সেদিক থেকে কোনো বিপদ না ঘটে তাহলেও রাজধানীতে গিয়ে পৌছাতে পুরো তিনদিন সময় লাগবে তার। তারপর নমুনার বস্তাগুলো লন্ডনগামী জাহাজে

BanglaBook.org

তুলে দেবার পর তবেই তার ছুটি। অবশ্য তখনই ছুটি হয়ে যায় না। লন্ডনের কোম্পানির হেড অফিসে টেলিগ্রাফ পাঠাবার পর দু'চারদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। কোম্পানির ভাড়া-করা জাহাজ এসে বস্তাসহ মারলুনিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবে।

তার এবারের সংগৃহীত নমুনায় টিনের অংশ যে রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পরিমাণটা কতটুকু সেটাই হলো আসল প্রশ্ন। টিনের ভাগ শতকরা কতোটুকু থাকলে উত্তোলনের সমস্ত খরচ-টরচ বাদ দিয়ে তা থেকে মুনাফা করা সম্ভব, কোম্পানির বেতনভূক্ত অর্থনীতিবিদরাই সেটা বিবেচনা ক'রে দেখবে। পাউন্ড-শিলিং-পেন্সের হিসেবেই এখানে সব কিছুর যাচাই করা হয়। চিরকাল ধরে এরকম প্রথাই চলে আসছে।

মারলুনি লন্ডনে পৌছাবার তিন সপ্তাহ পরে ম্যানসন কনসলিডেটেড মাইনিং লিমিটেডের চেয়ারম্যান জেমস্ ম্যানসন লন্ডনে তাঁর কোম্পানির হেডকোয়ার্টারে নিজের আলাদা চেম্বারে ব'সে কী যেনো চিন্তা করছিলেন। তাঁর সামনে সুদৃশ্য টেবিলের ওপর কয়েক পাতার একটা টাইপ করা রিপোর্ট পড়ে রয়েছে। সেইদিকে আর একবার আড়চোখে চেয়ে গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ উঠে এলো, "ওহ্ ঈশ্বর!"

কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না।

ধীরে ধীরে ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে ম্যানসন নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে দক্ষিণের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দশ তলার এই জানালার সামনে দাঁড়ালে পুরো লন্ডন শহরটাই যেনো চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। কতো অসংখ্য মানুষ কতো অসংখ্য আশা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে শহরের বুকে। তবে জীবন সম্পর্কে স্যার ম্যানসনের ধারণা খুব স্পষ্ট এবং বাস্তববাদী। তিনি জানেন এই শহরটা আসলে একধরনের জঙ্গলই, এর মধ্যে যে সব চিতাবাঘ নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিনিও তাদেরই একজন। লুণ্ঠনের কায়দাকানুন সবই তাঁর জানা, এটা যেনো জন্মসূত্রেই তাঁর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। প্রথম থেকেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, মানুষের সমাজে এমন কিছু যদিও ব্যক্তিগত জীবনে সেগুলো নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেও কিছু যায় আসে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধিই সেখানে প্রধান কথা। রাজনীতিতে সাফল্যের মূলমন্ত্র হচ্ছে, কেউ যেনো তোমার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পারে। এই সমস্ত গুপ্তবিদ্যা রপ্ত থাকার ফলেই সরকারীভাবে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এর প্রস্তাবক ছিলো কনজারভেটিভ পার্টি। ব্যবসা জগতে ম্যানসনের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে সরকারের কাছে তাঁকে

BanglaBook.org

'নাইট' উপাধি দেবার জন্য প্রস্তাব করা হয় এই প্রস্তাব আনার পেছনে প্রকৃত কারণ রয়েছে ম্যানসন গোপনে পার্টির নির্বাচন তহবিলে প্রচুর অর্থ চাঁদা দিয়েছিলেন। একেবারে শেষ দিকে এসে, মাত্র একমাস আগে তাঁর নাম 'নাইট' হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। উইলসন সরকারও এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। কারণ সকরকারের নাইজিরিয়া সংক্রান্ত নীতিতে ম্যানসনের সমর্থন ছিলো। এই ধরনের বাস্তব বুদ্ধির সার্থক প্রয়োগেই তিনি আজ বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। নিজের তৈরি মাইনিং কোম্পানির মাত্র পঁচিশ শতাংশের অংশীদার তিনি, কিন্তু তাঁর বার্ষিক আয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

ম্যানসনের বয়স এখন একষট্টি। একটু বেটে কিন্তু সুস্থ সবল চেহারা, অনেকটা প্যাটন ট্যাঙ্কের মতো। অন্তর্নিহিত শক্তি যেনো দেহের ভেতর থেকে উপচে উঠছে। মুখের ওপর এক ধরনের ক্রূড় রুক্ষতার ছাপ, মেয়েরা যার আকর্ষণ অনুভব করে, আর সমগোত্রীয় প্রতিযোগীরা ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়। জনসমক্ষে ম্যানসন এমন একটা ভাব দেখান যাতে মনে হয় ব্যবসা এবং রাজনীতি—এই উভয় জগতের প্রতিই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু মনে মনে তিনি খুব ভালোই জানেন, সবধরনের নীতিবিবর্জিত ব্যক্তিরাই এই দুই জায়গায় জাঁকিয়ে ব'সে থাকেন। ম্যানসন মাইনিং কোম্পানির পরিচালক সংস্থার মধ্যেও তিনি কনজারভেটিভ পার্টির দু'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ভিড়িয়ে রেখেছেন। তাঁরা ডিরেক্টরদের জন্যে বরাদ্দ করা নির্দিষ্ট বেতন ছাড়াও মোটা অংকের উপরি নিতে খুব একটা কুণ্ঠিত হন না। এদের একজনের একটা বিশেষ চারিত্রিক দুর্বলতা সর্ম্পকেও ম্যানসন বেশ ভালোভাবে অবহিত আছেন। এই দু'জনকে হাতে রাখার ফলে ব্যক্তিগতভাবে ম্যানসন নিজেও অনেক উপকৃত হচ্ছেন। জনসাধারণের কাছে এরা রীতিমতো শ্রদ্ধার পাত্র, তার ফলে মাইনিং কোম্পানির সুনামও অসম্ভব বেড়ে গেছে। ম্যানসন নিজে এই কোম্পানির চেয়ারম্যান, সেই সূত্রে তিনিও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

যদিও সবসময় তাঁর এমন রমরমা অবস্থা ছিলো না। সেজন্যেই আশেপাশের আর পাঁচজন ভদ্রলোক তাঁর অতীত ইতিহাস সর্ম্পকে খুবই আগ্রহ বোধ করতো, কিন্তু এক জায়গায় এসে সবাইকে থমকে দাঁড়াতে হয়। ম্যানসনের প্রথম জীবন সর্ম্পকে এ পর্যন্ত খুব সামান্যই জানা গেছে, আর অন্যের কৌতূহল মেটানোর ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। তবে তিনি যে রোডেশিয়ার এক ট্রেন-ড্রাইভারের ছেলে সে তথ্য জানাতে তাঁর মধ্যে কোনো কার্পন্য ছিলো না। তাঁর ছেলেবেলাটা উত্তর রোডেশিয়া—বর্তমানে জাম্বিয়ার এনডোলা নামের এক

BanglaBook.org

তামার খনি পরিবেষ্টিত অঞ্চলেই কেটেছে, সেকথা তিনি নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় তামার খনির সামান্য এক শ্রমিক হিসেবে, সেখান থেকেই তিনি তাঁর ভাগ্য ফেরান। তবে কি উপায়ে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, সে ব্যাপারে কাউকে কোনোদিন বিন্দুমাত্র আভাস দেন নি।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, সামান্য কর্মচারীরী হিসেবেই তিনি খনি শ্রমিকের কাজে যোগ দিয়েছিলেন, তবে বিশ বছর বয়সের আগেই চাকরি ছেড়ে দেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মাটির নিচে রক্ত পানি ক'রে যারা খেটে মরে তারা কোনোদিন ভাগ্যের চাকা ফেরাতে পারে না। ডলার ছড়িয়ে থাকে মাটির ওপর, শুধু সেটা করায়ত্ত করার উপায় জানতে হয়। তামার শেয়ারে যারা টাকা বিনিয়োগ করে তাদের এক সপ্তাহের আয় একজন শ্রমিকের সারা জীবনের মজুরি থেকে অনেক বেশি।

চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর তরুণ ম্যানসন প্রথমে র‍্যান্ড অঞ্চলে শেয়ারের দালালি শুরু করেন। এই সময় কিছু চোরাই হীরা তাঁর মাধ্যমে হাত বদল হয়। লোভের ফাঁদ পেতে বোকাসোকা লোকের মাথায় গাধার টুপি পরাতে তাঁর জুড়ি ছিলো না। এখান থেকেই তাঁর জয়যাত্রার শুরু হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে লন্ডনে চলে আসেন। বৃটেন তখন তামার খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বাজারে তার পণ্যসামগ্রীও মার খাচ্ছে দারুণভাবে। এই সঙ্কটময় মহূর্তেই ম্যানসন প্রথম তাঁর মাইনিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলেন। সেটা উনিশশো আটচল্লিশ সালের কথা। দু'বছরের মধ্যে জনসাধারণের কাছে তার শেয়ার বিক্রি শুরু হয় এবং বিগত পনেরো বছরে সমগ্র বিশ্বেই তার চাহিদা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আফ্রিকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও পটপরিবর্তনের ধূম লেগে যায়। ঔপনিবেশগুলো একে একে স্বাধীন হতে শুরু করে। শহরের বড় ব্যবসায়ীরা অবশ্য প্রাকস্বাধীনতা যুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্যে মনে মনে হা-হুতাশ করলেও ম্যানসন কিন্তু হাওয়ার গতি ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন। ক্ষমতালিপ্সু আফ্রিকান রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিলো। তিনি জানতেন ঐসব বর্বররা কি চায়। ম্যানসনের চাহিদার কথাটাও তাদের জানা ছিলো। উভয়ের এই মিলন যেনো সোনায় সোহাগা হয়ে উঠলো। আফ্রিকান নেতাদের সুইস ব্যাঙ্কের গোপন অ্যাকাউন্টে নিয়মিত মোটা অঙ্ক জমা হতে লাগলো। তার ফলে ম্যানসন কনসলিডেটেও প্রায় অবাধে আদিম আফ্রিকার বুক থেকে কালো মাটি খুঁড়ে সম্পদ হাতিয়ে নেবার অধিকার পেয়ে গেলো। সেখানকার মাটির পরতে পরতে পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ লুকনো রয়েছে। ম্যানসনও দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠলেন।

BanglaBook.org

ম্যানকন ছাড়াও স্যার জেমসের আরও বহু আয়ের পথ খোলা ছিলো। বিভিন্ন উপায়ে তিনি পৃথিবীর বুক থেকে সম্পদ আহরণ করতেন। এরকমই একটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার এক নিকেল কোম্পানিতে মূলধন বিনিয়োগ। কোম্পানিটির নাম পসাইডন। উনসত্তরের গ্রীষ্মকালে বাজারে এই কোম্পানির শেয়ারের দর ছিলো ইউনিট প্রতি চার শিলিং। ম্যানসন কানাঘুষায় খবর পেলেন এই কোম্পানির অনুসন্ধানী দলটি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার এক জনবিরল অঞ্চলে গোপন সম্পদ খুঁজে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ রকমের একটা ঝুঁকি নিয়ে বসলেন। তাঁর কাছে সংবাদ এসেছিলো অপর্যাপ্ত নিকেল আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বের বাজারে নিকেলের যোগান যদিও খুব একটা কম ছিলো না, কিন্তু তাতে কি, ফাটকাবাজরা যোগসাজশ করে অনেক কিছুই করতে পারে। তাদের হাতে পড়েই হুহু ক'রে শেয়ারের মূল্য বেড়ে যায়, এবং সেটা খুবই অবিশ্বাস্যভাবে। এর মধ্যে বিনিয়োগকারীদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিলো না।

ম্যানসন তাঁর সুইস ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড খুব সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়। জুরিখের এক অখ্যাত রাস্তার ওপর এই ব্যাঙ্কের অবস্থান। প্রবেশপথের এক পাশে দেয়ালের গায়ে ভিজিটিং কার্ডের সমতুল্য ছোট্ট একটা গোল্ড প্লেটে জুইংলি ব্যাঙ্কের নাম লেখা আছে। ভালো ক'রে না দেখলে নজর এড়িয়ে যায়। এইটুকুই শুধু এর অস্তিত্বের ঘোষণা। সুইজারল্যান্ডে শেয়ার কেনা-বেচার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো দালাল নেই। স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলোই বিনিয়োগের ব্যাপারটা দেখাশুনা করে। তাঁর নামে পাঁচ হাজার পসাইডন শেয়ার কিনে রাখবার জন্য জুইংলি ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ বিভাগের অধিকর্তা ডা: মার্টিন স্টেনহফারকে নির্দেশ দিলেন ম্যানসন। স্টেনহফার সঙ্গে সঙ্গে জুইংলির পক্ষ থেকে লন্ডনের সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান জোসেফ সেব্যাগ অ্যান্ড কোং-এর কাছে পাঁচ হাজার পসাইডন শেয়ারের অর্ডার পাঠালেন। লেনদেনের কাজ যখন সম্পন্ন হলো তখন প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিলো মাত্র পাঁচ শিলিং।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়ান নিকেলের খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়লো। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো ভূগর্ভস্থ নিকেলের মোট পরিমাণ সম্পর্কে নানা রকম অলীক জল্পনা-কল্পনা। শেয়ারেরও দর বাড়তে শুরু করলো তীব্রগতিতে। পাঁচ শিলিংয়ের শেয়ার যখন পঞ্চাশ পাউন্ডে গিয়ে ঠেকলো তখনই ম্যানসন তাঁর অংশটা বিক্রি ক'রে দেবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু বাজারের অবস্থা দেখে আরও কয়েকদিন ধরে রাখলেন। তাঁর ধারণা ছিলো পসাইডন-এর দর লাফিয়ে লাফিয়ে একশো পনেরোতে গিয়ে পৌঁছাবে। তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেবার নির্দেশ

BanglaBook.org

দিলেন। সুইস ব্যাঙ্কও যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করলো। গড়ে একশো তিন পাউন্ডে সব শেয়ার বিক্রি হয়ে গেলো ম্যানসনের। শেষ পর্যন্ত এর বাজার দর একশো বিশ স্পর্শ করেছিলো, কিন্তু এই বাড়তি বিশ পাউন্ডের জন্য ম্যানসনের কোনো আক্ষেপ ছিলো না। জনসাধারণের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি জাগ্রত হবার পর শেয়ারের দরও রাতারাতি পড়তে শুরু করলো। অবশেষে দশ পাউন্ডে এসে সেটা থেমে গেলো। কিন্তু এই ফাঁকে তিনি যাবতীয় খরচ-টরচ বাদ দিয়ে মোট পাঁচ লক্ষ পাউন্ড কামিয়ে নিয়েছেন। কাকপক্ষীও সে কথা জানতে পারলো না। এই বাড়তি আয়ের জন্য কোনো ট্যাক্সও দিতে হলো না তাঁকে। এ জাতীয় বিশেষ গুণের জন্যই বিশ্ব জুড়ে সুইস ব্যাঙ্কের এতো নামডাক।

জানালা থেকে সরে এসে স্যার জেমস্ ম্যানসন অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন। কেবলমাত্র তাঁর মনোযোগ আকর্ষনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে রিপোর্টটা, আর সেটার নিচে ম্যানসন মাইনিং কোম্পানির গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. গর্ডন চামার্সের স্বাক্ষরও রয়েছে। গবেষণাগারটা লন্ডন শহর থেকে সামান্য কিছু দূরে অবস্থিত। তিন সপ্তাহ আগে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলের যে নমুনা মারলুনি সংগ্রহ করেছিলো, এই রিপোর্টটা সে সম্পর্কেই।

ড. চামার্স অযথা কোনো ভণিতা করেন নি। রিপোর্টের আকার খুবই সংক্ষিপ্ত, যদিও অল্প কথায় মূল বিষয়টা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। মারলুনি এমন একটা পাহাড়ের সন্ধান পেয়েছে যেটার উচ্চতা আঠারো শো ফুট, আর দৈর্ঘ্যে হাজার গজের মতো। ডাঙ্গারোর পেছন দিকে অবস্থিত এই পাহাড় থেকে সংগৃহীত নমুনায় নিকেলের ভাগ খুব সামান্যই আছে, তাও আবার খুব নিচু মানের নিকেল। তবে এর মধ্যে অপর্যাপ্তভাবে যা পাওয়া গেছে তা হলো প্লাটিনাম। দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্টেনবার্গই প্লাটিনামে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল ব'লে ধরা হয়। সেখানকার পাথরে প্লাটিনামের ভাগ প্রতি টনে পঁচিশ আউন্স। কিন্তু ডাঙ্গারো থেকে সংগৃহীত এই নমুনায় প্লাটিনামের আনুপাতিক হার টন প্রতি পৌনে এক আউন্সেরও কিছু বেশি। ড. চামার্স শুধু এই বক্তব্যটুকুই তাঁর রিপোর্টের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে সব খনিজ সম্পদ লুকিয়ে আছে তাদের উপযোগীতা এবং মূল্য সম্পর্কেও স্যার জেমসের সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো। তিনি জানতেন প্লাটিনাম পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় মূল্যবান ধাতব পদার্থ, আর এর বর্তমান বাজার দর প্রতি আউন্স একশো তিরিশ ডলার। তাছাড়া বিশ্বের মানুষের কাছে এর চাহিদাও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে সেই সত্যটাও তিনি যেনো দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে

BanglaBook.org

পারলেন। আগামী বছর দুয়েকের মধ্যেই এর দর দেড়শোয় গিয়ে পৌছাবে, এবং পাঁচ বছরের মধ্যে দুশো হয়ে যাবে। অবশ্য আটষট্টি সালে প্লাটিনাম একবার তিনশোয় গিয়ে ঠেকেছিলো, সেদিন আর কখনও ফিরে আসবে না। কারণ তিনশো ডলার মূল্যটা খুবই হাস্যকর এবং অযৌক্তিকও বটে।

প্যাডের একটা পাতা ছিড়ে নিয়ে নিজের মনে অঙ্ক কষতে বসলেন ম্যানসন। পাহাড়ের আয়তন দেখে অনুমান ক'রে নেয়া যায় তার ওজন কমপক্ষে পাঁচশো মিলিয়ন টন হবে। প্রতি টনে আধ আউন্স ক'রে প্লাটিনাম পাওয়া গেলেও তার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে দুশো পঞ্চাশ মিলিয়ন আউন্স। বিশ্ব বাজারে এই বাড়তি প্লাটিনামের যোগান যদি এর মূল্যকে কমিয়ে নব্বুই ডলারেও নিয়ে আসে, আর পাথর ছেঁকে প্লাটিনাম তুলে আনতে যদি সর্বমোট আউন্স প্রতি পঞ্চাশ ডলারও খরচ পড়ে, তাহলেও অবশিষ্ট থাকছে ...

স্যার জেমস্ ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নরম সুরে শিস দিতে শুরু করলেন।

"হায় ঈশ্বর! দশ কোটি ডলারের একটা পাহাড়!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২

অন্য সব ধাতুর মতো প্লাটিনামেরও নিজস্ব একটা মূল্য রয়েছে। দুটি মূল বিষয় এর পার্থিব মূল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। সে দুটো হচ্ছে, কোনো কোনো শিল্পে এর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা এবং বিশ্ব বাজারে এর যোগানের পরিমাণ। সমগ্র ধাতুর মধ্যে প্লাটিনাম খুবই দুর্লভ বস্তু। এর বাৎসরিক উৎপাদন কম বেশি দেড় মিলিয়ন আউন্স। অবশ্য উৎপাদকরা মোট উৎপাদনের কিছু অংশ গোপনে মজুত ক'রে রাখে সে হিসেব এর মধ্যে ধরা হয় নি।

সারা দুনিয়ায় যে প্লাটিনাম পাওয়া যায় তার শতকরা পাঁচানব্বই ভাগ আসে দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও রাশিয়া থেকে। যদিও রাশিয়ায় এর উৎপাদনের পরিমাণ কতো সে সম্পর্কে সঠিক কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। বিনিয়োগকারীদের ভরসা দেবার জন্যেই অনেক সময় বাড়তি উৎপাদন গোপনে মজুত রাখা হয়। তার ফলে বাজারে এর মূল্যও মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এ ব্যাপারে রাশিয়ার বেশ ভালো কর্তৃত্ব রয়েছে।

বাৎসরিক দেড় মিলিয়ন আউন্সের মধ্যে রাশিয়া একাই যোগান দেয় সাড়ে তিন লক্ষ আউন্স। কানাডা থেকে পাওয়া যায় দু'লক্ষ আউন্স। বাকি সাড়ে নয় লক্ষ আউন্স আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। শিল্প-সংক্রান্ত প্রয়োজনে বৃটেনে যদি হঠাৎ এই প্লাটিনামের চাহিদা বেড়ে যায় তবে কানাডার পক্ষে সে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। তাকে নির্ভর করতে হবে রাস্টেনবার্গের ওপর।

বিশ্ব বাজার সম্পর্কে মোটামুটি যারা ওয়াকিবহাল তাদের মতো ম্যানসনও এ বিষয়ে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যদিও ড. চামার্সের এই রিপোর্ট আসার আগে পর্যন্ত প্লাটিনাম নিয়ে তিনি কখনও এমনভাবে চিন্তাভাবনা করেন নি। কিন্তু একজন ব্রেন-সার্জন যেমন শুধু মস্তিষ্কের অভ্যন্তর ভাগ নিয়েই প'ড়ে থাকেন না, মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান ও তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও তাঁকে অনেক কিছু জানতে হয়, তেমনি ম্যানসনও বাজারের হালচালের ওপর সতর্ক নজর রাখতেন। তিনি জানেন আমেরিকান ধনকুবের চার্লি ইংজেলহার্ড, যিনি নিজিনস্কি নামে রেসের ঘোড়ার

মালিক হিসেবেও বেশ প্রসিদ্ধ, সেই বিখ্যাত শিল্পপতি বেশ কিছুদিন যাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রচুর পরিমাণ প্লাটিনাম সংগ্রহ ক'রে নিজের ভাণ্ডারে মজুত করছেন। তার একমাত্র কারণ সত্তর দশকের মাঝামাঝি আমেরিকায় যে বিপুল পরিমাণ প্লাটিনামের দরকার পড়বে তার যোগান কানাডা দিতে পারবে না।

মোটরগাড়ির গ্যাস-নির্গম পাইপে ব্যবহারের জন্যেই এই বাড়তি প্লাটিনামের প্রয়োজন পড়ে। সত্তর দশকের শেষ দিকে এর চাহিদা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে দূষিত আবহাওয়া, বাসোপযোগী পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে আমেরিকান জনসাধারণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। অথচ দশ বছর আগেও এ জাতীয় কোনো সমস্যার কথা মানবব সমাজে সম্পূর্ণ অজানা ছিলো। এখন কিন্তু সবাই এই নতুন সমস্যা নিয়ে ভীষণভাবে আলোচনা করছে। এমনকি রানীতিবিদদের কাছেও এটা একটা প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দারুণভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে সরকারকে। বিরোধী পক্ষের নেতাদের প্রধান বক্তব্য, দুষিত আবহাওয়া ক্রমশই পরিবেশকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলছে। খুব জলদি এর প্রতিকার করা দরকার। মিঃ রল্‌ফ নাদালকে ধন্যবাদ, তাঁর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু আধুনিক মোটরগাড়ি। এই আন্দোলন যে ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করবে সে বিষয়ে ম্যানসন নিশ্চিত। পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরের মধ্যেই আমেরিকায় এমন কোনো সরকারী আইন প্রণীত হবে যার ফলে প্রত্যেক নতুন মোটরগাড়ির গ্যাস-নির্গম নলের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের ফিল্টার লাগানো বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াবে। সেই ফিল্টার পেট্রোলের দূষিত ধোঁয়াকে পরিশোধিত ক'রে দেবে। আমেরিকায় এই আইন চালু হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে টোকিও, মাদ্রিদ বা রোমেও সেই নীতি অনুসৃত হবে। অন্তত এ বিষয়ে ম্যানসনের মনে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শহরের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়াই সবচেয়ে অগ্রগন্য থাকবে।

এই ফিল্টারের অন্যতম উপাদান প্লাটিনাম। প্লাটিনাম ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর সাহায্যে পরিশোধনের এই বিশেষ কাজটা করা যাবে না, অন্ততপক্ষে গাড়ির ক্ষেত্রে সেটা কোনোমতেই কার্যকরী হবে না। প্রতিটি ফিল্টারের এক আউন্সের দশভাগের এক ভাগ পরিমাণ প্লাটিনামের দরকার হয়। আমেরিকায় এই আইন প্রণীত হলে সেখানে ওই বিশেষ ধাতুটির চাহিদা বছরে আরও দেড় মিলিয়ন আউন্স বেড়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বর্তমান উৎপাদনকে দ্বিগুণ করতে পারলেই কেবল সুষ্ঠুভাবে এই চাহিদার মোকাবিলা করা সম্ভব। কোথা থেকে যে এই বাড়তি প্লাটিনাম পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কারোর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। জেমস্ ম্যানসনের মাথায় একটা ধারণার উদয় হলো—তাঁর কাছ থেকেই আমেরিকানরা এটা কিনতে পারে। এই

BanglaBook.org

বিশাল চাহিদার সঙ্গে. তাল রাখতে গিয়ে এর মূল্যের অঙ্কটাও ক্রমশ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে।

তাঁর সামনে এখন একটাই সমস্যা। তাঁকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি—একমাত্র তিনিই এই স্ফটিক পাহাড়ের মজুদ পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হলো কেমন করে, কিভাবে?

বৈধ পদ্ধতি হচ্ছে জাঙ্গারোয় গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, চামার্সের রিপোর্টটা তাঁকে দেখানো, এবং তাঁর সঙ্গে খনিজ সম্পদ আহরণের অধিকার প্রসঙ্গে একটা চুক্তিতে আসা। সেই সঙ্গে জনদরদী রাষ্ট্রপতির সুইস ব্যাঙ্কের গোপন তহবিলও নিয়মিতভাবে সমৃদ্ধ করা। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ-সরল পন্থা।

কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এতো সহজভাবে মিটে যাবে কিনা সে বিষয়ে কোনো নিশ্চতা নেই। খবরটা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লে পৃথিবীর অন্যান্য মাইনিং কোম্পানিগুলোও এই খনিজ সম্পদ অধিকার অর্জনের সুযোগ খুঁজবে। তার জন্য প্রচুর টাকা ছড়াতেও দ্বিধা করবে না। হয় তারা নিজেরাই এর মালিকানা স্বত্ত্ব কিনে নেবে, অথবা মাটির নিচে এই গুপ্ত সম্পদ যাতে কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখতে না পায় সে ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। বিশেষ ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা এবং রাশিয়ার স্বার্থই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হবে রাশিয়া। এর ফলে প্লাটিনামের বাজারে তাদের কোনো কর্তৃত্বই আর বজায় থাকবে না।

ম্যানসনের মনে হলো জাঙ্গারো নামটা তিনি হয়তো অতীতে দুয়েকবার শুনে থাকবেন। কিন্তু এই শালার দেশটা এমনই নগণ্য আর বৈশিষ্ট্যহীন যে, এর সম্পর্কে কোনো কিছুই তিনি জানেন না। এখন প্রধান কাজ হলো এই দেশটা সম্পর্কে বিস্ত ারিত সব জানা। আর তা করতে পারলেই কেবল পরবর্তী কাজগুলোর দিকে এগোনো যাবে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপে তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ম্যানসন।

"মিস কুক, তুমি কি একবার আমার ঘরে আসবে?"

বিগত সাত বছর ধরে মিস কুক তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে বহাল আছেন। শুধুমাত্র কর্মদক্ষতার জোরেই সাধারণ স্টেনোটাইপিস্ট থেকে ভদ্রমহিলা এতো উঁচুতে উঠে আসতে পেরেছেন। তার প্রথম নাম মারজোরি হলেও কেউই তাঁর এই নামটি জানে না। অনেক দিন আগে পুরুষেরা তাঁকে এ নামে ডাকতো, সেব্যাপারে নিশ্চিত ক'রে বলা যায়, তখন তিনি ছিলেন যুবতী। সম্ভবত তখন তারা তাঁর সাথে টাঙ্কি মারতো, তাঁর পাছায় কোনো পুরুষের উত্যক্ত হাতও পড়ে থাকবে হয়তো।

BanglaBook.org

পরে সেটা অনেক বছর আগের কথা। কিন্তু চার বছরের যুদ্ধ আর অসংখ্য মৃত্যু তাঁর সেই সময়কার প্রেমিক প্রবরটিকে ডানকার্ক থেকে আর ফিরে আসতে দেয় নি। নিজের পক্ষাঘাতগ্রস্ত মায়ের সেবা ক'রে ক'রে আর সেই মায়ের কান্না নামের এক ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে তাঁর মূল্যবান যৌবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ম্যানকন-এ তাঁর কাজই হলো তাঁর জীবন। বিশাল অফিসরুম আর চিগওয়েলের সুন্দর ছিমছাম এপার্টমেন্টটা হলো তাঁর প্রেমিক আর অফিসের যাবতীয় সামগ্রীগুলো তাঁর অতিপ্রিয় সন্তানের মতো। এ নিয়ে তিনি বেশ ভালোই আছেন। অফিসের বাকিরা তাঁকে 'বুড়ি বাদুর' ব'লে ডাকে, বিশেষ ক'রে তাঁর অধস্তন নিম্নপদস্থ কেরাণীরা। অবশ্যই তাঁর অগোচরে। কিন্তু তাঁর নিয়োগকর্তা স্যার জেমস্ ম্যানসন তাঁকে কেবল মিস্ কুক বলেই ডাকেন। অফিসে এখন তিনি ম্যানসনের ডান হাত বলা চলে। তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ।

কিছুক্ষণ বাদেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন মিস কুক। ম্যানসনের দৃষ্টি টেবিলের ওপর রিপোর্টের দিকে নিবদ্ধ। পায়ের শব্দে শুনে চোখ তুলে তাকালেন তিনি।

"মিস কুক, ফাইল ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ আমার নজরে এলো, গত কয়েক মাস যাবত আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে জাঙ্গারো রিপাবলিকে নিকেলের খোঁজে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে!"

"হ্যা, স্যার জেমস্," মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিস কুক।

"তাহালে তুমিও খবরটা জানো দেখছি!" স্যার জেমসের ঠোঁটের ফাঁকে স্মিত হাসি ফুটে উঠলো।

অবশ্য মিস কুকের কাছে খবরটা অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। ভদ্রমহিলার টেবিলের ওপর দিয়ে যে সমস্ত ফাইলপত্র আনাগোনা করে তার প্রত্যেকটিই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প'ড়ে দেখেন। এবং মনেও রাখেন নির্ভুলভাবে।

"হ্যা, স্যাব জেমস, আপনার কথাই ঠিক।" পুণরায় মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

"ভালো। তাহলে আর একটু কষ্ট ক'রে আরো কিছু খবর এনে দাও। এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে জাঙ্গারো সরকারের অনুমতির প্রয়োজন। সে কাজে কে আমাদের সাহায্য করবে তার নামটা আমি জানতে চাই।'

বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিস্ কুক। মিনিট দশেক বাদেই আবার ফিরে এলেন। সব কিছুই তাঁর কাছে নিখুঁতভাবে ফাইল করা ছিলো। তাই এই বিষয়টা খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হলো না।

"ভদ্রলোকের নাম মিঃ ব্রায়ান্ট, স্যার জেমস। মিঃ রিচার্ড ব্রায়ান্ট।"

"এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চয় কোনো রির্পোটও আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন?"

"অবশ্যই পাঠিয়ে থাকবেন। সেটাই তো কোম্পানির নিয়ম।"

"তাহলে সেই রিপোর্টটাও আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।"

মিস কুক মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যানসন। বিকেলের আলো নিভে গিয়ে লন্ডনের বুকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসছে। তবে এখনও ছিটেফোঁটা আলোর ছোঁয়া লেগে রয়েছে আকাশের গায়ে। যদিও সেই আলো কোনো কিছু পড়ার জন্যে মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই ফাইল হাতে মিস কুক পুণরায় ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলেন তিনি।

রিচার্ড ব্রায়ান্টের পাঠানো টাইপ করা এক পাতার রিপোর্টে যে তারিখের উল্লেখ ছিলো সেটা ছয় মাস আগের। ম্যানসন কোম্পানির নির্দেশেই জাঙ্গারোর রাজধানী ক্ল্যারেন্সে হাজির হয়েছিলো ব্রায়ান্ট। তারপর টানা এক সপ্তাহ অনেক চেষ্টার পর প্রাকৃতিক সম্পদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলো। মহামান্য মন্ত্রীর সঙ্গে তিনদিন ধরে তার দীর্ঘ আলোচনা চলে। অবশেষে মন্ত্রীসাহেব ম্যানসন কোম্পানির সঙ্গে একটা চুক্তি করতে সম্মত হন। সেই চুক্তি অনুযায়ী ম্যানসনের একজন মাত্র প্রতিনিধি জাঙ্গারোর পেছন দিকে জনবিরল স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান চালাতে পারবে। ব্রায়ান্ট ইচ্ছে করেই চুক্তিপত্রে অনুসন্ধানের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা উল্লেখ করে নি। তার ফলে ম্যানসনের প্রতিনিধির কাছে তার খুশিমতো জাঙ্গারো রিপাবলিকের যে কোনো স্থানে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে আর কোনো বাধা রইলো না। তবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার আগে মহামান্য মন্ত্রীসাহেবের বৈদেশিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গোপনে প্রচুর ডলার আর পাউন্ড জমা দিতে হয়েছিলো। ম্যানসনের তরফ থেকে ব্রায়ান্ট যে মূল্যে এই চুক্তি করেছিলো তার প্রায় অর্ধেকটাই মন্ত্রীসাহেব নিজে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে ছিলেন।

রিপোর্টে আর বিশেষ কিছু লেখা নেই। তবে এইটুকুই ম্যানসনের কাছে বেশ যথেষ্ট বলা চলে। প্রথম পদক্ষেপেই দেশটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেলো। জাঙ্গারোর মন্ত্রীমসভার মধ্যে অন্ততপক্ষে একজন যে দুর্নীতিপরায়ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব সম্ভবত বাকিরাও এই দলের মধ্যেই পড়বে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পুনরায় ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন ম্যানসন।

"মিস কুক, তুমি একবার রিচার্ড ব্রায়ান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো। তাকে বলো, আমি তার খোঁজ করছি।"

BanglaBook.org

প্রথম বোতাম ছেড়ে দিয়ে তিনি এবার দ্বিতীয় বোতামটা চাপলেন।

"মার্টিন, একটু আমার এখানে আসো তো।"

মার্টিন থর্পের অফিস- আট তলায়। সেখান থেকে ম্যানসনের চেম্বারে পৌঁছতে তার মাত্র দু'মিনিট সময় লাগলো। দেখতে শুনতে মার্টিন খুবই ছেলেমানুষ, তবে বুদ্ধিতে যে অসম্ভব তীক্ষ্ণ ম্যানসন সেটা বেশ ভালোভাবেই জানেন। শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় তথ্য তার নখদর্পণে। তাছাড়া তার মধ্যে প্রবল উচ্চাভিলাষ রয়েছে। কিভাবে জীবনের সফল হতে হয় তা সে জানে।

মার্টিন ঘরের ভেতরে ঢোকার আগেই চামার্সের রিপোর্টটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললেন ম্যানসন। টেবিলের ওপর এখন শুধু ব্রায়ান্টের রিপোর্টটাই প'ড়ে আছে। মৃদু হেসে মার্টিনকে স্বাগত জানালেন তিনি। চোখ তুলে সামনের একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করলেন।

"বোসো মার্টিন, খুবই জরুরি প্রয়োজনে আমি তোমার খোঁজ করছিলাম। তোমাকে একটা কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। কাজটা খুব গোপনে করতে হবে। এর জন্যে তোমার হয়তো অর্ধেক রাত লেগে যেতে পারে।"

সন্ধ্যার পর মার্টিনের অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেবারও তিনি কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না। যদিও ম্যানসনের এই মেজাজ সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন। মোটা অঙ্কের বেতনই এ রকম ছোটোখাটো দোষত্রুটি ঢেকে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

"ঠিক আছে স্যার," বিনীত ভঙ্গিতে মার্টিন মাথা নেড়ে বললো। "সেজন্যে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

"এখন শোনো, পুরনো ফাইলপত্র ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ এই রিপোর্টটা আমার চোখে পড়লো। ছয় মাস আগে আমাদের একজন প্রতিনিধি জাঙ্গারো সরকারের সঙ্গে আমাদের কোম্পানির হয়ে একটি চুক্তি অনুযায়ী জাঙ্গারো রিপাবলিকের পেছন দিকে জনবিরল স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে আমরা খনিজ সম্পদের খোঁজে অনুসন্ধান চালাবার অনুমতি পেয়েছি। এখন আমাকে জানকে হবে আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে কি কখনও এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিলো? ব্যাপারটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় ব'লে আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। এমনও হতে পারে এর জন্যে আলাদাভাবে কোনো এজেন্ডা ছিলো না, বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যেই আইটেমটা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আমার ব্যক্তব্যটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো? গত এক বছরের বোর্ড মিটিংয়ে সমস্ত ফাইলগুলো ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।"

থর্প দারুণ অবাক হলো। সাধারণত যে রকম দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয় এটা যেনো সেসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। তাছাড়া এই সব তুচ্ছ

BanglaBook.org

কাজের জন্যে তো কোম্পানির বেতনভূক্ত আরও অনেক কর্মচারী রয়েছে। তাদের যে কোনো একজনকে ম্যানসন ডেকে পাঠালেই তো হোতো।

"আপনার বক্তব্যটা আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। কিন্তু স্যার জেমস্, মিস কুককে বললে তিনি হয়তো ... "

"আরও সহজে উত্তরটা খুঁজে দিতে পারবেন।" মাঝপথেই মার্টিনকে থামিয়ে দিলেন ম্যানসন। "আমিও সে কথা জানি। কিন্তু তোমাকে ডাকবার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি যদি বোর্ড মিটিংয়ের পুরনো ফাইলপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করো, তাহলে অন্য কেউ সেটা কোনোরকম সন্দেহের চোখে দেখবে না। ভাববে, ফিনান্স-সংক্রান্ত কোনো বিশেষ প্রয়োজনেই তুমি হয়তো ফাইল ঘাঁটতে শুরু করছো। তোমার পক্ষে সেটা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া যে ব্যক্তির ওপর এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো তার নাম মারলুনি। এই মারলুনি সম্পর্কেও আমি কিছু জানতে চাই। ওর পার্সোনাল ফাইল ওল্টালেই সব কিছু পেয়ে যাবে।"

এতোক্ষণে থর্প ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলো।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন ... জাঙ্গারোয়া'তে কোনো খনিজ সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে, স্যার?"

স্যার ম্যানসন ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর পেছনে বসা থর্পের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপাতত সে ব্যাপারে তোমার কিছু না জানলেও চলবে।" ম্যানসনের কণ্ঠে গাম্ভীর্যের ছোঁয়া। "যা বললাম তাই করো।"

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মৃদু হাসলো মার্টিন, তারপর বিদায় নেবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"ধূর্ত শেয়াল, বানচোত!" সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বললো সে।

মার্টিন চলে যাবার পর ম্যানসন আবার বোতাম টিপে মিস কুকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

"মিঃ ব্রায়ান্টকে খবর দিয়েছি, স্যার জেমস।"

"তাকে সোজাসুজি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও, মিস কুক।"

তরুণ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ ব্রায়ান্ট খুব ভালো করেই জানে, তিনটি বিশেষ কারণে চেয়ারম্যানের ঘর থেকে তাকে ডেকে পাঠানো হতে পারে। বস্ হয়তো ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে তাকে কিছু নির্দেশ দেবেন, কিংবা কোনো বিষয়ে আলোচনা করবেন তার সঙ্গে। দু'নাম্বার কারণটাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর। তার কাজের মধ্যে কোথাও হয়তো বড় রকমের ভুল হয়েছে। কিছুই স্যার জেমসের নজর এড়িয়ে যায় না। কোনো ব্যাপারে ভুল হয়ে গেলে তিনি ব্রায়ান্টকে নিজের ঘর

BanglaBook.org

ডেকে পাঠিয়ে বেশ কড়া সুরে ধমক দিয়ে থাকেন। যদিও এ ধরনের দোষত্রুটি সাধারণত ব্রায়ান্টের ঘটে না। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন, তবে কপাল খারাপ হলে কখন কি ঘটে যায় বলা যায় না। আর একটা বিশেষ কারণেও ম্যানসনের ঘরে তার ডাক পড়তে পারে। কখনও কখনও তিনি যখন বেশ খোশমেজাজে থাকেন তখন অধস্তন কর্মচারীদের ডেকে পাঠিয়ে দামী দামী মদ খাওয়ান। এটা তাঁর বিশেষ এক ধরনের অনুগ্রহ। কপাল ভালো থাকলে সবকিছুই সম্ভব।

কিন্তু বসের বিলাসবহুল ঘরের মধ্যে পা দেবার পরই ব্রায়ান্ট বুঝতে পারলো প্রথম কারণে তার এখানে ডাক পড়ে নি। অতএব দ্বিতীয় কারণটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। নিশ্চয় নিজের অজান্তে কোথাও বড় রকমের ভুল করে ফেলেছে। এক্ষুনি তার ওপর তিক্ত বাক্যবাণ বর্ষিত হবে। সেজন্যে মনে মনে প্রস্তুতও হয়ে নিলো সে। পরমুহূর্তে স্যার জেমসের দরাজ কণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণে যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হলো। আজকের ভাগ্যটা ভালো বলেই মনে হলো তার। স্যার জেমস যে আজ সন্ধ্যায় রীতিমতো খোশমেজাজে আছেন সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

"এসো ব্রায়ান্ট। এসো।"

ব্রায়ান্ট ঘরে ঢুকতেই মিস কুক দরজাটা বন্ধ ক'রে নিজের ডেস্কে চলে গেলো। ম্যানসন সামনের একটা চেয়ারে বসার জন্যে ব্রায়ান্টকে ইশারা করলেন। ব্রায়ান্টের বিস্ময়ের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি, তার আগেই ম্যানসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লিকার ক্যাবিনেটটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"সূর্য যখন ডুবে গেছে তখন আর ড্রিঙ্কস-এ কোনো আপত্তি নেই! কি নেবে বলো, ব্র্যান্ডি না হুইস্কি?"

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু কাশলো ব্রায়ান্ট। "ধন্যবাদ স্যার, আমার জন্যে বরং ... স্কচ।"

"বাহ্, তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়।" একটু মাথা দুলিয়ে বললেন ম্যানসন। "স্কচই আমার সবচেয়ে প্রিয় মদ!"

দুটো গ্লাসে নিজের হাতে স্কচ ঢাললেন তিনি। পরিমাণমতো সোডা মেশালেন তার সঙ্গে। আইস-বাকেট থেকে দু'চার টুকরো বরফ নিয়ে ফেলে দিলেন গ্লাসে মধ্যে। তারপর গ্লাস দুটো হাতে ক'রে তুলে এনে ব্রায়ান্টের সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন।

"তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি বলে একটুও ঘাবড়াবে না।" চেয়ারম্যানের মুখে হাসি। "একটু আগে পুরনো একটা রিপোর্ট আমার চোখে পড়লো। রিপোর্টটা

BanglaBook.org

নিশ্চয় এর আগেও আমি দেখে থাকবো, তবে ফাইল ক'রে রাখার জন্যে মিস কুককে ফেরত দেয়া হয় নি। ড্রয়ারের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিলো। তোমার পাঠানো এই রিপোর্টটা নতুন ক'রে পড়ে দেখলাম আরেকবার।"

"আমার রিপোর্ট?" প্রশ্ন করলো ব্রায়ান্ট।

"হ্যা ... তোমার রিপোর্ট।" চেয়ারে গা এলিয়ে স্কচের গ্লাসে বড় ক'রে চুমুক দিলেন স্যার জেমস্। "মাস ছকে আগে তুমি যেনো কোথা থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট পাঠলে! এরকম বিদঘুটে নাম তো সহজে মনে রাখা যায় না!"

"ওহো, আপনি নিশ্চয় জাঙ্গারোর কথা বলছেন! হ্যা স্যার, ছয় মাস আগে গিয়েছিলাম।"

"রিপোর্টেও তাই দেখলাম। সরকারী অনুমতি পেতে তোমাকে নিশ্চয় অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিলো!"

ব্রায়ান্টও চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। তার অস্বস্তির ভাবটা এবার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এই অভিজাত স্কচের সৌরভ যেনো পুরনো বন্ধুর মতো। ঘরের মধ্যে আবহাওয়া উষ্ণ এবং আরামদায়ক। পুরনো স্মৃতি মনে পড়াতে তার মুখেও হাসির আভা ফুটে উঠলো।

"তবে স্যার, শেষ পর্যন্ত সরকারী অনুমতি আমি আদায় ক'রে নিতে পেরেছিলাম।"

"অবশ্যই তুমি করতে পেরেছিলে!" চেয়ারের আড়ালে স্যার জেমসের মুখটা আদৌ দেখা যাচ্ছে না শুধু তাঁর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরটাই ভেসে আসছে। মনে হয় এর সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার স্মৃতি যুক্ত হওয়াতে জোর হাওয়া লেগেছে উচ্ছ্বাসের পালে। "তোমার মতো বয়সে আমাকেও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। তবে দক্ষিণ আফ্রিকাটা তেমনভাবে কখনও ঘোরা হয় নি। আর ইদানিং তো আমাকে এই হেড অফিসের মধ্যেই দিনরাত একগাদা ফাইলে চোখ ডুবিয়ে পড়ে থাকতে হয়। চোখ তুলবার কোনো সময়ই পাই না।" একটু থামলেন ম্যানসন। "সেইজন্যে তোমার মতো ছেলেদের আমি মনে মনে হিংসা করি। দু চোখ ভরে দুনিয়া দেখে বেড়াচ্ছো। কতো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে তোমাদের। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালাম জাঙ্গারোর গল্প শুনবো বলে।"

"আপনাকে খুবই হতাশ হতে হবে, স্যার।" ব্রায়ান্ট হাতের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললো। "জাঙ্গারো সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নেই। সেখানে পৌছাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমার ধারণা হলো সে দেশের প্রতিটি মানুষই নাকে একটা ক'রে হাড় লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"তাই নাকি! এমন অদ্ভুত দেশও তাহলে পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায়!"

BanglaBook.org

"স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন! স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পুরো জাতটা যেনো লাফিয়ে লাফিয়ে অতীত অন্ধকার যুগের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার ফলে দুর্ভোগটা শুধুমাত্র জনসাধারণকেই পোহাতে হচ্ছে। শাসকদের গায়ে এর আঁচড়টুকুও লাগতে পারে না।"

"সেখানে বর্তমানে ক্ষমতায় কে আছে?"

"দেশের প্রেসিডেন্ট। এমনকি তাকে একজন ডিক্টেটরও বলা চলে। স্বাধীনতা লাভের পর গত পাঁচ বছরের মধ্যে একবার মাত্র ভোট হয়েছিলো জাঙ্গারোয়। সেই সুবাদেই কিম্বা নামে এক ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হয়ে ব'সে আছে। তবে পরিহাসের ব্যাপার হলো সে দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক ভোটের মানেটা পর্যন্ত বোঝে না। আর এখন তাদের সেটা জানারও দরকার পড়ে না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস কিম্বা যাদু জানে। সেই ভয়ে কেউ তাকে অমান্য করতে পারে না।"

"তাহলে তোমার এই কিম্বা খুব জাঁদরেল লোক বলা যায়।" স্যার জেমস জানতে চাইলেন।

"না স্যার, সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাকে মোটেও দুঃসাহসী বা চালাকচতুর বলা যায় না। বরং এক ধরনের ক্রুদ্ধ আর উন্মাদ প্রকৃতির। বিশেষত তার মধ্যে অহমিকার ভাবটা ভীষণভাবে প্রবল। দেশ শাসনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিজের খেয়াল খুশিমতো পরিচালনা করে। চাটুকারদের একটা দল সব সময় তার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। তারাই মন্ত্রিসভার সদস্য। তাদের মধ্যে ভুলেও যদি কেউ কখনও তার বিরাগভাজন হয়ে পড়ে, অথবা কারোর আচার-আচারণ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। স্বয়ং কিম্বা নিজের হাতে সেই কয়েদখানার তত্ত্বাবধান করেন। এবং এযাবৎ কাউকেই সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেখা যায় নি।"

"কি আশ্চর্য এক দুনিয়ায় আমরা বেঁচে আছি, ব্রায়ান্ট! আর সব থেকে মজার কথা হলো বৃটেন বা আমেরিকার মতো জাতি সঙ্ঘে এদেরও একটা ক'রে ভোট রয়েছে। আচ্ছা, এই বর্বর শাসকটি কার পরামর্শ মতো চলাফেরা করে?"

"নিজের মন্ত্রী-পরিষদের কথা সে একেবারেই শোনে না। সেখানে সামান্য যে দু'চারজন ইউরোপিয়ান আছে তাদের মুখে শুনেছিলাম, কিম্বা নাকি আকাশ থেকে দৈববাণী শুনতে পায়। সেই নির্দেশমতো দেশ শাসন করে।"

"দৈববাণী!" ম্যানসনের গলায় যারপরনাই বিস্ময়ের সুর।

"হ্যা স্যার, প্রেসিডেন্ট হবার পর সে দেশবাসীর কাছে প্রচার ক'রে দিয়েছে ঈশ্বর নাকি তার কাছে নির্দেশ পাঠান। সেই আদেশমাফিক সে রাজকার্য পরিচালনা

BanglaBook.org

করে। সরাসরি বিধাতা-পুরুষের সঙ্গেও তার কথাবার্তা হয়। প্রজারা তার মুখের কথা অবিশ্বাস করতে ভরসা পায় না।"

"অসহ্য!" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিড়বিড় ক'রে বললেন ম্যানসন। "আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আফ্রিকানদের কাছে ঈশ্বরের প্রসঙ্গের অবতারণা করাটাই ইরোপিয়ানদের জন্যে মারাত্মক একটি ভুল। এখনও সেই দেশের প্রত্যেক নেতার ধারণা, ঈশ্বরের সঙ্গে শুধু তার একারই দহরম মহরম!"

"এই একটা ব্যাপারই নয়, তার অশুভ যাদুশক্তিও এর সঙ্গে যুক্ত আছে। দেশের লোকের বিশ্বাস, কিম্বা নানারকম ভৌতিক যাদু জানে। এই অন্ধ সংস্কারই সবাইকে আতঙ্কিত ক'রে সম্মোহিত ক'রে রেখেছে। তার সাফল্যের এটাই হলো মূল চাবিকাঠি।"

"আর বিদেশী দূতাবাসগুলো?"

"কিম্বার ব্যাপারে তারা কেউই খুব বেশি মুখ খোলে না। ভাবভঙ্গিতে মনে হয় সবাই বেশ সন্ত্রস্ত আর উদ্বিগ্ন। সে অনেকটা জানজিবারের শেখ আবেইদ কারুমে, হাইতির পাপা ডক ডুভালিয়ার এবং গায়েনার সেকুতুরের মতো।"

স্যার জেমস্ জানালা থেকে ঘুরে কপট বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলেন, "সেকুতুর কেন?"

"তো, কিম্বার আনুগত্য একজন কমিউনিস্টের প্রতি আছে বলা যায়, স্যার জেমস্। রাজনৈতিক জীবনে কিম্বা যাঁকে কিছুটা ভক্তি-শ্রদ্ধা ক'রে তিনি হচ্ছেন প্যাট্রিস লুমুম্বা। আর লুমুম্বা যেহেতু রাশিয়ার বন্ধু সেই কারণে রাশিয়ান দূতাবাসকে কিম্বা একটু খাতির ক'রে চলে। এ ছাড়া আর কারোর ব্যাপারেই তার বিশেষ কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।"

আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার দুটো গ্লাসে স্কচ ঢাললেন ম্যানসন।

"তাহলে তোমার বক্তব্য হলো, জাঙ্গারোয় রাশিয়ানদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি?"

"হ্যা, স্যার জেমস, নিজের চৌহদ্দির বাইরে কিম্বার সামান্য কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। বহির্বিশ্বের কোনো খবরই সে রাখে না। ক্ল্যারেন্সে একবার জনৈক ফরাসি ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো। তার মুখে শুনলাম, রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত অথবা তার একজন প্রতিনিধি প্রত্যেক দিনই কিম্বার সঙ্গে দেখা করে। এজন্যেই রাশিয়ানরা এতোটা শক্তিশালী। ওখানে তাদের বিশাল একটি এ্যাম্বাসি রয়েছে। জাঙ্গারো তার প্রায় সব উৎপাদিত পণ্য কিংবা খনিজ সম্পদ রাশিয়ার কাছেই বিক্রি করে। আর এসব জিনিস পরিবহন করে তাদের ভাষায় ট্রলারের মাধ্যমে। ট্রলারগুলো আর কিছু না ইলেক্ট্রনিক গোয়েন্দা জাহাজ অথবা

BanglaBook.org

সাবমেরিনের জন্যে সরবরাহ জাহাজ বিশেষ। আর মনে রাখবেন রপ্তানীর টাকা সে দেশের জনগণের কাছে যায় না। সেটা যায় কিম্বার একাউন্টে।"

"এটাতো আমার কাছে মার্ক্সবাদ বলে মনে হচ্ছে না," ম্যানসন ঠাট্টা ক'রে বললেন।

ব্রায়ান্ট দাঁত বের ক'রে হাসলো। "টাকা-পয়সা আর ঘুষের আস্তানা হলো মার্ক্সবাদ," সে জবাবে বললো। "সবসময় যেমনটি হয়।"

"কিন্তু রাশিয়ানরা বেশ শক্তিশালী, তাই না? প্রভাবশালীও বটে? আরেকটু হুইস্কি চলবে, ব্রায়ান্ট?"

ব্রায়ান্ট সায় দিলে ম্যানকনের প্রধান ব্যক্তি নিজেই তার গ্লাসে গ্লেনলিভেত ঢেলে দিলেন।

আরও মিনিট দশেক ব্রায়ান্টের সঙ্গে কথাবার্তা হলো ম্যানসনের। তবে তাঁর যা জানবার ইতিমধ্যে সবই তিনি জেনে নিয়েছিলেন। পাঁচটা বেজে বিশ মিনিটে চেয়ারম্যানের চেম্বার থেকে বিদায় নিলো ব্রায়ান্ট। সঙ্গে সঙ্গে আবারো মিস কুকের ডাক পড়লো।

"জ্যাক মারলুনি নামে আমাদের এক কর্মচারী সম্প্রতি তিন মাসের আফ্রিকা সফর শেষ ক'রে লন্ডনে ফিরে এসেছে। খুব সম্ভবত সে এখন ছুটিতে আছে। তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করো। আগামীকাল সকাল দশটায় আমি আমার চেম্বারে মারলুনির সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাদের গবেষণাগারের প্রধান ড. চামার্সের কাছেও একটা খবর পাঠাতে হবে। চামার্সকে জানিয়ে দাও, আগামীকাল দুপুর বারোটায় তিনি যেনো এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। সকালে আমার যদি অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে, সে সব বাতিল ক'রে দেবে, আর দুপুরে আমি ড. চামার্সের সঙ্গে লাঞ্চ করবো। তার জন্যে আমার হাতে যেনো পর্যাপ্ত সময় থাকে। তুমি বরং বারি স্ট্রিটের উইল্টনের দুটো সিট বুক ক'রে রাখো। ধন্যবাদ, এবার তুমি যেতে পারো। আর হ্যা, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই বের হবো। ড্রাইভারকে বলো গাড়ি রেডি রাখতে।"

মিস কুক ঘরের বাইরে পা দিতেই পুণরায় সুইচ টিপলেন ম্যানসন। "সাইমন এনডিন, এক মিনিটের জন্য তুমি কি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে!"

সাইমন এনডিন এনডিন স্বভাব-চরিত্রে মার্টিন থর্পের মতোই, তবে একটু ভিন্নরকম। সাইমন এনডিন অভিজাত পরিবারের ছেলে। চেহারায় সেই আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। যদিও মনের দিক থেকে বস্তিবাসী গুণ্ডা-বদমায়েসদের সঙ্গেই তার মিল সব থেকে বেশি। পালিশ করা ভদ্র একটি মুখোশের আড়ালের নিজের প্রকৃত স্বরূপটিকে এভাবে লুকিয়ে রাখতে পারাটাই সাইমনের প্রধান

BanglaBook.org

কৃতিত্ব। অনেক খুঁজে পেতেই এরকম একটি চিজ আবিষ্কার করেছেন ম্যানসন। ক্ষমতার শিখরে স্থায়ীভাবে আসীন থাকতে হলে ম্যানসনের যেমন সাইমন এনডিনকে প্রয়োজন, তেমনি সাইমনেরও ম্যানসনের মতো একটা মহীরুহের প্রয়োজন।

সাইমন নিষিদ্ধ এলাকার সম্ভ্রান্ত জুয়ার ক্লাবগুলোতে একজন উঁচুদরের হিরো-বিশেষ। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও তার আছে। যে সব যুবতী মেয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই ক্লাবে এসে ভিড় জমায়, তাদের কেউ-ই যেমন তার লম্পট হাত থেকে নিজেদের মূল্যবান অঙ্গটি রক্ষা করতে পারে না, তেমনি কোনো মিলিনেয়ারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে সে কখনও বিনীত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাতে ভুলে যায় না।

তবে থর্পের মতো সে খুব একটা উচ্চাভিলাষি নয়। তার কাছে এক মিলিয়নই যথেষ্ট। তাতেই বাকি জীবনটা হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে পারবে বলে সে মনে করে। তার আগে পর্যন্ত ম্যানসনের ছায়া হয়ে থাকাটাই যথেষ্ট। অবশ্য এখানেও সুখের কোনো ঘাটতি নেই। শহরের সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে সাজানো গোছানো ছয় কামরার একটি ফ্ল্যাট, ক্লাবে-হোটেলে বল্গাহীন খাওয়াদাওয়া, যৌবনবতী লাস্যময়ী মেয়েদের সুনিবিড় সান্নিধ্য—সব কিছুরই খরচ জোগায় ম্যানসনের এই কোম্পানি।

"আমাকে ডেকেছেন, স্যার?" দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই বললো সাইমন।

"হ্যা, শোনো সাইমন, কাল দুপুরে আমি গর্ডন চামার্সের সঙ্গে লাঞ্চ করবো। তিনি হচ্ছেন আমাদের চিফ সাইন্টিস্ট। বেলা বারোটায় ভদ্রলোক আমার চেম্বারে হাজির হবেন। তার আগে আমি ড. চামার্স সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানতে চাই। ভদ্রলোকের পার্সোনাল ফাইলেই অবশ্য অবশ্য সব পাওয়া যাবে, তবে এর বাইরেও যদি কিছু জানতে পারা যায় ... অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, কোনোরকম চারিত্রিক দুর্বলতা আছে কিনা ইত্যাদি; তবে আমার বিশেষভাবে যেটা জানার প্রয়োজন তা হচ্ছে, ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা কেমন। তিনি যা বেতন পান তাতেই কি তাঁর হয়ে যায়, নাকি প্রয়োজনটা তার চেয়ে অনেক বেশি! তাছাড়া ভদ্রলোকের কোনো রাজনৈতিক জীবন আছে কিনা, সে বিষয়েও ভালো ক'রে খোঁজখবর নেবে। বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিকই বামপন্থী, তবে সবাই নয়। কাল পৌনে বারোটার দিকে ফোনে আমাকে সব জানাবে। তোমার জন্যে সময়টা খুবই অল্প হয়ে গেলো, কিন্তু এটা খুব জরুরি।"

স্যার জেমসের নির্দেশ শুনে সাইমনের মুখ একদম ভাবলেশহীন রইলো। কারণ এই ব্যাপারটার সঙ্গে সে বিশেষভাবেই পরিচিত। শত্রু বা মিত্র যেই হোক না কেন, কারো সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর না নিয়ে স্যার জেমস কখনও তার

BanglaBook.org

মুখোমুখি হয় না। নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলো সাইমন এনডিন। সাত তলার ডানদিকে সব শেষের ছোট ঘরটায় কর্মচারীদের পার্সোনাল ফাইল একটা ক্যাবিনেটে তালা মারা থাকে। তাকে এখন সেই ঘরেই যেতে হবে। কিছুক্ষণ আগে মার্টিন থর্পও ওখানে ছিলো। তবে মার্টিনের সঙ্গে তার দেখা হলো না। দু'জনের কেউ কারো উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলো না।

স্যার জেমসের নতুন রোলস্ রয়েস গাড়িটা দাঁড়িয়েছিলো। তিনি পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা স্টার্ট দিলো ড্রাইভার। যতারীতি নিয়মমতো *ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডটা* পত্রিকাটা সযত্নে সিটের পাশে রাখা আছে। স্যার জেমস্ গদিতে গা এলিয়ে অলস হাতে পত্রিকাটা হাতে তুলে নিলেন। প্রথমে রেসের খবরের দিকেই তাঁর নজর গেলো। তারপর শেয়ারমার্কেট, অবশেষে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে মাঝখানের পাতার নিচের দিকে এসে মনে মনে হোঁচট খেলেন তিনি। তিন লাইনের ছোট্ট একটা খবর। অনায়াসে যে কোনো লোকের নজর এড়িয়ে যেতে পারে। বিষয়টার গুরুত্ব কিছু নেই। কিন্তু সেখানে এসেই স্যার জেমসের দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে রইলো। কতো সামান্য একটা খবর, অথচ কি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ! অন্য কেউ হলে এ ধরনের আকাশকুসুম চিন্তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইতো। স্যার জেমস ম্যানসন সেই দলের সদস্য নন। তিনি আর সবার থেকে আলাদা—অনন্য।

তিনি হলেন এ যুগের দস্যু আর এজন্যে তিনি বেশ গর্বিতও বটে। সংবাদটার শিরোনাম খুবই ছোটো করে ছাপা হয়েছে। জাঙ্গারো নয়, আফ্রিকার অন্য কোনো অখ্যাত এক দেশে প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই দেশের নামটি তিনি এর আগে কখনও শুনেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। খনিজ সম্পদের জন্যেও দেশটার কোনো সুনাম নেই। শিরোনামে বলা আছে :

'আফ্রিকার আরেকটি দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩

মার্টিন থর্প তার চিফের বাইরের অফিসের একটা সোফায় ব'সে যখন অপেক্ষা করছে তখন ঠিক ন'টা পাঁচ মিনিটে স্যার জেমস্ ম্যানসন এসে পৌঁছালে তাঁর সঙ্গে সোজা তাঁর অফিসে চলে এলো সে।

"কোনো খবর পেলে?" উটের পশম দিয়ে তৈরী মূল্যবান ওভারকোটটা ওয়ারড্রোবের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে স্যার জেমস্ জানতে চাইলেন। থর্প পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে তার গতরাতের তদন্তের বিবরণ পড়তে শুরু করলো।

"এক বছর আগে আমাদের কোম্পানি এক অনুসন্ধানী দল জাঙ্গারোর উত্তর-পশ্চিমে কোনো এক রাজ্যে অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত ছিলো। এই ব্যাপারে আমরা একটা ফরাসি কোম্পানির সাহায্য নিয়েছিলাম। তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া ছিলো, যে সমস্ত অঞ্চলে আমাদের কোম্পানির লোকেরা অনুসন্ধান চালাবে, তারা হেলিকপ্টার থেকে সেই সমস্ত অঞ্চলের বিস্তারিত ছবি তুলে আনবে। এ ধরনের কাজ তারা আগেও অনেক করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সব এলাকার কোনো বিশদ ভৌগোলিক মানচিত্র পাওয়া যায় না। তার ফলে পাইলটকে সম্পূর্ণ অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে কাজ করতে হয়। আমরা যে অঞ্চল নির্বাচিত করেছিলাম তার কিছুটা অংশ একেবারে জাঙ্গারো প্রদেশের কাছেই ছিলো।

"এই ফরাসি কোম্পানির ভাড়াটে পাইলট যেদিন হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উড়লো সেদিন বাতাসের বেগটা একটু প্রবল ছিলো। যদিও আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে সে ব্যাপারে কোনো আভাস দেওয়া হয় নি। এলোমেলো হাওয়ার মধ্যেই ওলটপালট খেতে খেতে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অজস্র ছবি নিলো পাইলট। ছবিগুলো ডেভেলোপ করবার পর দেখা গেলো পাইলট সব জায়গায় তার নির্দিষ্ট সীমারেখা ঠিক রাখতে পারে নি। পাশের রাজ্যের কিছু অংশও তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে গিয়েছিলো।"

BanglaBook.org

"পাইলটের এই ভুলটা প্রথম আবিষ্কার করলো কে? ওই ফরাসি কোম্পানি?"

"না স্যার, ফিল্মটা ডেভেলোপ করবার পর ওরা প্রিন্টগুলো খামে ভরে সরাসরি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়। ওরা কোনো রকম মন্তব্য করে নি। আমাদের অফিস থেকেই প্রথম এই ভুলটা ধরা পড়ে। কারণ একটা ছবির বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে কয়েকটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু যে এলাকায় আমরা অনুসন্ধান চালাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার মধ্যে কোথাও কোনো পাহাড়ের অস্তিত্ব ছিলো না। সবটাই জঙ্গলে ঢাকা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। সেইজন্য প্রথমে ছবিটার ওপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। পরে হঠাৎ একজনের নজর পড়লো যে, কয়েকটা পাহাড় এই ছবির মধ্যে ধরা পড়েছে, তাদের একটার গঠন-প্রণালী যেনো অন্যদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এমন কি এর গাছপালার রঙ এবং তার গড়ন পর্যন্ত আলাদা। সম্ভবত মাটির কোনো বিশেষ গুণের জন্যই এটা সম্ভব হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিকদের দপ্তরেও বিষয়টা প্রেরণ করা হলো। তাদের সিদ্ধান্তও এই রকম। সেখান থেকেই জানতে পারা গেলো জায়গাটা জাঙ্গারো প্রদেশের একটি অঞ্চল। এর নাম স্ফটিক পাহাড়। আমাদের সার্ভে বিভাগের প্রধান অফিসার মিঃ উইলোবি তখন তাঁর অধস্তন মিঃ ব্রায়ান্টকে দায়িত্ব দিয়ে জাঙ্গারোয় পাঠিয়ে দিলেন।"

"উইলোবি তো আমাকে কখনও একথা জানায় নি?" চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দিতে হাল্‌কা সুরে মন্তব্য করলেন ম্যানসন।

"তিনি একটা মেমো পাঠিয়েছিলেন, স্যার। আপনার কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি সেটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। আপনি তখন অফিসিয়াল ট্যুরে কানাডায় গিয়েছিলেন। টানা একমাসের প্রোগ্রাম ছিলো সেটা। মিঃ ব্রায়ান্ট অবশ্য তিন সপ্তার মধ্যে জাঙ্গারোর কাজ শেষ ক'রে লন্ডনে ফিরে আসেন। যদিও জাঙ্গারোয় অনুসন্ধান চালাবার কোনো পরিকল্পনা আমাদের ছিলো না, কিন্তু উইলোবি ভাবলেন এরকম একটা ছবি থেকে যখন এমন একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে ক্ষতি কি। এবং সেটা খুব একটা ব্যয়বহুল ব্যাপারও নয় যে, এর জন্যে ডিরেক্টরদের মিটিং ডেকে বিরাট অঙ্কের বাজেট মঞ্জুর করতে হবে। তাছাড়া এতে মিঃ ব্রায়ান্টেরও অভিজ্ঞতা অনেক বাড়বে। তিনি এতোদিন উইলোবির সহকারী হিসাবে পাশে পাশে থাকতেন। এই প্রথম নিজের দায়িত্বে কাজ করবার সুযোগ পেলেন।"

"তাই নাকি!"

"হ্যা স্যার, ব্রায়ান্ট সব ব্যবস্থা ক'রে ফিরে আসার পরই আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে জ্যাক মারলুনিকে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলের নমুনা সংগ্রহের জন্য

BanglaBook.org

জাঙ্গারো'তে পাঠানো হয়। সপ্তাহ তিনেক আগে মারলুনি প্রায় দেড় টনের মতো বালি আর পাথরের নমুনা নিয়ে লন্ডনে ফিরে এসেছে। সংগৃহীত সব নমুনাই এখন আমাদের ওয়াটফোর্ডোর ল্যাবরেটরিতে মজুদ আছে।"

"তাহলে তো এদিককার ঘটনা মোটামুটি সবই জানা গেলো।" প্রসন্ন চিত্তে মাথা দোলালেন স্যার জেমস্। তারপর সেই একই সুরে বললেন, "এবার বলো, বোর্ডের কোনো মিটিংয়ে কি এ সম্পর্কে কখনও কিছু আলোচনা হয়েছে?"

"না স্যার," থর্প দৃঢ় তঙ্গীতে ঘাড় নাড়লো, "বিষয়টা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচনা করা হয় নি। গত এক বছরের প্রতিটি বোর্ড-মিটিংয়ের যাবতীয় নথিপত্র আমি তন্ন তন্ন ক'রে ঘেঁটে দেখেছি, কোথাও এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তাছাড়া এটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যেও ছিলো না। দৈবক্রমে একটা ছবি হাতে এসে পড়েছিলো, এই যা। তার ফলেই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সামান্য আইটেমটা বোর্ড-মিটিং পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি।"

ম্যানসনের চোখেমুখে প্রশান্তির আভা। "এখন বলো, মারলুনির খবর কি?"

থর্প তার ফোলিওর মধ্যে থেকে মারলুনির পার্সোনাল ফাইলটি বের ক'রে চিফের দিকে এগিয়ে দিলো।

"শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে বিশেষ কোনো যোগ্যতা নেই, তবে অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর। অনেক দিন আফ্রিকায় অবস্থানের ফলে দেশটা সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানও আছে যথেষ্ট।"

ম্যানসন মনোযোগ সহকারে ফাইলটার পাতা উল্‌টে গেলেন। মাঝেমধ্যে দু'চার লাইন একটু খুঁটিয়ে পড়লেন। অবশেষে সায় দেবার ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন। "সে অভিজ্ঞ সেটাই যথেষ্ট। এই বুড়ো আফ্রিকানটাকে খাটো ক'রে দেখো না। আমি নিজেও র‍্যান্ড অঞ্চলেই আমার প্রথম কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমার উন্নতির মূল সোপান। মারলুনিও সেরকম অবস্থায় রয়েছে। তাই এসব লোককে উপহাস করো না। এ ধরণের লোক বেশ কাজের হয়ে থাকে। তারা খুব দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়।"

মার্টিন থর্প কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তিনি ইশারা ক'রে তাকে থামিয়ে দিয়ে বিড়বিড় ক'রে বললেন, "দেখা যাক মিঃ মারলুনি কতোটা দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারেন।"

তিনি ইন্টারকমের সুইচ টিপে মিস কুকের সাথে কথা বললেন।

"মিস কুক মিঃ মারলুনি কি এসে পৌঁছেছেন?"

"হ্যা স্যার, মিঃ মারলুনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও।"

ম্যানসন দরজার কাছে পৌছাবার আগেই তাঁর কর্মচারী ভেতরে ঢুকে পড়লো। তিনি তাকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। গত সন্ধ্যায় ব্রায়ান্টের সঙ্গে যেখানে ব'সে গল্পগুজব করছিলেন, সেই টেবিলেই মারলুনিকে আহ্বান জানালেন তিনি। কফিও এসে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। মারলুনির ব্যক্তিগত ফাইলে তার কফি প্রীতির উল্লেখ আছে।

চেয়ারম্যানের চেম্বারে ব'সে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার মারলুনির জীবনে এই প্রথম। এসব ব্যাপারে সে আদৌ অভ্যস্ত নয় সে একটু নার্ভাস বোধ করলো। সারা মুখে সেটার প্রকাশ লুকানো গেলো না। বিব্রত হাত দুটো নিয়ে কি করবে, কোথায় রাখবে—বুঝে উঠতে পারছে না। বিবর্ণ ধূসর চুলগুলো পরিপাটিভাবে আঁচড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গোঁফদাড়ি নিখুঁততভাবে সদ্য কামানো। গালের আশপাশে দু'চার জায়গায় কেটেও গেছে সেজন্যে। স্যার জেমস্ অবশ্য তার মানসিক স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে কোনোরকম কার্পন্য করলেন না। উষ্ণ কফির গন্ধও সে কাজে যথেষ্ট সাহায্য করলো।

"আপনার অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না, মিঃ মারলুনি!" স্যার জেমস্ বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললেন। "এই ধরনের প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞতা জীবনে সবচেয়ে দুর্লভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রিই যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের হাতেকলমে কাজ করবার অভিজ্ঞতা সহজ কথা নয়!"

প্রশংসায় সবাই বিগলিত হয়, জ্যাক মারলুনিও তার ব্যতিক্রম নয়। আবেগের আতিশয্যে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। চিফের কথার কি জবাব দেবে, ভাষা খুঁজে পেলো না সে। শুধু তার চোখ দুটোই আনন্দের আতিশয্যে পিটপিট ক'রে উঠলো।

ঘণ্টাখানেক ধরে মারলুনির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হলো স্যার জেমসের। তাঁর এই প্রৌঢ় কর্মচারীটি সম্পর্কে বাজারে যতো গুজবই থাক না কেন, লোকটি যে মূলত সৎ সেটা তিনি মনে মনে বুঝে গেছেন। বিদায় নেবার আগে স্ফটিক পাহাড় থেকে সংগৃহীত নমুনা সম্পর্কেও দৃঢ়কণ্ঠে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলো মারলুনি।

"এবারের নমুনায় টিনের ভাগ অবশ্যই পাওয়া যাবে, স্যার। তবে সেটা লাভজনক হবে কিনা খতিয়ে দেখতে হবে।"

স্যার জেমস্ হাত বাড়িয়ে মারলুনির কাঁধে মৃদু চাপড় দিলেন। "তার জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওয়াটফোর্ডের রিপোর্ট এলেই সব জানা যাবে। হ্যা ভালো কথা, আপনার খবর কি বলুন! পরবর্তী অতিযান কোন্ দিকে?"

BanglaBook.org

"সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই, স্যার। আর তিনদিন মাত্র ছুটি আছে। তারপরই অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করবো।"

"আপনার নিজের ইচ্ছেটা কি?" স্যার জেমস্ মারলুনির চোখে চোখে রাখলেন। "অচেনা পাহাড়-পর্বত, দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গল—এ সবই কি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু?"

"হ্যা, স্যার," অকপটে মাথা নেড়ে বললো মারলুনি। "এই শহরে আবহাওয়ায় আমি ঠিক বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারি না!"

"তাহলে আপনার মনের কথা শুনে রাখলাম।" মৃদু হেসে মারলুনির সঙ্গে করমর্দন করলেন ম্যানসন।

মারলুনি বিদায় নেবার একটু পরেই ম্যানসন অ্যাকাউন্ট বিভাগের মিঃ বার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ভদ্রলোককে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হলো, অবিলম্বে মেরিট বোনাস হিসাবে মিঃ মারলুনির নামে হাজার পাউন্ডের একটি চেক পাঠিয়ে দিতে। আগামী সোমবারের আগে সেটা যেনো প্রাপকের হাতে গিয়ে পৌঁছায়।

দেয়াল ঘড়িতে টং-টং ক'রে এগারোটার ঘণ্টা পড়লো। রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি এবার ড. গর্ডন চামার্সের পার্সোনাল ফাইলে চোখ বোলালেন। গত সন্ধ্যায় এনডিন এটা তাঁর টেবিলে রেখে গিয়েছিলো।

চামার্স লন্ডন স্কুল অব মাইনিংয়ের ওপর অর্নাস গ্রাজুয়েট করেছেন। জিওলজিতে এম.এস-সি. পাস করবার পর কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনা করেন। পঁচিশ বছর বয়সে বিশেষ গবেষণামূলক কাজের জন্য 'ডক্টরেট' উপাধি পান। পাঁচ বছর কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি এক মাইনিং কোম্পানিতে যোগ দেন। ছয় বছর আগে আরও বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে ম্যানসন তাঁকে নিজের কোম্পানিতে টেনে আনেন। গত চার বছর ধরে ওয়াটফোর্ডের গবেষণাগারের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর ওপরই অর্পণ করা হয়েছে। পার্সোনাল ফাইলে চার্মাসের পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবিও আঁটকানো আছে। সেটাও ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যানসন। চেহারাটা এমন কিছু ব্যক্তিত্বপূর্ণ নয়। পোশাক-আশাকও নিতান্তই মামুলি ধরনের।

এগারোটা পঁয়ত্রিশে ম্যানসনের প্রাইভেট ফোনটা বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে সাড়া দেবার পর অপর প্রান্তে কয়েনবক্সে পয়সা ফেলার টুং টাং শব্দ শোনা গেলো। তারপর ভেসে এলো এনডিনের কণ্ঠস্বর। ব্যক্তব্যটুকু শেষ করতে দু'মিনিটের মতো সময় লাগলো এনডিনের। ওয়াটফোর্ডের স্টেশন থেকেই এখন চেয়ারম্যানকে ফোন করছে সে।

এনডিনের রিপোর্ট পেয়ে খুব খুশি হলেন ম্যানসন। তাঁর কণ্ঠেও সেটার স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেলো। "তুমি খুব ভালো কাজ করেছো! এ সব তথ্য আমাদের খুবই কাজে লাগবে। এখন শোনো, আর দেরি না ক'রে পরের ট্রেনে লন্ডনে চলে এসো।

BanglaBook.org

তোমাকে আরেকটা কাজ ক'রে দিতে হবে। আমি জাঙ্গারো দেশটা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সবকিছু জানতে চাই। ... হ্যা, জা-ঙ্গা-রো।" ম্যানসন একটু থেমে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন শব্দটা। "এর ইতিহাস, ভূগোল, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, অর্থনীতি, প্রধান প্রধান উৎপাদিত শস্য এবং খনিজ সম্পদ—অবশ্য সত্যিই যদি তেমন কিছু থেকে থাকে, এবং রাজনীতি। মোট কথা জাঙ্গারো সম্পর্কে জানা সব তথ্যই আমি জানতে চাই। দেশটির স্বাধীনতার দশ বছর আগে থেকে তুমি অনুসন্ধান শুরু করবে। বিশেষ ক'রে এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট, তার শাসনব্যবস্থা এবং দেশে আর কোনো রাজনৈতিক দল আছে কিনা—এই তথ্যগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা ব্যাপারেও খুব ভালো খোঁজখবর নেবে। প্রেসিডেন্টের ওপর রুশ বা চিন সরকারের প্রভাব কতটুকু। বিশেষ কোনো কমিউনিস্ট দল কি দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে? মনে রাখবে, এই কাজটা খুব সঙ্গোপনে করতে হবে তোমাকে। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের কেউ যেনো এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে ঘূণাক্ষরেও কিছু না জানতে পারে। আর তুমি যে ম্যানসনের প্রতিনিধি সেকথা কোনো অবস্থাতেই কারোর কাছে প্রকাশ করবে না। সেজন্য তোমাকে অন্য নাম নিয়ে জাঙ্গারোয় যেতে হবে। আমার কথা কি ঠিকমতো বুঝে নিয়েছো? আর শোনো, অফিসেও তোমার এই ভ্রমণের খবর সম্পূর্ণ গোপন রাখবে। সবাই জানবে তুমি দিন কয়েক ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও বেড়াতে গেছো। আমি তোমার ছুটির সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। অ্যাকাউন্ট বিভাগেও আমার নির্দেশ দেওয়া থাকবে। তোমার প্রয়োজনের কথাটা জানতে পারলেই তারা চেক রেডি ক'রে দেবে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রেখো, তোমার আসল উদ্দেশ্য কেউ যেনো টের না পায়।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মিস কুকের মাধ্যমে থর্পকে ডেকে পাঠালেন স্যার জেমস্। তাকে আরও কিছু জরুরি নির্দেশ দেবার প্রয়োজন রয়েছে। তিন মিনিটের মধ্যেই থর্পের দর্শন পাওয়া গেলো। চেয়ার টেনে বসতে বসতেই চিফের সামনে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ বাড়িয়ে দিলো সে—একটা চিঠির কার্বন কপি।

নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগেই ম্যানকনের গেটের সামনে গর্ডন চামার্সের ট্যাক্সিটা এসে থামলো। টিপটপ পোশাক-পরিচ্ছদের কারণে খুব বিব্রতবোধ করছিলেন ভদ্রলোক। আড়ষ্ট ভাবটা কিছুতেই যেনো কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। অথচ পেগি তাঁকে বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে লাঞ্চ করতে হলে এই ধরনের পোশাক-আশাক পরা-ই নিয়ম।

ম্যানসন হাউসে ঢোকার ঠিক মুখেই পত্রিকার স্টলে টাঙানো দুটো সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের দিকে হঠাৎ নজর গেলো চামার্সের। দুটো সংবাদপত্রেই প্রথম পাতার

নিচের দিকে ছোটো ছোটো হেডলাইনের একটা খবর ছাপা হয়েছিলো : *থ্যালিডোমাইড মামলার আশু নিষ্পত্তি প্রয়োজন।*

এর সঙ্গে মামলার মূল বিষয়টাও সংক্ষেপে দেয়া আছে। ঘটনাটি দীর্ঘ দশ বছর আগের। কোনো পেটেন্টে ওষুধের মধ্যে থ্যালিডোমাইড ব্যবহারের ফলে ইংল্যান্ডের প্রায় চারশো শিশু পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর জন্য ওই হতভাগ্য শিশুদের পিতামাতাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে কোম্পানির পক্ষ থেকে এখনও গড়িমসি করা হচ্ছে। অভিভাবক সমিতির সঙ্গে কোম্পানির প্রিতিনিধিদের দীর্ঘদিনব্যাপী আলাপ-আলোচনার পরও এই অচল অবস্থা অবসানের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অসহায় পিতামাতারাই তাদের বিকলাঙ্গ শিশুদের যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেরা বহন ক'রে চলেছে। পরিশেষে মন্তব্য করা হয়েছে, এ সম্পর্কে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

সংবাদটা পড়তে পড়তে গর্ডন চামার্সের ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসি খেলে গেলো। নিজের স্ত্রী এবং মেয়ের কথাও মনে পড়ে গেলো। তাঁর নয় বছরের মেয়ে মার্গারেট। মার্গারেটের পা নেই, একটা হাত রুগ্ন, অসাড়। খুব শীগগিরই বিশেষভাবে তৈরি একজোড়া পা চাই মার্গারেটের। কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। তার খরচ যোগাবে কে? বিকলাঙ্গ পঙ্গু মেয়ের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে নিজেদের একমাত্র ছিমছাম বাড়িটাও বন্ধক দিতে হয়েছে। মাসে মাসে তার সুদ গুনতেই নাভিশ্বাস উঠে যাবার উপক্রম হয়। দু'চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

আদৌ কোনোদিন এই অচলাবস্থার অবসান ঘটানো যাবে কিনা সে বিষয়েও তাঁর মনে ঘোরতর সংশয় আছে। এই সব ধনী শিল্পপতিরা কী অবাধেই না দুনিয়ার ওপর তাদের একাধিপত্য বিস্তার করে। আইনের কোনো অনুশাসনই তাদের সর্বনাশা অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এই জাতীয় স্বার্থপর দানবদের প্রতি স্বাভাবতই মনটা ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিহাসের ব্যাপার হলো আর মাত্র ঠিক দশ মিনিট বাদে এই ধনিক সম্প্রদায়েরই একজনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হলো তাঁকে।

ব্রায়ান্ট বা মারলুনির মতো ড. চামার্সের হাবভাবে কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচের লক্ষণ ছিলো না, ম্যানসনও বিষয়টা লক্ষ্য করলেন। ড. চামার্সের টেবিলের সামনে বিয়ারের গ্লাস, তিনি অবশ্য নিজের জন্য হুইস্কি-ই বেছে নিয়েছেন।

"আপনাকে এখানে ডেকে পাঠাবার কারণটা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন, ড. চামার্স?"

"হ্যা, আমারও তাই বিশ্বাস। খুব সম্ভবত স্ফটিক পাহাড়ের রিপোর্টের প্রসঙ্গই..."

BanglaBook.org

একটু মাথা নাড়লেন ম্যানসন। "ঠিক! আর এই রিপোর্টটা সরাসরি আমার কাছে পাঠিয়ে আপনি খুবই উচিত কাজই করেছেন।"

চিফের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা চামার্স গায়ে মাখলেন না। তাঁর ধারণা তিনি এমন আহামরি কিছু করেন নি যা এই বাড়তি কৃতিত্বর দাবি করতে পারে। তিনি শুধু নিজের কর্তব্যটুকু যথাযথ পালন ক'রে গেছেন। যে কোনো গুরুত্বপূর্ন গবেষণার রিপোর্ট সর্বপ্রথম বোর্ডের চেয়ারম্যানের দৃষ্টিগোচরে আনাই যুক্তিসঙ্গত। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি এই রিপোর্টটা বন্ধ খামে ভরে সরাসরি চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেননা এটা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই।

"প্রথমে আমি অপনাকে দুটি মাত্র প্রশ্ন করবো।" হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে ম্যানসন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ড. চামার্সের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। "গবেষণার এই ফল সম্পর্কে আপনি কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত? এর পেছনে দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না তো?"

ড. চামার্স এ প্রশ্ন শুনে মোটেই বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হলেন না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা যে কতো অপর্যাপ্ত তা তিনি জানতেন। এবং এটাকেই স্বাভাবিক নিয়ম ব'লে মেনে নিয়েছিলেন।

"আমার রিপোর্টে কোনো ভুল নেই।" দৃঢ়ভাবে বললেন ড. চামার্স। "কোনো যৌগিক পদার্থে প্লাটিনামের উপস্থিতির পরিমাণ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য নানারকম উপায় আবিস্কৃত হয়েছে। সবরকম পদ্ধতিতেই আমরা এই নমুনা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। প্রতিবারেই নিশ্চিতভাবে প্লাটিনামের অস্তিত্বের ব্যাপারটা টের পাওয়া গেছে। সেইজন্যই এ ব্যাপারে আমি এতো বেশি নিশ্চিত।"

স্যার জেমস্ বেশ মনোযোগ সহকারেই চামার্সের বক্তব্য শুনে গেলেন।

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ল্যাবরেটরির কতোজন কর্মচারী রিপোর্টের এই মূল বিষয় সম্পর্কে জানে?"

"একজনও না।" চামার্স মাথা নেড়ে দৃঢ়ভাবে বললেন।

"একজনও না!" ম্যানসন যেনো চামার্সের কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে সংশয় আর অবিশ্বাসের ছোঁয়া। "কিন্তু, তা কি ক'রে সম্ভব? আপনার সহকারীদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই..."

বিয়ারের গ্লাসের বড় একটা চুমুক দিলেন চামার্স। "স্যার জেমস, স্ফটিক পাহাড়ের এই নমুনার ব্যাগগুলো যখন আমাদের স্টোরেজে জমা হলো তখন স্বাভাবিকভাবে আমার এক সহকারীর ওপরই এর প্রাথমিক পরীক্ষা করবার দায়িত্ব বর্তালো। সে এইসব পাথরের মধ্যে টিনের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পেলো না। অথচ

BanglaBook.org

মারলুনির নোটে বলা আছে, এর মধ্যে টিনের ভাগ মিশে থাকার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। আমার কাছে যখন এই রিপোর্ট এসে পৌঁছালো, তখন অফিস প্রায় বন্ধের সময় হয়ে গেছে। সবাই চলে যাবার পর আমি নিজের হাতে আরো একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। তখনই প্রথম এর মধ্যে প্লাটিনামের অস্তিত্বের আভাস পেলাম। পরের দিন সকালে সহকারীটিকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখে এই পরীক্ষা নিয়েই ডুবে রইলাম সারাক্ষণ। যেভাবেই বিশ্লেষণ ক'রে দেখি না কেন, প্রত্যেকবারই একই ফল পাওয়া গেলো। শুধু একটা নয়, বিভিন্ন ব্যাগ থেকে স্ফটিক পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নমুনা নিয়েও আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। আমার রিপোর্টে কোনো ভুল নেই, স্যার জেমস।"

"আপনাদের এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত ব'লে মনে হয়।"

সত্যি বলতে কি এই আবিষ্কারের ফলে ড. চামার্স নিজেও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং বিগত তিন সপ্তাহ ধরে মারলুনির পাঠানো প্রতিটি ব্যাগ থেকে নমুনা সংগ্রাহ ক'রে তিনি ব্যাপকভাবে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। তবে চিফের কাছে সে সম্পর্কে কোনো আভাস দিলেন না।

"ম্যানসনের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই খুব লাভজনক হবে!"

"নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না," শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ম্যানসন।

"কেন?" চামার্সের চোখে মুখে বিস্ময়। "প্লাটিনামের বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী এটা তো বিলিয়ন ডলারের সম্পদ!"

"হ্যা, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই," ম্যানসনের কণ্ঠস্বর আগে মতোই শান্ত আর নিরুত্তাপ। তবে এর পুরোটাই এখন মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কে এই সম্পদ আহরণের অধিকার অর্জন করবে বা সে অধিকার আদৌ কারোর কপালে জুটবে কিনা—সেটাই হলো আসল কথা। আমাদের মূল সমস্যাটা হচ্ছে, ড. চামার্স..."

দীর্ঘ আধঘণ্টা ধরে রাজনীতি এবং অর্থনীতি পারস্পরিক সহাবস্থান সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন ম্যানসন, যার একটা লাইনও ড. চামার্সের বোঝর কথা নয়। সবশেষে বললেন, "তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এই রিপোর্টটা কতোটুকু গুরুত্বপূর্ণ! এর কোনো কথা বাজারে ফাঁস হয়ে গেলে রুশ গভর্নমেন্টই তার ফায়দা ওঠাবে।"

রুশ সরকারের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ড. চামার্সের কোনো বিদ্বেষ ছিলো না, তিনি শুধু অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। "আমি তো কোনো ঘটনাকে বদলে দিতে পারি না, স্যার জেমস্!"

BanglaBook.org

ম্যানসন সকৌতুক হেসে উঠলেন। "ওহো ... না, ডক্টর, সে ক্ষমতা আপনার নেই তা আমি জানি ..." ঘড়ির দিকে নজর পড়তে হঠাৎই যেনো তাঁর সম্বিৎ ফিরলো। "কি আশ্চর্য! একটা বাজতে চললো! নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, ড. চামার্স? আর আপনি-ই বা কি বলবেন, আমি নিজেই তো সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কোন্ ফাঁকে যে এতোটা সময় পার হয়ে গেলো খেয়ালই করি নি। চলুন লাঞ্চ টেবিলে বসেই বাকি কথাবার্তা বলা যাবে!"

স্যার জেমস্ প্রথমে ভেবে রেখেছিলেন নিজের রোলস্ রয়েসেই ড. চামার্সকে নিয়ে লাঞ্চে যাবেন, পরে ওয়ার্টফোর্ড থেকে এনডিনের ফোন পাবার পর পরিকল্পনাটা বদলে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করলেন। যদিও লাঞ্চে অভিজাত খাবারদাবারের কোনো অভাব ঘটে নি। সম্ভ্রান্ত হোটেলের রাজকীয় পরিবেশ সব কিছুর মূল্যকেই যেনো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তাছাড়া ম্যানসন তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন, সাধারণ বিয়ার প্রেমিরা রসাল আলাপ পাড়বে। চামার্সের ক্ষেত্রেও তাঁর সে পরীক্ষা ব্যর্থ হলো না। সাধারণ দু'চার কথার পর ধীরে ধীরে ভদ্রলোকের পারিবারিক প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন ম্যানসন। ইতিমধ্যে দু'বোতল সুস্বাদু ফরাসি মদ কোন্ ফাঁকে শেষে হয়ে গেছে টেরই পায় নি কেউ। তার প্রভাবে ড. চামার্সের কণ্ঠস্বর তাঁকে আরো উতলা ক'রে তুললো।

"কিছুদিন আগে আপনার মেয়ের ওই দুর্ঘটনার খবরটা আমি জানতে পারলাম, ড. চামার্স। সত্যিই কি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা!"

উদাস দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত সাদা টেবিল ক্লথের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কয়েকবার। "আমার নিজের মানসিক অবস্থাটা কেউ কোনোদিন বুঝতে পারবে না, স্যার জেমস্।"

"অন্তত চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি," ম্যানসনের কণ্ঠস্বর শান্ত আর নির্বিকার। "ভুলে যাবেন না, আমারও একটা মেয়ে আছে। আপনার মেয়ের চাইতে তার বয়স অবশ্য একটু বেশি।"

আরও মিনিট দশেক আলাপ-আলোচনার পর কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরো বের করলেন ম্যানসন। "এটা যে কিভাবে আপনার সামনে উপস্থিত করবো, ঠিক বুঝতে পারছি না।" কাগজের টুকরোটা চামার্সের দিকে এগিয়ে দিতে বিব্রতভঙ্গিতে বললেন, "তবে ম্যানসনের জন্য আপনি যে কি কঠোর পরিশ্রম করেন, এবং কোম্পানিও যে আপনার কাছে কি পরিমাণ ঋণী - আর পাঁচজনের মতো আমিও তা জানি। সেইজন্যই কোম্পানির তরফ থেকে এই সামান্য প্রতিদান।"

BanglaBook.org

কাগজটা একটা টাইপ করা অফিসিয়াল চিঠির কার্বন কপি। ড. চামার্সও এক পলকে পড়ে নিলেন লেখাটা। চিঠিতে কোনো এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহর মধ্যে যেনো ড. গর্ডন চামার্সের বাড়ির ঠিকানায় তাঁর স্ত্রীর নামে দশ পাউন্ড মূল্যের পনেরোটি ব্যাঙ্ক-নোট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্য কোনোরকম নির্দেশ না পেলে আগামী দশ বছর পর্যন্ত এই নিয়ম চালু থাকবে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ম্যানসনের মুখের দিকে তাকালেন চামার্স। কিন্তু চেয়ারম্যানের মুখে তখন বিনয়ের সাবলীল অভিব্যক্তি। যেনো চামার্স এই দানটুকু গ্রহণ করলে তিনি যারপরনাই কৃতজ্ঞ হবেন।

"ধন্যবাদ।" চামার্সের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট, ফ্যাস্ ফ্যাসে।

স্যার জেমস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। "তাহলে এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি। আর এক পাত্র ব্র্যান্ডিতে নিশ্চয় আপনার কোনো আপত্তি হবে না?"

ট্যাক্সিতে ক'রে অফিসে ফেরার পথে ড. চামার্সকে স্টেশন পর্যন্ত লিফট দেবার প্রস্তাব দিলেন ম্যানসন।

"অফিসে ফেরার পর আমি এখন আপনার জাঙ্গারো-রিপোর্ট নিয়েই ব্যস্ত থাকবো।" ম্যানসনের অন্যমনস্ক চোখের দৃষ্টি ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে নিবদ্ধ। কণ্ঠস্বরে নির্বিকার উদাসীনতা।

"এখন কি করবেন বলে ভাবছেন?" চার্মসের চোখে জিজ্ঞাসার আভাস।

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! জাঙ্গারোর প্রেসিডেন্টের কাছে এই রিপোর্ট পাঠানোর ব্যাপারে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই। এই পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ যদি বিদেশীদের হস্তগত হয়ে যায় তবে সেটা খুবই আক্ষেপের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, এবং এ তথ্য সেখানে গিয়ে পৌছালে এই ঘটনাই অবশ্যম্ভাবী। যদিও আজ হোক বা দু'দিন বাদেই হোক, একটা রিপোর্ট আমাকে পাঠতেই হবে।"

অনেকক্ষণ কেউ কেনো কথা বললো না। প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে ট্যাক্সিটা।

"এ ব্যাপারে আমার কি কিছু করণীয় আছে?" অবশেষে চামার্স নীরবতা ভাঙলেন।

ম্যানসনের বুকের গভীর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। কণ্ঠস্বর বেশ ধীর-স্থির আর সংযত। "হ্যাঁ," একটু মাথা নেড়ে বললেন তিনি। "মারলুনির পাঠানো এই নমুনাগুলো অন্যান্য বালি পাথরের বস্তার সঙ্গে একসঙ্গে গাদা ক'রে রাখুন। পরীক্ষার এই রিপোর্টটাও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা দরকার। এর

BanglaBook.org

বদলে নতুন একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। তাতে পুরনো রিপোর্টের প্রথম অংশটুকু ঠিকই থাকবে। লিখবেন, এর মধ্যে যে টিনের ভাগ রয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। এই টিন সংগ্রহ করতে যে খরচ পড়বে, ব্যবসায়িক দিক থেকে সেটা মোটেই লাভজনক হবে না। কিন্তু এই রিপের্টের মধ্যে কোথাও যেনো প্লাটিনামের উল্লেখ না থাকে। ভুলেও একথা কারোর কাছে ব্যক্ত করবেন না।"

ট্যাক্সিটা স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

"আশা করি আপনি আমার বক্তব্যটা ঠিকমতো বুঝে নিয়েছেন," ম্যানসনের গলার স্বরে গাম্ভীর্যের ছোঁয়া। "আজ হোক, কাল হোক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। তখন ম্যানকনের পক্ষে খনিজসম্পদ অনুসন্ধানের ব্যাপারে সরকারী অনুমতিপত্র আদায় ক'রে নেয়া অনেক সহজ হয়ে দাঁড়াবে। সবকিছুই আইনমাফিক সুসম্পন্ন করা যাবে।"

ড. চামার্স পাশের দরজা খুলে ট্যাক্সি থেকে নামতেই শেষবারের মতো বসের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। "এ সম্পর্কে আমি এখনই কোনো কথা দিতে পারছি না, স্যার। বিষয়টা আর একটু ভালো ক'রে ভেবে দেখা দরকার রয়েছে।"

ম্যানসনও হাসিমুখে সায় দিলেন তার কথা শুনে, "অবশ্যই আপনি ভেবে দেখবেন! কারণ আপনার কাছ থেকে আমরা একসঙ্গে অনেক বেশিই দাবি ক'রে ফেলেছি! বরং এক কাজ করুন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পুরো বিষয়টা নিয়ে একবার আলোচনা ক'রে দেখুন। তিনি হয়তো পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন।"

ড. চামার্সের উত্তরের অপেক্ষা না করেই ড্রাইভারকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন স্যার জেমস।

সন্ধ্যায় ফরেন অফিসের এক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে ডিনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো ম্যানসনের। তিনিই উদ্যোগী হয়ে আমন্ত্রন জানিয়ে ছিলেন ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের নাম আদ্রিয়ান গোল। যদিও বরাবর ভদ্রলোকের সম্পর্কে একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব তাঁর মনে ছিলো। কারণ মিঃ গোলকে একজন আত্মম্ভরী-মুর্খ ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবতে পারেন না, এবং বিশেষত সেই কারণেই তিনি ভদ্রলোককে ডিনারে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। মিঃ গোল ফরেন অফিসের সমন্বয়ক।

একটা স্বল্পখ্যাত মাঝারি ধরনের ক্লাবেই এই ডিনারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো। যেখানে চেনাপরিচিতের ভিড় কম নির্বিঘ্নে মন খুলে গল্প করা যায়। ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে মোটামুটি সবই খুলে বললেন ম্যানসন, শুধু প্লাটিনামের কথাটা চেপে গেলেন। তার বদলে টিনের পরিমাণ বাড়িয়ে বললেন কিছুটা।

BanglaBook.org

"এখন মূল সমস্যাটা হচ্ছে, জাঙ্গারোর রাষ্ট্রপতি কিম্বার সঙ্গে রাশিয়ান দূতাবাসের হৃদ্যতা। এই প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ হস্তগত করার অভিপ্রায়ে রাশিয়া নিশ্চয়ই পুরনো বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে জাঙ্গারোয় প্রচুর রুবল ঢালবে। আর কিম্বা যদি রাশিয়ার টাকায় রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে যায় তবে পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে বাধ্য!"

খুব মনোযোগ সহকারেই স্যার জেমসের প্রতিটি বক্তব্য শুনে গেলেন মি: গোল। তাঁর দু'চোখে চিন্তার ছায়া ফুটে উঠলো। "সত্যিই কঠিন একটি সমস্যা। তবে আপনার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যে খুবই গভীর, সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। জাঙ্গারো এখন প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ যদি দেশটা বড়লোক হয়ে যায় ... হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মতো। এই সার্ভে রিপোর্টটা আপনার কাছে কবে পাঠাতে হবে?"

"দু'চারদিনের মধ্যেই," অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যানসন।

"এখন প্রশ্ন হলো, আমার কি করণীয়? এই রিপোর্ট যদি একবার রাশিয়ানদের নজরে আসে, তাহলে তারাও এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবে। তখন শুরু হবে টাকার খেলা। সে প্রতিযোগিতায় আমাদের পক্ষে পেরে ওঠা খুব শক্ত হবে। দেশের পক্ষেও এর ক্ষতিকর প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না।"

মি: গোল মূল সমস্যাটা নিয়ে মনে মনে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। সেই মুহূর্তে কোনো উত্তর দিলেন না। ম্যানসনই স্বগতোক্তির সুরে বলেন।

"ভেবে দেখলাম, পুরো ব্যাপারটা আপনাকে একবার জানিয়ে রাখা দরকার। সেই জন্যই ..."

"হ্যা, অবশ্যই!" বিগলিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মি: গোল। স্যার জেমস্ যে তাঁকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ব'লে বিবেচনা করেন, এটাই তাঁর গর্বের কারণ। একটু থেমে আবার বললেন, "আচ্ছা, রিপোর্টে যদি টনপ্রতি টিনের ভাগটা অর্ধেক কমিয়ে দেয়া হয়?"

"অর্ধেক কমিয়ে!" কপট বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করলেন স্যার জেমস্।

"হ্যা, মানে নমুনা পরীক্ষার পর যা জানতে পারা গেছে রিপোর্টে যদি তার অর্ধেক ব'লে উল্লেখ করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আর ততো লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে না? তাছাড়া নির্দিষ্ট জায়গায় পাঁচশো কি হাজার গজ দূর থেকে যদি এই নমুনা সংগ্রহ করা হতো, সেক্ষেত্রে তো পরিমাণটা অনেক কম হতে পারতো। হ্যা, ভালো কথা, যার ওপর এই নমুনা সংগ্রহের ভার দেয়া হয়েছিলো, তার সঙ্গে কি অন্য কেউ ছিলো?"

BanglaBook.org

"না," ম্যানসন মাথা নাড়লেন। "তাছাড়া আপনি যা বললেন সেটাও খুব যুক্তিপূর্ণ! নির্দিষ্ট এলাকার দু'পাঁচশো হাত দূর থেকে এই নমুনা সংগৃহীত হলে তার মধ্যে টিনের ভাগ হয়তো অনেক কম হতো এবং এই নমুনা সংগ্রহ করবার সময় আশেপাশে সাক্ষী বলতেও তেমন কেউ ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলটা লোকালয় থেকে অনেকখানি দূরে। চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড়, হিংস্র বন্য জন্তুর অবাধ আনাগোনা ..."

মাঝপথে থেমে গিয়ে একটা চুরুট ধরালেন ম্যানসন। "আপনি বুদ্ধিমান লোক, মিঃ গোল। আপনাকে বেশি ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে না।" তারপর বেয়ারার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, "বয়, আরো দু'পেগ ব্র্যান্ডি।"

পনেরো মিনিট বাদে নিজে দাঁড়িয়ে মিঃ গোলকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন তিনি। বিদায় নেবার আগে বেশ ভারিক্কি চালে একবার ফিরে তাকালেন ভদ্রলোক।

"স্যার জেমস, যাবার আগে একটা বিষয় আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই ঘটনার কথা যেনো অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না পারে। বুঝতেই পারছেন, সব কিছুই আমাদের ফাইলে রাখতে হয়।"

মিঃ গোলকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন ম্যানসন। "বলতে হবে না, আমি জানি।"

"তাছাড়া এ সম্পর্কে আপনি যে প্রথমেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, এ জন্যও আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। কোনো বিষয়ের অর্থনৈতিক দিকটা আগে থেকে জানা থাকলে আমাদের কাজের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। এবার থেকে জাঙ্গারোর ওপর আমি সজাগ দৃষ্টি রাখবো। সেখানে কোনোরকম রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আভাস পেলে আপনিই প্রথম সেই খবর পাবেন।"

মিঃ গোলের ট্যাক্সিটা সামনে থেকে অদৃশ্য হবার পর ম্যানসন রাস্তার বিপরীত দিকে অপেক্ষমান নিজের রোলস্ রয়েসের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন।

"রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আভাস পেলে আপনিই প্রথম তার খবর পাবেন।" গোলের বাচনভঙ্গি নকল ক'রে আপন মনে বিড়বিড় করলেন তিনি। "আমি-ই তো সে খবর প্রথম পাবো, গাধার বাচ্চা, কারণ আমি নিজেই সেই পট পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছি!"

গাড়িতে উঠে শোফারকে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দিলেন ম্যানসন। আবার ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পিকাডেলির ওপর দিয়ে ছুটে চললো গাড়িটা। ওয়েস্ট কান্ট্রিতে স্যার জেমসের বিশাল প্রাসাদ রয়েছে। তিন বছর আগে তাঁর বসবাসের জন্যই ম্যানকনের পক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ পাউন্ডে এই প্রাসাদটি কিনে নেয়া হয়।

BanglaBook.org

এই প্রাসাদেই সপরিবারে বাস করেন স্যার জেমস্। পরিবার বলতে তাঁর বৃদ্ধ স্ত্রী এবং উনিশ বছর বয়সী একমাত্র মেয়ে জুলি।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় স্ত্রী'র পাশে শুয়েছিলেন গর্ডন চামার্স। তবে দু'জনের মুখ দু'দিকে ফেরানো। তিনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। গত দু'ঘণ্টা যাবত পেগির সঙ্গে বাকযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল। পেগি চিৎ হয়ে শুয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওপরে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে যে কী দেখছে কে জানে।

"এ কাজ আমি কিছুতেই করতে পারি না," পাশ ফিরে শোওয়া অবস্থাতেই যেনো নিজেকে শুনিয়ে বিড়বিড় করলেন চামার্স। "ম্যানসনের ধনভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য মিথ্যে রিপোর্ট তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। আজ সন্ধ্যা থেকেই দু'জনের মধ্যে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। পেগি কিন্তু কিছুতেই একগুঁয়ে স্বামীকে বাগে আনতে পারছে না।

"এতে তোমার কি যায় আসে, বলতে পারো?" অন্ধকারের মধ্যে থেকে পেগির বিষণ্ন কণ্ঠস্বরটা ভেসে এলো। "কিন্তু আমাদের মার্গারেট তো আর জড় পদার্থ নয়। ওর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যেই টাকার প্রয়োজন। কোত্থেকে সেটার সংস্থান হবে ভেবে দেখেছো?"

চামার্স পাশ ফিরে শুয়ে সামনের জানলাটার দিকে তাকালেন। ভারি পর্দার ফাঁক দিয়ে একটুকরো আকাশও দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা মাত্র নীল রঙের তারা।

"ঠিক আছে!" একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চামার্স।

"তুমি তাহলে স্যার জেমসের প্রস্তাবে রাজি হবে? সত্যি বলছো?" পেগি যেনো তার স্বামীর এই কথাটা ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না।

"অগত্যা আর উপায় কি!" চামার্সের কণ্ঠে পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি।

আবেগ উদ্বেল হয়ে রণক্লান্ত লোকটাকে দু'হাতে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো পেগি। "তুমি কোনো চিন্তা করো না, দেখবে দু'দিন বাদেই সব ভুলে যাবে। তখন আর আজকের কথা মনে থাকবে না, কিন্তু আমাদের মার্গারেট ..."

চামার্স কোনো জবাব দেবার তাগিদ বোধ করলেন না। কবুতরের মতো আপন মনে কিছুক্ষণ বকবক ক'রে চামার্সের বুকে মাথা গুঁজে পেগি ঘুমিয়ে পড়লো। পঙ্গু মেয়ের পরিচর্যায় সারাদিন ধরে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তার ওপর সংসারের

BanglaBook.org

ঝামেলা তো আছেই। তার পক্ষে ক্লান্ত হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। চামার্স কিন্তু এখনও একদৃষ্টে দূরের আকাশে নীল তারাটার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তাঁর বুকের মধ্যে ঝড় বইছে।

“সংসারে সবসময় এরাই জিতে যায়!” তীব্র ক্ষোভের সুরে বিড়বিড় করলেন তিনি। “ওই সব জারজদের জন্যই যেনো তৈরি হয়েছে এই পৃথিবীটা।”

পরের দিন অফিসে গিয়ে জাঙ্গারো সম্পর্কে নতুন ক'রে রিপোর্ট তৈরি করলেন ড. চামার্স। আগের পরীক্ষার রিপোর্টগুলোও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেললেন। তারপর নতুন রিপোর্টের একটি কপি খামে ভরে পাঠিয়ে দিলেন ম্যানসনের কাছে।

পৃথিবীতে এখন শুধুমাত্র দু'জন ব্যক্তি স্ফটিক পাহাড়ের আসল রহস্যের সন্ধানটা জানে। তার মধ্যে আবার একজন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকতে স্ত্রীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দ্বিতীয়জন পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্ততিতে নিতে ব্যস্ত আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪

একটা বড় ফাইল হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সাইমন এনডিন চিফের ঘরে ঢুকলো। ফাইলে জাঙ্গারো সংক্রান্ত একশো পাতার টাইপ করা একটা রিপোর্ট আছে। একগাঁদা প্রমাণ সাইজের ফটোগ্রাফ এবং কয়েকটা মানচিত্র। ম্যানসন সপ্রশংসভাবে মাথা নাড়লেন।

"এসো সাইমন এনডিন, তোমার উদ্দেশ্যের কথা সেখানকার কেউ জানতে পারেনি তো?"

"না, স্যার জেমস্। আমি সেখানে যেভাবে গিয়েছি তাতে ক'রে তারা মনে করেছে আমি আফ্রিকার ওপর গবেষণামূলক থিসিসের কাজে সেখানে এসেছি। সেই উদ্দেশ্যেই বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"ভালো," তাঁর মুখে খুশির ঝলক। মৃদু হাসলেন ম্যানসন, "তোমার রিপোর্টগুলো সময়মতো দেখবো, এখন তোমার মুখ থেকে আমি দেশটা সম্পর্কে সবকিছু শুনতে চাই।"

সাইমন এনডিন ফাইলের ভেতর থেকে আফ্রিকার এক অংশের ম্যাপ বের ক'রে টেবিলের ওপর মেলে দিলো। ম্যাপের মধ্যে জাঙ্গারোর সীমানাটুকু মোটা কালির দাগ দিয়ে আলাদা করা আছে।

"দেখলেই বুঝতে পারবেন, স্যার জেমস্, এটা অনেকটা তিন দিকের স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা একটি দেশ। কেবল একটি দিকে সমুদ্রে।

"ম্যাপের দিকে চোখ ফেললেই বুঝতে পারবেন, জাঙ্গারো রাজ্যটা অনেকটা দেয়াশলাইয়ের বাক্সের মতো। এর সংকীর্ণ অংশটি সমুদ্রের দিকে, আর প্রসারিত অংশটি স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দেশটার সীমারেখা সম্পূর্ণ কাল্পনিকও অনুমান-নির্ভর আর সেটা ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি করা। এর কোন সুনির্দিষ্ট দলিল নেই। আর তার প্রয়োজনও কখনও অনুভূত হয়নি। কার্যত সীমানা বলতে কিছুই নেই। তাছাড়া এখানে রাস্তা ঘাটেরও কোনো বালাই নেই। এখানে, এই

BanglaBook.org

এর দিকে একটা মাত্র প্রধান সড়ক রয়েছে। সেটা পাশের দেশের সাথে সংযোগ রয়েছে। এই পথ দিয়েই বাইরে থেকে যানবাহন দেশের অভ্যনন্তরে প্রবেশ করে এবং এই পথ দিয়েই তারা বেরিয়ে যায়।"

স্যার জেমস্ ম্যানসন বেশ কিছুক্ষণ একাগ্রচিত্তে ম্যাপের মধ্যে দাগ দেয়া অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"পূর্ব আর দক্ষিণ দিকের সীমানার ব্যাপারটা কি, সে সম্পর্কে বলো?"

"এই দুদিকে কোনো রাস্তাই নেই, স্যার। সরাসরি আপনাকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঢুকতে হবে। মাঝে-মাঝে দুর্ভেদ্য তৃণভুমির সন্ধান পাওয়া যায়। জাঙ্গারোর মোট আয়তন সাত হাজার বর্গমাইল। চওড়ায় সত্তর মাইল, লম্বায় একশো মাইল। রাজধানী ক্ল্যারেন্স পশ্চিম সীমারেখার মাঝ বরাবর অবস্থিত। এটাই জাঙ্গারের একমাত্র বন্দর।

"ক্ল্যারেন্সের পেছন দিকে সরু একফালি সমতলভূমি। সমগ্র জাঙ্গারো রাজ্যের কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই সামান্য কিছু চাষবাস হয়। এই সমতলভূমির পরেই উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত জাঙ্গারো নদী। তারপরেই শুরু হয়েছে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চল। আর স্ফটিক পাহাড়ের পেছনে মাইলের পার মাইল জুড়ে ঘন-গভীর জঙ্গল। সেটাই পূর্ব দিকে শেষ সীমানা।"

"দেশের মধ্যে যোগাযোগের অবস্থাটা কি রকম?"

"সত্যি বলতে কী, রাস্তাঘাট একেবারে নেই বললেই চলে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত জাঙ্গারো নদীই একমাত্র ভরসা। নদীর মোহনায় কাঠ রপ্তানীর জন্যে কয়েকটা জেটি এবং ভাঙা দালানকোঠার মতো কিছু আছে, এছাড়া আর কিছুই নেই। আগে নদীপথে ওক্, সেগুন প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি বিদেশে রপ্তানি করা হতো, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সবরকম ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু দেশের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তাঘাট তো একটা কিছু থাকবে। তা না হলে সেদেশে লোকে বাস করবে কি ভাবে?"

"যা আছে তা খুবই নগণ্য, এবং তার প্রায় সবটুকুই কাঁচা রাস্তা। নদীর ওপর একটা মাত্র পুরনো নড়বড়ে সেতু আছে। এই সেতুটাই পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের সংযোগ রক্ষা করছে। অবশ্য এই সেতুটা সে দেশের লোকজনের কোনো কাজে লাগে না। প্রয়োজন হলে তারা ভাঙাচোরা নৌকার সাহায্যেই নদী পারাপার করে। শুধু যানবাহন চলাচলের জন্যেই এই সেতুটার প্রয়োজন। তবে সেখানে যানবাহনের সংখ্যাও খুবই কম।"

BanglaBook.org

ম্যাপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ম্যানসন প্রসঙ্গের পরিবর্তন করলেন।

"আর দেশের লোকেরা?"

"আফ্রিকার দুটিমাত্র গোষ্ঠী জাঙ্গারোয় বাস করে। নদীর পূর্বদিক থেকে একেবারে শেষপর্যন্ত বিন্দুদের এলাকা। তাদের মধ্যে কেউ খুব কমই নদী পেরিয়ে এই তীরে পা দিয়েছে ব'লে শোনা যায়। নদীর পশ্চিম তীর থেকে একেবারে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত কাজা অধ্যুষিত অঞ্চল। উর্বরা সমতলভুমিটাও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। রাজধানী ক্ল্যারন্সও এই অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে। কাজারা বিন্দুদের ভীষণভাবে ঘৃণা করে, বিন্দুরাও কাজাদের ঐ একই দৃষ্টিতে দেখে।"

"দেশের জনসংখ্যা?"

"বেশি ভেতরের দিকে মোট জনসংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী মাত্র দুই লক্ষ বিশ হাজার হবে। বিন্দুদের সংখ্যা এক লক্ষ নব্বই হাজার। আর কাজাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের মতো হবে। বাকিদের তুলনায় কাজাদের সংখ্যাটাই কিছুটা নিশ্চিতভাবে হিসাবের মধ্যে পাওয়া যায়।"

"তাহলে ওরা নির্বাচন করলো কিভাবে?" ম্যানসন জানতে চাইলেন।

"সেটাই তো একটা রহস্য," সাইমন এনডিন বললো, অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। "দেশের অধিকাংশ লোকই ভোটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমন কি কাকে যে তারা ভোট দিচ্ছে সে ব্যাপারেও কারোর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই।"

"দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন?"

"ওরকম কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সেন্দহ রয়েছে," জবাবে বললো সাইমন এনডিন। বিন্দুদের অঞ্চলে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। জনসংখ্যার একটা অংশ মিষ্টি-আলু আর নকল সাগুদানার চাষ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে তার পরিমাণ খুব কম, আর মেয়েরাই এ ব্যাপারে বেশি দক্ষ। পুরুষেরা শুধু ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটায়। বেশি পয়সা না দিলে তাদের কেউ আপনার বোঝা বইতেও রাজি হবে না। তবে তারা মাঝে-মধ্যে দল বেঁধে জঙ্গলে গিয়ে শিকার করে থাকে। শিশুদের মধ্যে ম্যালেরিয়া আর অপুষ্টিজনিত নানা ধরনের রোগ সারা বছরই লেগে থাকে।

"স্বাধীনতা লাভের আগে সমতলভূমিতে কিছু কিছু নিম্ন মানের কোক, কফি, তুলা আর কলার চাষ হতো। তখন ইউরোপিয়ানরাই ছিলো সবগুলো ক্ষেত-খামারের মালিক। কৃষ্ণাঙ্গদের সাহায্যে তারা চাষবাসের কাজ চালাতো। স্বাধীনতা লাভের পর সবকিছু জাতীয়করণের ফলে ইউরোপিয়ানরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে

BanglaBook.org

দখল হয়। প্রেসিডেন্ট তার অনুগত লোকজনদের মধ্যে এই জমি ভাগ ক'রে দেন। দেখাশোনার অভাবে সেখানে এখন আগাছা ছাড়া অন্য কিছু জন্মায় না। স্বাধীনতা লাভের আগের বছর সমগ্র দেশে কোকোর উৎপাদন ছিলো তিরিশ হাজার টন। গত বছর এই উৎপাদনের পরিমাণ কমতে কমতে মাত্র হাজার টনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর বহির্বিশ্বে এর কোনো ক্রেতাও পাওয়া যায় না। সবটাই এখন গুদামে প'ড়ে রয়েছে, পচে যাচ্ছে।"

"আর অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রী, কফি, তুলা, কলা, সেগুলোর কি অবস্থা?"

"পরিচর্যার অভাবে কফিও এবং কলার চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। বছর দু-তিন আগে ওখানকার তুলা গাছগুলোতে এক ধরনের পোকা লাগে। কিন্তু দেশে কোনো কীটনাশক ওষুধ ছিলো না। তার ফলে গাছগুলোর সবই মরে গেছে। এখন তুলার উৎপাদনও বন্ধ আছে। সমগ্র দেশ জুড়ে একেবারে বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল এক অবস্থা। ব্যাঙ্কগুলো দেউলিয়া হয়ে ব'সে আছে, কারেন্সি নোটের কোনো মূল্য নেই। কোনো পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় না, সেজন্যে আমদানিও শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ইউ.এন.ও, রাশিয়া এবং প্রাক্তন শাসকবর্গের পক্ষ থেকে আগে কিছু কিছু সাহায্য আসতো। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ সেই সব দানসামগ্রী অন্য কোথাও বিক্রি ক'রে দিয়ে নগদ টাকাটা নিজেদের পকেটে ভরতো। তাই বিদেশী সাহায্যও এখন পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। অন্যায় অবিচারে দেশ ছেয়ে গেছে। উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু মৎস্য শিকারের কায়দা-কানুন ওরা কিছুই জানে না। সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্য বাষ্পচালিত দুটো বোট ছিলো। তাদের ক্যাপ্টেন ছিলো দু'জন ইউরোপিয়ান। একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের হাতে তাদেব একজন মারত্মকভাবে নিগৃহীত হলে এর প্রতিবাদে দ্বিতীয়জনও চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যায়। বোট দুটো সেই থেকে অকেজো হয়ে পড়ে থাকার ফলে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেশে গবাদি-পশুও দুষ্প্রাপ্য। সেই কারণে স্থানীয় জনসাধারণ প্রোটিনের অভাবে ভুগছে।"

"ঔষধপত্রের অবস্থা কি?"

"ক্ল্যারেন্সে একটা হাসপাতাল আছে, ইউ.এন.ও'র তত্ত্বাবধানে। সারা দেশের মধ্যে ঐ একটিই হাসপাতাল।"

"ডাক্তারের সংখ্যা?"

"মাত্র দু'জন পাস করা জাঙ্গারিয়ান ডাক্তার ছিলো। তাদের একজন কারাগারে বন্দী অবস্থায় প্রাণ হারায়, দ্বিতীয়জন প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের দালাল—এই অভিযোগে বিদেশী মিশনারীদেরও সদলবলে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে।"

BanglaBook.org

"জাঙ্গারোয় এখন ইউরোপিয়ানদের সংখ্যা কতো?"

"ঝোপজঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলগুলোতে দিকে সম্ভবত কেউ নেই। সমতলভুমিতে হাতেগোনা কয়েকজন ইউরোপিয়ান কৃষিবিদ্ আছেন, তাঁরা ইউ.এন.ও'র কর্মচারী। রাজধানীতে বিদেশী দূতাবাসের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তার মধ্যে রাশিয়ান দূতাবাসেরই রয়েছে বিশজন। বাকিরা ফরাসি, সুইস, আমেরিকান, পশ্চিম-জার্মান, পূর্ব-জার্মান, চেক এবং চাইনিজ দূতাবাসের। অবশ্য চিনকে যদি আপনি সাদা চামড়াদের মধ্যে গণ্য করেন, তো। ইউ.এন.ও পরিচালিত হাসপাতালে বিদেশী কর্মচারীর সংখ্যা মোট পাঁচজন। আর পাঁচজন টেকনিশিয়ান। ইলেকট্রিক্যাল জেনারেটর, বিমানবন্দরের কনট্রোল টাওয়ার, ওয়াটার-ওয়ার্কস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাঁরাই পরিচালনা করেন। এ ছাড়াও জনাপঞ্চাশের মতো ইউরোপিয়ান এখনও জাঙ্গারোর মাটি কামড়ে পড়ে আছে। তারা সবাই ব্যবসায়ী বা ভাগ্যান্বেষী। তাদের ধারণা একদিন হয়তো দেশটার কিছু উন্নতি হবে।

"মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে ক্ল্যারেন্সে একটি বাজে রকমের গন্ডগোল ঘটে গেছে। ইউ.এন.ও'র এক কর্মচারী তো আর একটু হলে মারা যেতেই বসেছিলো। পাঁচজন কর্মরত বিদেশী টেকনিশিয়ান পদত্যাগের হুমকি দিয়ে নিজ নিজ দূতাবাসে আশ্রয় নেয়। সম্ভবত ইতিমধ্যেই তারা সবাই যে যার দেশে ফিরে গেছে। ঘটনা যদি সত্যিই এভাবে গড়ায় তবে এখন তো সেখানে হুলস্থুল ব্যাপার!"

"বিমানবন্দরটা কোথায়?"

"এই যে, এখানে। রাজধানীর ঠিক পেছন দিকে," আঙুল দিয়ে ম্যাপের এক জায়গায় ইঙ্গিত করলো সায়মন। "এয়ারপোর্টটা যদিও আন্তর্জাতিক মানের নয়। এখানে পৌছতে হলে প্রথমে আপনাকে এয়ার আফ্রিকার ফ্লাইটে উত্তর আফ্রিকায় যেতে হবে। সেখান থেকে সপ্তায় তিনবার দু'ইঞ্জিনের ছোটো একটা প্লেন সরাসরি ক্ল্যারেন্সে যাতায়াত করে।"

"এই দেশটার প্রকৃত বন্ধু এখন কে? মানে কুটনৈতিক দিক থেকে..."

সাইমন এনডিন একটু আফসোসে ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। "কেউ নয়। দেশটার ওপর কারোর কোনো আগ্রহ নেই। ভুলেও কখনও কেউ এর নাম উল্লেখ পর্যন্ত করে না। কোনো সাংবাদিকই ওখানে যাবার চিন্তা করে না। সেইজন্যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেও এর কোনো খবর থাকে না। দেশের শাসকবর্গ ঘোরতর শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষী। সেই কারণে কোনো বিদেশী সরকারই সেখানে তাদের কর্মকর্তা পাঠাবার ঝুঁকি নেয় না। দেশের সর্বত্রই এক অরাজক বিশৃঙ্খল অবস্থা।"

"রাশিয়ানদের মতিগতি কি রকম বুঝলে?"

BanglaBook.org

"ওদের দূতাবাসই সবচেয়ে বেশি জমকালো, এবং জাঙ্গরোর প্রেসিডেন্টের ওপর ওদের কিছু কিছু প্রভাব প্রতিপত্তিও রয়েছে। কিম্বার মন্ত্রী পরিষদের অনেকেই মস্কো থেকে লেখাপড়া করে এসেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা কখনও রাশিয়ায় যায় নি।"

"দেশটার উন্নতির সম্ভাবনা কি রকম?" চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ম্যানসন।

"আমার মতে খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ, তবে দক্ষ হাতে পরিস্থিতির হাল ধরতে হবে। জনসংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। দেশের মধ্যে কৃষিযোগ্য যেটুকু জমি আছে তাতেই সবার সারা বছরের খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান হয়ে যায়। এর জন্যে পরের মুখাপেক্ষী হবার কোনো দরকার পড়ে না। উন্নতিশীল দেশের পক্ষে এই দুটি জিনিসই সবার আগে প্রয়োজন। তাছাড়া বিদেশ থেকে যা সাহায্য আসতো দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে সেটা খুব একটা কম ছিলো না। কিন্তু যাদের জন্যে এই সাহায্য, তাদের কপালে কখনও এর ছিটেফোঁটাও জুটতো না। প্রেসিডেন্ট আর তার চারপাশের চামচারাই সবটুকু নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নিতো।"

"আচ্ছা, তুমি তো বললে বিন্দুরা কোনো কাজকর্ম করতে চায় না। এ বিষয়ে কাজা সম্প্রদায়ের মনোভাব কেমন?"

"এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যি বলতে কী কোনো পার্থক্য নেই। আলসেমির প্রতিযোগিতায় কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না।"

"তাহলে ইউরোপিয়ানদের শাসনকালে ক্ষেত-খামারে কাজ করতো কারা?"

সাইমন এনডিন মুচকি হাসলো। "বাইরে থেকে বিশ হাজারের মতো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক আনা হয়েছিলো। তাদের সাহায্যেই চাষবাসের যাবতীয় কাজ করানো হতো। ইউরোপিয়ানরা সপরিবারে দেশ ছেড়ে চড়ে চলে যাবার পরও তারা জাঙ্গারোতেই রয়ে গেছে। এখন তাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু যেহেতু তারা বহিরাগত সেইজন্যে সরকারী ব্যাপারে এদের কোনো ভোট নেই। তবে দেশের মধ্যে এরাই একমাত্র কর্মঠ প্রকৃতির লোকজন।"

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ম্যানসন একদৃষ্টিতে টেবিলে ছড়ানো ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চিন্তার দিগন্ত জুড়ে এখন একটা পাহাড়, একজন উম্মাদ প্রকৃতির রাষ্ট্রপতি, মস্কো থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় উপদেষ্টা, আর একটি রাশিয়ান দূতাবাস। সবশেষে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। "সত্যিই সাইমন এনডিন, কি বিচিত্র এই দেশ!"

"এখনও আপনাকে সব কথা বলা হয় নি," সাইমনের কণ্ঠে উৎসাহের সুর। "জাঙ্গারো রিপাবলিকে আজও প্রকাশ্য রাজপথে হাজার হাজার জনতার সামনে

BanglaBook.org

অপরাধীর শিরশ্ছেদ করা হয়। আবহমানকাল থেকে এই রীতিই চলে আসছে। শুধু বিদেশী শাসনকালে কিছু আইনের রদবদল ঘটেছিলো। কিন্তু এখন আবার প্রাচীন পদ্ধতিতেই ..."

"বাহ্, চমৎকার! পৃথিবীতে এমন একটা স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করলো কোন্ ঈশ্বর?"

সাইমন এনডিন কোনো জবাব দিলো না, শুধু ফাইল থেকে একটা প্রমাণ সাইজের ছবি বের ক'রে টেবিলে রাখলো।

ছবিটা জনৈক মাঝবয়সী আফ্রিকানের। মাথায় উঁচু রেশমী টুপি, গায়ের পোশাক-আশাকও বেশ মূল্যবান, সম্ভবত রাষ্ট্রপতির অভিষেক অনুষ্ঠানের ছবি, কারণ কয়েকজন গণ্যমান্য অতিথিকেও আশেপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকানের মুখটা গোল নয়, একটু লম্বাটে, পুরু ঠোঁটের ফাঁকে একটা সহজাত বিরক্তির ভাব। চওড়া নাকের দু'পাশে ভাঁজ পড়েছে গভীরভাবে, তবে তার চোখ দুটোই সবচেয়ে বেশি ক'রে নজর কাড়ে। কুতকুতে গোল চোখের তারায় উম্মাদ খুনির রক্তলোলুপ দৃষ্টি।

"এই সেই ঈশ্বর!" সাইমন এনডিন বললো। "একেবারেই উম্মাদ, আর কাল সাপের মতোই নোংরা। পশ্চিম আফ্রিকার নিজস্ব পাপা ডক। পৃথিবীর ঘৃণ্যতম অপরাধী। অথচ কেমন ভোল পাল্টে নেতার আসনে ব'সে আছে। দেশবাসীর চোখে এই লোকটা এখন অসীম দৈবশক্তির অধিকারী, ঈশ্বরের বার্তাবহ দূত, শ্বেতাঙ্গ মানুষদের হাত থেকে জাঙ্গারোর উদ্ধারকর্তা, অধিপতি, মহান রাষ্ট্রপতি জ্যাঁ কিম্বা।"

স্যার জেমস্ ম্যানসন অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। এই উজবুক লোকটি জানে না, দশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের প্লাটিনাম এখন ওরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

"আমি ভাবছি," স্যার জেমস্ আপন মনে বললেন, "এমন একটা লোক যদি এই দুনিয়া থেকে নিঃশব্দে সরে যায় তবে কি সেটা নিয়ে লোকে খুব বেশি মাথা ঘামাবে?"

তিনি কিছুই বললেন না। কিন্তু এনডিন'র কাছ থেকে সব শুনে তিনি কি করতে যাচ্ছেন সেটা ঠিক ক'রে ফেললেন।

আজ থেকে ষাট বছর আগে আফ্রিকার এই দেশটি ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশ ছিলো। পরবর্তীতে বিশ্বজনমতের কারণে দেশটির স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং এর নামকরণ করা হয় জাঙ্গারো হিসেবে। খুব তাড়াহুড়া ক'রে স্বাধীনতা দিয়ে দেবার ফলে সেখানকার প্রায় বর্বর জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে

BanglaBook.org

[illegible]াতে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছর পরেই সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন।

এর ফলে রাতারাতি দেশটিতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল গজিয়ে ওঠে। যাদের মধ্যে কোনোরকম সদ্ভাব ছিলো না। তার মধ্যে দুটো দল সম্পূর্ণ গোষ্ঠীগত। একটা দল বিন্দুদের পক্ষ হয়ে জোর ওকালতি শুরু করে, দ্বিতীয় দলটি কাজাদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগে যায়। বাকি তিনটি দল অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। এদের মধ্যে একটা দল আমূল সংস্কারপন্থী। বিদেশী শাসনকালে এই দলের নেতাকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েক বছর কারাগারে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। এই নেতার নামই জ্যঁ কিম্বা। রাশিয়া থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কয়েকজন জাঙ্গারিয়ানও কিম্বার সঙ্গে যোগ দেয়।

নির্বাচনে এই পাঁচটি দলই প্রদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু বিন্দু সম্প্রদায়ের সহায়তায় কিম্বার র‍্যাডিক্যাল দল বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়ে জিতে যায়। অন্য কোনো দল তার ধারে কাছেও আসতে পারে নি। এর পেছনে রাশিয়ানদের ব্যাপক সমর্থন ছিলো। শুধু অর্থ দিয়েই নয়, নির্বাচনে জেতার কলাকৌশল সম্পর্কেও তারা এদেরকে হাতেনাতে শিক্ষা দিয়েছিলো। নির্বাচনের এক মাস পরে জ্যঁ কিম্বাকে জাঙ্গারোর রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত করা হয়।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ খুবই সহজ সরল। ক্ষমতা পেয়েই কিম্বা ধীরে ধীরে প্রতিটি বিরুদ্ধ শক্তিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেললো। অপর চারটি রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ব'লে ঘোষণা করা হলো। এদের সমস্ত তহবিলও সরকারী কোষাগারে জমা পড়লো। মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে এই চার দলের নেতাকেও বন্দী ক'রে রাখা হলো কিম্বার নিজস্ব কারাগারে। অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়েই তিলে তিলে তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কোনোরকম জোড়াতালি লাগিয়ে একটা বিন্দু সেনা ও পুলিশবাহিনীও দাঁড় ক'রে ফেললো কিম্বা। তারপরই সেনা ও পুলিশ বিভাগের সব অফিসারকে একে একে বরখাস্ত করা হলো। বিদেশী শাসকদের আমলে সেনাবাহিনীতে কাজা সম্প্রদায়েরই ছিলো একচেটিয়া আধিপত্য। তাদের প্রত্যেককেই ছাঁটাই ক'রে দেওয়া হলো একসঙ্গে। কর্মচ্যুত সৈনিকদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছয়টি ট্রাকের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো সরকারের পক্ষ থেকে। একদিন বিকেলের দিকে নিরস্ত্র সৈনিকদের নিয়ে ব্যারাক্স থেকে যাত্রা শুরু করলো ট্রাকগুলো। যখন তারা জাঙ্গারো নদীর তীরে এসে পৌঁছলো তখন প্রায় সন্ধ্যা। সেখানেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরে মেশিনগান চালানো হলো তাদের ওপর। ট্রেনিংপ্রাপ্ত কাজা সৈনিকদের সেখানেই হত্যা করা হলো। রাজধানীতে

BanglaBook.org

পুলিশ এবং শুল্ক বিভাগে এখনও অবশ্য কাজাদের সংখ্যা অনেক বেশি, তবে তাদের কাছ থেকে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী পুরোপুরি বিন্দুদের দখলে, সেই কারণেই অরাজকতা এতো চরমে উঠেছে। জাঙ্গারোয় কাজাদের এখন একেবারে কোণঠাসা অবস্থা। যাবতীয় ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট কিম্বা কুক্ষিগত ক'রে রেখেছে। এমন কি অসহায় বিদেশীদের পীড়ন ক'রে অর্থ আদায় করতেও তার বিবেকে বাধে না। সবদিক থেকেই কিম্বা কাউকে কোনো পেরোয়া করে না।

গত পাঁচ বছরের রাজত্বকালে জাঙ্গারোয় বিরোধীপক্ষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা হয়েছে। এদের মধ্যে যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে, তারাই ভাগ্যবান। এর ফলে সে দেশে এখন কোনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি বাস করে না, স্বাধীনতারর পূর্বে অবশ্য তাদের অস্তিত্ব একেবারে বিরল ছিলো না। কিন্তু কিম্বা যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিকেই তার সম্ভাব্য বিরুদ্ধপক্ষ হিসেবে গণ্য করে এবং দেশের মধ্যে থেকে তাদের নির্মুল না ক'রে ফেলা পর্যন্ত শান্তি পায় না।

এই কয় বছরে কিম্বার বুকের গভীরে এক অজ্ঞাত দুরারোগ্য মৃত্যুভয়ও ধীরে ধীরে শেকড় গেড়ে বসেছে। তার বিশ্বাস, গুপ্তঘাতকের দল সব সময়ই আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই ভুলেও কখনও প্রসাদের বাইরে বের হয় না। যদি কখনও বাইরে বের হবার প্রয়োজন হয়, সশস্ত্র প্রহরীর দল চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে রাখে। দেশের মধ্যে যে কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পশুপাখি শিকারের জন্য রাইফেল বা শটগানও নিষিদ্ধ। তার ফলে দেশের মধ্যে প্রোটিনজাত খাদ্যের অভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্তুজ বা বারুদের আমদানিও পুরোপুরি বন্ধ। আদিবাসীদের যে সব সাবেকি আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো, বহুদিন অব্যবহারের ফলে সেগুলোও জং ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মূল শহরের মধ্যে দেয়াশলাইও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তি পর্যন্ত হতে পারে।

জাঙ্গারো সম্পর্কিত একশো পাতার রিপোর্ট ও ম্যাপগুলো সম্পূর্ণ আত্মস্থ হবার পর স্যার জেমস্ ম্যানসন আবার সাইমনের খোঁজ করলেন। এই তুচ্ছ নগণ্য দেশটার ব্যাপারে চিফের এতো আগ্রহ সাইমন এনজিলিকেও রীতিমত কৌতূহলী ক'রে তুলেছিলো। সুযোগমতো মার্টিন থর্পের কাছেও প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলো একবার। থর্পের মুখ দেখে বোঝা গেলো, এ বিষয়েও সে-ও তেমন কিছু জানে না।

কিন্তু সে এমনভাবে মুচকি হাসলো, যেনো এ ব্যাপারে সবকিছুই জানে। তবে চিফের কাছে এ সম্পর্কে কোনোরকম কৌতূহল প্রকাশ করাটা যে খুবই গর্হিত কাজ হবে সে ব্যাপারে দু'জনেরই যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান রয়েছে।

পরের দিন জরুরি ডাক পেয়ে সাইমন এনডিন যখন চিফের চেম্বারে হাজির হলো, চিফ তখন সামনের খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে দশতলার নিচে রাস্তার মানুষজন দেখছিলেন। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝেই তিনি এই জানালার সামনে এসে দাঁড়ান। সাইমন এনডিনকে ঢুকতে দেখে আবার ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন।

"এ সম্পর্কে আরও দু'একটা তথ্য আমি বিশদভাবে জানতে চাই, সাইমন এনডিন। তোমার এই রিপোর্টে দেখলাম প্রেসিডেন্ট কিম্বা অজ্ঞাত গুপ্তঘাতকদের ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকে। আমি আরও খবর পেলাম দু'একবার নাকি তার প্রাণনাশেরও চেষ্টা করা হয়েছিলো। এ বিষয়ে তোমার কি কিছু জানা আছে?"

সাইমন এনডিন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এ ধরনের কয়েকটা কাহিনী তারও কানে এসেছিলো, তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ব'লে রিপোর্টে উল্লেখ করে নি।

"কিম্বা যদি রাতে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে, তাহলে পরের দিন ভোর হতে না হতেই শহরের মধ্যে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়," মৃদু হেসে বললো সাইমন এনডিন। "এই গ্রেফতারকে আইনসিদ্ধ করবার জন্যেই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়, দুশমনেরা জাঙ্গারোর মহান প্রেসিডেন্টের প্রাণনাশের চক্রান্ত করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে যার ওপর কিম্বার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে তাকেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়, আর এই গ্রেফতারের অর্থ হলো নির্ঘাত মৃত্যু। ছয় সপ্তাহ আগে ক্ল্যারেন্সে যে গন্ডাগোল হয়েছিলো, তার মূল উৎস ছিলো কর্নেল ববি নামে এক আর্মি কমান্ডার। লোকটি বেশ চতুর এবং দুষ্ট প্রকৃতির। আগেই ঝড়ের আভাস পেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিম্বার সঙ্গে তার বিরোধের মূল সূত্রপাত চোরাই মালের ভাগের বখরা নিয়ে। কিছুদিন আগে ইউ.এন.ও পরিচালিত জাঙ্গারোর একমাত্র হাসপাতালের জন্যে বিদেশ থেকে এক জাহাজ ঔষধপত্র এসেছিলো। কিন্তু বন্দরের নামতেই সেনাবাহিনীর লোকেরা জাহাজ ঘেরাও ক'রে অর্ধেক মালপত্র সরিয়ে ফেলে। কর্নেল ববি এই অভিযানের পরিচালক। ব্যাপারটা কিম্বারও অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। লাভের একটা মোটা অংশ তার নামেই ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। এবারেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতালের প্রধান পরিচালক পদত্যাগপত্র দাখিল ক'রে বসলেন। মূল অভিযোগের একটা প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতি কিম্বার কাছেও পাঠিয়ে দেয়া হলো। এই অভিযোগপত্রে অপহৃত দ্রব্য-

BanglaBook.org

সামগ্রীর বিস্তারিত তালিকা ও তার মূল্যেরও উল্লেখ ছিলো। এটাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ালো। কিম্বা জানতে পারলো কর্নেল ববি তাকে দারুণভাবে ঠকিয়েছি। চোরাই মালের যা দাম হওয়া উচিত, সেই অনুপাতে কিছুই তার ব্যাঙ্কে জমা পড়ে নি। ববি-ই প্রায় পুরোটা হাতিয়ে নেবার তাল করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর্মি কমান্ডারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়, কিন্তু ববি আগে থেকেই গন্ধ পেয়ে গোপন পথে সীমান্ত টপকে সরে পড়ে। সরকারি সেনাবাহিনী তার খোঁজে রাজধানী তোলপাড় ক'রে ফেলে, বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এ ব্যাপারে।

"সেই ববির কি হলো?" জানতে চাইলেন ম্যানসন।

"দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। সামরিক বাহিনীর একটা জিপ ছিলো ওর কাছে। জিপটাই শুধু জঙ্গলের আশেপাশে খুঁজে পাওয়া গেছে, ববির কোনো চিহ্ন নেই।"

"এই কর্নেল কোন্ গোষ্ঠীর লোক?"

"ভাগ্যক্রমে লোকটা দো-আঁশলা। মা কাজা আর বাবা বিন্দু। চল্লিশ বছর আগে বিন্দুরা একবার ক্ষেপে গিয়ে কাজাদের গ্রাম আক্রমণ করে। খুব সম্ভবত সেই আক্রমণেরই ফসল সে।"

"ববি কি কিম্বার নবগঠিত সেনাবাহিনীর একজন, না আগে থেকেই এই পেশায় যুক্ত আছে?"

"ঔপনিবেশিক শাসনকালে সে ছিলো সামান্য একজন কর্পোরাল, নির্বাচনের পর হাওয়া বুঝে কিম্বার দলে ভিড়ে যায়। কিম্বা-ই তাকে কর্পোরাল থেকে রাতারাতি আর্মি কমান্ডার বানিয়ে দেয়। কারণ সেনাবাহিনীতে এমন একজনের অন্তত থাকা দরকার যে, প্রতিটি আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। প্রাক্তন শাসকবর্গের আমলে সে এ ব্যাপারে হাতেকলমে কিছু প্রশিক্ষণও নিয়েছিলো।"

"এই ববি লোকটা কেমন?" স্যার জেমস্ ম্যানসনের চোখের তারায় গভীর জিজ্ঞাসা।

"এক নাম্বারের জোচ্চোর," সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো সাইমন এনডিন। "দেখতে একেবারে গরিলার মতো, গড়পরতার মানুষের বুদ্ধিও তার নেই। তবে অনেক বন্য প্রাণীর মতো তার অনুভূতি স্বাভাবিকভাবেই বেশ সজাগ। আর তার সঙ্গে কিম্বার ঝগড়া তো শুধু চোরাই মালের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে।"

"লোকটা কি কমুনিস্ট?"

"না স্যার, কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের ধার ধারে না সে," সাইমন এনডিন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।

"তবে ঘুষখোর, তাই না? টাকার জন্যে সব কিছুই করতে পারে?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই, এবং বর্তমানে কর্নেল নিশ্চয় খুব দুঃসহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। কেননা প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার সময় তার পক্ষে বেশি কিছু সঙ্গে নেয়া সম্ভব হয় নি। কোনো মতো নিজের জীবনটা রক্ষা করাই ছিলো তার কাছে মুখ্য। আর জাঙ্গারোর কোনো অধিবাসীই বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে পারে না, এ ব্যাপারে একমাত্র প্রেসিডেন্টেরই অবাধ অধিকার।"

"ববি এখন কোথায়?"

"আমি ঠিক বলতে পারবো না। অন্য কোনো দেশে গা ঢাকা দিয়ে আছে ব'লে মনে হয়।"

"হু," ভ্রু কুঁচ্‌কে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন স্যার ম্যানসন। "যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে খুঁজে বের করো।"

"আমি কি ববির সঙ্গে যোগাযোগ করবো?" বিনীতভাবে জানতে চাইলো সাইমন এনডিন।

"না, এখনও সে সময় হয় নি।" ম্যানসনের চোখেমুখে গভীর চিন্তা। তোমার রিপোর্টটা খুবই তথ্যবহুল এবং যথার্থ, তবে একটা বিষয়ে সামান্য একটা খুঁত থেকে গেছে। জাঙ্গারোর সামরিক ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ আমার জানা দরকার। মোট সৈন্যসংখ্যা কতো, আগ্নেয়াস্ত্রই কি পরিমাণ মজুত রয়েছে, সৈন্যদের প্রশিক্ষণ কেমন, কোথায় কোথায় তাদের ঘাঁটি রয়েছে, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ পাহারা দেবার জন্যে কতোজন সৈন্য মোতায়েন থাকে, এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রতিটি তথ্যই আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি।"

সাইমন এনডিনের চোখ দুটোতে বিস্ময় দেখা গেলো। নিজের বসের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তার বসের মনের গহীনে কতো অজানা রহস্য যে লুকিয়ে আছে কে জানে! এ সম্পর্কে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করাও চলে না। দয়া ক'রে তিনি যতোটুকু জানাবেন ততোটুকুই শুধু জানা যাবে।

"এ জন্যে অবশ্য তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না। আমি জানি, এ দায়িত্ব পালন করা তোমার ক্ষমতার বাইরে।" ম্যানসন একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন। একজন চতুর এবং অভিজ্ঞ সৈনিকই এ ধরনের খুঁটিনাটি তথ্য সহজে সংগ্রহ করতে পারে। দুনিয়ায় এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা শুধু অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করে। এদের বলা হয় পেশাদার বা ভাড়াটে সৈনিক। তুমি এমন কারোর খোঁজ করো যার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং উপস্থিত বুদ্ধির কোনো ঘাটতি নেই, এবং যে পেশাদার সৈনিক হিসেবে সারা ইউরোপে সেরাদের একজন।"

BanglaBook.org

ক্যাট শ্যানন হোটেল মঁতমার্ত্রে'র একটা ঘরে অপরিসর বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া সাপের মতো এঁকেবেঁকে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখছে অন্যমনস্কভাবে। ক্রমশই খুব বেশি দুর্বিষহ হয়ে উঠছে দিনগুলো। আফ্রিকা ছেড়ে আসার পর থেকে সেই একঘেয়ে ক্লান্ত আর মন্থর সময় যেনো কোনোভাবেই কাটছে না। দিন যাপনের মধ্যে কোথাও এক তিল উত্তেজনার খোরাক নেই। মাঝখান থেকে জমানো টাকা-পয়সা আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে নতুন কাজের খোঁজে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছে সে।

রোমে এক ক্যাথলিক যাজক তাদের পক্ষে সুদানে একটা বিমান অবতরণের জন্যে রানওয়ে বানানোর আদেশ দিয়েছে। ওখানকার হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং খাদ্যাসমগ্রী বিমানে ক'রে নামানোর জন্যে এটি ব্যবহার করা হবে। সে জানে দক্ষিণ সুদানের পক্ষে তিনটি ভাড়াটে সৈন্যদল কৃষ্ণাঙ্গদেরকে উত্তর সুদানের আরব বংশোদ্ভুতদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে সাহায্য করছে। বাহার-আল-গাজারে রন গ্রেগরি এবং রিপ কার্বির নের্তৃত্বে দুটো বৃটিশ ভাড়াটে সৈন্যদল ডিনকা উপজাতিদের পক্ষে লড়াই করছে। তার ওখানকার পথেঘাটে স্থল-মাইন বিছিয়ে রেখেছে যাতে করে সুদানি সেনাবাহিনীর সালাদিন নামের সাজোয়া যানবাহনগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। দক্ষিণে ইকুয়াটোরিয়া প্রদেশে রলফ স্টেইনার স্থানীয় লোকদেরকে যুদ্ধের কলাকৌশল শেখাচ্ছিলো। কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে তার কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব দিকে, নীলনদের তীরবর্তী এলাকায় চারজন ইসরায়েলি স্থানীয় উপজাতীয়দেকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়ার দেয়া বিপুল পরিমানের যুদ্ধাস্ত্রের একটি বড় অংশ ইসরায়েল আরবদের কাছ থেকে করায়ত্ত করেছিলো সেই অস্ত্রের একটি বড় চালান এইসব উপজাতিদের কাছে তারা বিক্রি করেছে। দক্ষিণ সুদানের যে তিনটি প্রদেশে গৃহযুদ্ধ চলছে সেখানেই সুদানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অংশ নিয়াজিত রয়েছে। তাদের একটি এয়ারবেজ রয়েছে সেখানে যাতে ক'রে মিশরীয় পাঁচটি স্কোয়ড্রন সেখানে অবতরণ করতে পারে এবং ইসরায়েলিদেরকে সুয়েজ খালের ধারে কাছে আসতে না দেয়া যায়।

শ্যানন প্যারিসের ইসরায়েলি দূতাবাসে গিয়েছিলো এবং সেখানকার এটাশির সাথে চল্লিশ মিনিট কথা বলেছে। লোকটি তার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করলেও সুদানের বিদ্রোহীদের সাথে কোনো ইসরায়েলি জড়িত নেই ব'লে দাবি করে, আর সেজন্যে সে কোনো সাহায্য করতে পারবে না বলেও তাকে জানিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

শ্যাননের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে পুরো আলোচনাটাই রেকর্ড করা হয়েছে এবং সেটার একটি কপি তেল আভিভে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাকে মানতেই হলো ইসরায়েলিরা যেমন ভালো যোদ্ধা তেমনই ভালো তাদের বুদ্ধিমত্তা, কিন্তু সে মনে করে তারা কালো আফ্রিকানদেরকে চেনে না, আর সেজন্যেই উগান্ডা কিংবা অন্যত্র পতনের মুখোমুখি হয়েছে।

সুদান বাদ দিলেও অন্যসব জায়গাতে কাজের তেমন সুযোগ নেই। গুজব আছে যে সিআইএ ভাড়াটে সৈন্য ব্যবহার করে কম্বোডিয়াতে মাওবাদী কমুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যহার করছে। ওদিকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে কতিপয় আরব শেখ তাদের বৃটিশ মিলিটারি উপদেষ্টাদের উপর মহা খাপ্পা হয়ে নিজেরাই পেশাদার ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ দিচ্ছে তাদের সুরম্য প্রসাদগুলো পাহরা দেবার জন্যে। এসব জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে। তবে শ্যানন এইসব খবরের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, সেটা হলো সিআইএ অনেকটা ফুটো হওয়া মাথার মতো আর আরব শেখেরা সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় একেবারেই আনাড়ি।

মধ্যপ্রাচ্য, কম্বোডিয়া আর সুদানের বাইরে কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে। অন্য কোথাও তেমন বড় আকারে যুদ্ধও হচ্ছে না। সে আশংকা করেছিলো খুব জলদিই শান্তির বিস্তার ঘটবে মহামারির মতো। তাই যখন হলো তখন কেবল একজন অস্ত্রব্যবসায়ীর দেহরক্ষীর চাকরি ছাড়া তার কাছে আর অন্য কোনো সুযোগ রইলো না। প্যারিসে এরকম একজন লোকের কাছে সে গিয়েছিলো চাকরি খুঁজতে যে কিনা নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলো। লোকটি চাইছিলো তাকে সুরক্ষা দিতে পারে এমন একজন লোকের দরকার।

শ্যানন শহরে আছে এবং তার সম্পর্কে বিশদ জেনে লোকটি তার একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে শ্যাননকে একটা প্রস্তাব দিলো। সেই অস্ত্র ব্যবসায়ী আইরিশ রিপাবলিক আর্মির কাছে একটি অস্ত্রের চালান বিক্রি করতে গিয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলো। কিভাবে যেনো বৃটিশ গোয়েন্দারা তার সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারটি জেনে গিয়েছিলো। তারা এই ঘটনায় জড়িত অনেককে গ্রেফতার করে। কিন্তু পরে দেখা গেলো ঐ ব্যবসায়ী নিজেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে খবরটা জানিয়েছিলো। এতে ক'রে আইআরএ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই দেহরক্ষীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা কিছুদিন পর বিস্মৃত হয়ে গেলে দেহরক্ষীর আর দরকার হবে না—এমন চিন্তা থেকেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এই ব্যবস্থা নিয়েছিলো। কিন্তু রিপাবলিক আর্মি এতো সহজে ছেড়ে দেয়

নি। প্যারিসের রাস্তায় এক বন্দুক যুদ্ধে অল্পের জন্যে শ্যানন বেঁচে যায়। সেই চাকরিটা ছেড়ে দিলেও এখনও যেকোনো সময় ঐ চাকরিতে সে ফিরে যেতে পারে। অন্তত এই একটি জায়গা তার জন্যে এখনও খোলা আছে।

মার্চ মাসের দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও ঠাণ্ডা একটুও কমে নি। তার মধ্যে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এর অর্থ প্যারিসে এখন খুব বেশি বাইরে বের হওয়া যাবে না। আর কে না জানে প্যারিসে ঘরের মধ্যে থাকা মানেই বেশি টাকা খরচ হওয়া। শ্যানন তার কাছে যেটুকু টাকা-পয়সা ছিলো সেগুলো খুব সাবধানে খরচ করতে লাগলো। তাই শ্যনন কাজের আশায় কয়েক ডজন জায়গায় তার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিলো, কেউ যদি তার ব্যাপারে আগ্রহী হয় তবে তারা যোগাযোগ করবে। হোটেলের রুমে কয়েকটি পেপারব্যক পড়ে সময় কাটিয়ে দিলো সে।

ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সে তার নিজের বাড়ির কথা ভাবলো। এমন নয় যে তার সত্যি কোনো বাড়ি আছে। আসলে সুন্দর আর ছিমছাম একটি বাড়ির কথা সে ভাবলো।

ছেলেবেলায় ক্যাসলডার্গের গ্রাম্য পরিবেশে তার দিন কেটেছে। তবে পুরো গ্রামের মধ্যে ওরাই ছিলো একমাত্র প্রোটেস্ট্যান্ট, বাকি সবাই ক্যাথলিক। তার ফলে সমবয়সী বন্ধু বলতে তার কেউ ছিলো না। সেই অভাব মেটাবার জন্যেই তার বাবা তাকে একটা লাল রঙের ছোট্ট একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছিলো। তার পিঠে চড়েই ঘুরে বেড়াতো সারাক্ষণ। সেই ঘোড়াটাই ছিলো তার একমাত্র সঙ্গী।

আট বছর বয়সে মূলত মায়ের তাগিদেই ইংল্যান্ডের এক বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো শ্যাননকে। পরের দশ বছরের মধ্যে একবারে পুরোপুরি ইংরেজ বনে গেলো। আলস্টারের কোনো গন্ধও আর ওর হাবভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইশ বছর বয়সে শ্যানন যখন জাতীয় নৌ-বহরের সার্জেন্ট, তখন বেলফাস্টে এক মোটর দুর্ঘটনায় ওর বাবা-মা দু'জনেই একসঙ্গে প্রাণ হারায়। সেই থেকে এই দুনিয়ায় শ্যানন একেবারে একা।

এ সবই এগারো বছর আগের ঘটনা। মা-বাবার মৃত্যুর পরেও চুক্তি অনুযায়ী আরও পাঁচ বছর নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়েছিলো শ্যাননকে। অবশেষে লন্ডনে ফিরে এসে একে একে অনেকগুলো চাকরিই করে দেখলো, কিন্তু কোনোটাই তার তেমন মনঃপুত হলো না। শেষ যেখানে ক্লার্কের চাকরি নিয়েছিলো সেটা একটা মার্চেন্ট কোম্পানি। ব্যবসায়িক সূত্রে আফ্রিকার সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। উগান্ডায় একটা শাখা অফিসও ছিলো তাদের কোম্পানির।

BanglaBook.org

শ্যাননকে সেখানে কোম্পানির সহকারী ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ওখান থেকে বলা নেই কওয়া নেই, একদিন সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে গেলো শ্যানন। বিগত ছয় বছর ধরে পেশাদার সৈনিক জীবনই তার একমাত্র জীবিকা। সাধারণ লোকে অবশ্য এদেরকে ভাড়াটে খুনি হিসেবেই গণ্য করে, যদিও শ্যাননের তাতে কিছু যায় আসে না। এখানে প্রতি পদে পদে বন্য উত্তেজনার গন্ধ, পথের দু'পাশে নির্মম গুপ্তঘাতকের মতো ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। মুহূর্তের ভুলে এখানে যে কোনো কিছুই ঘটে যাওয়া সম্ভব। এমন একটা রোমাঞ্চকর জীবন ছেড়ে সাদামাটা কেরাণীগিরি তার আর পোষাবে না। শ্যাননও এতোদিনে এই সত্যটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম পরিবেশে তার দম বন্ধ হয়ে যায়। খুব বেশি দিন সভ্য সমাজে সে থাকতে পারে না। এর চেয়ে আদিম আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গহীন অরণ্য অনেক বেশি মনোরম।

একবার ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে একটি পরিচিত গড়ে উঠলে সেখান থেকে আর ফিরে আসার কোনো পথও খোলা থাক না।

তাই সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ভাবতে লাগলো পরবর্তী কাজটি কোত্থেকে আসবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫

সাইমন এনডিন এ ব্যাপারে সচেতন যে, লন্ডনের কোথাও এমন লোক রয়েছে যে একজন প্রথম শ্রেণীর পেশাদার ভাড়াটে সৈনিকের নাম, ঠিকানা জানে। এখন মূল সমস্যাটা হচ্ছে কোথায় এবং কাকে জিজ্ঞেস করার মধ্য দিয়ে প্রথম শুরু করবে।

ঘণ্টাখানেক চিন্তা ভাবনার পর সাইমনের মনে পড়লো, গত কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা আর ম্যাগাজিনে কাতাঙ্গা, কঙ্গো, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, সুদান, নাইজেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে নানান তথ্যবহুল সংবাদ স্থান পেয়েছে। এক সম্ভ্রান্ত দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো তার। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরলো সে। এখন সোজা ফ্লিট স্ট্রিটই তার লক্ষ্য। সহকারী সম্পাদকের সহায়তায় পুরনো দিনের বিভিন্ন পেপারকাটিং-এর ফাইলগুলো যোগাড় ক'রে নিতেও সাইমনের জন্যে বিশেষ অসুবিধা হলো না। টানা দু'ঘণ্টা ধরে সেই পুরনো ফাইলের গাদার মধ্যে নিবিষ্ট মনে মগ্ন হয়ে রইলো সে। এই মুহূর্তে সাইমন এনডিন কোনো পেশাদার সৈনিকের অনুসন্ধান করছে না, বিভিন্ন নিবন্ধের রচয়িতার দিকেই তার দৃষ্টি সজাগ হয়ে আছে।

অনেক বিচার বিবেচনার পর জনৈক প্রবন্ধকারকে মনে ধরলো সাইমনের। এই কয় বছরে তিনটি মাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন ভদ্রলোক। তবে তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, তিনি যা লিখেছেন সে সম্পর্কে নিজে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এই রচনার পেছনে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। সহ-সম্পাদকের কাছে ঠিকানাও পাওয়া গেলো লেখকের। লন্ডনের উত্তর অঞ্চলে একটা মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাট বাড়িতে তাঁর বাসা।

BanglaBook.org

পরের দিন সাইমন এনডিন যখন লেখকের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো তখন বেলা আটটা। নিজেকে সে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিলো, নাম বললো

ওয়াল্টার হ্যারিস। ভদ্রলোকের ড্রয়িংরুমে বসেই কথাবার্তা হচ্ছিলো দু'জনের মধ্যে। কোনোরকম ভূমিকা না ক'রে সরাসরি কাজের কথা শুরু করলো সাইমন এনডিন।

"আমি এই শহরের একজন ব্যবসায়ী," নির্ভেজাল মিথ্যেটাও সাইমনের মুখে এতোটুকু আটকালো না, "তবে আমার মতো আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসাবেই আজ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। পশ্চিম আফ্রিকার কোনো এক রাজ্যের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।"

ভদ্রলোক কোনোরকম মন্তব্য করলেন না। নিজের কফিতে চুমুক দিলেন।

"সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর এসেছে, ওই দেশের মধ্যে এক গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তার সাহায্যে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটানো হবে। যদিও বর্তমান রাষ্ট্রপতি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। জনদরদী হিসাবেও তাঁর রীতিমতো সুনাম আছে। বুঝতেই পারছেন এর পেছনে কমিউনিস্টদের মদত না থাকলে এমন ঘটনা কখনই সম্ভব নয়। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?"

"হ্যা। বলুন।"

"এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে, যতোদূর খবর পাওয়া গেছে এই বিপ্লবের ধোঁয়া আজ পর্যন্ত তেমন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর মধ্যে যদি এর সফলতা সম্পর্কে সংশয়ের ভাব জাগিয়ে তোলা যায়, তবে তারা সহসা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে সাহস পাবে না। আর সামরিক দপ্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এ ধরনের বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাছাড়া সেনাবাহিনীর অধিকাংশই যে বর্তমান প্রেসিডেন্টের সমর্থক তাতেও আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।"

"কিন্তু এ সবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায়?" লেখকের কণ্ঠে প্রবল বিস্ময়ের সুর।

"সে প্রসঙ্গে আমি আসছি," সাইমন এনডিন হাত নেড়ে আশ্বস্ত করতে চাইলো ভদ্রলোককে। "বর্তমান পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে একটা তথ্য খুবই পরিষ্কার যে, এই বিপ্লবকে সার্থক ক'রে তুলতে গেলে সবার আগে জনদরদী প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা প্রয়োজন। যদি তিনি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকেন তাহলে এই বিপ্লব কিছুতেই সফল হবে না। অথবা সমগ্র পরিকল্পনাটাই হয়তো বানচাল ক'রে দেওয়া হবে। তাই আমাদের এমন একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন যার সাহায্যে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে আরও সুদৃঢ় ক'রে তোলা সম্ভব। ফরেন অফিসের কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় অফিসারের সঙ্গেও আমরা বিষয়টা নিয়ে কিছু

BanglaBook.org

কিছু আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু তাঁরাও কোনো আশার আলো দেখাতে পারেন নি। অবশেষে ভাবলাম, যদি কোনো দক্ষ পেশাদার সৈনিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যে সেখানে গিয়ে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের ভেতর এবং বাইরের বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখবে, কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।"

"তো?" সাংবাদিক ভদ্রলোক কফিতে আবারো চুমুক দিতে দিতে একটা সিগারেট ধরালেন। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর এই অতিথি খুব বেশি দীরস্থির মেজাজের। সাধারণ কোনো ব্যবসায়ীর মতো নয়। তিনি কয়েক পলক তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সাইমনের দিকে। হ্যারিস নামধারী এই যুবকের কাহিনী কতোটুকু সত্য সে ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট সংশয় আছে। কেন না প্রাসাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই যদি প্রধান হয় তবে সে সম্পর্কে সাহায্য করতে বৃটিশ সরকারের অনীহার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়াও এই কাহিনীর মধ্যে আরও অনেক অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আপাতত সে বিষয়ে কোনোরকম মন্তব্য করলেন না।

"কিন্তু আমার কাছ থেকে আপনারা কি চান?" সাংবাদিক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

"একজন অভিজ্ঞ পেশাদার সৈনিকের সন্ধান চাই, যার বুদ্ধি এবং সাহস আছে। টাকার বিনিময়ে যে কাজ করতে প্রস্তুত।"

"তার জন্য আমার কাছে এলেন কেন?"

"হঠাৎ আমার মনে পড়লো, কয়েক মাস আগে কোনো এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার পাতায় এ সম্পর্কে আপনার একটা প্রবন্ধ পড়ে ছিলাম। লেখাটার ওপর এক নজর চোখ বোলালেই বোঝা যায়, লেখক তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞানই রাখেন।"

"হ্যা, রুটিরুজির ধান্দার জন্যে আমাকে এসব লিখতে হয়," ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক বললেন।

সাইমন এনডিন পকেট থেকে দশ পাউন্ড মূল্যের বিশটি নোট বের ক'রে সযত্নে টেবিলের ওপর রাখলো।

"তাহলে দয়া ক'রে আমার জন্যও একবার লিখুন।"

"কি লিখতে হবে? প্রবন্ধ?"

"না, একটা মেমোরান্ডাম, যার মধ্যে নামের তালিকা এবং তাদের কর্মজীবনের বৃত্তান্ত দেওয়া থাকবে। অবশ্য লেখার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকলে মুখেও বলতে পারেন।"

BanglaBook.org

"তার চেয়ে আমি বরং আপনাকে লিখেই দিচ্ছি," চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়িয়ে অদূরে টেবিলের ওপর রাখা টাইপরাইটারের দিকে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে টাইপ ক'রে চললেন আপন মনে। মাঝে মাঝে পাশে রাখা পুরনো ফাইল ঘেঁটে নিচ্ছিলেন নিজের লেখার ফাঁকে ফাঁকে। অবশেষে ফিরে এসে সাইমনের সামনে তিনটি টাইপ করা প্যাডের পাতা এগিয়ে ধরলেন।

"যতোটুকু জানি, তাতে আমার বিশ্বাস এরাই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।"

সাগ্রহে হাত বাড়ালো সাইমন এনডিন। লেটার প্যাডের সাদা পাতার ওপর পরিষ্কার ঝরঝরে টাইপে সারিবদ্ধ নামের তালিকা।

বিষয় বস্তু হলো :

কর্নেল লামুলিন : বেলজিয়ান, সম্ভবত সরকারি কর্মচারি। ১৯৬৪ সালে মোয়েসে শোম্বের নেতৃত্বে প্রথম কঙ্গোয় আগমন। এর পেছনে বেলজিয়ান সরকারের সমর্থন ছিলো বলেই মনে হয়। প্রথম শ্রেণীর সৈনিক, যদিও আক্ষরিক অর্থে তাকে পেশাদার আখ্যা দেওয়া যায় না। ষষ্ঠবাহিনী গঠন ক'রে ১৯৬৫সাল পর্যন্ত তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরে ডেনার্ডের হাতে সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যান।

রবার্ট ডেনার্ড : জাতে ফরাসি। সেনাবিভাগের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না, তবে প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারী। ১৯৬১-৬২ সালে ভীতসন্ত্রস্ত শ্বেতাঙ্গদের নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্যের উদ্দেশ্যেই তিনি ফরাসি মিলিটারি পুলিশবাহিনীর উপদেষ্টা হিসাবে কাতাঙ্গায় আসেন। কিন্তু শোম্বের নির্বাসনের পর তাঁকেও প্রাণ নিয়ে সে দেশ ছেড়ে সরে পড়তে হয়। জ্যাকুইস ফকার্টের প্রতিনিধি হিসাবে ইয়েমেনে পেশাদার ফরাসি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে কঙ্গোয় প্রত্যাবর্তন। ১৯৬৭ পর্যন্ত কর্নেল লামুলিন প্রতিষ্ঠিত ষষ্ঠবাহিনীর প্রধান পরিচালক। কোনো এক অভিযান পরিচালনার সময় মাথায় দারুণ আঘাত পান। তার ফলে বহুদিন তাকে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। বর্তমান প্যারিসে বসবাস করছেন।

জ্যাক শ্র্যাম : বেলজিয়ান। প্রথমে ক্ষেত মালিক ছিলেন, পরে পেশাদার সৈনিকদের দলে গিয়ে ভেড়েন। ডাক নাম ব্ল্যাক জ্যাক। কাতাঙ্গার অধিবাসীদের সাহায্যে নিজেই একটা বাহিনী গঠন করেন। গোড়ার দিকে আবশ্য তেমন সুবিধা করতে পারেন নি, পরাজিত হয়ে সদলবলে অ্যাঙ্গোলায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

BanglaBook.org

শোম্বের পুণরুত্থান না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন বেশ কয়েক দিন। তারপর নিজের বাহিনী নিয়ে কাতাঙ্গায় ফিরে আসেন। ১৯৬৪-৬৫ সালে শিম্বার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে তাঁর দশমবাহিনী বলতে গেলে স্বাধীনভাবেই কাজ করেছিলো। ১৯৬৭র স্ট্যানলিভিল বিদ্রোহেও তার সক্রিয় অংশ ছিলো। পরে রবার্ট ডেনার্ড এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালের পর থেকে তার আর কোনো খবর পাওয়া যায় না।

রজার ফকুয়ে : বিখ্যাত ফরাসি অফিসার। সম্ভবত শ্বেতাঙ্গদের অপসারণের ব্যাপারে সাহায্য করতেই ফরাসি সরকার তাকে কাতাঙ্গায় পাঠিয়েছিলেন। পরে ডেনার্ডের সঙ্গে মিলিতভাবে ইয়েমেনে ফ্রেঞ্চবাহিনীর নেতৃত্বে দেন। নাইজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধেও তার ভূমিকা ছিলো। অবশ্য সবই স্বদেশের স্বার্থে। এক সশস্ত্র সংঘর্ষে মারাত্মক আহত হয়ে বর্তমানে প্রায় পঙ্গু।

মাইক হোর : জাতিতে বৃটিশ, বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থায়ী বাসিন্দা। কাতাঙ্গায় পেশাদার সেনাবাহিনী প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। শোম্বের সঙ্গেও তার একটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। ১৯৬৪ সালে হৃত ক্ষমতা পুণরুদ্ধারের পর শোম্বেই তাকে আবার কঙ্গোয় আহ্বান জানান। শিম্বাব বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানেও হোরের বিরাট ভূমিকা ছিলো। ১৯৬৫ এর ডিসেম্বরে পিটারের হাতে পঞ্চমবাহিনীর দায়িত্বভার তুলে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার অবস্থাও বেশ সচ্ছল।

জন পিটার : ১৯৬৪ সালে মাইক হোরের পেশাদার বাহিনীতে যোগ দেন, এবং কর্মদক্ষতার জোরে অচিরেই ডেপুটি কম্যান্ডারের পদ দখল করেন। স্বভাবচরিত্রে তিনি যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি নির্ভীক এবং দুঃসাহসী। কয়েকজন পদস্থ অফিসার তার অধীনতা মেনে চলতে অস্বীকার করায় তাদের অনেককে অন্যত্র বদলি করা হয়। বাকিদের ছাঁটাই ক'রে দেওয়া হয় বাহিনী থেকে। ১৯৬৬এর শেষ দিকে পিটার সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে রীতিমতো ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

BanglaBook.org

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত এই ছ'জনই প্রাচীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে কাতাঙ্গা এবং কঙ্গোর যুদ্ধের প্রথম থেকেই এরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরবর্তী পাঁচ জনকে

সেই তুলনায় অনেক নবীন বলা চলে, একমাত্র রুই ছাড়া। রুইয়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। তবে তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি বলে তাকে এই দলেই স্থান দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাও খুব সাম্প্রতিক কালের।

রলফ স্টেনার : জাতে জার্মান। নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধে ফকুয়ের বাহিনীতে পেশাদার সৈনিক হিসাবে প্রথম যোগ দেন। ফকুয়ে অবসর নেবার পর আরও নয় মাস সেই বাহিনীর পরিচালক ছিলেন। পরে তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়। বর্তমানে দক্ষিণে সুদানে আশ্রয় নিয়েছেন।

জর্জ শ্রোডার : দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক। হোর এবং পিটারের অধীনে কঙ্গোয় পশ্চিমাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার অবসর গ্রহণের পর শ্রোডারই অবিসংবাদিতভাবে বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত হন। দলের সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। মাস কয়েক পরে এই পঞ্চম বাহিনীর সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়। বাহিনীর প্রত্যেকে যে যার ঘরে ফিরে যায়। তারপর থেকে শ্রোডারের আর কোনো খবর নেই।

চার্লস রুই : জাতে ফরাসি, আফ্রিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অবশ্য খুব দীর্ঘদিনের নয়। প্রথমে জুনিয়র সামরিক অফিসার হিসেবে কাতাঙ্গায় আসেন। সেখানে থেকে অ্যাঙ্গোলায় পাড়ি দেন। পরে হোরের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ডেনার্ডের বাহিনীতে নাম লেখান। এখানে তার পদোন্নতিও ঘটে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু ১৯৬৬-এর স্ট্যানলিভিলের বিদ্রোহে রুইয়ের বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সে যাত্রায় পিটারই কোনোরকমে তার প্রাণরক্ষা করেন। ডেনার্ড আহত হয়ে বিদায় নেবার পর রুইকেই যুগ্মভাবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে এবারও তিনি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হন। এরপর থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগ নেই। বর্তমানে প্যারিসেই অস্তানা গেড়েছেন।

কার্লো শ্যানন : ব্রিটিশ। ১৯৬৪ সালে হোরের অধীনে পঞ্চমবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিটারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তিনি তাদের একজন। সেইজন্য ১৯৬৬ সালে তাকে ডেনার্ডের ষষ্ঠবাহিনীতে বদলি করা হয়। জ্যাক শ্যামের অধীনে বাকাভু অবরোধেও শ্যানন অংশ নিয়েছিলেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ১৯৬৮-এর এপ্রিলে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই

BanglaBook.org

আবার নতুন দায়িত্ব নিয়ে সুদূর নাইজেরিয়ায় পাড়ি জমান। স্টেইনারের পদচ্যুতির পর কর্তৃপক্ষ তাকেই বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই পদেই বহাল ছিলেন। খুব সম্ভবত তার বর্তমান ঠিকানা প্যারিস।

লুসিয়ে ব্রান : ওরফে আলিয়াস পাল লেরয়। ফরাসি, অনর্গল ইংরাজি বলতে পারেন। আলজেরিয়ান যুদ্ধে ফরাসিবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। যুদ্ধ থেমে যাবার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান। ১৯৬৪ সালে হোরের নেতৃত্বে পঞ্চমবাহিনীতে যোগ দেন। ঐ বছরের শেষের দিকে শত্রু পক্ষের বোমার আঘাতে সাংঘাতিক আহত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নেন। ছেষট্টির গোড়ার দিকে ব্রানকে ডেনার্দের ষষ্ঠবাহিনীতে বদলি করা হয়। এবারেও যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক জখম হন। কিছুদিন বাদে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে নিজের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র বাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। কার্যত তার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রান অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চতুর ব্যক্তি। রাজনীতির হালচালও তিনি খুব ভালো বোঝেন।

আগাগোড়া সবটা পড়ে শেষ করার পর সাইমন এনডিন চোখ তুলে তাকালো।

"এদের সবাইকে কি আমার এই কাজের জন্যে পাওয়া যাবে?"

লেখক ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। "সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। কেননা, এই ধরনের কাজের জন্য যারা সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, তাদের প্রত্যেকের নামই আমি এখানে উল্লেখ করেছি। তবে তারা এখনও এই ধরনের দায়িত্ব নিতে রাজি হবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে ঝুঁকির পরিমাণ কতোখানি, লাভের সম্ভাবনাই বা কতোটুকু — সবটাই আগে বিচার বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। রাজি হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্ন তো অনেক পরে। অনেকে হয়তো আবার কর্মক্ষেত্র থেকে একেবারেই অবসর নিয়ে ফেলেছে, অর্থের প্রয়োজন সবার সসব সময় এক রকম থাকে না।"

"তারপরেও আপনার তো একটা নিজস্ব মতামত রয়েছে?"

"ব্যক্তিগত অভিমতের কথা যদি বলেন, তাহলে অবশ্য আমি শ্যাননের পক্ষেই রায় দেবো। যদিও অধিনায়ক হিসাবে তার অভিজ্ঞতা খুব দীর্ঘ দিনের নয়, কিন্তু সহজাত দক্ষতাই তাকে অনায়াসে সাফল্য এনে দিয়েছে। তাছাড়া কোনো অভিযানের শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত সে নিজ দায়িত্বে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে। সব দিকেই তার দৃষ্টি সমান সজাগ। সামান্য কোনো খুঁটিনাটিও নজর এড়ায় না।"

BanglaBook.org

"শ্যাননের বর্তমান ঠিকানাটা কি আপনি জানেন?" প্রশ্ন করলো সাইমন।

ভদ্রলোক তাঁর ডায়রি ঘেঁটে প্যারিসের একটা হোটেল এবং একটা বারের নাম বললেন।

"এই দুই জায়গায় চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন।"

"আর ধরুন, কোনো কারণে যদি তাকে না পাওয়া যায়?"

"সেক্ষেত্রে ..." কয়েক মুহূর্ত নিজের মনে চিন্তা করলেন ভদ্রলোক, "লুসিয়ে ব্রান অথবা চার্লস রুই-ই যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে ব্রান সম্পর্কে একটা মুশকিল এই যে, আপনার ব্যাপারটা সঙ্গোপনে ফরাসি সরকারের গোচরে আনা হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে আপনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।"

কোনো মন্তব্য না ক'রে দু'জনের ঠিকানাই সাইমন এনডিন নোটবুকে টুকে নিলো। কয়েক সেকেন্ড পরে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে থাকা এনডিনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি ফোনটা তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন।

"ক্যারি? আমি বলছি। আজ রাতে আমরা বাইরে বের হচ্ছি। খুবই ব্যয়বহুল কোনো জায়গায় যাচ্ছি। এইমাত্র আমি আমার একটি লেখার জন্যে অগ্রীম কিছু টাকা পেয়েছি।"

রুই ব্ল্যাঁসের রাস্তা দিয়ে প্লেস ক্লিশির দিকে মন্থর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলো শ্যানন। গম্ভীর আর আত্মমগ্ন। রাস্তার দু'পাশের সারি সারি বার আর নাইটক্লাবগুলো খোলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ্যার দালালরা তাকে ডাক দিচ্ছে, ভেতরে আসলেই এই পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েদেরকে সে নিজের ক'রে নিতে পারবে। মার্চের মাঝামাঝি, বিকেল প্রায় পাঁচটা। বরফের মতো ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস বইছে। এই ধরনের আবহাওয়াই শ্যাননের মেজাজ ভালো করার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত।

চৌরাস্তাটা পেরিয়ে দু'চার পা এগোলেই বাম দিকে একটা কানাগলি। তার দুটো বাড়ি পরে শ্যাননের হোটেল। এক সপ্তাহ আগে ডাক্তার দুনোয়ের কাছে শরীরটা চেক-আপ করাতে গিয়েছিলো শ্যানন। এখন সেই কথাটাই সে ভাবছে। ডাক্তার সাহেবের সাথে তার পরিচয় অনেক দিন আগে। ডাক্তার যখন এক মিশনে ফরাসি রেডক্রসের হয়ে আন্দিজ এলাকায় গিয়েছিলেন তখন সেখানেই ম্যাননের সাথে তাঁর পরিচয়। পরবর্তীতে এই ডাক্তার ভদ্রলোক ভাড়াটে সৈন্যদের একজন ডাক্তার হিসেবেই বেশি কাজ করেছেন। কোনো পেশাদার সৈন্য কোনো ধরণের সমস্যায় পড়লে, সেটা গ্রেনেডের স্প্রিন্টারই হোক আর বুলেটই হোক, তাঁর কাছেই

BanglaBook.org

ছুটে যায়। এই প্যারিসে বসেই তিনি এদের চিকিৎসা করেন। যদি কোনো পেশাদার সৈন্যের প্রচুর টাকা থাকে তবে ডাক্তার সাহেব বেশ ভালো ফি পেয়ে থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবে থাকলে তিনি সেসব রোগীর কাছ থেকে কোনো টাকা-ই নেন না। কোনো ফরাসি ডাক্তারের বেলায় এই ব্যাপারটা খুবই বিরল।

শ্যাননের হোটেলটা তেমন জমকালো কিংবা আহামরি কিছু নয়। লোকজনের ভিড়ও খুব কম। প্রবেশপথের একদিকে কাঠের পার্টিশান দেওয়া কাউন্টারের মধ্যে টাকমাথার রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক একা একা চেয়ারে ব'সে ঝিমুচ্ছিলো। শ্যাননের পায়ের শব্দে চম্‌কে তাকালো সে।

"লন্ডন থেকে এক ভদ্রলোক বেশ কয়েকবার ফোনে আপনার খোঁজ করছিলেন, স্যার।" কি-বোর্ড থেকে নির্দিষ্ট চাবির রিংটা শ্যাননের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বিনীত কণ্ঠে জানালো হোটেল-ক্লার্ক। "আপনাকে না পেয়ে শেষে আপনার জন্যে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন।"

শ্যানন বেশ আগ্রহের সঙ্গেই খুলে দেখলো চিরকুটটা। টাকমাথা বৃদ্ধের আঁকাবাঁকা হাতের লেখা এক লাইনের ছোট্ট একটা চিঠি। এতে কেবল লেখা আছে 'হ্যারিসের ব্যাপারে সাবধান,' নিচে এক সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাম লেখা। শ্যাননের মনে পড়লো, আফ্রিকাতেই প্রথম আলাপ হয়েছিলো তাদের। ভদ্রলোক যে বর্তমানে লন্ডনের বাসিন্দা, সে খবরও তার কাছে অজানা নয়।

"আরও একজন আপনার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছেন।"

চাবির রিংটা পকেটে ভরে শ্যানন সোজা বারান্দার শেষ প্রান্তে ওয়েটিংরুমের দিকে এগিয়ে গেলো। দূর থেকেই একজন ফিটফাট পোশাকের যুবককে দেখা গেলো। বেতের সোফার ওপর সোজা হয়ে ব'সে আছে সে। এই ধরণের যুবককে শ্যানন আগেও দেখেছে। সাধারণত এরা কোনো ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

"মি: শ্যানন?" শ্যাননকে ঢুকতে দেখেই প্রশ্ন করলো আগন্তুক।

"হ্যা।" শ্যানন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। "কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না...?"

"আমার নাম হ্যারিস, ওয়াল্টার হ্যারিস। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। আমার কিছু জরুরি কথা আছে। সেটা কি এখানে হওয়া সম্ভব, না আপনার ঘরে?"

"যা বলার এখানেই বলতে পারেন। এখানে এখন আর কেউ আসবে না। আর কাউন্টারে যে রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক ব'সে আছেন, তিনি একবর্ণও ইংরেজি বোঝেন না। সেদিক থেকেও আপনার কোনো ভয় নেই।"

BanglaBook.org

এগিয়ে গিয়ে শ্যানন একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। হ্যারিস তার এক পা আরেক পায়ের উপর রেখে বেশ সহজভাবেই বসে আছে। পকেট থেকে সে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে সিগারেট ধরালো, শ্যাননের দিকেও প্যাকেটটা বাড়িয়ে ইশরা করলো। শ্যানন মাথা নেড়ে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পকেট থেকে তার নিজস্ব ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেটটা বের করলো কিন্তু কি মনে ক'রে যেনো সিগারেট ধরালো না।

"আমি জানি আপনি একজন পেশাদার সৈনিক, মিঃ শ্যানন?

"হ্যা।"

"সত্যি বলতে কি আপনার নামই আমার কাছে একজন সুপারিশ করেছে তাই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি লন্ডনের এক ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করি। একটা জরুরি কাজের জন্যই আমাদের একজন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যের প্রয়োজন। সামরিক অভিজ্ঞতাও তার কিছু থাকা দরকার, এবং কারোর মনে কোনোরকম সন্দেহ না জাগিয়ে যে বিদেশে ঘুরে আসতে সক্ষম। তার প্রধান কাজ হবে, কোনো দেশের সামরিক ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে আসা এবং সে বিষয়ে যথাযথ রিপোর্ট তৈরি করা। বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ গোপনীয়। আগে বা পরে এ সম্পর্কে কোনোরকম মুখ খোলা যাবে না। আমাদের চুক্তির এটাই প্রধান শর্ত।"

"আমি কিন্তু ভাড়াটে খুনি নই," শ্যানন কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো।

"আমরা সেরকম কিছু আপনার কাছ থেকে চাচ্ছিও না," সাইমন এনডিন বললো।

"ঠিক আছে, তাহলে কাজটা কি? আর তার পারিশ্রমিকই বা কতো?" শ্যানন জানতে চাইলো। কোনো ভনিতা না করেই সে সোজাসুজি বললো। তার সামনে বসা লোকটা এরকম সোজাসাপ্টা কথা শুনে মোটেও ভড়কে গেলো না। এনডিন শুধু মুচকি হাসলো।

"প্রথমে, সব কিছু বুঝে নেয়ার জন্যে আপনাকে একদিনের জন্যে লন্ডনে যেতে হবে। যাতায়াতের সবধরণের খরচ আমরাই বহন করবো, আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হোন বা না হোন, এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

"কেন, লন্ডনে যেতে হবে কেন? এখানে বলতে বাধা কিসের?" শ্যানন একটু রুক্ষভাবেই জানতে চাইলো।

সাইমন এনডিন সিগারেট জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো ধীরে ধীরে।

BanglaBook.org

"এর সঙ্গে কয়েকটা ম্যাপ এবং কিছু গোপনীয় কাগজপত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত," সে বললো। "সেগুলো আমি সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করি না। তাছাড়া আমাকে আমার পার্টনারের সঙ্গে এ নিয়ে সামনাসামনি কথাও বলতে হবে। তার সামনেই আপনি বলবেন কাজটা করছেন কি করছেন না।"

কথা বলতে বলতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ বের করলো সাইমন এনডিন।

"লন্ডনে যাতায়াতের বিমান ভাড়া মোট একশো বিশ পাউন্ড আমি এখনই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। সব শোনার পর আপনি যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহলেও শুধুমাত্র এটুকু কষ্ট করার জন্য আপনাকে আরো একশো পাউন্ড দেওয়া হবে। আর যদি রাজি হন তখন না হয় আপনার পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা আলোচনা করা যাবে।"

"ঠিক আছে, আমি রাজি। কবে আমাকে লন্ডনে যেতে হবে?"

"আগামী কাল।" সাইমন এনডিন বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

"সুবিধেমতো যে কোনো সময় হাজির হতে পারেন। আমি আজ রাতের ফ্লাইটে ফিরে গিয়ে হাভারস্টক হিলের পোস্ট হাউস হোটেলে আপনার জন্যে একটি রুম বুক ক'রে রাখবো। পরশুদিন সকাল ন'টায় আমার একটা ফোন পাবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়টা তখনই জানিয়ে দেবো।"

শ্যাননও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে। "তবে হোটেলে আমার নাম হবে কিথ ব্রাউন। ওই নামেই রুম বুক করবেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে গেলো সাইমন এনডিন। এখানে আসার আগে সে যে পুরো তিন ঘণ্টা চার্লস রুইয়ের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে সে প্রসঙ্গে কোনো কিছু বললো না, তবে রুই যে তাদের কাজের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি নয় সে সত্যটা বুঝে নিতেও খুব বেশি দেরি হয় নি সাইমনের। তাই পরে দেখা করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এসেছে ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট ছেড়ে।

BanglaBook.org

পরের দিন সকালের ফ্লাইটে শ্যানন লন্ডনে পৌঁছালো। এখন তার নাম কিথ ব্রাউন। সঙ্গের পাসপোর্টেও কিথ ব্রাউনের নাম লেখা। অনেক মাথা খাটিয়ে এই নকল পাসপোর্টটা যোগাড় করতে হয়েছিলো তাকে। লন্ডনে পৌঁছে তার প্রথম কাজ হলো সাংবাদিক বন্ধুকে ফোন করা। ওয়াল্টার হ্যারিসের কাছে তার নাম সুপারিশ করার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানালো বন্ধুকে।

দুপুরে লাঞ্চের পর একটা বেসরকারি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে হানা দিলো শ্যানন। সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের নামটা সে জেনে নিয়েছিলো। এদের কাজকর্মের বেশ সুনাম আছে। এখানকার প্রতিটি কর্মচারীই রীতিমতো দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। শ্যাননের কাজটা অবশ্য এমন কিছু কঠিন নয়। আগামীকাল সকালের দিকে জনৈক ভদ্রলোক তার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে আসবে। কাজ শেষ ক'রে ভদ্রলোক যখন বিদায় নেবে তখন গোপনে অনুসরণ করতে হবে তাকে। ভদ্রলোকের অফিস বা বাসার ঠিকানাটাই শ্যাননের জরুরি প্রয়োজন। তবে ভদ্রলোক যেনো ঘূণাক্ষরেও এ সম্পর্কে কোনো আভাস না পায়। তাহলে সব পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে।

বিদায় নেবার আগে প্রাথমিক খরচ বাবদ নগদ বিশ পাউন্ড জমা দিতে হলো তাকে। তবে এজন্য তার মনে কোনো আক্ষেপ নেই, বরং কাজটা পাকা হওয়ার ফলে সে এখন মনে মনে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করছে।

পরের দিন সাকাল ন'টায় মিনিট পাঁচেক আগেই ওয়াল্টার হ্যারিসের ফোন পেলো শ্যানন। তার ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে স্বয়ং হ্যারিসই তার হোটেলে এসে হাজির হলো। বাম হাতে কালো রঙের ছোটো একটা বৃফকেস। চালচলন গম্ভীর, সংযত। চেয়ারে ব'সে বৃফকেস খুলে একটা ভাঁজ করা মানচিত্র টেবিলের উপর মেলে দিলো সাইমন এনডিন। কোনোরকম মন্তব্য করলো না সে।

শ্যানন এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো। মিনিট তিনেক ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মানচিত্রটা। অবশেষে চোখ তুলে সাইমনের দিকে তাকালো।

সাইমন এনডিন যে কাহিনী শোনালো তার মধ্যে সত্যমিথ্যা একসঙ্গে মেশানো। নিজেকে এখনও এক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবেই দাবি করে সে, জাঙ্গারোর সঙ্গে যাদের ব্যবসায়ীক স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। প্রেসিডেন্ট কিম্বার খামখেয়ালীপনায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। কয়েকজন তো ইতিমধ্যে ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়ে ব'সে আছে।

জাঙ্গারোর কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীও কিম্বার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা সবাই জোট বেঁধে এই অত্যাচারী সরকারের পতন ঘটাতে চায়। সেনা বিভগের দু'চারজন অফিসারের সঙ্গেও তারা এই ব্যাপারে গোপনে শলাপরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে।

"সত্যি কথা বলতে কি," সাইমন এনডিন এবার সোজাসুজি শ্যাননের দিকে চোখ তুলে তাকালো, "কিম্বাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলে আমরা খুব বেশি অখুশি হবো না, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী সারাক্ষণ

BanglaBook.org

প্রেসিডেন্টের প্রাসাদটাকে ঘিরে থাকে, প্রেসিডেন্ট নিজেও খুব কমই প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বের হন। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটলে সেখানকার জনগনও যথেষ্ট উপকৃত হবে, আর অর্থনৈতিক দিক থেকেও এর ভীষণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা এমন একজন লোক চাই যে জাঙ্গারোয় গিয়ে কিম্বার সামরিক বাহিনী এবং তার প্রাসাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ ক'রে আনতে পারবে।"

"আর আপনি সেই গোপন রিপোর্ট আপনার অফিসারদের হাতে তুলে দেবেন?"

"না, না। আপনি ভুল করছেন। ওরা কেউই আমাদের অফিসার নয়, সবাই জাঙ্গারিয়ান। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ওরা যদি যথার্থই কিছু একটা করবে ব'লে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে তার আগে পুরো পরিস্থিতিটা ওদের ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত।"

শ্যানন এ ব্যপারে কোনোরকম মন্তব্য করলো না। শুধু তার সন্দেহটা আরো দৃঢ়ভাবে ঘনীভূত হলো। জাঙ্গারোর এই গুপ্ত-বিপ্লবী দল যদি স্বদেশে বাস করেও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হতে পারে তবে তাদের দ্বারা কখনই এমন একটা অভূত্থান ঘটানো সম্ভব নয়। শ্যানন নিজেও তা জানে। তবে এ ব্যাপারে এখন কোনো কথা বলা অবান্তর।

"আমাকে সেখানে যেতে হলে একজন ট্যুরিস্ট হিসেবেই যেতে হবে," সে বললো। "এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।"

"একদম ঠিক।"

"কিন্তু," শ্যাননের কণ্ঠে উদ্বেগের সুর, "এমন আজব দেশে বিদেশী ট্যুরিস্টের আবির্ভাব খুব কমই ঘটে থাকে। আচ্ছা, আমি কি আপনাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে সেখানে যেতে পারি না? তাহলে আমার কাজের জন্যেও অনেক সুবিধা হয়।"

"না," দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো সাইমন। "সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। কেননা কোথাও কোনো গণ্ডগোল দেখা দিলে তখন পুরো দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। আমরা সেটা কিছুতে হতে দিতে পারি না।"

"তার মানে, আমি যদি ধরা পড়ি," মনে মনে চিন্তা করলো শ্যানন, কিন্তু চুপ মেরে গেলো। এই ঝুঁকিটুকু নেবার জন্যেই তো তাঁরা তাকে ভাড়া করেছে।

"এবার তাহলে পারিশ্রমিক নিয়ে কথা বলা যায়," শ্যানন সোজা আসল প্রসঙ্গে চলে এলো।

BanglaBook.org

"আপনি তাহলে এই দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন?"

"সব কিছুই টাকার পরিমাণের ওপর নির্ভর করছে।"

সাইমন এনডিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "সেটা নিয়ে ভাববেন না। সব খরচ বাদ দিয়ে শুদু পারিশ্রমিক হিসেবে আমরা আরও হাজার ডলার দেবো।"

"ডলার নয়, পাউন্ড। হাজার পাউন্ডের কমে আমি এ কাজ করবো না।"

"হাজার পাউন্ড, তার মনে প্রায় আড়াই হাজার ডলার! অথচ এ ব্যাপারে আপনার আট-দশ দিনের বেশি সময় লাগাবে না। এই ক'দিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে ..."

"দিনটা এখানে বড় কথা নয়, ঝুঁকিটাই মুখ্য। আপনি যদি এই দায়িত্ব আমাকে পালন করতে বলেন তবে উপযুক্ত পারিশ্রমিকই আমি আশা করবো। আর কাজটা যদি আপনার বিবেচনায় এমন খুব বেশি কঠিন না হয়, তাহলে নিজেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না।"

"ঠিক আছে, আমি হাজার পাউন্ডেই রাজি আছি। পাঁচশো অগ্রিম, আর বাকি পাঁশো কাজ শেষ ক'রে ফিরে আসার পর।"

"কিন্তু ফিরে এসে যদি আপনার দেখা না পাই?" শ্যানন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জানতে চাইলো।

"ভুলে যাবেন না, আমিও আপনাকে পাঁচশো পাউন্ড অগ্রিম দিচ্ছি। আপনিও তো টাকাটা নিয়ে সরে পড়তে পারেন!"

শ্যানন যুক্তিটা অগ্রাহ্য করতে পারলো না। "ঠিক আছে, তাহলে অর্ধেক এখন আর বাকিটা ফিরে এলে।"

দশ মিনিট পরে হিসেব-নিকেশের পালা চুকিয়ে হোটেল ছেড়ে বিদায় নিলো সাইমন এনডিন। ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সিও পেয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

BanglaBook.org

দুপুর তিনটা পনেরো মিনিটে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের হেড-অফিসে ফোন করলো শ্যানন।

"কে, মিঃ ব্রাউন?" ফোনের অপর প্রান্তে ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। "আমাদের লোক ঠিক আপনার নির্দেশ মতোই কাজ করেছে। পোস্ট হাউস হোটেল থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ম্যানিকন হাউসে হাজির হন। এটাই ম্যানসন কনসলিডেটেড মাইনিং কোম্পানির হেডকোয়ার্টার।"

"ভদ্রলোক কি ওই কোম্পানির কর্মচারী?"

"খুব সম্ভবত। আমাদের লোক অবশ্য ভদ্রলোকের পেছন পেছন ম্যানকন হাউসের ভেতরে ঢুকতে পারে নি, তবে ভদ্রলোককে এগিয়ে যেতে দেখে গেটের দারোয়ান সেলুট দিয়ে ছিলো। এর থেকে অনুমান ক'রে নেওয়া যায় ..."

গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাটিকে আরও কয়েকটা নির্দেশ দিলো শ্যানন। তার জন্যে খরচ বাবদ মানি অর্ডার পাঠালো পঞ্চাশ পাউন্ড। বিকেলে স্থানীয় এক ব্যাঙ্কে দশ পাউন্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুললো একটা। পরের দিনে সকালে আরও পাঁচশো পাউন্ড জমা দিলো সেখানে। টুকিটাকি আর দু'একটা কাজ সেরে সন্ধ্যার ফ্লাইটেই আবার প্যারিসে ফিরে এলো।

ড. গর্ডন চামার্স একজন মদ্যপ ব্যক্তি নন। এমন কি বিয়ারের চেয়ে কড়া ডোজের কোনো পানীয় তিনি খুব কমই গ্রহণ করেন। তবে কালেভদ্রে নিজ থেকেই যেদিন একটু পান করেন, সেদিন তিনি খুব বেশি বাচাল হয়ে ওঠেন। ইউলটনের লাঞ্চ টেবিলে স্যার জেমস্‌ও গর্ডনের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন। যেদিন সন্ধ্যায় ক্যাট শ্যানন লা বুর্গের বিমান বন্দরে প্লেন বদল ক'রে এয়ার আফ্রিকার ডিসি-৮ এর ফ্লাইটে পশ্চিম আফ্রিকায় পাড়ি জমালো, সেই সন্ধ্যায় গর্ডন চামার্স তাঁর অনেকদিনের এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে লন্ডনের এক নির্জন রেস্তোরাঁয় ব'সে ডিনার করছিলেন। যদিও বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের জন্যে এই ডিনার ছিলো না। কয়েকদিন আগে রাস্তায় বহুদিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ আবার নতুন ক'রে দেখা হয়ে যায়। দু'দণ্ড কথা বলার মতো তখন কারোর হাতেই তেমন সময় ছিলো না। সেজন্যেই আজকের এই ডিনার।

তাঁর বন্ধুটিও একজন বিজ্ঞানী। পনেরো-বিশ বছর আগে তাঁরা দু'জনে একই হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছেন। তখন দেহে যৌবনের জোয়ার ছিলো, দু'চোখে ছিলো রঙিন স্বপ্ন। বুকের গভীরে জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলতো একটা আদর্শ। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ঔপনিবেশিকতা আর বিধ্বংসী মারণাস্ত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে তাঁরা দু'জনে জেহাদ ঘোষণা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে। পরে, অবশ্য গর্ডন চামার্স বেরিয়ে এসেছিলেন এ সবের মধ্যে থেকে। বিয়ে ক'রে সংসার পাতলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই বন্ধু এই নিয়েই মেতে রইলেন সারাক্ষণ। তারপর বহুদিন দু'জনের আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।

বিগত একপক্ষ কালের দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণাই গর্ডনকে ভেতরে ভেতরে খুব বেশি উতলা ক'রে তুলেছিলো। তার ফলে সন্ধ্যার ডিনার-টেবিলে সব যেনো কেমন

BanglaBook.org

গোলমেলো হয়ে গেলো। বেশ কয়েকবার খালি পাত্র ভরে নিলেন নিজের হাতে। এটা যদিও সম্পূর্ণ তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত। তবে ভাগ্যক্রমে আজ এমন একজন বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন যাঁর ধূসর দু'চোখে সমবেদনার ছায়া, এবং যিনি তাঁর এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতেও প্রস্তুত। তাছাড়া এই বন্ধুটিও বিজ্ঞানের ছাত্র। একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে গর্ডনের মানসিক অশান্তির প্রকৃত স্বরূপটা তিনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন। গর্ডন অবশ্য তাঁর বন্ধুকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলেন নি, এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিবেকের কাছে বরাবরই একটা বাধা ছিলো। তাই ব'লে নিজের দুষ্কৃতির কথা তিনি গোপন করবার চেষ্টা করেন নি। কোন্ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তিনি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন, সে কথাও খুলে বললেন অকপটে। এর ফলে তাঁর বুকটা একটু হালকা হলো। দীর্ঘ দু'সপ্তাহ্র বিবেকের দংশন এখন আর ততো দুঃসহ বোধ হচ্ছে না তাঁর কাছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬

কনভেয়ার ৪৪০ ক্ল্যারেন্সের বিমান বন্দরে অবতরণের আগেই শ্যানন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে নিচের শহরটার ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে নিলো। বিশেষভাবে বাম দিকের জানালার পাশে এই আসনটা বেছে নেবার উদ্দেশ্যই ছিলো এটা দেখার জন্যে। শহরের মধ্যে যেটুকু আভিজাত্য আছে কার সবই যেনো একসঙ্গে সমুদ্রের তীরে এসে ভিড় করেছে। ভেতরের দিকে টিন-শেড দেওয়া ঘিঞ্জি বস্তি। মাঝে মধ্যে তার ফাঁক দিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা।

বিমানবন্দরটা মূল শহর থেকে দেড় দুই মাইল দূরে। কনভেয়ার ৪৪০কে এই শহরের ওপর দিয়েই উড়ে আসতে হয়। তবে জাঙ্গরোয় পৌছাবার আগেই দেশটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিলো শ্যাননের।

গতকাল প্রতিবেশী রাজ্যের রাজধানী থেকে সে যখন জাঙ্গারো ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভিসার আবেদন জানালো তখন ট্যুরিস্ট অফিসের কর্মরত ভদ্রলোক কেমন অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এর আগে কেউ কখনো তার কাছে কোনো আবেদন পেশ করে নি। মনে হলো যেনো জাঙ্গারোতে পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাওয়াটা একেবারেই অবাক করার মতো ব্যাপার। পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটা আবেদনপত্র পূরণ করতে হলো শ্যাননকে। তার মধ্যে পিতৃপরিচয় থেকে শুরু ক'রে আরো হাজার রকমের খুঁটিনাটি প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হলো। অবশ্য কিথ ব্রাউনকে সে কোনোদিন চোখেও দেখে নি, তার বাবার নাম তো দূরের কথা।

পাসপোর্টের মধ্যে মোটা অঙ্কের একটা ব্যাঙ্কনোটও ভাঁজ ক'রে রাখা ছিলো। অফিসার ভদ্রলোক অবলীলায় সেটা নিজের পকেটে ভরে নিলো। তারপর বহুক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করলো পাসপোর্টটা।

"আপনি কি আমেরিকান?" চোখ তুলে শ্যাননের দিকে ফিরে তাকালো ভদ্রলোক।

BanglaBook.org

এতোক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো শ্যানন। ভদ্রলোক যে একেবারেই অশিক্ষিত সেটা তার কথার টানেই বুঝতে পারা যায়। এরপরে ভিসা পেতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগলো। কিন্তু ক্ল্যারেন্সে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে আসল মজাটা টের পাওয়া গেলো।

শ্যাননের সঙ্গে কোনো লাগেজ ছিলো না, শুধুমাত্র ছোটো একটা সুটকেশ। বিমানবন্দরের পূর্বদিকে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে একটিমাত্র একতলা পাকা বাড়ি। তার মধ্যে ভ্যাপসা গরম আর বড় বড় মাছির ঝাঁক। ডজনখানেক সৈন্য আর দশ জন পুলিশকেও এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলো লাউঞ্জের মধ্যে। শ্যাননের দু'চোখে উদাসীনতা। তবে তার মধ্যেই সে লক্ষ্য রাখলো সবকিছু। প্রত্যেককে কাজা সম্প্রদায়ের লোক বলেই মনে হলো তার। প্রতিবারের মতো এখানেও একটা লম্বা ফর্ম পূরণ করতে হলো তাকে।

কাস্টম অফিসে পা দেবার পর থেকেই শুরু হলো আজব এক তামাশা। সাদা পোশাকের এক সরকারী অফিসার তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো গম্ভীর মুখে। চোখ তুলে শ্যাননকে পাশের একটা কামরার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। শ্যানন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে সশস্ত্র সৈনিকেরা ছুটে এলো পেছনে পেছনে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে এতোক্ষণে ওয়াকিবহাল হলো শ্যানন। বহুদিন আগে কঙ্গোতেও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সে। সাধারণভাবে এরা যে কি পরিমাণ শ্বেতাঙ্গবিদ্বেষী শ্যানন তা জানে। যে কোনো সামান্য অজুহাতে এই অসভ্য বর্বরগুলো তার ওপর দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। শ্যাননকে খুন করতেও তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে গোমড়ামুখের সরকারী অফিসারটিকে আবারো দেখা গেলো। শ্যাননের হাতে ধরা ছোটো চামড়ার সুটকেসটা একটু দূরে রাখা নড়বড়ে এক কাঠের টেবিলের ওপর রেখে দেবার নির্দেশ দিলো সে। তারপর আরম্ভ হলো ব্যাপক তল্লাশী। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এই সন্দেহজনক সুটকেসটার মধ্যে যেনো সাংঘাতিক কোনো মারণাস্ত্র লুকানো আছে। অবশেষে রেমিংটন ইলেকট্রনিকের নতুন মডেলের শেভিং মেশিনটার ওপর হাত পড়লো তাদের। ব্যাটারি লোড করাই ছিলো, অন্ সুইচে চাপ দিতেই ভোমরার মতো ভনভনিয়ে ঘুরতে শুরু করলো ঝকমকে ইস্পাতের ব্লেডটা। দুয়েক বার নেড়েচেড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে অফিসার সেটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো।

সুটকেস ছেড়ে দিয়ে লোকটা এবার শ্যাননের দিকে নজর দিলো। শ্যাননের বুক-পকেটে সুদৃশ্য মানিব্যাগটার দিকেই তার আগ্রহ। নগ্রহণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা

BanglaBook.org

করার পর জিনিসপত্রগুলো যখন আবার তার হাতে এসে পৌছালো তখন মানিব্যাগের অভ্যন্তরে দুটো মাত্র ট্র্যাভেলার্স চেক ছাড়া আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। দাঁতে দাঁত চেপে এসব উপদ্রব সহ্য ক'রে যেতে হলো শ্যানকে। প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারী অফিসের মধ্যেই এতো বড় জঘন্য লুটপাট ঘটে গেলো, অথচ কারোর কাছে প্রতিবাদ জানাবার কোনো উপায় নেই। তবে পৃথিবীর সবটাই রুক্ষ মরুভূমি নয়, এটাই হলো একমাত্র আশার কথা। কাস্টম অফিস থেকে বের হতেই একজন দয়ালু আইরিশ পাদ্রীর দেখা পাওয়া গেলো। তিনি ইউএনও পরিচালিত স্থানীয় হাসপাতালের একজন কর্মী। ভদ্রলোক তাঁর নিজের গাড়িতে করেই ক্ল্যারেন্স পর্যন্ত পৌছে দিলেন শ্যাননকে।

"আপনার কি কোনো হোটেল ঠিক করা আছে?" বিদায় নেবার আগে জানতে চাইলেন তিনি। যখন শুনলেন এ শহরে শ্যানন একবারে নতুন তখন নিজে থেকে হোটেল ইন্ডিপেন্ডেন্স-এর নাম করলেন। গোমেজ নামে এক ফরাসি ভদ্রলোক এর পরিচালক। লোকটি খুবই সৎ আর বিশ্বস্ত।

সেই সন্ধ্যায় স্বয়ং গোমেজের সঙ্গেই আলাপ হলো শ্যাননের। পুরো নাম জুলে গোমেজ। আলজিরিয়া থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী এক ফরাসি। আগে গোমেজই ছিলো এই হোটেলের মালিক। নিজের সঞ্চিত পুঁজি দিয়ে এই হোটেলটা কিনে নিয়েছিলো সে। কিন্তু তার সমস্ত সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ ক'রে নেয়। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অবশ্য নগদ কিছু অর্থ দিয়ে দেয়া হবেও ব'লে সরকার থেকে জানানো হয়েছিলো, কিন্তু ওই পর্যন্তই, কথাটা কাজে পরিণত করবার জন্য কোথাও কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নি। আর সে ব্যাপারে গোমেজের তেমন কিছু তাড়া ছিলো না। কারণ কিম্বার ব্যাঙ্ক নোট ভূষিমালের মতোই মহ মূল্যবান! বাজারে তার কোনো দামই নেই। তার বদলে সে কিম্বার কাছ থেকে নিজের হোটেলের ম্যানেজারের পদটা স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে। গোমেজের বিশ্বাস, একদিন নিশ্চয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। সেই সুদিনের মুখ চেয়ে সে দিন গুনছে।

হোটেলের বার বন্ধ হবার পর দু'জনের আলাপটা আরও গাঢ় হলো। কাস্টম অফিসারের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে একটা বড় হুইস্কির বোতল শ্যাননের ব্যাগের মধ্যে অক্ষত থেকে গিয়েছিলো। তার সদ্ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে শ্যানন সানন্দে নিজের ঘরে আহ্বান জানালো গোমেজকে। বহুদিন বাদে আসল বিলেতি হুইস্কির গন্ধ পেয়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো গোমেজের। বর্তমান জাঙ্গারোয় এ জিনিস একেবারেই দুর্লভ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এরকম জিনিসের সব রকম আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

ঝোঁকের মাথায় বোতলের অর্ধেকটা গোমেজ একাই শেষ ক'রে দিলো। তার ফলে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারের দরজাটাও খুলে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। জাঙ্গারো সম্পর্কে অনেক জানা-অজানা তথ্যই এই ফাঁকে জানা হয়ে গেলো শ্যাননের। যদিও এর অধিকাংশই শ্যাননের জানা, ওয়াল্টার হ্যারিস নামের সেই ধূরন্ধর যুবকটিই তাকে সব শুনিয়েছে, তবে এর মধ্যে বাড়তি খবরও কিছু ছিলো।

প্রেসিডেন্ট কিম্বা যে এখন ক্ল্যারেন্সই অবস্থান করছে এবং স্থায়িভাবে এই শহরেই আস্তানা গেড়েছে, গোমেজই কথাচ্ছলে সে খবরটা তাকে জানালো। কিম্বা সেখানে এখন বিরাট এক প্রাসাদ বানিয়েছে। ইদানীং খুব কমই সেই প্রাসাদের বাইরে তাকে দেখা যায়। সারাক্ষণ প্রহরী-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা রাষ্ট্রপতির এক অদ্ভুত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এদের ছাড়া কিম্বা এক পা-ও বাইরে ফেলে না।

গোমেজ যখন বিদায় নিলো তখন রাত দুটো। তার আগেই এই জংলী অসভ্য দেশের বহু গোপন খবরাখবর শ্যাননের জানা হয়ে গেছে।

তিন শ্রেণীর রক্ষী বাহিনীর সাহায্যে কিম্বা তার শাসনক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে। তারা হচ্ছে : অসামরিক পুলিশ বাহিনী, সামরিক বাহিনী এবং শুল্ক বিভাগের নিজস্ব রক্ষী বাহিনী। এদের প্রত্যেকের কোমরেই দু'এক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র গোঁজা থাকে, কিন্তু সেগুলো সত্যিকারের কোনো হুমকি হয়ে দেখা দেয় না। ভুলেও কখনও তাদের কাছে তাজা কার্তুজ সরবরাহ করা হয় না। বহুদিন অব্যবহারের ফলে অস্ত্রগুলোতে জং ধরে গেছে। যেহেতু তারা প্রায় সবাই কাজা সম্প্রদায়ের লোক, সেই কারণে তাদের হাতে তাজা কার্তুজ তুলে দেওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়। কিম্বা বেশ ভালো করেই জানে, যদি কোনোদিন তারা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে তবে সেটা কখনও রাষ্ট্রপতির স্বপক্ষে যাবে না। তাই অযথা বিপক্ষে যাবার সুযোগ ক'রে দিয়েই বা কি লাভ! লোক দেখানোর জন্যে সঙ্গে একটা কিছু রাখতে হয় তাই রক্ষী বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের কোমরে একটা ক'রে অকেজো আগ্নেয়াস্ত্র ঝোলানো থাকে। সেটার আসলে কোন কার্যকারিতা নেই।

শহরের মধ্যে বিন্দুদের ক্ষমতাই সব থেকে বেশি। সাদা পোশাকের বিন্দু পুলিশ অফিসারেরা নিজেদের সঙ্গে অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সামরিক বাহিনীর লোকেরা দূর-পাল্লার রাইফেল ব্যবহার করে। একমাত্র কিম্বার ব্যক্তিগত প্রহরীরাই শক্তিশালী সাব-মেশিনগানের অধিকারী।

পরের দিন সকালে নাস্তা খাওয়ার পরেই শ্যানন শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো। কোথা থেকে একটা দশ-এগারো বছরের আদিবাসী ছেলেও জুটে গেলো তার সঙ্গে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো গোমেজই ছেলেটাকে পাঠিয়েছে। তবে

BanglaBook.org

নতুন শহরে শ্যাননের পথপ্রদর্শক হিসেবে নয়, শ্যানন যদি কখনো কোথাও রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তাহলে ছেলেটা যেনো আগেভাগে খবরটা তাকে দিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ছেলেটাকে। এর ফলে বিদেশী ভদ্রলোক যে দেশের নাগরিক সে দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। তা না হলে নির্দোষ বিদেশীকে অন্ধকার কারাগারেই সারাটা জীবন পচে মরতে হবে।

শ্যানন সারাটা সকাল ধরে ক্ল্যারেন্সের পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। গোমেজের পাঠানো ছেলেটাও আঠার মতো লেগে রইলো তার পেছন পেছন। দু'জনের কেউ কারোর ভাষা বোঝে না, তাই কথাবার্তও সম্পূর্ণ বন্ধ। মাঝ রাস্তায় কেউ তাদের পথ রোধও করলো না। রাজপথে যানবাহন খুব কমই চোখে পড়ে। অধিকাংশ পথঘাটই ফাঁকা, জনবিরল। গোমেজের কাছ থেকে শহরের একটা পুরনো ম্যাপও শ্যানন যোগাড় ক'রে নিয়েছিলো। সারা শহরে একটিমাত্র ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসও একটি। ছয়জন সদস্যের এক মন্ত্রী পরিষদ আছে সেখানে। ইউএনও পরিচালিত একটি হাসপাতাল, আর মোহনার মুখে সাবেক আমলের একটি সমুদ্র বন্দর। হাসপাতালের চত্বরে জটলারত সাতজন সৈন্যও নজরে পড়লো শ্যাননের।

প্রতিটি দূতাবাসের সামনেও একজন ক'রে সশস্ত্র সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত আছে। তবে এদের কেউই নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। তিনজনকে দেখা গেলো গেটের সামনে চিৎ হয়ে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। দুপুরের মধ্যেই শহরে অবস্থিত সৈন্যদের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলো শ্যানন। সংখ্যায় একশো'র বেশি হবে না। বারো-তেরোটি দলে ভাগ হয়ে এরা শহরের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলো পাহারা দেয়। প্রত্যেক রক্ষীর হাতেই একটা ক'রে মউজার ৭.৯২ বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল ধরা আছে, এবং এর অধিকাংশই মরচে ধরা, পুরনো। সৈনিকদের হাবভাব বা আচার-আচরণও তাদের এই ঘুণেধরা মউজারের মতো। পোশাক-আশাক ময়লা আর অপরিচ্ছন্ন। দাড়ি কামানোটাকে এরা প্রতি দিনের কাজ ব'লে গণ্য করে না। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, তাদের অসহায় বিমূঢ় অবস্থা। এদের সামরিক শিক্ষার দৌড় যে কতো সামান্য সেটুকু বুঝে নিতেও বিশেষ দেরি হলো না শ্যাননের। যদি সত্যিই দেশে কোনো সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয় তখন এরা সবার আগে যে কাজটি করবে সেটা হলো, হাতের অস্ত্র ফেলে নিজের প্রাণ নিয়ে সোজা এক দৌড়।

বিকেলটা শ্যানন বন্দরের আশেপাশে টহল দিয়ে কাটালো। সবকিছু মাথার মধ্যে গেঁথে রাখলো নিখুঁতভাবে। বন্দর থেকে দু'শো গজের মধ্যেই কিম্বা

BanglaBook.org

প্রাসাদটি অবস্থিত। প্রাসাদের চারদিকটাও একবার ঘুরে বেড়ালো শ্যানন, অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। বড় রাস্তার মুখে চারজন সশস্ত্র রক্ষীর সঙ্গে একবারে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। চারজনই ফিটফাট, কেতারদুরস্ত। তাদের সঙ্গের অস্ত্রগুলো বেশ উঁচুমানের। তারা যে রাষ্ট্রপতির বিশেষ দেহরক্ষী-বাহিনীর অন্যতম, সেটা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। চোখাচোখি হবার পর বেশ বিনয়ী ভঙ্গিতে কয়েক বার মাথা ঝাঁকালো শ্যানন, তবে তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। চারটা মুখই নির্বিকার, ভাবলেশহীন, যেনো পাথর কেটে তৈরি করা।

দূর থেকে রাষ্ট্রপতির সরকারি প্রাসাদটা শ্যানন ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। সামনেরটা তিরিশ গজের মতো চওড়া, একতলার জানালাগুলো ইট দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। প্রাসাদে প্রবেশের একটা মাত্র বড় প্রমাণ সাইজের দরজা। পাল্লা দুটো মজবুত আর ভারি। দোতলার সামনের দিকে সারি সারি সাতটা জানালা। ডাইনে এবং বায়ে তিনটি ক'রে। আর একটা সদর দরজার মাথার ওপর, একেবারে ওপরে ছোটো মাপের দশটা জানালা।

প্রাসাদের সামনে বেশ কয়েকজন প্রহরীর সমাবেশও তার নজরে পড়লো। দোতলার জানলাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ করা আছে। জানালার পাল্লাগুলো খুব মজবুত স্টিলের, অবশ্য এতোদূর থেকে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা যায় না। প্রাসাদের চারপাশে শ'খানেক হাত চওড়া ফাঁকা সমতল জায়গা রয়েছে। তারপর আট ফুট উঁচু একটা লম্বা দেয়াল চারদিক থেকে প্রাসাদটাকে ঘিরে রেখেছে। কিম্বার প্রাসাদের মতো এখানেও প্রবেশপথ মাত্র একটি। আত্মরক্ষার এই নির্বোধ স্থূল আয়োজন দেখে মনে মনে হাসি পেলো শ্যাননের। এর ফলে যে পালাবার সব পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে সেটা বোঝার মতো ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির মাথায় নেই। শত্রুপক্ষ যদি একবার হানা দেয় তখন এই দুর্গই হয়ে উঠবে তার জন্যে বধ্যভূমি।

রাতে বার বন্ধের পর গোমেজই নিজের ঘরে আহ্বান জানালো শ্যাননকে। সম্ভবত গতরাতের আতিথেয়তার প্রতিদান দেয়াই তার আসল উদ্দেশ্য। প্রথমে লিকার ক্যাবিনেট খুলে বারোটা বিয়ারের বোতল পর পর সাজিয়ে রাখা হলো টেবিলের ওপর, তারপর শুরু হলো পানীয়ের আসর।

কথা প্রসঙ্গে এই আজব দেশটার আরও কিছু মজার তথ্য ফাঁস করলো গোমেজ। রাজ্যের কোষাগার কিম্বার প্রাসাদের মধ্যেই। তার চাবি থাকে কিম্বার সিন্দুকে। যাবতীয় অস্ত্রসম্ভারও এই প্রাসাদের নীচে এক অন্ধকার চোরাকুঠরির মধ্যে জমা থাকে। কিম্বাই তার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক। জনগণের সঙ্গে সুবিধা মতো

BanglaBook.org

যোগাযোগ রক্ষার জন্যে সরকারি বেতারকেন্দ্রও রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিম্বার যে কোনো সাঁজোয়া-ট্যাঙ্ক বা গোলন্দাজ বাহিনী নেই সে খবরও শ্যাননের অজানা রইলো না। সমগ্র রাজ্য জুড়ে সেনাবাহিনীর সংখ্যা মোট চারশোর মতো হবে। তার মধ্যে একশো জন শুধু ক্ল্যারেন্সে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত আছে। আরও একশোজন কাজাদের গ্রামে গ্রামে বীরদর্পে টহল দিয়ে বেড়ায়। বাকি দুশোজন থাকে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ থেকে চারশো গজ দূরে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা সরকারি সেনানিবাসে। এ ছাড়াও কিম্বার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটের মতো হবে। এই হচ্ছে দেশের মোট সেনাবাহিনীর সংখ্যা।

আরও দু'দিন ক্ল্যারেন্সের বিভিন্ন জায়গায় সতর্ক দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ালো শ্যানন। টিনের শেড দেওয়া সরকারি সেনানিবাসের দিকেই তার প্রধান লক্ষ্য। প্রাক্তন শাসকবর্গের আমলে এটাকে পুলিশ-ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিম্বার নির্দেশেই এখন সেটা সরকারি সেনানিবাসে পরিণত হয়েছে। তবে একে সেনানিবাস না বলে তেড়ার খোঁয়াড় বললেও বিন্দুমাত্র মিথ্যে বলা হয় না। পরিবেশটা সেইরকমই। চারদিকে বুনো কাঁটালতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। কিছুটা দূরে শান্ত নির্জন এক গির্জা। সেনানিবাসটা ভালো ক'রে নজর দিয়ে দেখবার জন্যে গির্জাটাই বেছে নিলো শ্যানন। অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উপরে ঘণ্টাঘরে পৌছাতেও তাকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। উন্মুক্ত গবাক্ষের মধ্যে গিয়ে সামনে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার নজরে পড়ে। সেনানিবাসের প্রাঙ্গণে চল্লিশ জনের মতো সৈনিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। তাদের চোখে মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ। কারোর সঙ্গেই কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই, সেগুলো হয়তো পাশের কুঁড়েঘরে গাদা ক'রে রাখা আছে, অথবা কিম্বার প্রাসাদের নিচে অন্ধকার চোরাকুঠরির মধ্যে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। এই আজব দেশে কোনো কিছুই অবাস্তব নয়।

পঞ্চম দিনে পাততাড়ি গুটিয়ে প্লেনে উঠলো শ্যানন। জাঙ্গারোর সীমানা বেরিয়ে যাবার পর আচম্‌কাই গোমেজের একটা কথা তার মনে পড়লো। বিয়ারের আসরে নানান আলোচনার ফাঁকে গোমেজ একবার মন্তব্য করেছিলো, জাঙ্গারোর ভূগর্ভে কোনো খনিজ-সম্পদ জমা আছে কিনা এ পর্যন্ত তার কোনো অনুসন্ধানই চালানো হয় নি।

ক্ল্যারেন্স ছাড়ার ঠিক চল্লিশ ঘণ্টা পরে শ্যানন লন্ডনে এসে পৌছালো।

BanglaBook.org

রাষ্ট্রদূত লিওনিদ দ্রভস্কি সপ্তাহে একদিন প্রেসিডেন্ট কিম্বার সঙ্গে দেখা করেন। এটা তাঁর সরকারি কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এই মুহূর্তটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিকর লাগে। একনায়ক কিম্বা যে পুরোপুরি উন্মাদ প্রকৃতির, অন্য অনেকের মতো তিনিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। অথচ এমন একজন লোকের সঙ্গেই সবসময় তাল মিলিয়ে চলতে হবে, এটাই হচ্ছে সরকারি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। রাশিয়ার সঙ্গে জাঙ্গারোর সম্পর্কের কোথাও যেনো কোনোরকম অবনতি না ঘটে। আর সেটা দেখাশোনার দায়িত্ব একমাত্র দ্রভস্কির।

কিম্বার দৈহিক গঠন মোটেই প্রীতিকর নয়। চেয়ারে ব'সে থাকা অবস্থায় তাকে প্রায় খর্বাকৃতি বামন বলেই মনে হয়। সারা শরীরে মেদের আধিক্য। তার ওপর যখন আবার ঢুলু ঢুলু হয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে তখন অবস্থাটা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছায়। কখন যে মহাপ্রভুর ধ্যানভঙ্গ হবে একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন। নিরুপায়ভাবে অপেক্ষা করতে করতে দ্রভস্কির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হলো। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাষ্ট্রপতির নরম কণ্ঠস্বরটা শোনা গেলো।

"হ্যা, এইমাত্র আপনি আমাকে কি যেনো বলছিলেন?"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দ্রভস্কি। "মিঃ প্রেসিডেন্ট, বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত হলাম সম্প্রতি কোনো এক বৃটিশ কোম্পানির পক্ষ থেকে জাঙ্গারোর স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালানো হয়। সেখানকার মাটিতে কোনো মূল্যবান খনিজ পদার্থ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখাই ছিলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কোম্পানিটার নাম ম্যানকন। সংগৃহীত নমুনা সম্পর্কে বিস্তারিত একটা রিপোর্টও তারা আপনার কাছে পেশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংগৃহীত নমুনায় নিচু মানের টিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে, তবে তার পরিমাণ খুবই সামান্য, এবং তার বাজারদরও খুব বেশি কিছু নয়। কিন্তু আমাদের সরকারের ধারণা সংগৃহীত নমুনার এই রিপোর্টটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন একটা ভ্রান্ত তথ্য আপনার কাছে পেশ করা হয়েছে।"

"আপনি কি বলতে চান ওরা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?" আচমকাই প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লো কিম্বা। ছোটো ছোটো চোখদুটোও টকটকে লাল হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সারা শরীর থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু করেছে।

উত্তর দেবার আগে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন দ্রভস্কি। "এ বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলবার আগে আমরা একবার হাতে-কলমে এলাকাটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই। আমাদের সরকারও এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে আপনি যদি অনুমতি দেন..."

BanglaBook.org

কিম্বা প্রস্তাবটা মনে মনে ভেবে দেখলো। কী যে ভাবলো কে জানে। অবশেষে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে, আমি রাজি।"

"আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আপনার সার্বিক নিরাপত্তা।"

"আমার নিরাপত্তা?" কিম্বার দু'চোখে আশঙ্কা আর সন্দেহের ছায়া। তার কণ্ঠস্বর ফ্যাস্‌ফ্যাসে। এই একটি মাত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় সে সবসময় বিচলিত হয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আমাদের বন্ধুপ্রতীম সরকারও এ ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন। কেননা আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বেই জাঙ্গারো আজ দৃঢ় পদক্ষেপে শান্তি এবং প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।"

শব্দগুলো দ্রভস্কির গলায় মাঝে মাঝে আঁটকে যাচ্ছিলো, কিন্তু এতো বড় প্রশংসায়ও কিম্বার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা দিলো না। এ ধরনের প্রশংসাবাক্য শুনে শুনে তার কান এতোই অভ্যস্ত যে, এটাকেই এখন সে নিজের অবধারিত পাওনা ব'লে মনে করে।

"জাঙ্গারোর এই অগ্রগতির পথে যাতে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রতিটি শান্তিকামী রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। আপনার নিরাপত্তার প্রশ্নটাও সেজন্যে আমাদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ। এই তো মাত্র কয়েক দিন আগে, আপনারই বেতনভুক এক সামরিক অফিসার আপনার বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। সে যাত্রায় ভাগ্যের জোরে আপনি অবশ্য প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি? তাই আপনার কাছে রুশ সরকারের অনুরোধ, আমাদের দূতাবাসের কোনো কর্মী সারাক্ষণ এই প্রাসাদ পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকুক। সে অবশ্য আপনার রক্ষীদের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করেই চলবে। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার ব্যাপারে কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে তার প্রধান কাজ। অবশ্য এসবই হবে যদি আপনি অনুমতি দেন তো ..."

ফেরার পথে পাশের সহকর্মীকে লক্ষ্য ক'রে দ্রভস্কি বললেন, "আপাতত এই দুঃসহ নরক যন্ত্রণা শেষ হলো। তবে আমাদের দুটো প্রস্তাবেই যে উন্মাদটাকে রাজি করানো গেছে, এইটুকুই কেবল সান্ত্বনা। কিন্তু ওই বৃটিশ কোম্পানির রিপোর্টে সত্যিই যদি কোনো কারচুপি না থাকে তখন আমার অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে কথা ভেবেই আমি এখন থেকে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠছি।"

"সেই দুশ্চিন্তা শুধুমাত্র তোমারই," মন্তব্য করলেন তাঁর সহকর্মীটি। "ভাগ্য ভালো যে আমাকে এসব মোকাবেলা করতে হবে না। তবে কিম্বার মত পালটাতেও

BanglaBook.org

খুব বেশি সময় লাগে না। তাই কোনো রুশ বিশেষজ্ঞ দলের সাহায্যে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটা সবার আগে ক'রে ফেলা প্রয়োজন। আজই আমি এ সম্পর্কে আমাদের সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবো।"

প্লেন থেকে নেমে নাইটস বৃজের লন্‌ডেস হোটেলে উঠলো শ্যানন। এখানে কিথ ব্রাউনের নামে আগে থেকেই একটা রুম বুক করা ছিলো। ওয়াল্টার হ্যারিসই সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছে। কথা ছিলো শ্যানন ফিরেছে কিনা জানাবার জন্য প্রত্যেক দিন সকালের দিকে হ্যারিস একবার ক'রে হোটেলে ফোন করবে। শ্যানন খবর পেলো, ঘণ্টা তিনেক আগে আজ সকালেই হ্যারিস প্রথম তার খোঁজ করেছে। অতএব পুরো একদিন সময় হাতে পাওয়া গেলো। এর আগে হ্যারিসের ফোন আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

গোসল আর লাঞ্চ করার পর প্রথমেই শ্যানন গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। কিথ ব্রাউন নামটা মনে করতে কয়েক মিনিট সময় নিলেন ভদ্রলোক। রিসিভার ধরা অবস্থায় শ্যাননের মনে হলো ভদ্রলোক যেনো নির্দিষ্ট কোনো ফাইলের খোঁজ করছেন। অবশেষে আবার তাঁর কণ্ঠটা শোনা গেলো।

"ওহ্, হ্যা, মিঃ ব্রাউন, আপনার চাহিদামতো সব তথ্যই আমরা ইতিমধ্যে যোগাড় ক'রে রেখেছি। আপনি যাদ চান তবে আমরা রিপোর্টটা পোস্টের মাধ্যমেও পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"না, না, পোস্টে নয়," শ্যানন সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললো। "আচ্ছা রিপোর্টটা কি খুব বড়?"

"না, অতো বড় নয়। আচ্ছা, আমি কি ফোনেই আপনাকে পুরোটা প'ড়ে শোনাবো?"

এই প্রস্তাবটাই শ্যাননের কাছে শ্রেয় ব'লে মনে হলো। খবর যা পাওয়া গেলো তাও খুবই আশাপ্রদ। শ্যাননের নির্দেশ অনুযায়ী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের সেই ছোকরা কর্মচারিটা পরের দিন সকালে অফিস আওয়ারের আগেই ম্যানকন হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। কিছুক্ষণ বাদেই অভীষ্ট ভদ্রলোক সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি নিজের গাড়িতেই এসেছিলেন। গাড়ির নম্বর থেকেই মালিকের নাম ঠিকানা খুঁজে বের করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ভদ্রলোকের নাম সাইমন জন এনডিন। থাকেন সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলে। অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, মিঃ এনডিন ম্যানকন কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এমন কি তাকে কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যার জেমস্ ম্যানসনের ডান হাতও বলা চলে।

BanglaBook.org

ছোট্ট ক'রে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছাড়লো শ্যানন, কিন্তু তার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। রহস্যটা ক্রমেই যেনো ঘনীভূত হচ্ছে। আরো বেশি ক'রে জড়িয়ে ধরছে চারপাশ থেকে। হঠাৎ করেই তার দু'চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সামনের দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে। আজ পয়লা এপ্রিল। এ দিনটা শুধুমাত্র দুনিয়ার বোকাদের জন্যে। একটা মুচকি হাসি দেখা গেলো তার ঠোঁটের ফাঁকে। শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কি হয়।

শ্যানন যখন বাইরে ছিলো তখন সাইমন এনডিনও কম ব্যস্ত ছিলো না। নানা রকম ঝামেলা মোকাবেলা তাকে একাই করতে হয়। স্যার জেমস্ শুধু দায়িত্বটুকু বুঝিয়ে দিয়েই খালাস।

"অনেক কষ্টে কর্নেল ববির খবর পাওয়া গেছে, স্যার।" চেম্বারে তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিলো না, তবুও যথাসম্ভব গলা নামিয়েই প্রসঙ্গের অবতারণা করলো সাইমন এনডিন।

"কর্নেল ববি?" স্যার জেমসের দু'চোখে জিজ্ঞাসার। তিনি যেনো সাইমনের কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

"জাঙ্গারোর প্রাক্তন সেনাপ্রধান। রাষ্ট্রপতি কিম্বার রোষানলে প'ড়ে তিনি এখন প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বিদেশে লুকিয়ে আছেন। আপনিই তো আমাকে তাঁর সন্ধান করতে বললেন।"

"ও, হ্যা, মনে পড়েছে। এখন খবর কি বলো?"

"কর্নেল ববি বর্তমানে ডাহোমে'তে বসবাস করছেন। প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়ে তবেই ভদ্রলোকের সঠিক ঠিকানাটা পেয়েছি। ডাহোমের রাজধানী কাটানোউ তাঁর সাম্প্রতিক ঠিকানা। তবে পালাবার সময় নিশ্চয় সঙ্গে বেশি টাকাপয়সা নিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ যে সব আফ্রিকান প্রচুর পরিমাণের টাকা-পয়সা আত্মসাৎ ক'রে দেশত্যাগ করে, সচরাচর তারা সবাই জেনেভা বা তার আশেপাশে বিলাসবহুল এলাকায় আশ্রয় নেয়। তাহলে কর্নেল ববি-ই বা এমন একটা নগন্য শহরে পড়ে থাকতে যাবেন কেন? তাছাড়া বর্তমানে ভদ্রলোকের চালচলনও খুব সাদামাটা। কোনোভাবেই যেনো ডাহোমে সরকারের দৃষ্টিতে না পড়ে যান, সেদিকে বেশ সজাগ দৃষ্টি—তাঁর। একটু এদিক ওদিক হলেই হয়তো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে আবার দেশ ছাড়ার নোটিশ ধরিয়ে দেবে।"

"আর তোমার সেই শ্যাননের খবর কি?"

BanglaBook.org

"আজকালের মধ্যেই তার ফিরে আসার কথা। আমি আজ সকালেও লন্ডেন হোটেলে ফোন করেছিলাম, শ্যানন তখনও এসে পৌছায় নি। কাল সকালে আবার খবর নেবো।"

"কাল নয়, এখনই আরেকবার চেষ্টা ক'রে দেখো। সন্ধান পেলে আজ সন্ধ্যা সাতটায় তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করবে।"

হোটেলে ফোন ক'রে কিথ ব্রাউনের সংবাদ পাওয়া গেলো। ভদ্রলোক আজই গেস্টবুকে নাম সই করেছে। তবে আপাতত নিজের ঘরে নেই। স্যার জেমসের নির্দেশমতো সন্ধ্যা সাতটায় তার সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যবস্থা করলো সাইমন এনডিন।

সাইমন এনডিন রিসিভার নামিয়ে রাখার পর স্যার জেমস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তার রিপোর্টটা হাতে পাওয়া দরকার। সম্ভবত আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই এটা তৈরি হয়ে যাবে। অবশ্য আমার সামনে হাজির করবার আগে তুমি একবার আগাগোড়া পুরো রিপোর্টটা প'ড়ে নিও। আমি যা যা জানতে চেয়েছি তার কোনোটাই যেনো বাদ না যায়। রিপোর্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আমার অন্তত দিন দুয়েক সময় লাগবে। এই দু'দিন তুমি তাকে কোনো একটা অজুহাতে ঝুলিয়ে রাখবে।"

বসের প্রতিটি নির্দেশই সাইমন এনডিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। এই কারণেই চেয়ারম্যানের কাছে তার কদর এতো বেশি। পরের দিন দুপুরের আগেই শ্যাননের রিপোর্টটা তৈরি হয়ে গেলো। পুরো রিপোর্টটা তিন ভাগে ভাগ করা। প্রথমাংশে গোমেজের হোটেল ইন্ডিপেন্ডেন্সে পৌছানো পর্যন্ত যাত্রাপথের যাবতীয় ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনা। রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজধানী ক্ল্যারেন্সের একটি নিঁখুত বর্ণনা। ছবির সাহায্যে শহরের প্রধান প্রধান পথঘাট এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘরবাড়ির অবস্থান সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া আছে। সামরিক বিভাগের মধ্যে বিমান বা নৌবহরের কোনো অস্তিত্ব শ্যাননের চোখে পড়ে নি, গোমেজকে প্রশ্ন ক'রে এ সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হয়েছে সে।

পরিশেষে, আজকের জাঙ্গারো সম্পর্কে তার নিজের সুচিন্তিত অভিমতটুকুও রিপোর্টের মধ্যে যুক্ত করতে ভোলে নি শ্যানন। একজন পেশাদার সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টিতেই সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছে সে। ভাষার মধ্যেও কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই। বক্তব্য খুবই ঋজু আর সরল।

"কিম্বাকে গদিচ্যুত করা খুব একটা দুঃসাধ্য নয়। স্বয়ং কিম্বাই নিজের পতনের রাস্তা অনেকখানি উন্মুক্ত ক'রে রেখেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই বিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের ভূমিকা খুবই

BanglaBook.org

নগণ্য এবং তুচ্ছ। এদের বাসভূমি রাজধানী ক্ল্যারেন্স থেকে অনেক দূরে, জাঙ্গারো নদীর ওপারে। সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তীর্ণ সমতল-ভূমিতেই যা কিছু চাষাবাদ হয়ে থাকে। এই এলাকাটুকু অধিকার ক'রে নিতে পারলেই কিম্বা দেশের মধ্যে তার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে। সংখ্যালঘু কাজারা এতোদিন সরকারি অপশাসনের অসহায় শিকার হয়ে ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করছে। কিম্বার প্রতি তাদের ঘৃণা আর ক্রোধ অপরিসীম। বিপদের সময় এরা কখনই সরকারি সেনাবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়াবে না, বরং প্রাণপণে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে।

কিম্বার সামরিক শক্তির সবটুকুই রাজধানী ক্ল্যারেন্সের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এই ক্ল্যারেন্সের পতন ঘটলে বাইরে থেকে নতুন কোনো সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। একবার প্রাসাদের দখল নিতে পারলে দেশের ধনসম্পদ, অস্ত্রাগার, সরকারি প্রচার যন্ত্র সবই এক সঙ্গে হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কিম্বার অদূরদর্শিতাই শত্রুপক্ষের সামনে এই সহজ সাফল্যের পথ খোলা রেখে দিয়েছে। একটি মাত্র মোক্ষম আঘাতেই অনায়াসে কব্জা করা যাবে পুরো দেশটা।

"প্রাসাদের চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। পূর্বদিকে মাঝ বরাবর শুধু একটা ভারি কাঠের দরজা আছে। কোনো বুলডোজার বা ভারি মিলিটারি ট্রাক যদি একটু দুর থেকে ফুল-স্পিডে ছুটে এসে দরজার আঘাত করে তাহলেই এই ভারি দরজাটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। অবশ্য গাড়ির চালককেও মৃত্যুবরণ করতে হবে সেই সঙ্গে। কিন্তু জাঙ্গারোর কোনো নাগরিক বা সৈনিকের মধ্যে আমি এমন কোনো উদ্দীপনার আভাস পর্যন্ত দেখতে পাই নি। তাছাড়া সেখানে উপযুক্ত ভারি ট্রাক বা বুলডোজারের সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা, সে কথাও নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না।

"প্রাসাদ দখলের অন্য উপায়ও আছে। সেক্ষেত্রে দুঃসাহসী কিছু যোদ্ধার প্রয়োজন রয়েছে। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আংটা লাগানো দড়ির মইয়ের সাহায্য দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। তবে জাঙ্গারো থেকে এ রকম শ'খানেক লোক যোগাড় করাই হলো আসল সমস্যা। বস্তুতপক্ষে এই অভ্যুত্থানে রক্তপাতও তেমন কিছু ঘটবে না। সামান্য দু'চারটা প্রাণের বিনিময়ে কাজটা ক'রে নেওয়া সম্ভব। প্রথমে কিম্বা এবং তার দেহরক্ষীদের ওই প্রাসাদের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন। সে ব্যাপারে কয়েকটা মর্টারই যথেষ্ট।

"এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনো গুপ্ত বিপ্লবী দল যদি ক্ষমতাসীন সরকারকে পদচ্যুত করতে চায় তবে তাদের প্রথম দরকার একজন অভিজ্ঞ দলনেতা। আর এদের মদত যোগাতে হবে দেশের বাইরে থেকে। সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর না করা ছাড়া এ ব্যাপারে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই সব শর্ত

BanglaBook.org

সুষ্ঠুভাবে পূরণ করা হলে কিম্বার পতন ঘটতে খুব একটা সময় লাগবে না। ঘণ্টাখানেকের সম্মুখ-সমরেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।"

"জাঙ্গারোয় যে এমন কোনো গুপ্ত বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব নেই, শ্যানন কি তা জানে?" দু'দিন বাদে সাইমন এনডিনকে প্রশ্ন করলেন স্যার ম্যানসন।

"আমি অন্তত এ ধরনের কোনো আভাস দেই নি," চটপট জবাব দিলো সাইমন এনডিন। "আপনি যেটুকু বলতে বলেছিলেন শুধুমাত্র সেটুকুই বলেছি। কিন্তু শ্যানন লোকটা মোটেই বোকা নয়। নিজের চোখে পুরো দেশটা ঘুরে দেখার পর সে হয়তো মনে মনে কিছু একটা আঁচ ক'রে থাকবে।"

"আমারও তাই বিশ্বাস," মাথা নেড়ে সায় দিলেন ম্যানসন। "শুধু প্রখর দৃষ্টিশক্তিই নয়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিটাও বিচার ক'রে দেখার মতো ক্ষমতা আছে লোকটার। দক্ষ দলপতি হিসেবে সৈনিকদের মনোভাবও খুব ভালোই বোঝে সে। তার ওপর লেখার হাতও খুব সুন্দর। সমগ্র রিপোর্টের মধ্যে কোথাও এক চুল বাহুল্য নেই, এবং প্রতিটি তথ্যই রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন, সে কি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে পুরো কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারবে?"

সাইমন এনডিন এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। কারণ প্রশ্নটা যে ওকে লক্ষ্য ক'রে করা হয় নি, শুধু সাইমন এনডিনকে উপলক্ষ্য ক'রে স্যার জেমসের স্বগত ভাষণ—এই সহজ সত্যটা বুঝে নিতে তার কোনো অসুবিধা হলো না। কিন্তু তার মধ্যে প্রচণ্ড কৌতূহল জমা হয়ে আছে। অবশেষে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর মুখ খুললো সে।

"স্যার জেমস্, যদি অনুমতি দেন এ প্রসঙ্গে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"তোমার আবার কি প্রশ্ন?" ম্যানসন তার কাছে জানতে চাইলেন।

"আমি শুধু জানতে চাই, কি উদ্দেশ্যে শ্যাননকে জাঙ্গারোয় পাঠানো হলো? কিম্বার ব্যাপারে এতো খোঁজখবরেরই বা কি প্রয়োজন? তাকে গদিচ্যুত করা সম্ভব কি অসম্ভব, সে সম্পর্কে আমরাই বা মাথা ঘামাচ্ছি কেন?"

ম্যানসনের দু'চোখের উদাস দৃষ্টি খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের উন্মুক্ত প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হলো। সাইমনের প্রশ্ন যেনো তাঁর কানে গিয়ে পৌছায় নি। প্রায় মিনিট দু'তিন পরে তাঁর ধ্যান ভাঙলো।

"এক কাজ করো, মার্টিন থর্পকেও আমার কাছে ডেকে আনো।"

সাইমন এনডিন নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর ম্যানসন আবার উঠে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন। কোনো বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সময়

BanglaBook.org

তিনি এই জানালার পাশে দাঁড়ানোটাই বেশি পছন্দ করেন। সাইমন এনডিন ও মার্টিনকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুব ভালোই জানেন। কেবলমাত্র তাঁর সুপারিশের জোরেই এতো অল্প বয়সে দু'জনে এতো উঁচুতে উঠতে পেরেছে। অবশ্য ম্যানসনের এই আনুকুল্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়। এই দু'জনের চরিত্র অনুধাবন ক'রে তিনি বুঝে নিয়েছেন, এরাও তাঁব মতো উচ্চাকাঙ্খি, এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের পথে ন্যায়-নীতির কোনো বাঁধাকেই এরা বাঁধা ব'লে মনে করে না। এই ধরনের দু'চারজন বিবেক-বর্জিত মানুষই ম্যানসনের প্রয়োজন। সেই কারণেই তিনি অনেকের মধ্যে থেকে দেখেশুনে এই দু'জনকে বেছে নিয়েছেন। এদের বেতন দেয় কোম্পানি, কিন্তু এরা কাজ করে শুধুমাত্র ম্যানসনের হয়ে। তবে এতোবড় একটা ব্যাপারের মধ্যে এদের বিশ্বাসের মূল্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য ম্যানসনের বদ্ধমূল ধারণা, তাদের বিশ্বস্ততায় যাতে কোনো চিড় না ধরে তার একটা পথ তিনি নিশ্চয় খুঁজে বের করতে পারবেন।

সাইমনের পেছনে পেছনে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো মার্টিন। ম্যানসন চোখ তুলে দুটো খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন ওদেব, কিন্তু নিজে জানালা ছেড়ে এক পাও নড়লেন না।

"আমি তোমাদের দু'জনকেই এখন একটা প্রশ্ন করবো। উত্তর দেবার আগে সর্বপ্রথম ভালো ক'রে ভেবে দেখবে। কারণ প্রশ্নটা মোটেই সহজ সরল নয়। তোমাদের দু'জনের নামে সুইস ব্যাঙ্কে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডের দুটো অ্যাকাউন্টের বিনিময়ে তোমরা কতোদূর পর্যন্ত যেতে রাজি আছো?"

সারা ঘর নীরব, নিস্তব্ধ। দশতলার নিচে উন্মুক্ত রাজপথের বুকে চলমান যানবাহনের শব্দ এতোদূর থেকে মৌমাছিদের গুঞ্জন বলেই মনে হচ্ছে এখন। দু'জনের মাথার মধ্যে এখন তারই অনুরণন। অবশ্য একটা অনুভূতি জড়িয়ে ধরছে সর্বাঙ্গে। অবশেষে সাইমন এনডিনই সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠে বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো, "অনেক—অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারি, স্যার জেমস্।"

মার্টিন অবশ্য কোনো উত্তর দিলো না। কেবল ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো বন্ধুকে। এতোদিন বাদে তার সারা জীবনের স্বপ্ন হয়তো সফল হতে চলেছে। শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এমন একজন বিশাল বটগাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলো সে।

"কিন্তু, কিভাবে এটা সম্ভব!" অসহায় ভঙ্গিতে আবার বিড়বিড় করলো সাইমন এনডিন।

BanglaBook.org

ম্যানসন বাম দিকের দেয়াল-আলমারি থেকে দুটো ফাইল বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখলেন। ম্যানসনের নিজের হাতে টাইপ করা তিন নাম্বার ফাইলটা আগে থেকেই টেবিলে ওপর প'ড়ে ছিলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে একটানা বক্তৃতা দিলেন ম্যানসন। প্রথমে গর্ডন চামার্সের রিপোর্ট দিয়ে শুরু করলেন। স্ফটিক পাহাড়ের বুকের গভীরে যে গুপ্তধন লুকিয়ে আছে চামার্সই তার প্রথম আবিষ্কারক। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে এর গুরুত্ব কিছু কম নয়।

বর্তমান দুনিয়ায় প্লাটিনামের ভূমিকা এবং চাহিদা সম্পর্কেও তিনি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন দু'জনকে। মার্টিন অবশ্য বিশ্বের বাজারের হালচাল সম্পর্কে মোটামুটি খবরাখবর রাখতো, সাইমন এনডিনই শুধু বোকা বোকা চোখ তুলে চেয়ারম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সবশেষে শ্যাননের নিজস্ব সংযোজনটুকুও ফাইল থেকে পড়ে শোনালেন ম্যানসন।

"এখন আমাদের উদ্দেশ্যকে যদি সফল ক'রে তুলতে হয় তবে দু'দিক দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগোতে হবে। এর জন্যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে, এবং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হবে অত্যন্ত সঙ্গোপনে, সাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টির আড়ালে।" ফাইল বন্ধ ক'রে ম্যানসন এবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। "অলক্ষ্যে থেকে শ্যাননকে পুরোপুরি মদত জুগিয়ে যাবার যা কিছু দায়-দায়িত্ব সব একা সাইমনের। এই ফাঁকে কর্নেল ববির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হবে। শ্যাননের সহায়তায় কিম্বার পতন ঘটাবার পর কর্নেল ববি-ই হবে জাঙ্গারোর নুতন রাষ্ট্রপতি।

"আর মার্টিনের কাজ হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তুমি এমন একটা পুরনো কোম্পানির সন্ধান করো যার অবস্থা এখন খুবই সঙ্গীন, যে কোনোদিন ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবে তাদের। এই ধরনের মুমূর্ষ একটা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আমরা বেনামে কিনে নিতে চাই। তবে সাবধান, কে কিনছে বা কি তার উদ্দেশ্য—একথা যেনো কখনও প্রকাশ না পায়!"

"কিন্তু এমন একটা পঙ্গু কোম্পানির পেছনে অর্থলগ্নী করার স্বার্থকতা কি?" সাইমনের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি।

সাইমনের নির্বুদ্ধিতায় ম্যানসন মৃদু হাসলেন।

"মনে করো কোনো কোম্পানির দশ লাখ শেয়ার আছে। কোম্পানির পড়ন্ত অবস্থায় তার শেয়ারের মূল্যও অনেক কম হতে বাধ্য। ধরা যাক, এই শেয়ারের বাজারদর ক্রমাগত কমতে কমতে বর্তমানে এক শিলিংয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন

BanglaBook.org

আমি যদি সুইস ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অন্য নামে এই কোম্পানির ছয় লক্ষ শেয়ার কিনে নেই, তবে তার জন্যে মোট খরচ হবে মোট তিরিশ হাজার পাউন্ড। কোম্পানির অন্যান্য শেয়ার-হোল্ডার বা বোর্ড ডিরেক্টররাও এ সম্পর্কে কেউ জানতে পারবে না।

"তারপরে ধরো ভাগ্যচক্রে ফেরারি কর্নেল ববি-ই একদিন জাঙ্গারোর প্রেসিডেন্টের চেয়ারটা দখল করলো, আর তার কাছ থেকে এই অখ্যাত কোম্পানিটা দশ বছরের জন্যে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলের খনিজ সম্পদের ইজারা পেলো। নিয়মমাফিক কোম্পানির পক্ষ থেকে কয়েকজনের একটা সমীক্ষক দলও পাঠানো হলো সেখানে। তারাই অবশেষে বিশ্বের দরবারে প্লাটিনামের এই বিপুল সম্ভারের খবর বয়ে আনলো। এবারে ওই অখ্যাত মুমূর্ষু কোম্পানির শেয়ারের বাজার দর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভাবতে পারো?"

মার্টিন কোনো উত্তর দিলো না, হতচকিত ভঙ্গিতে দাঁত বের ক'রে শুধু মৃদু হাসলো।

"মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো প্রথমে একটা গুঞ্জন শুরু হবে, তারপরই দাঙ্গা বেধে যাবে শেয়ার মার্কেটে। এই পঙ্গু রুগ্ন কোম্পানির একটা শেয়ারের জন্যে পাগল হয়ে উঠবে সবাই। তখন এর বাজার দরও যে তুচ্ছ এক শিলিং থেকে লাফাতে লাফাতে একশো পাউন্ডে গিয়ে পৌছাবে—সে বিষয়েও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তিরিশ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগের পরিবর্তে তোমার সুইস ব্যাঙ্কে গোপন তহবিলে জমা পড়বে আনুমানিক ছয় কোটি পাউন্ড। অবশ্য এর সঙ্গে আরও কিছু আইনগত সমস্যা জড়িত, প্রাথমিক খরচের ধাক্কাটাও খুব সামান্য নয়, তাহলেও সব মিলিয়ে বাণিজ্যটা নেহাত মন্দ হবে না।"

বক্তৃতা শেষ করার পর স্যার জেমস্ নিজের হাতে হুইস্কি ঢাললেন তিনটি মগে।

"আশা করি আমার এই পরিকল্পনাকে তোমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাবে। তাহলে এসো, স্ফটিক পাহাড়ের নামে আজ আমরা চিয়ার্স করি।"

সাইমন এনডিন এবং মার্টিন থর্প দু'জনেই একই সঙ্গে তাদের চিফকে অনুসরণ করলো।

"কাল সকাল ন'টার মধ্যে আমি আবার তোমাদের এখানে চাই," শূন্য গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে স্যার ম্যানসন বললেন।

কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়লো দু'জনে। বিদায় নেবার আগে শেষ বারের জন্যে চেয়ারম্যানের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো মার্টিন। চোখেমুখে ইতস্তত, বিব্রত ভঙ্গি।

BanglaBook.org

"কিন্তু, স্যার জেমস্, ব্যাপারটা যে কতোটুকু বিপজ্জনক, তা নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন। কোনোভাবে যদি এর একটি কথাও বাইরে ফাঁস হয়ে যায় ..."

স্যার জেমস্ আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খোলা জানালাটার দিকে এগোলেন। দিনশেষের সূর্য এখন পশ্চিম আকাশের বুকে ঢলে পড়েছে। তির্যক রেখায় তার আলো এসে পড়েছে মেঝের মসৃণ কার্পেটের ওপর।

"একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি অথবা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই কোনো ট্রাক লুণ্ঠন—এসব হচ্ছে খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপরাধ। কিন্তু একটা গোটা দেশের সরকার উল্‌টে দেওয়াটা সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের পর্যায়ে পড়ে। দক্ষ শিল্পী ছাড়া এ-ব্যাপারে সফল হওয়া সম্ভব নয়।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন জাঙ্গারোর সেনাবাহিনীর একটা অংশ ভেতরে ভেতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি? তারা গোপনে রাষ্ট্রপতি কিম্বাকে অপসারণের চেষ্টা করছে না?"

শ্যাননের হোটেলে বসেই কথা হচ্ছিলো দু'জনের মধ্যে। চিফের নির্দেশ অনুযায়ী সাইমন এনডিনই এই সাক্ষাতের আয়োজন করেছে।

"না," শ্যাননের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস। "আমি অন্তত তেমন কিছু টের পাই নি। আসলে ওদের মধ্যে প্রাণশক্তির খুবই অভাব। বিদ্রোহী হবার মতো প্রেরণা পাবে কোত্থেকে?"

"তাতে অবশ্য এমন কিছু যায় আসে না। কারণ সেটা আমাদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোনো রকম বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।"

"কিন্তু এই ধারণাটা একেবারেই বিভ্রান্তিকর। কিম্বাকে অপসারণের পর কাউকে দিয়ে তো তার শূন্যস্থানপূরণ করতে হবে। তার প্রতি সেনাবাহিনীর আন্তরিক আনুগত্য থাকা চাই। কোনো পেশাদার সৈনিকই দিনের আলোয় আত্মপ্রকাশ করে না। অতএব জাতীয় সেনাবহিনীর সমর্থন ছাড়া এ ব্যাপারে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে।"

সাইমন এনডিন একটু মাথা নাড়লো। একজন পেশাদার সৈনিক যে রাজনীতি সম্পর্কেও এতোটুকু সচেতন থাকতে পারে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই ছিলো না।

"নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইতিমধ্যে আমরা অবশ্য একজনকে মনে মনে মনোনীত ক'রে রেখেছি," সতর্ক ভঙ্গিতে জবাব দিলো সাইমন এনডিন।

"তিনি কি বর্তমানে জাঙ্গারোয় বাস করেন, নাকি কোনো দেশত্যাগী পলাতক ব্যক্তি?"

"হ্যা, কিম্বার কোপানলে প'ড়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।"

"আচ্ছা," শ্যাননের চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। "কিম্বার অপসারণের পর নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সরকারি বেতারকেন্দ্র মারফত নিজ মুখে ঘোষণা করতে

BanglaBook.org

হবে যে, তিনি-ই এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। পরের দিন দুপুরের মধ্যেই সমগ্র দেশবাসী যেনো এই ঘটনার কথা জানতে পারে।"

"সে ব্যাপারে বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না, তবে এই অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার একার। উপযুক্ত লোকের সন্ধান এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ থেকে শুরু ক'রে কিম্বার তিরোধান পর্যন্ত সবকিছু করতে হবে আপনাকে। সব কিছুই আপনার নির্দেশ মতো চলবে।"

"কিম্বার মৃত্যু কি খুবই জরুরি?"

"অবশ্যই," দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লো সাইমন এনডিন। "সমগ্র জাঙ্গারো'তে একমাত্র কিম্বা-ই কিছুটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নিজের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখতে সে যে কতোজনের প্রাণ নিয়েছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এমন একজনকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ হবে না। গোপনে শক্তি সঞ্চয় ক'রে সে হারানো রাজ্য পুণরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে আবার।"

"বুঝেছি, সবদিক থেকেই আপনারা নিঃসংশয় হতে চান।"

"হ্যা, অবশ্য খরচের অঙ্কটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তার ওপরই এই পরিকল্পনার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এখন আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে, কিভাবে আপনি এই অভ্যুত্থান ঘটাতে চান তার একটা বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা। সেই সঙ্গে সম্ভাব্য খরচের হিসেবটাও জানাতে হবে। আপনার রিপোর্ট পাবার পরই আমরা বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখবো, আমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব কিনা।"

"কিন্তু আমাকে যদি নতুন ক'রে কোনো রিপোর্ট তৈরি করতে হয়, তবে তার জন্যে আরও পাঁচশো পাউন্ড ফি লাগবে।"

"কেন? ইতিমধ্যেই আমরা আপনাকে হাজার পাউন্ড তো দিয়েছি।"

"তা দিয়েছেন, তবে আজকের এই দায়িত্বটা সম্পূর্ণ নতুন। বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি পারিশ্রমিক আমি নিশ্চয় আশা করতে পারি।"

সাইমন এনডিন গোমড়া মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। "ঠিক আছে, আজ বিকেলেই আমি কোনো লোককে দিয়ে পাঁচশো পাউন্ড পাঠিয়ে দেবো। আগামীকাল শুক্রবার। কাল সন্ধ্যার আগে রিপোর্টটা হাতে পেলে শনি-রবি দুটো দিন অবসর পাওয়া যাবে। সেই ফাঁকে আমরাও পুরো বিষয়টা খুঁটিয়ে দেখে নিতে পারবো।"

"আপনার তাড়া থাকলে কাল বিকেলের আগেই আমি রিপোর্ট রেডি ক'রে রাখবো," গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো শ্যানন। "দয়া ক'রে লোক পাঠিয়ে সেটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।"

সাইমন এনডিন বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে সযত্নে দরজাটা গেলো বন্ধ ক'রে গেলো। শ্যানন তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি। "তুমি কতো বড় সেয়ানা, সাইমন এনডিন এনডিন ওরফে ওয়াল্টার হ্যারিস, আমি সেটা দেখতে চাই!"

BanglaBook.org

নিজের সৌভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো শ্যানন। কিভাবে যে আশ্চর্যরকম সব যোগাযোগ হয়ে যায়, ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।

হোটেল ম্যানেজার গোমেজের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গেই কর্নেল ববির সব খবরই সে জানতে পেরেছে। এতোদিন কিম্বার আশ্রয় প্রশ্রয়েই ববি বেশ লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু দেশবাসীর কাছে লোকটা একেবারেই ঘৃণার পাত্র হিসেবে পরিচিত।। বিশেষ ক'রে কাজারা তার ওপর মনে মনে দারুণভাবে ক্ষিপ্ত। কারণ সেনাধ্যক্ষ ববির নির্দেশেই বিন্দু সেনাবাহিনী ওদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতো। অবশ্য এর পেছনে কিম্বারও পরোক্ষ মদত ছিলো, কিন্তু ভুক্তভোগীরা এজন্যে ববিকেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ি করতো। তাছাড়া বিন্দুদের কাছেও ববির সামান্য কোনো কদর ছিলো না। অন্যের সমীহ আদায় ক'রে নেবার মতো কোনো ব্যক্তিত্বই নেই তার। এর ফলে শ্যাননের সামনে মূল সমস্যাটা আগের মতোই জটিল থেকে গেলো। কিম্বার তিরোধানের পর এমন কাউকে রাষ্ট্রপতির শূন্য আসনে বসাতে হবে, যাকে অন্তত জাতীয় সেনাবাহিনী সমর্থন জানাবে।

শুক্রবার বিকেলের মধ্যেই শ্যাননের রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেলো। চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টের চার পাতা জুড়ে শুধু নানা ধরনের নক্সা। কিভাবে এবং কোন্ পথে এই অতর্কিত আক্রমণ পরিচালিত হবে, ছবি এঁকে বিশদভাবে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরের দু'পাতায় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের তালিকা। এই দীর্ঘ রিপোর্ট শেষ করতে পুরো একটা রাত লেগে গেলো শ্যাননের। তার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো খামের ওপর স্যার ম্যানসনের নামটা বড় ক'রে লিখে দেবে। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করলো। অযথা ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি? তাছাড়া এই কাজটার মধ্যে অনেক টাকা আয় করার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আখের গুছিয়ে নেবার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ।

রিপোর্টটা হাতে নিয়ে সাইমন এনডিন কাকে আরও দু'দিন এই হোটেলে থেকে যাবার পরামর্শ দিলো, খরচ-টরচ যা হবে সব কোম্পানি দেবে। সাইমন এনডিন বিদায় নেবার পর বাকি বিকেলটা দোকানে দোকানে কেনাকাটা ক'রে বেড়ালো শ্যানন। কিন্তু তার মন প্রাণ ডুবে রইলো স্যার জেমসের চিন্তায়। এই ভদ্রলোক শুধুমাত্র নিজের প্রচেষ্টায় আজ একজন কোটিপতি হয়ে উঠতে পেরেছেন। বর্তমানে তিনি-ই শ্যাননের নিয়োগকর্তা।

চিন্তা ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে শ্যাননের একবার মনে হলো স্যার জেমস্ সম্পর্কে তার আরও বেশি ক'রে অবহিত থাকা উচিত। কোনো এক সময় হয়তো এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে কেন তাঁর মতো একজন লোক ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে জাঙ্গারোতে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন।

তার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে স্যার জেমস ম্যানসনের একটি মেয়ে আছে। বর্তমানে মেয়েটি বিশ বছরের এক তরুণী।

BanglaBook.org

সন্ধ্যার দিকে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো শ্যানন। মিঃ ব্রাউনের নাম শুনেই এবার চিনতে পারলেন ভদ্রলোক। কারণ টাকাকড়ির ব্যাপারে এই মক্কেলটি কোনোরকম ঝামেলা করে না, বিল পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নগদ মুদ্রায় পাওনা টাকা মিটিয়ে দেয়। এমন ক্রেতাই ব্যবসায়ীরা কামনা করে। তবে সেই মক্কেল যদি বরাবর টেলিফোনের অপর প্রান্তে থেকে যেতে চায়, যেটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাতে প্রতিষ্ঠানের কোনো কিছু যায় আসে না।

"এমন কোনো লাইব্রেরিরির সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ আছে যারা প্রত্যেক দিনের বিভিন্ন খবরের কাগজের পাতা থেকে আর্কষণীয় খবরগুলো কেটে নিয়ে পৃথকভাবে ফাইল ক'রে রাখে?"

"হ্যা, সে ব্যবস্থাও আমরা ক'রে দিতে পারি।"

"আমি একজন অল্পবয়সী মেয়ের ব্যাপারে সামান্য কিছু খোঁজখবর জানতে চাই। খুব সম্ভবত মাস কয়েক আগে লন্ডনের কোনো এক দৈনিক পত্রিকার গসিপ কলামে বেশ একটা মুখরোচক খবর বেরিয়েছিলো। সেই সঙ্গে তার ছবিও ছাপা হয়েছিলো একটা। আমাকে জানতে হবে মেয়েটি কি করে এবং কোথায় থাকে। তবে প্রয়োজনটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।"

ফোনের অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। "যদি সত্যিই পত্রিকার পাতায় এমন কোনো ঘটনার উল্লেখ থাকে তবে আমাদের পক্ষে সেটা খুঁজে বের করা খুব বেশি কষ্টসাধ্য কাজ হবে না। মেয়েটির নাম কি?"

"মিস জুলিয়া ম্যানসন। স্যার জেমস্ ম্যানসনের মেয়ে।"

গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ফোন ধরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। এই অজ্ঞাত-পরিচয় মক্কেলটি ইতিপূর্বে যার বিষয় খোঁজখবর করছিলো তিনি যে স্যার জেমস ম্যানসনের একজন অধস্তন কর্মচারী, সে কথাও এখন তার মনে পড়লো।

এ কাজের জন্যে কতো টাকা দিতে হবে সেটা ঠিক হবার পর ফোন ছাড়ালো শ্যানন। ঠিক হলো, পাঁচটার পর সে আবার রিং করবে ভদ্রলোককে। ইতিমধ্যে টাকাটাও পাঠিয়ে দেবে মানি অর্ডার করে। বাকি আর সব ব্যবস্থা ভদ্রলোকেই ক'রে রাখবেন।

বাকি সময়টা শ্যানন টুকিটাকি কেনাকাটায় সময় কাটিয়ে দিলো। তবে তার সমস্ত মনোযোগ হাতের ঘড়িটার দিকে গেলো বার বার। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আবার যোগাযোগ করলো গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাটি সঙ্গে। ভদ্রলোক যেনো এতোক্ষণ তার জন্যেই তৈরি হয়ে বসেছিলেন। মক্কেলের চাহিদা মতো প্রতিটি তথ্যই তিনি ইতিমধ্যে সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন।

সবটা শোনার পর শ্যানন আবার চিন্তামগ্ন হলো। এমন কি রিসিভার তুলে যখন পুরনো সাংবাদিক বন্ধুর নাম্বারটা ডায়াল করলো, তখনও তার চিন্তামগ্ন ভাব কাটে নি।

BanglaBook.org

"হ্যালো, ক্যাট," বন্ধুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠস্বর, "তুমি এখন কোত্থেকে রিং করছো?"

"তোমার কাছাকাছিই আছি," জবাব দিলো শ্যানন। "তুমি যে মি: হ্যারিসের কাছে আমার নাম সুপারিশ করেছিলে সেজন্যে অজস্র ধন্যবাদ।"

"এই সামান্য ব্যাপারে এতো ধন্যবাদের দরকার পড়ে না। লোকটা কি তোমাকে কোনো কাজের প্রস্তাব দিয়েছে?"

"তা দিয়েছে," এবারে শ্যানন বেশ সতর্ক হলো, "তবে সেটা এমন কিছু নয়। তাছাড়া কাজটা শেষও হয়ে গেছে। আমি বলছিলাম কি, বর্তমানে আমার পকেটের অবস্থা বেশ ভালো। আজ সন্ধ্যায় যদি কোথাও ডিনার করা যায়..."

"এ তো দরুণ প্রস্তাব," সোৎসাহে জবাব দিলো বন্ধু। "কোথায় যেতে চাও, বলো?"

"তুমি কি তোমার সেই পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে এখনও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছো? মনে আছে, আমার সঙ্গেও একবার তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো?"

"হ্যা, তবে ক্যারির জন্যে তুমি হঠাৎ এতো উতলা হয়ে উঠলে কেন?"

"তোমার এই ক্যারি তো মডেলিং করে, তাই না?"

"ঠিক। সবই মনে আছে দেখছি।"

"আমাকে হয়তো তুমি পাগল ভাবতে পারো," রিসিভার ধরে আমতা আমতা করলো শ্যানন, "কিন্তু আমি এমন একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই, যে মডেলিংয়ের কাজই করে। অথচ তার কোনো টিকিটাও খুঁজে পাচ্ছি না। মেয়েটির নাম জুলিয়া ম্যানসন। তোমার বান্ধবীও তো একই পেশায় আছে, তাই ভাবছিলাম দু'জনের মধ্যে হয়তো কোনো আলাপ পরিচয় থাকতে পারে।"

"সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না," সাংবাদিক বন্ধু ভরসা দিলো শ্যাননকে। "তুমি বরং আধঘণ্টা বাদে আবার আমাকে ফোন কোরো। আমি ইতিমধ্যে ক্যারির সঙ্গে কথা ব'লে রাখছি। দেখি, তোমার একটা হিল্লা করতে পারি কিনা।"

এদিক থেকে শ্যাননের ভাগ্য বেশ ভালোই। আধঘণ্টা বাদে বন্ধুর কাছে থেকে খবর পেলো, ক্যারি এবং জুলিয়া একে অন্যের পরিচিত। এমন কি বন্ধুর নির্দেশ মতো ইতিমধ্যে ক্যারি ফোনে জুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগও করেছে। আজ সন্ধ্যায় জুলিয়ার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো না। জুলিয়া জানিয়েছে, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ডিনারে যোগ দিতে তার আপত্তি নেই, যদি ক্যারি তার বয়ফ্রেন্ডকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। ঠিক হলো আটটার মধ্যে প্রথমে সবাই ক্যারির অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হবে। জুলিয়াও উপস্থিত থাকবে ওই সময়।

সাংবাদিক বন্ধু একটা অভিজাত রেস্তোরাঁয় চারটা সিট ফোনে বুক ক'রে রেখেছিলো। ক্যারির ফ্ল্যাট থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো চারজনে। রেস্তোরাঁটা

BanglaBook.org

ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাবার দাবার আর পানীয় দুটোই প্রথম শ্রেণীর। ব্যবস্থাপনার মধ্যেও কোনো ত্রুটি নেই। সবকিছুই সুন্দর আর মনোরম। আর সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হলো জুলিয়া এখানে উপস্থিত আছে।

জুলিয়ার গড়ন অবশ্য দীর্ঘ নয়। পাঁচ ফুট দু'এক ইঞ্চির ওপরে। কিন্তু হাইহিল জুতার বদৌলতে উচ্চতার ঘাটতি অনায়াসে পূরণ করা গেছে। কথা প্রসঙ্গে নিজের বয়স বললো উনিশ। মুখের আদল একটু ডিম্বাকৃতি, পপ গায়িকা ম্যাডোনার মতো অনেকটা। তার মধ্যে একটা নিষ্পাপ স্বর্গীয় আভা আছে। আবার আকর্ষণীয় নীল চোখ দুটো কখন যে প্রলুব্ধ করার জন্যে নেচে উঠবে, সেকথাও নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা যায় না।

এই ধরণের মেয়েরা যে স্বভাবে বেশ ফূর্তিবাজ হয়ে থাকে, শ্যাননের কাছে তা অজানা নয়। এরা নিজেদের খেয়াল খুশিমতো জীবন যাপন করে। আজীবন সীমাহীন প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলেই তারা এতো সুন্দরী এ নিয়ে কারোর কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না, এবং কোনো মেয়ের কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু আশাও করে না শ্যানন। নিজের চুলগুলো খুলে রেখেছে সে। আর তার পোশাকের নিচে দেহটি যে খুব আকর্ষণীয় সেটা বাইরে থেকেও বেশ ভালোই বোঝা যায়। এই ব্লাইন্ড ডেট-এর ব্যাপারে মেয়েটি বেশ কৌতুহল বোধ করছে।

শ্যানন অবশ্য তার সাংবাদিক বন্ধুর কাছে নিজের জীবিকার ব্যাপারে কোনো প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলো, কিন্তু ক্যারিকে নিবৃত্ত করা যায় নি। তার বয়ফ্রেন্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যানন যে একজন বিখ্যাত পেশাদার যোদ্ধা, ডিনার টেবিলে সে কথা খুব গর্বের সঙ্গেই জানিয়ে দিলো সে। যদিও তখনকার মতো এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আর বেশি দূর গড়ায় নি। কারণ স্বভাবতই শ্যানন একটু স্বল্পভাষী। তাছাড়া ক্যারি আর জুলিয়া সারাক্ষণ নিজেরাই ডিনার টেবিল সরগরম ক'রে রাখলো।

রেস্তোরাঁ থেকে তারা বের হতেই শ্যাননের সাংবাদিক বন্ধু জানালো যে সে তার বান্ধবীকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে। একটা ট্যাক্সি ডেকে শ্যাননকে বললো তার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে যেনো সে নিজের হোটেলে ফিরে যাবার আগে জুলিয়াকে তার ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসে। প্রস্তাবটা শ্যাননের মনঃপুত হলো। জুলিয়াও এ বিষয়ে কোনোরকম আপত্তি জানালো না। সুবোধ বালিকার মতো দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসলো। শ্যানন গাড়িতে ঢোকার আগে সাংবাদিক বন্ধুটি তার বাম হাতে অল্প চাপ দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললো মৃদুকণ্ঠে, "আমার মনে হয় তোমার কাজ হয়ে যাবে।" শ্যানন শুধু নিঃশব্দে হাসলো।

মেফেয়ার অঞ্চলে নিজের ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এসে জুলিয়া শ্যাননকে আহবান জানালো এক কাপ কফি খেয়ে যেতে। শ্যানন ট্যাক্সিটার ভাড়া মিটিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

বিলাসবহুল আসবাবপত্রে সাজানো বড় একটা ফ্ল্যাট। হিটারে পানি ফুটতেও বেশি সময় লাগলো না। এক পেয়ালা নিজে নিয়ে অন্য পেয়ালাটা শ্যাননের দিকে এগিয়ে দিলো জুলিয়া, তারপর আচমকাই প্রশ্নটা ক'রে বসলো।

"আপনি কি মানুষ খুন করেছেন?"

শ্যানন একটা লম্বা সোফার একপাশে আরাম ক'রে হেলান দিয়ে বসে আছে। জুলিয়া বিপরীত দিকে শ্যাননের মুখোমুখি বসলো।

"হ্যা," ডানে-বায়ে মাথা নাড়লো শ্যানন।

"যুদ্ধক্ষেত্রে?"

"সবগুলো নয়, তবে অধিকাংশই।"

"সংখ্যায় কতোজন হবে?"

শ্যানন আবার একটু ঘাড় দোলালো। "ঠিক বলতে পারি না। হিসেব রাখবার চেষ্টা করি নি কখনও।"

কথাটা হজম করতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো জুলিয়ার। দু'চোখে বিস্ময় আর উত্তেজনার আভাস।

"আমি এমন কাউকে চিনি না, যে মানুষ খুন করেছে।"

"এর মধ্যে অবাক হবার মতো কি আছে? যুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছে তাদের অনেককেই এ কাজ করতে হয়েছে। সেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো স্থান নেই। ওপরওয়ালার নির্দেশই কেবল পালন করতে হয়।"

"আচ্ছা, আপনি তো জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছেন, কখনও কি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন? আপনার দেহে কি মারত্মক কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে?"

এ প্রশ্নের জন্যেও শ্যানন মনে মনে প্রস্তুত ছিলো। কারণ বহুবার বহুভাবে তাকে এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তার বুকে-পিঠে বেশ কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। তার মধ্যে দুয়েকটা খুবই গভীর। প্রাণঘাতি বুলেটের আঘাত অথবা বিস্ফোরিত মর্টারের স্প্লিন্টারের টুকরো তার শরীরে এখনও স্মারক হিসেবে রয়ে গেছে।

"খুঁজলে হয়তো দু'চারটা পাওয়া যেতে পারে।"

"কই, আমাকে দেখান তো," জুলিয়ার কণ্ঠস্বরটা চপল কিশোরীর মতো শোনালো।

"না।" শ্যানন মাথা নেড়ে বললো।

"প্রমাণ দিতে ভয় পাচ্ছেন কেন? দেখি, আপনি কতো বড় বীরপুরুষ।"

জুলিয়া সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ড্রেসিং টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো। তার দু'চোখের দৃষ্টি ড্রেসিংটেবিল সংলগ্ন বড় আয়নাটার দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই শ্যাননকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত শ্যানন একটু ভাবলো। ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটা হাসির রেখা উঁকি দিলো। দু'চোখে দুষ্টুমির ছটা। ছেলেবেলায় স্কুলের সহপাঠীরা এইভাবেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করতো। এই মুহূর্তে শ্যাননও যেনো ছেলেমানুষ হয়ে গেলো।

"আপনারটা আমাকে দেখালে তবেই আমারটা আপনাকে দেখাতে পারি।"

"আমার দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই," জুলিয়ার উত্তর আগের মতোই সহজ এবং সাবলীল।

"না দেখে কিভাবে বুঝবো?"

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে শ্যানন পাত্রটা পাশের ছোটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতেই একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনলো। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো জুলিয়ার নিরাবরণ দেহটা তারই দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের পোশাকগুলো স্তূপ হয়ে পড়ে আছে হাঁটুর নিচে। কিভাবে যে এক পলকের মধ্যে এভাবে পিঠের দিকের জিপারটা খুলে শরীরের সব পোশাক খুলে ফেলতে পারে—নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

"ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন, আমার সারা শরীরে কোথাও কোনো দাগ খুঁজে পাবেন না।"

জুলিয়ার মুখের কথা-ই সত্য। তার ফর্সা পেলব দেহে একতিল দাগ পর্যন্ত নেই। গায়ের ত্বক সিল্কের মতোই উজ্জ্বল আর মসৃণ।

শ্যাননের প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কথাগুলো যেনো গলার মধ্যে আঁটকে যাচ্ছে।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার ড্যাডির ছোট্ট আহ্লাদি মেয়ে," সে বললো।

জুলিয়া মুখে হাত চাপা দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। "ড্যাডির অবশ্য এখনও সেরকমই ধারণা। এবার আপনার পালা।"

স্যার জেমস্ ম্যানসন নটগ্রোভে তাঁর নির্জন বাংলোর লাইব্রেরিতে একা বসেছিলেন। কোলের ওপর ছড়ানো শ্যাননের সদ্য পাঠানো হলুদ রঙের ফাইলটা, হাতের পাশে টেবিলের ওপর সোডা মেশানো ব্র্যান্ডির গ্লাস। কোনো বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার সময় তিনি এই নির্জন বাংলোতে এসে আশ্রয় নেন। এখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না। মনটা চিন্তা করবার মতো নিশ্চিন্ত অবসর খুঁজে পায়।

ফাইলের কভার উলটে প্রথমে হাতে আঁকা স্কেচগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যানসন, তারপর টাইপ করা পাতার মধ্যে চোখ বোলালেন। খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে পুরো জিনিসটা পরিবেশন করেছে শ্যানন।

BanglaBoi.org

প্রস্তাবনা : মি: ওয়াল্টার হ্যারিসের নির্দেশ মতোই এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা হয়েছে। জাঙ্গারো সম্পর্কিত যে রিপোর্ট তিনি আমার কাছে দাখিল করেছেন, এবং সম্প্রতি আমি নিজে ওই দেশ থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে ফিরে এসেছি—তার ওপর ভিত্তি করেই এই পরিকল্পনার কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তবে ওয়াল্টার হ্যারিস তাঁর আসল উদ্দেশ্যের কথা এখনও আমার কাছে অকপটে ব্যক্ত করেন নি। এই অভ্যুত্থানের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কাকে রাষ্ট্রপতির শূন্য আসনে বসাতে চান সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অবশ্য ঘটনাটা এমনও হতে পারে যে, এই বিষয়ে মি: হ্যারিস এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। এর জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাই এ প্রসঙ্গে এখন কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়।

অভিযানের উদ্দেশ্য : অতর্কিত আক্রমণে জাঙ্গারোর রাজধানী ক্ল্যারেন্স অধিকার করা এবং সরকারী প্রাসাদের মধ্যেই সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী সহ কিম্বাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলাই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। একবার এই প্রাসাদের দখল নিতে পারলে রাজ্যের কোষাগার, অস্ত্রাগার এবং সরকারী প্রচারযন্ত্র সবই একসঙ্গে হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তাছাড়া এই অভিযানের মাধ্যমে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ প্রত্যাঘাতের উদ্দেশ্যে পুণরায় সঙ্ঘবদ্ধ না হতে পারে।

আক্রমণের পদ্ধতি : ক্ল্যারেন্সের সামরিক ব্যবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, আক্রমণকারীদের নৌপথেই অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। কেননা প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আকাশপথে বা স্থলপথে অগ্রসর হতে গেলে ধরা প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাছাড়া জাঙ্গারো অন্য কোথাও অবতরণ ক'রে ক্ল্যারেন্স অভিমুখে রওনা হওয়া খুব বিপজ্জনক। উদ্দেশ্যটা আগেভাগে জানাজানি হয়ে গেলে সব আয়োজন পণ্ড হতে বাধ্য। আর অবতরনযোগ্য উপকূলও সেখানে তেমন একটা নেই। প্রায় সমগ্র বেলাভূমি জুড়ে গরাণ গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এতো বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যদিও বা অন্য কোথাও অবতরণ করা সম্ভব হয়, সেখান থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে হাঁটাপথেই অগ্রসর হতে হবে। কারণ দেশের মধ্যে যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তার একান্তই অভাব। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের দেখে ফেলবে। কিম্বা যদি কোনোরকমে জানতে পারে হানাদাররা সংখ্যায় কতো জন, তবে সে আগে থেকে প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবে। কোনোমতেই তাকে এ সুযোগ দেয়া উচিত হবে না।

BanglaBook.org

এক্ষেত্রে গোপনে সে দেশের মধ্যে অস্ত্র পাচার ক'রে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে ভূয়া বিপ্লবের প্রচেষ্টাও অলীক দিবাস্বপ্ন হিসেবে পরিগণিত হবে। এর প্রথম অন্তরায় হচ্ছে, রণসজ্জার আয়োজনটা এখানে একটু বেশি। জাঙ্গারোর মতো ক্ষুদ্র একটা দেশে এতো বেশি পরিশাণ অস্ত্রশস্ত্র গোপনে পাচার করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে সবচেয়ে যা জরুরি প্রয়োজন, তা একটা গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। জাঙ্গারোয় যার অস্তিত্ব কল্পনা করাও হাস্যকর।

সব দিক বিচার বিবেচনা ক'রে একটি মাত্র পথই বাস্তবসম্মত মনে হয়। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কয়েকটা হালকা বোটে ক'রে এই গুপ্তবাহিনীকে ক্ল্যারেন্সের বন্দরেই অবতরণ করতে হবে। সেখান থেকে প্রাসদের দূরত্ব কয়েক শো গজ মাত্র। সরাসরি আক্রমণ চালানোর পক্ষে খুবই উপযোগী।

আক্রমণ পরিচালনায় যা প্রয়োজন : আক্রমণকারীদের সংখ্যা বারো জনের কম হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তাদের সঙ্গে মর্টার, গ্রেনেড আর রকেট-লাঞ্চার থাকবে, সেইসঙ্গে একটা ক'রে ক্যারিবিয়ান সাব-মেশিনগান। খুব কাছের শত্রুর মোকাবেলা করবার জন্যে এই অস্ত্রটাই উপযুক্ত।

যা করার তার সবই শেষ করতে হবে রাত দুটা থেকে তিনটার মধ্যে। দেশবাসীরা সবাই যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাবার সুযোগ পায় তার জন্যে কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। আবার রাত ফুরাবার আগেই যাতে কাজ শেষ ক'রে নিঃশব্দে সরে পড়া যায়, সেদিকটাও হিসেবে রাখতে হবে। কারণ এই জাতীয় ভাড়াটে হানাদাররা কখনও দিনের আলো মুখ দেখায় না। এদের আচার-আচরণ সম্পূর্ণ আলাদা।

শ্যাননের রিপোর্টটা আরও দীর্ঘ। এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে তা প্রতিটি পদক্ষেপে বিবরণই এই রিপোর্টের মধ্যে দেওয়া আছে। সার্বিক নিরাপত্তার দিকটাও শ্যানন আদৌ উপেক্ষা করে নি। এ সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা খুবই স্বচ্ছ আর প্রাঞ্জল। আরেকটা বিষয় সে উল্লেখ করেছে : "যেহেতু মিঃ হ্যারিস ছাড়া উদ্যোক্তাদের আর কাউকেই আমি চিনি না, সেহেতু আমি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হই তাহলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একমাত্র মিঃ হ্যারিসই আমার সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলবেন। তিনিই আমাকে প্রয়োজন মতো টাকা সরবরাহ করবেন, এবং আমি শুধুমাত্র তাঁর কাছেই আমার খরচের হিসেব দাখিল করবো। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে আমার কয়েকজন উপযুক্ত সহকারীর প্রয়োজন। তাদের প্রত্যেকের কাজও হবে বিভিন্ন ধরনের। যদিও নৌপথে যাত্রা করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আসল উদ্দেশ্য

BanglaBook.org

সম্পর্কে কাউকে বিন্দুমাত্র অবহিত করা হবে না। মূল লক্ষ্যের কথা তো সম্পূর্ণই উহ্য থাকবে।

এই অভিযানের পেছনে যে সমস্ত সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন তার অধিকাংশই বৈধভাবে খোলাবাজার থেকেই কিনে নেওয়া যাবে। শুধু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারেই একটু ঝামেলা হবে। এক্ষেত্রে কালোবাজারের আশ্রয় না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নামে নানান দেশ থেকে এই সব প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আনবে। বিক্রেতা যাতে কোনো ভাবেই আসল উদ্দেশ্যটা জানতে না পারে, সেদিকেও সজাগ থাকতে হবে প্রত্যেককে।

সব বুঝতে পেরেছেন এমন ভঙ্গিতে স্যার জেমস্ মাথা দোলালেন। শ্যানন লোকটা আসলেই চতুর এবং বুদ্ধিমান। তারপর খালি গ্লাসটি পুণরায় ভরে নিয়ে খরচের তালিকার দিকে মন দিলেন তিনি। আপাতত এই প্রশ্নটাই সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে প্রস্তুতি-পর্বের সম্ভাব্য সময়সূচীরও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে।

কমপক্ষে আরও দুবার ক্ল্যারেন্স ভ্রমণ এবং সেই সম্পর্কিত দুটো রিপোর্ট তৈরির মোট খরচ:	২৫০০ পাউন্ড
প্রোজেক্ট কমান্ডারের ফি বাবদ মোট খরচ:	১০০০০ "
অন্যান্য সহকারীর বেতন বাবদ মোট খরচ:	১০০০০ "
ব্যবস্থাপনা বাবদ মোট খরচ (যাতায়াত, হোটেল ভাড়া ইত্যাদি):	১০০০০ "
অস্ত্রশস্ত্র বাবদ মোট আনুমানিক খরচ:	২৫০০০ "
একটি জাহাজের দাম পড়বে আনুমানিক:	৩০০০০ "
অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ:	৫০০ "
হঠাৎ কোনো জরুরি প্রয়োজনের মোকাবেলা করতে সব সময় হাতে থাকতে হবে:	৭৫০০ " "
মোট	১০০০০০

দ্বিতীয় কাগজটাতে আছে আনুমানিক সময়ের বর্ণনা।

প্রস্তুতি পর্ব : উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বিশ দিন সময় লাগবে। সেই ফাঁকে প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টগুলোও খুলে ফেলতে হবে।

BanglaBook.org

সংগ্রহ পর্ব : প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কিনতে লাগবে প্রায় চল্লিশ দিন।

সমাবেশ পর্ব : সংগৃহীত উপকরণ এবং দলীয় অভিযানকারীদের পূর্বনির্ধারিত কোনো জায়গায় একসঙ্গে জড়ো করতে সময় লাগবে আরও বিশ দিন।

সমুদ্র পর্ব : নির্দিষ্ট বন্দর থেকে শুরু ক'রে ক্ল্যারেন্সের উপকূলে পৌছাতে বিশ দিনের মতো সময় লাগবে। সব মিলিয়ে মোট একশো দিন। যেদিন জাঙ্গারো স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হবে সেদিনই আঘাত হানার সুবর্ণ সময়। অর্থাৎ আগামী বুধবার থেকে যদি পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু ক'রে দেওয়া যায় তবে ঠিক একশো দিনই আর অবশিষ্ট থাকে।

আগাগোড়া পুরো রিপোর্টটা কমপক্ষে দু'বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন স্যার ম্যানসন। সেই ফাঁকে সিগারেটও ধ্বংস করলেন ডজনখানেক। তাঁর চওড়া কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। পানীয়ের গ্লাস কখন যে নিঃশেষ হয়ে গেছে খেয়াল নেই। অবশেষে গুছিয়ে নিয়ে ফাইলটা যত্ন ক'রে ওয়ালসেফে তুলে রাখলেন। তারপর মন্থর পায়ে দোতলায় নিজের শোবার ঘরের দিকে এগোলেন।

অন্ধকারে নরম বিছানায় গা এলিয়ে শ্যানন আলতোভাবে জুলিয়ার বুকে পিঠে হাত বোলালো। শ্যাননের বুকের কাছেই জুলিয়া গুঁটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। জুলিয়ার মেদহীন দেহটা আকারের দিক থেকে খুব বড়, সেটা বলা যাবে না। তবে যৌনতার ব্যাপারে মেয়েটা বেশ পারঙ্গম। বিগত এক ঘণ্টায় শ্যাননের চোখের সামনেই এই সত্যটা উদ্ভাসিত হয়েছে। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে কোটিপতি বাপের আদুরে মেয়ে জুলিয়া যে কেবলমাত্র টাইপ আর শর্টহ্যান্ড নিয়েই এই দু'বছর পড়ে থাকে নি, এ ব্যাপারে শ্যানন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

এবারে জুলিয়াও শ্যাননের ডাকে সাড়া দিলো। মোমের মতো নরম আঙুল দিয়ে খামচি দিলো শ্যাননের বুকে।

"কি আশ্চর্য ব্যাপার," নরম সুরে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো শ্যানন, "রাতের প্রায় অর্ধেকটাই তোমার বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম, অথচ তোমার সম্পর্কে এখনও কিছুই আমি জানি না।"

BanglaBook.org

জুলিয়া একটু চুপ মেরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলো নিজেকে। কণ্ঠস্বরে ছেলেমানুষির ভাব কাটিয়ে প্রশ্ন করলো, "আমার সম্পর্কে, মানে...?"

"যেমন ধরো, তোমার বাড়ি কোথায়? অবশ্য এই ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা বাদ দিয়ে।"

"গ্লুসেস্টারশায়ার," অস্পষ্টভাবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো জুলিয়া।

"তোমার বাবা কি করেন?" শ্যানন আবার বললো। জুলিয়া কোনো জবাব দিলো না। শ্যাননও নাছোড়বান্দা, জুলিয়ার একগুচ্ছ মাথার চুল মুঠো ক'রে ধরে মৃদু টান দিলো। "কিছু বলছো না যে?"

"উফ্, ব্যথা পাচ্ছি। উনি শহরে আছেন। কেন?"

"শেয়ার-মার্কেটের দালাল নাকি?"

"না, বাবা কয়েকটা কোম্পানি চালান যা খনিজ সম্পদ উত্তোলনের কাজ করে। খনি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা চলে। আর আমার বিশেষত্বটা দেখতে চাও, তাহলে দেখো।"

আধ ঘণ্টা পরে জুলিয়া শ্যাননের বেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে একটু দূরে সরে গেলো।

"তোমার কি ভালো লেগেছে, ডার্লিং?"

"হ্যা।" শ্যানন নিঃশব্দে হাসলো, অন্ধকারেও তার কয়েকটি দাঁত দেখা গেলো। "আমি খুবই উপভোগ করেছি। এবার তোমার বাবার কথা কিছু বলো।"

"বাবা? তাঁর মতো বিরক্তির মানুষ দুনিয়ায় দুটো নেই। দিনরাত শুধু নিজের অফিস আর ব্যবসার মধ্যে ডুবে থাকেন।"

"কোনো কোনো শিল্পপতি আমাকে দারুণভাবে কৌতূহলী ক'রে তোলে। তাই আমাকে বলো তিনি কি পছন্দ করেন ..."

পরের দিন দুপুরে আদ্রিয়ান গুলের ফোন পেলেন স্যার ম্যানসন। খবর যা শুনলেন রীতিমতো আশঙ্কাজনক। গুল কানাঘুষায় জানতে পেরেছে রুশ কর্তৃপক্ষ জাঙ্গারোর স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে এক সমীক্ষক দল পাঠাবার আয়োজন করছে। অবশ্য সরকার ও ম্যানকনের পক্ষ থেকে যে এলাকায় সমীক্ষার কাজ চালানো হয়েছে, রুশ সরকারও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সেই একই অঞ্চল বেছে নিয়েছে কিনা এ বিষয়ে মি: গুল সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন। তা সত্ত্বেও খবরটা হয়তো স্যার জেমসের কাজে লাগতে পারে, তাই কথাটা কানে আসা মাত্র ফোনে সব জানিয়ে রাখলো সে।

মি গুল ফোন ছাড়বার পরেও ম্যানসন বেশ কিছুক্ষণ রিসিভার ধরে চুপচাপ ব'সে রইলেন। মাথার ওপর বজ্রপাত হলেও তিনি বোধহয় এতোটা বিচলিত হতেন না। ঘটনাটা কি সম্পূর্ণ কাকতালীয়, না কোনো গোপন ছিদ্রপথে ইতিমধ্যেই গুপ্ত

BanglaBook.org

তথ্য বাজারে ফাঁস হয়ে গেছে। তা না হলে পৃথিবীতে এতো জায়গা থাকতে ওরা দেখেশুনে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলকেই বা বেছে নিলো কেন? স্বাভাবিকভাবে এ ব্যাপারে ড. চামার্সের ওপরই সর্বপ্রথম সন্দেহ জাগে। ম্যানসন ভেবেছিলেন

কিছু ডলা-পাউন্ডের সাহায্যে এই দরিদ্র বৈজ্ঞানিকের মুখ বন্ধ করা যাবে। তিনি-ই কি কোনোভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন! সত্যিই যদি তাই হয় ... অবরুদ্ধ ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষলেন ম্যানসন। ভাবলেন সাইমন এনডিন বা অন্য কাউকে গোপনে ডেকে এনে এখনই শয়তানটার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তাতে এই পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। তাছাড়া ভদ্রলোকের এমন কিছু অকাট্য প্রমাণও তাঁর হাতে নেই।

ম্যানসনের একবার মনে হলো, এতো ঝঞ্ঝাট আর ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। এই সব অবাস্তব ধ্যান-ধারণা মাথা থেকে দূর ক'রে দেওয়াই মঙ্গল। কিন্তু এসব ঝামেলার পেছনে যে ধন-সম্পদ লুকানো আছে সেই অমোঘ সত্যটাও একেবারে বিস্মৃত হতে পারলেন না। তার মধ্যে একধরণের টানাপোড়েন চলতে লাগলো। এটা যেনো নিজের সঙ্গেই নিজের একটা যুদ্ধ।

সামনে টেবিলের ওপর উষ্ণ কফির পেয়ালা কখন যে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে সেদিকে তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই। এতোক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর তিনি নিজের মন স্থির করতে পেরেছেন। পূর্ব-পরিকল্পনা মতোই তিনি এগিয়ে যাবেন, এবং যতো শীঘ্র সম্ভব তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। শ্যানন অবশ্য একশো দিনের হিসেব দিয়েছে। পরিশেষে লিখেছে, এর সঙ্গে আরও দশ-পনেরো দিন সময় পাওয়া গেলে কাজটা ধীরেসুস্থে করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে সময় বাড়াবার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না, মনে মনে হিসেব করলেন ম্যানসন। এমন কি একশো দিনটাও এখন অনেক দীর্ঘ ব'লে মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে রুশ সরকার যদি এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়া শুরু ক'রে দেয় তবে নির্ধারিত একশো দিনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

রিসিভার তুলে সাইমন এনডিনকে ডায়াল করলেন ম্যানসন। ছুটির দিনে তিনি নিজেই যদি একটু বিশ্রামের সুযোগ না পান, তবে সাইমন এনডিনকে উত্যক্ত করতেই বা বাঁধা কিসের।

বসের আদেশে সোমবার সকালেই শ্যাননের হোটেলে ফোন করলো সাইমন এনডিন এবং বেলা দুটার দিকে সেন্ট জনস্ উড এলাকায় ছোট একটা ফ্ল্যাটে তাদের সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা হলো। এই ফ্ল্যাটটি সাইমন স্যার ম্যনসনের নির্দেশে এক মাসের জন্য ভাড়া নিয়েছে। যদিও ভাড়াটে হিসেবে নাম লেখা আছে ওয়াল্টার হ্যারিসের।

শ্যানন যখন নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে হাজির হলো তখন দুটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সাইমন এনডিন তার আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে শ্যাননের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

BanglaBook.org

"আমাদের প্রধান সভাপতি আপনার রিপোর্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কয়েকটা কথা বলতে চান।"

আড়াইটার সময় প্রধান সভাপতির ফোন এলো। প্রথমে সাইমন এনডিনই রিসিভ করলো ফোনটা, তারপর রিসিভারটা শ্যাননের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"আপনিই মিঃ শ্যানন?" ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তার মধ্যে কর্তৃত্বের সুরও মিশে আছে।

এ কণ্ঠস্বর যে কার হতে পারে, অনুমান ক'রে নিতে শ্যাননের তেমন অসুবিধা হলো না। তবে সে এমন ভাব দেখালো, যেনো কিছুই জানে না।

"হ্যা, স্যার, আমি শ্যানন কথা বলছি।"

"আপনার রির্পোটটা আমি পড়ে দেখলাম। পরিকল্পনাটা যথার্থই খুব সুন্দর হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। দেখলাম খরচের হিসেবের মধ্যে আপনি প্রোজেক্ট কমান্ডারের ফি-বাবদ দশ হাজর পাউন্ড ধার্য করেছেন?"

"হ্যা, স্যার। এর কমে কেউ এ কাজ করতে রাজি হবে ব'লে আমার অন্তত বিশ্বাস হয় না। অনেকে হয়তো বেশিও চাইতে পারে। আর সত্যিই কেউ যদি এর কমে রাজি হয়, তবে জানবেন তার হিসেবের মধ্যে কোথাও কোনো কারচুপি আছে। সোজা পথে না গিয়ে আপনাকে অন্যভাবে ঠাকাবার চেষ্টা করবে।"০০০০

ফোনের অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

'ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাবই আমরা মেনে নিলাম। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মিঃ হ্যারিসের নামে সুইস ব্যাঙ্কের কোন অ্যাকাউন্ঠে নগদ এক লক্ষ পাউণ্ড জমা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। সেখান থেকেই হ্যারিস আপনাকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগারে। যখন যেমন খরচ হবে আপনি হেিসেব করে ওর কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।...তাহলে আপনার সঙ্গে আমার এই কথাই পাকা হয়ে গেলো। এবারে দয় করে হ্যারিসকে একবার রিসিভারটা দিন।'

হ্যারিস ফোন ধরতেই স্রার জেমস তাকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি এখনই একবার আমার সঙ্গে দেখা করো, হ্যারিস।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পর্ব দুই

একশো দিন

অধ্যায় ৮

স্যার জেমস্ লাইন ছেড়ে দেবার পরও সাইমন এনডিন আর শ্যানন দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। ঘরের মধ্যে এক অস্বস্তিকর থমথমে নীরবতা নেমে এলো। অবশেষে শ্যাননই প্রথম সামলে নিলো নিজেকে।

"এখন থেকে আমাদের দু'জনকে যখন একই সঙ্গে কাজ করতে হবে," সাইমনের দিকে চোখ তুলে শ্যানন বললো, "এখন নিজেদের মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার থাকাই ভালো। এই ব্যাপারটা যে কতোটুকু গোপনীয় তা নিশ্চয়ই আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। সিআইএ, কেজিবি বা বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সবসময়ই আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর একটা কথাও যদি কোনোভাবে তাদের কানে গিয়ে পৌঁছয়..."

"আমাদের জন্য ভাবতে হবে না, আপনি শুধু আপনার নিজের দিকটা সামলে চলবেন। এছাড়াও আপনার আরও অনেক কাজ রয়েছে। সেগুলো প্রত্যেকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"তাহলে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। এখন প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে—টাকা! কাল সকালের ফ্লাইটেই ব্রাসেলস্ যাবো। বেলজিয়ামের কোনো ব্যাঙ্কে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা দরকার। কাল রাতেই আবার ফিরে আসবো। তারপর আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি আপনাকে ব্যাঙ্কের নাম এবং কি নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, সব জানিয়ে দেবো। যতো শীগগির সম্ভব আপনি ওই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে আরও দশ হাজার পাউন্ড জমা দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিভাবে টাকাটা খরচ হবে সে হিসাবও দাখিল করবো দু'চারদিনের মধ্যে। এইসব টাকার বেশির ভাগই যাবে আমার সহকারীদের বেতন বাবদ, আর কিছুটা হাতে জমা থাকবে। কখন কি জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয় বলা যায় না। তার জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত থাকা দরকার।"

"হ্যা," শ্যানন মাথা নেড়ে বললো। "এটা হচ্ছে দু'নাম্বার জরুরি প্রশ্ন। এখন থেকে আমার একটা স্থায়ী ঠিকানার প্রয়োজন, সেখানে টেলিফোন এবং

BanglaBook.org

লেটারবক্সেরও সুবিধা থাকা চাই। আচ্ছা, এই ফ্ল্যাটটাও তো মন্দ নয় দেখছি! এখানে কি কেউ আপনার খোঁজ করতে পারবে?"

সাইমন এনডিন আগে এভাবে ভেবে দেখে নি। সমস্যাটা নিয়ে সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো।

"এটা অবশ্য আমার নামে এক মাসের জন্য ভাড়া নেয়া হয়েছে। এক মাসের পুরো টাকাটাও অগ্রিম দেওয়া আছে।"

"তাহলে তা খুব ভালোই। আমাকে আর এ মাসের ভাড়া দিতে হবে না। ভাড়ার বইয়ে হ্যারিস নাম থাকলে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো? পরের মাস থেকে আমি-ই না হয় ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দেবো। ফ্ল্যাটের চাবিও নিশ্চয়ই আপনার কাছে রেখেছেন?"

"অবশ্যই," সাইমন এনডিন মাথা নেড়ে বললো।

"কতোগুলো চাবি আছে?"

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাইমন এনডিন একটা চাবির রিং বের ক'রে আনলো। চারটা চাবি গাঁথা আছে রিংয়ের মধ্যে। তার মধ্যে দুটো চাবি যে মেইন গেটের, সেটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। বাকি দুটো নিশ্চয়ই এই ঘরের চাবি-ই হবে। চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে শ্যানন আবার বলতে শুরু করলো, "এখন কথা হচ্ছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা। আপনি অবশ্য প্রয়োজনমতো ফোনেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। তবে কখন সাড়া পাবেন বা না পাবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। তাছাড়া আপনার নিজের ফোন নাম্বারও যে আপনি আমাকে জানতে দিতে রাজি হবেন না সেটা একরকম ধরেই নিয়েছি। এই ফ্ল্যাটের ঠিকানাতেও আপনি আমার চিঠি পাঠাতে পারেন, তবে আমার পক্ষ থেকেও একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা চাই। লন্ডনের কোনো দৈনিক পত্রিকার অফিসে আপনার নামে একটা পোস্টবক্স ভাড়া করা থাকবে। প্রত্যেক দিন সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা একবার ক'রে আপনি সেখানে খোঁজ নেবেন। কাজের তাগিদে দু'একদিনের জন্যে হঠাৎ যদি আমাকে কোথাও বাইরে যেতে হয়, তখন আমার ফোন নাম্বারটা জানিয়ে যাবো।"

"কাল বিকেলের মধ্যেই আমি পোস্টবক্স ভাড়া নেবার সব ব্যবস্থা করবো। আপনার আর কোনো কথা আছে?"

"হ্যা, আমি কিন্তু এখন থেকে কিথ ব্রাউন নামে পরিচিত হবো। আমাকে যখন ফোন করবেন, ওই নামেই ডাকবেন। আমি যখন আপনাকে কোনো কিছু লিখে জানাবো, তার নিচে এই নামেই দস্তখত করবো। তবে একটা কথা সবসময় মনে

BanglaBook.org

রাখবেন, আপনার ফোনের উত্তরে কখনো যদি আমার জবাব পান — আমি মিঃ ব্রাউন কথা বলছি, তখন বুঝবেন কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে। সেই মুহূর্তে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। আপনি তখন রং নাম্বারের অজুহাত দেখিয়ে লাইন কেটে দেবার চেষ্টা করবেন।"

সাইমন এনডিনকে বিদায় দিয়ে শ্যানন বিমানবন্দরে ফোন ক'রে আগামীকাল ব্রাসেলস্ যাতায়াতের একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্লেনের টিকেট বুক ক'রে রাখলো। তারপর ফোনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চারটা বার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। একটার ঠিকানা, পার্ল, কেপ প্রভিন্স, সাউথ আফ্রিকা। দু'নাম্বারে অস্টেন্ড, তিন নাম্বারে মার্সেই, শেষেরটার ঠিকানা মিউনিখ। প্রতিটির বক্তব্য কিন্তু একই : এই টেলিগ্রাম হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে ৫০৪ – ০০৪১ নম্বরে যে কোনো সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো, শ্যানন।

এদিককার কাজ শেষ ক'রে শ্যানন ট্যাক্সি নিয়ে লাইডন হোটেলে হাজির হলো। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে সবার আগে বাকি বিল মিটিয়ে দিলো হিসেব ক'রে। তারপর মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে। তার আসা এবং যাওয়া — দুটোই খুব অনাড়ম্বর, জাঁকজমকহীন।

সন্ধ্যা আটটার দিকে শ্যাননের নতুন ঠিকানায় সাইমনের ফোন এলো। ম্যানসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ যাবৎ সে যতোখানি এগোতে পেরেছে তারও ফিরিস্তি দিলো একটা। ঠিক হলো পরের দিন রাত দশটায় সে-ই আবার শ্যাননকে ফোন করবে।

বাকি সন্ধ্যাটা শ্যানন তার নুতন আস্তানার আশপাশের এলাকাটা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালো। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নেওয়াই তার আসল উদ্দেশ্য। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কয়েকটা ছোটোখাটো ছিমছাম রেস্তোরাঁও তার নজরে পড়লো। তারই একটায় ডিনার ক'রে শ্যানন যখন তার বর্তমান ফ্ল্যাটে ফিরে এলো ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে পনেরো।

পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়বার আগে নিজের সঞ্চিত তহবিলটাও গুনে দেখলো শ্যানন। হাতে আর নগদ চারশো পাউন্ড অবশিষ্ট আছে। আগামী কালের বিমান ভাড়া আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্যে তার মধ্যে থেকে তিনশো পাউন্ড সরিয়ে রেখে দিলো আলাদা ক'রে, ওয়ারড্রোব খুলে ঝোলানো প্যান্ট-শার্টগুলোর দিকেও নজর বুলিয়ে নিলো একবার। আপাতত এ ব্যাপারে তার কোনো সমস্যা নেই। এসবই সম্প্রতি লন্ডন থেকে কেনা।

BanglaBook.org

লন্ডনের ধূসর বুকের ওপর যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে কিন্তু কেপ প্রভিন্সের গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা তখন উষ্ণ আর রৌদ্রোজ্জ্বল। জানি দুপ্রি অল্পমূল্যে কেনা নিজের সেকেন্ডহ্যান্ড শেভ্রোলে গাড়িটা ড্রাইভ ক'রে সমুদ্রের তীর থেকে শহরের দিকেই ফিরছে। ছেলেবেলার দিনগুলো তার এখানেই কেটেছে। কোনো দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির শেষে তাই সে আবার এই পরিচিত পার্ল উপত্যকাতেই ফিরে আসে। এখানকার ধূলোমাটি গায়ে মেখে তবেই শান্ত হয় তার প্রাণ।

চার সপ্তাহ আগে প্যারিস থেকে সোজা নিজের ঘরেই ফিরে এসেছে জানি। পুরনো সব বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে হৈ চৈ আর ফূর্তি ক'রে দিনগুলো খুব একটা খারাপ কাটছিলো না। কিন্তু তার রক্তের মধ্যে সেই পুরনো রোগটা কিছুতেই সারার নয়। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার কেমন একঘেঁয়ে লাগতে শুরু করে জীবনটা। আশেপাশের সবকিছু বিবর্ণ, প্রাণহীন ব'লে মনে হয়। দিনগুলোও কতো মন্থর আর কী ভীষণ ক্লান্তিকর! এই নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ছটফটিয়ে মরে। প্রতিবারের মতো এবারও বুকের মধ্যে এই রোগটা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো। তবে সে তখনও জানতে পারে নি আগামী সকালেই দেবদূতের মতো পিয়ন এসে তার কাছে শ্যাননের বার্তা পৌছে দেবে।

প্যারিস থেকে ফিরে অস্টেন্ডের গণিকা পল্লীতেই আশ্রয় নিয়েছিলো মার্ক ভ্লামিঙ্ক। তার এবারকার সঙ্গিনীর নাম অ্যানা। একটা সস্তা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে দু'জনে মিলে সংসার পেতেছিলো সেখানে। অ্যানা বাসার সামনেই নিম্ন শ্রেণীর এক পানশালার পরিচারিকার চাকরি করে। প্রথম দু'চারদিন মার্কের পুরনো বন্ধুরা খুব খাতির যত্ন করেছিলো তাকে। এমন কি কাগজের রিপোর্টাররাও তার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলো। মার্ক অবশ্য রিপোর্টারদের সম্পর্কে সবসময়ই যথেষ্ট সচেতন। বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে উঠবে। তখন আরও নানা রকমের প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে তাকে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পাড়াও বিচিত্র নয়। তাই অযথা ঝামেলা বাড়ানোর চেয়ে নীরবতাই অনেক বেশি শ্রেয়। আর মার্ক মুখ না খুললে স্থানীয় কর্তৃপক্ষও যে তাকে ঘাঁটাতে চাইবে না, সেটা সে জানে।

দিন কয়েক আগে এক বিদেশী নাবিক তার নিস্তরঙ্গ জীবনে কিছুটা উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছিলো। নাচের আসরে অ্যানাকে জাপটে ধরে চুমু খেতে উদ্যত

BanglaBook.org

হয়েছিলো আহাম্মকটা। অ্যানা যে এখন আর বাজারের মেয়েছেলে নয়, মার্কের ঘরণী — সে কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি। তার ফলে মার্কের একটিমাত্র ঘুষি সোজাসুজি তার নাকের ওপর এসে পড়লো, এবং সেই একটি ঘুষিতেই কাহিল হয়ে পড়লো বেচারী নাবিক। কিন্তু এভাবে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আর ক'দিন বা বেঁচে থাকা যায়! আয়-রোজগারের ধান্দা না দেখলে অ্যানার চোখের স্বাপ্নের রঙও কি ছুটে যাবে না? ঠিক এই সব চিন্তা-ভাবনার মাঝখানেই শ্যাননের টেলিগ্রামটা এসে পৌছালো।

মার্সেই'তে কতো বিভিন্ন জাতি যে বাস করে, আর কতো বিচিত্র তাদের মুখের ভাষা, তার সঠিক হিসাব মেলা ভার। জাহাজঘাটা থেকে শুরু ক'রে পথে ঘাটে পার্কে রেস্তোরাঁয় সবখানেই বহিরাগতদের ছড়াছড়ি। জ্যঁ-ব্যাপটিস্ট ল্যাঙ্গারত্তি যে পানশালার এক কোণে একা বিয়ারের বোতল নিয়ে বসেছিলো, সেখানেও বিভিন্ন জাতের নরনারীর বিচিত্র সমাবেশ। তবে দুপ্রি বা মার্কের মতো ল্যাঙ্গারত্তি তার বর্তমান জীবনযাত্রার ওপর খুব বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে নি। তার পেছনে কারণ ছিলো অনেক। আগের দু'জনের মতো ল্যাঙ্গারত্তি এখন আর বেকার নয়। প্যারিস্ থেকে ফিরেই দেখেশুনে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে সে। তার ফলে তার সঞ্চিত তহবিলে হাত দেবার দরকার পড়ে নি, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজকর্ম থেকে অবসর নেবার পর কালভিতে একটা ছোটোখাটো রেস্তোরাঁর মালিক হবার বাসনা তার বহুদিনের। সেই উদ্দেশ্যেই এতো বছর ধরে টাকা জমাচ্ছে তিল তিল ক'রে।

লোলা নামে একটা যুবতী মেয়েও সম্প্রতি তার কপালে এসে জুটেছে। একটা নাইট ক্লাবে সারা রাত নাচে সে। মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড ল্যাঙ্গারত্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটা ডাকাতির মালবায় ফেঁসে গিয়ে দু'বছরের সাজা হয়ে গেছে তার। জেলে যাবার আগে তার প্রাণের লোলাকে দেখাশোনা করবার জন্য ল্যাঙ্গারত্তিকেই বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে গেছে বন্ধুটি। ল্যাঙ্গারত্তিও সে অনুরোধের মর্যাদা রাখতে কোনো কার্পণ্য করে নি। তাছাড়া বয়ফ্রেন্ডের এই বন্ধুটিকে লোলারও খুব মনে ধরে গেছে। লোলার একান্ত অনুযোগ, একলা ঘরে তার বয়ফ্রেন্ড যেভাবে তার দেহের ওপর প্রবল অত্যাচার চালাতো, খর্বাকৃতি ল্যাঙ্গারত্তি সে ব্যাপারে ততোখানি দক্ষ নয়। অবশ্য ল্যাঙ্গারত্তির তত্ত্বাবধানে থাকার ফলে আর কেউই লোলার দিকে প্রলুব্ধ হবার সাহস পায় নি। কারণ স্থানীয় সবার কাছেই ল্যাঙ্গারত্তি একটু আধটু পরিচিত।

BanglaBook.org

ফ্রান্সে পৌঁছাবার পর ল্যাঙ্গারত্তি চার্লস রুইয়ের সঙ্গেও কয়েক বার যোগাযোগ করেছিলো। রুই তাকে অনেক বড় বড় আশার বাণী শোনালেও আসল কাজের ব্যাপারে কিছু ক'রে উঠতে পারে নি। অবশেষে শ্যাননের কাছ থেকেই প্রথম বড় একটি কাজের প্রস্তাব এলো।

মার্ক ভ্লামিঙ্কের অস্টেন্ডের চেয়ে মিউনিখ আরও বেশি ঠাণ্ডা। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পুরু চামড়ার কোটেও তাই কার্ট সেমলারের শীত হার মান ছিলো না। জীবনের অনেকগুলো দীর্ঘ বছর দূরপ্রাচ্য, আলজিরিয়া আর আফ্রিকার পাহাড়ে-জঙ্গলে কাটিয়ে এসে এই মুহূর্তে মিউনিখ শহরটা একেবারে অসহায় বোধ হচ্ছিলো সেমলারের কাছে। বহু বছর আগে একবার মিউনিখ সে ছেড়ে গিয়েছিলো, আজকের মিউনিখের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল ফারাক। এখনকার ছেলেদের মাথার চুল দীর্ঘ। আচার-আচরণ উদ্ধত, অমার্জিত। কাঁধের ওপর বড় বড় পোস্টার নিয়ে পথে ঘুরে বেড়ায়। তাদের গলা ফাঁটানো শ্লোগানের ঠেলায় দেশবাসী অতিষ্ঠ, আর বিরক্ত। এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সঙ্গে সেমলার কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। সেই কারণেই সকাল সন্ধ্যা প্রতি দিন দু'বেলা স্থানীয় ডাকঘরে গিয়ে খোঁজখবর নেয়, তার নামে কোনো চিঠিপত্র এলো কিনা। আজ সন্ধ্যাবেলা এই ক্ষীণ আশা বুকে নিয়েই কনকনে হিমেল হাওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে স্থানীয় পোস্ট অফিসের দিকে পা বাড়িয়েছিলো সেমলার। তাকে অবশ্যই হতাশ হয়ে ফিরতে হবে আজ, কিন্তু আগামী কালটি হবে স্বতন্ত্র। কেননা শ্যাননের টেলিগ্রাম ইতিমধ্যেই আকাশপথে রওনা হয়ে গেছে।

মধ্যরাতে মার্ক ভ্লামিঙ্ক অস্টেন্ড থেকে ফোন করলো। বেলজিয়ান টেলিগ্রাম সার্ভিসটি খুবই চমৎকার, তারা রাত দশটা পর্যন্ত টেলিগ্রাম ডেলিভার দিয়ে থাকে। শ্যানন তাকে ব্রাসেলস্ ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে একটা গাড়ি নিয়ে দেখা করতে বললো আগামীকাল সকালেই। সে তাকে তার ফ্লাইট নাম্বারটাও দিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় মক্কেলদের এমন অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় যা বহুল প্রচারিত সুইস ব্যাঙ্কেও পাওয়া যায় না। এখানে মক্কেলদের অ্যাকাউন্টে যাবতীয় নথিপত্র গোপন রাখা হয় তো বটেই, তার উপর ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই যে কোনো পরিমাণ অর্থ সরকারের সম্পূর্ণ অগোচরে দেশের বাইরে পাঠানো যায় বা

বিদেশ থেকে নিয়ে আসা যায়। এমন সুযোগ পৃথিবীর আর কোনো ব্যাঙ্কেই পাওয়া যায় না। এই কারণেই সুইজারল্যান্ডের চেয়ে বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক-ব্যবসা দিন দিন আরও বেশি ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

ব্রাসেল্‌সের বিমানবন্দরেই মার্কের সঙ্গে দেখা হলো শ্যাননের। শ্যাননের নির্দেশে আগে থেকে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলো মার্ক। ট্যাক্সি ধরে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে যাবার পথে সাবধানে কাজের কথা শুরু করলো। তবে আপাতত বিশেষ কিছু ভেবে বললো না। শুধু জানালো, তার হাতে এমন একটা কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে যাতে চারজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকারীর প্রয়োজন। মার্কের যদি আপত্তি না থাকে তবে তাকেও এই দলে যুক্ত করা যেতে পারে।

মার্কের পক্ষ থেকে আপত্তির বিন্দুমাত্র কোনো কারণ ছিলো না। শ্যানন অবশ্য বুঝিয়ে বললো, দলীয় স্বার্থেই মূল পরিকল্পনার কথা সবার কাছে গোপন রাখা হবে। এই প্রস্তাবে সে যদি সম্মত হয় তাহলে এখন থেকে আগামী তিন মাসের জন্য শ্যানন তার সঙ্গে একটা চুক্তি করবে। এই চুক্তি অনুযায়ী হোটেল খরচ ছাড়াও বেতন পাবে মাসে সাড়ে বারোশো ডলার। আর এই কাজের জন্য তৃতীয় মাসের আগে ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতিরও কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই ইউরোপেই তাকে কয়েকটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হবে। সত্যি বলতে কী, এই জাতীয় কোনো চুক্তির মধ্যে এগুলোও অন্তর্ভূক্ত।

শ্যাননের কথায় মুখ টিপে মৃদু হাসলো মার্ক। "ব্যাপারটা কি? ব্যাঙ্ক-ডাকাতির কোনো পরিকল্পনা করছো না তো? যদি তাইন হয়, তাহলে কিন্তু এতো সামন্য টাকা দিলে হবে না।"

"না, না, তেমন কিছু আমি তোমাকে বলছি না," মাথা নেড়ে ভরসা দিলো শ্যানন। "একটা বোটে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বোঝাই ক'রে আমরা গোপনে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবো। আমাদের এই পরিকল্পনা সফল হলে, ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ আরও দীর্ঘ হতে পারে। তার সঙ্গে মোটা অঙ্কের বোনাস তো আছেই।"

"আর বেশি লোভ দেখাবার দরকার নেই, তোমার প্রস্তাবেই আমি রাজি।" মার্কের চোখে মুখে স্বতঃস্ফুর্ত খুশির উচ্ছ্বাস।

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ ক'রে মার্ককে নিয়েই একসঙ্গে লাঞ্চ করলো শ্যানন। ফেরার পথে নগদ আরও পঞ্চাশ ডলার গুনে দিলো বন্ধুর হাতে। মার্ক যাতে আগামীকাল সন্ধ্যা ছ'টায় লন্ডনে শ্যননের বর্তমান আস্তানায় হাজির হতে পারে, তার জন্যই এই আগাম খরচের টাকা। শ্যানন অবশ্যই সেদিন বিকেলের ফ্লাইটেই আবার লন্ডনে ফিরে এলো। কারণ সাইমনের সঙ্গে সেই রকমই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।

BanglaBook.org

রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে শ্যাননের ঘরে ফোনটা পুণরায় বেজে উঠলো। এই কিছুক্ষণ আগেও হ্যারিস ওরফে সাইমনের সঙ্গে দীর্ঘ আলা-আলোচনার পর সবেমাত্র রিসিভার নামিয়ে রেখেছে সে। এবার মিউনিখ থেকে সরাসরি ট্রাঙ্ক করেছে সেমলার। শ্যানন তাকে সংক্ষেপে কাজের কথাটা গুছিয়ে বললো। তবে এ কথাও জানিয়ে দিলো যে তার পক্ষে আপাতত মিউনিখ যাওয়া সম্ভব নয়। সেমলারকেই কষ্ট ক'রে লন্ডনে এসে শ্যাননের সঙ্গে দেখা করতে হবে, এবং সেমলার যদি শেষ পর্যন্ত শ্যাননের প্রস্তাবে রাজি না হয় তাহলেও শ্যানন তাকে যাতায়াতের বিমান ভাড়া নগদ মূল্যে মিটিয়ে দেবে। সানন্দে শ্যাননের প্রস্তাবে সায় দিয়ে ফোন রেখে দিলো সেমলার।

এরপর মার্সেই থেকে ল্যাঙ্গারত্তি ফোন করলো। সে জানালো ছ'টার মধ্যে সে লন্ডনে এসে পৌছাবে এবং তার সঙ্গে দেখা করবে।

একেবারে শেষে, মধ্যরাতের আধঘণ্টা পরে জানি দুপ্‌রির ফোন এলো। তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে আটহাজার মাইল উড়ে আসতে প্রস্তুত, যদিও আগামী শুক্রবার সন্ধ্যার আগে তার পক্ষে শ্যাননের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না।

জানি লাইন ছেড়ে দেবার পর আরও ঘণ্টাখানেক টেবিলে-ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়াশুনা করলো বিছানার ওপর। নির্ধারিত সময়-সূচীর প্রথম দিন শেষ হলো।

সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি সারগেঁই গোলনের মেজাজটা সেদিন বেশ ভালো ছিলো না। সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে খবর পেলেন তাঁর একমাত্র ছেলে এবারের সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেছে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে একটু অশান্তি আর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিলো। সম্প্রতি আবার তাঁর পাকস্থলীটাও একটু উপদ্রব শুরু ক'রে দিয়েছে, সবসময়ই কেমন একটা মোচড়ানো ব্যথার ভাব। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো তাঁর অধস্তন সেক্রেটারিও অসুস্থতার দোহাই দিয়ে দু'চারদিন যাবৎ ছুটি নিয়ে ব'সে আছে। তার ফলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই ক্ষুদ্র বিভাগটির যাবতীয় দায় দায়িত্ব এখন তাঁর ঘাড়ে এসেই পড়েছে।

মস্কোর প্রাণকেন্দ্রে, নয় তলায় নিজের অফিসে ব'সে মনে মনে নিজের দূর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করছিলেন গোলন। অ্যাসিডিটির জন্যে একটা ট্যাবলেট তাঁর মুখের ভেতর নড়াচড়া করছে। সামনের টেবিলের ওপর একগাদা চিঠিপত্রের স্তূপ। এর মধ্যে তৃতীয় চিঠিটার বিষয়বস্তু তাঁর জানা। খাম না খুলে শুধুমাত্র

BanglaBook.org

দপ্তরের শীলমোহর দেখেই তিনি অনেক মর্মার্থটা বুঝে নিতে পারেন। খামটা খোলার পর সেই একই সত্য নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হলো। আসলে কাজের কিছু না থাকলেই মাথার মধ্যে নানারকম অলীক ভাবনাচিন্তার উদয় হয়। তা না হলে জাঙ্গরো নামের কোনো এক দেশে টিন পাওয়া যাবে কিনা, সে ব্যাপারে মিঃ দ্রভস্কি-ই বা এতো মেতে উঠবেন কেন? তার ফলে গোলনের ঝামেলাও কম নয়। তাঁকেই জাঙ্গারোয় এক ভূতাত্ত্বিক দল পাঠাবার উদ্যোগ করতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেই মর্মেই নির্দেশ এসেছে। অথচ একটা বিষয় কেউই ভেবে দেখলো না, জাঙ্গারোয় যদি টিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তাতেই বা তাদের কি আসে যায়। রাশিয়ায় তো টিনের কোনো অভাব নেই, এবং অদুর ভবিষ্যতেও এর কোনো ঘাটতিও দেখা দেবে না। তবে কেন অনর্থক রুবলের অপচয় ক'রে এই ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে? তার চেয়ে গায়ানা ও তার আশেপাশে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কিত এই চার নম্বরের চিঠিটা বরং অনেক বেশি জরুরি।

তা সত্ত্বেও তাঁকে যখন ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে তখন তিনি সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য। তবে তাঁর সহকারী সুস্থ হয়ে কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত ব্যাপারটা তুলে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

• • •

ক্যাট শ্যাননের দিনটা খুব ঝামেলাহীনই গেলো। সকালের দিকে ওয়েস্ট-এন্ড অঞ্চলের ব্যাঙ্ক থেকে তার সাম্প্রতিক জমা দেওয়া হাজার পাউন্ডের প্রায় সবটাই একসঙ্গে তুলে নিলো। বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত এর সাহায্যেই কাজ চালাতে হবে। তারপর রাস্তায় নেমে পাবলিক ফোন বুথ থেকে সাংবাদিক বন্ধুকে ফোন করলো সে।

"আমি ভাবলাম তুমি শহর ছেড়ে চলে গেছো," শ্যাননের সাড়া পেয়ে জবাব দিলো সাংবাদিক।

"আরে শহর ছেড়ে যাবো কেন?"

"না, মানে জুলিয়া তোমার খোঁজ করছিলো। তুমি নাকি ওর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছো, ক্যারি বললো, জুলিয়া তোমার হোটেলেও ফোন ক'রে খোঁজখবর নিয়েছে। তারা জানিয়েছে, তুমি হোটেল ছেড়ে চলে গেছো, কোনো ঠিকানা দিয়ে যাও নি।"

শ্যানন আবার ফোন করবার প্রতিশ্রুতি দিলো, তবে নিজের ঠিকানা জানালো না। শেষে বিনীত কণ্ঠে নিজের বর্তমান প্রয়োজনের কথাটা উত্থাপন করলো।

BanglaBook.org

কোনো একজন ব্যক্তির সঙ্গে শ্যানন একবার দেখা করতে চায়। সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি সাংবাদিক বন্ধুর পরিচিত। তাই বন্ধু হয়তো এই ব্যাপারে তাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারে। সে অবশ্য ভদ্রলোককে বিন্দুমাত্র বিরক্ত করবে না, ঘণ্টাখানেক কথা বলবার সুযোগ পেলেই যথেষ্ট।

"আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না," ফোন ছাড়ার আগে ভরসা দিলো সাংবাদিক বন্ধুটি।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সাইমন এনডিন রিং করলো। শ্যানন তাকে এ পর্যন্ত অগ্রগতির খবর সংক্ষেপে খুলে বললো, শুধু সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে ফোনের কথাটুকু বাদ দিয়ে।

এ ক'দিন মার্টিন থর্পেরও একদণ্ড বিশ্রাম ছিলো না। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সংগ্রহ করা খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। টানা পাঁচদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, তবেই একটা মনের মতো তালিকা তৈরি করতে পেরেছে। মোট পাঁচটা কোম্পানির নাম আছে তার তালিকায়। প্রথম দিকে যে নামটা স্থান পেয়েছে, গতকালই সেই কোম্পানিটার অস্তিত্বের কথা সে প্রথম জানতে পারে।

বিকেলের আগেই মার্টিন থর্প রিপোর্টটা প্রস্তত ক'রে ফেললো, কিন্তু বসের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলো না। স্যার জেমস্ জরুরি প্রয়োজনে জুরিখ গেছেন, তখনও এসে পৌঁছান নি। কখন পৌঁছাবেন, সে ব্যাপারেও কাউকে কিছু জানিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। মার্টিনও আর বেশিক্ষণ বসের জন্য অপেক্ষা করলো না। একটানা পাঁচদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এখন তারও একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। স্যার জেমস্‌কে রিপোর্টটা কালকে দিলেও চলবে। তার ওপর সবকিছুর তো এখানেই শেষ নয়। কেন এই কোম্পানিগুলো এখন এমন পড়তি অবস্থা, সে সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্ব তো তার ঘাড়েই এসে পড়বে। এবং কাল থেকেই শুরু করতে হবে সেই কাজটি। সন্ধ্যার আগেই হ্যাম্পস্টিড গার্ডেনে এসে নিজের লনের ঘাস কাটতে কাটলো মার্টিন থর্প।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

লন্ডনের বিমানবন্দরে সর্বপ্রথম অবতরণ করলো কার্ট সেমলার। সরাসরি মিউনিখ থেকে উড়ে এসেছে সে। কাস্টম অফিসের ঝুটঝামেলা মিটে যাবার পর এয়ারপোর্ট থেকেই ফোন করলো শ্যাননকে, কিন্তু শ্যাননের সাড়া পাওয়া গেলো না। সে অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই লন্ডনে এসে পৌঁছেছে। হাতে যখন সময় আছে তখন গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হয় না। ছোটো হালকা সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে ওখানকার একটা বারের দিকে এগিয়ে গেলো সেমলার।

মার্ক ভ্লামিঙ্ক প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই শ্যাননের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে শ্যানন তাকে একটা হোটেলের ঠিকানা দিলো। হোটেলটা শ্যাননের বর্তমান ঠিকানার খুব কাছেই। মার্ক যখন হোটেলে এসে পৌঁছালো তখন বিকেল পাঁচটা। তার দশ মিনিট বাদে সেমলারের আর্বির্ভাব ঘটলো। সবশেষে, প্রায় ছ'টার দিকে হাজির হলো ল্যাঙ্গারত্তি। দীর্ঘদিন বাদে আবার এই পুণর্মিলনে তিনজনেই রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অবশ্য এর পেছনে অন্য কারণও ছিলো। তারা এখানে প্রত্যেকেই যে নিমন্ত্রিত অতিথি, সে কথা বুঝিয়ে বলবার দরকার পড়ে না। শ্যাননই নিজের খরচে তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, একেবারে যাতায়াতের বিমান ভাড়া সহ। এর সহজ সরল অর্থ হচ্ছে, ইদানীং শ্যানন বেশ কিছু কাঁচা পয়সা কামিয়ে নিতে পেরেছে। তাহলে সে নিশ্চয় বড় কোনো কাজ পেয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই ডেকে পাঠিয়েছে তাদেরকে।

সন্ধ্যা সাতটায় শ্যানন তাদের সবাইকে ফোনে ডেকে নির্দেশ দিলো, আধঘণ্টার মধ্যেই তারা যেনো রেডি হয়ে শ্যাননের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়।

রীতিমতো খাতির করেই শ্যানন আহ্বান জানালো সবাইক। সেমলার ও ল্যাঙ্গারত্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন বাদে এই আবার প্রথম দেখা। যদিও মার্কের সঙ্গে তার ব্রাসেল্সেই দেখা হয়েছে কয়েক দিন আগে। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর শ্যানন বলতে শুরু করলো।

"শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই আমাদের নিজের হাতে সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আফ্রিকার উপকূলবর্তী কোনো এক অখ্যাত শহর। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা সেই শহরের এক প্রাসাদে অতর্কিতে হানা দেবো। প্রাসাদের কেউই যাতে প্রাণ নিয়ে না পালাতে পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দ্রুত কাজ শেষ ক'রে ভোর হবার আগেই আবার সদলবলে সরে পড়বো সেখান থেকে। মূল অভিযানটা যদিও মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, তবে তার প্রস্তুতির জন্যে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এখন বলো, তোমরা এই অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে রাজি আছো কিনা?"

শ্যানন যা আশা করেছিলো, বাস্তবেও তাই ঘটলো। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো তিন জোড়া চোখ। পলকের জন্য নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময়ও ক'রে নিলো তিন জনে। তারপর একসঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো—তারা রাজি।

আরও আধঘণ্টা ধরে পরিকল্পনার খসড়াটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বললো শ্যানন। কোন্ পথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে মোটামুটি তারও একটা ধারণা দিলো নক্‌শা এঁকে। তবে এক বারের জন্যেও জাঙ্গারোর নাম উল্লেখ করলো না। আর শ্যানন যে তা করবে না, তার সঙ্গীরাও তা জা জানে। কেননা এটা শুধু বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, এর মধ্যে প্রত্যেকের নিরাপত্তার প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িত। এবং দলের নিরাপত্তার স্বার্থেই দলনেতা শ্যানন তার মুখ বন্ধ রাখবে, এটাই চিরাচরিত রীতি।

"তাহলে মূল দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় তোমাদের আর কিছু জানার নেই? এখন প্রথম কথা হচ্ছে – টাকা। সে ব্যাপারেও আমি কোনোরকম কার্পণ্য করবো না। আগামীকাল থেকে তোমরা প্রত্যেকেই মাসে সাড়ে বারোশো ডলার হিসেবে বেতন পাবে, সেই সঙ্গে প্রতিদিনের হোটেল খরচ। কাজের প্রয়োজনে ইউরোপের কয়েক জায়গায় তোমাদের হয়তো যেতে হতে পারে, তার জন্যে যাতায়াত খরচও আগাম দিয়ে দেওয়া হবে। বাজেটে কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। প্রস্তুতি পর্বের শুধুমাত্র দু জায়গায় আমরা পুরোপুরি আইনসঙ্গতভাবে অগ্রসর হতে পারবো না। প্রথম হচ্ছে, সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে চোরাপথে বেলজিয়ামের সীমানা পেরিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করা; আর দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ ইউরোপের কোনো বন্দরে অপেক্ষারত একটা বোটের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে কয়েকটা ভারী কাঠের বাক্স বয়ে আনা। আমাদের প্রত্যেককেই এই সব দায়িত্ব ভাগ ক'রে নিতে হবে, মূল চুক্তির এটাও একটা অঙ্গ। এই পরিকল্পনা যদি সফল হয় তবে তিন মাসের বেতন ছাড়াও পাঁচ হাজার ডলার হিসেবে বোনাস পাবে প্রত্যেকে।"

BanglaBook.org

"আমার অভিমত তো আমি আগেই জনিয়ে দিয়েছি," মার্ক ভ্লামিঙ্ক সোফার ওপর নড়েচড়ে বসে বললো, "যে কোনো প্রস্তাবেই আমি রাজি ।"

"এটা ফরাসি সরকারের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয় তো?" সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করলো ল্যাঙ্গারত্তি । "তেমন কোনো ব্যাপারে আমি কিন্তু নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে আগ্রহী নই ।"

"না, না," হাত নেড়ে ল্যাঙ্গারত্তিকে থামিয়ে দিলো শ্যানন, "ফরাসি গভর্মেন্টের স্বার্থের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই । সে বিষয়ে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি ।" `

"আর আমাদের জীবন-বীমার কি ব্যবস্থা হবে?" সেমলার জানতে চাইলো । "আমার অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না, কারণ আমার আপন বলতে কেউ নেই । কিন্তু মার্কের ক্ষেত্র ..."

শ্যানন গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো । "আমার ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি নেই । সবদিকেই আমি সজাগ দৃষ্টি রেখেছি । দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে যদি কারোর মৃত্যু হয়, তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তার নিকট-আত্মীয়েরা পাবে বিশ হাজার ডলার । ইন্সিুরেন্স প্রিমিয়ামের যাবতীয় খরচ আমিই বহন করবো, তোমাদের শুধু উদ্যোগী হয়ে এই ব্যাপারে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে হবে ।"

এরপর আর কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না । তার প্রকাশও দেখা গেলো না তাদের কারোর মধ্যে । শ্যানন এবার প্রত্যেককে ডেকে তাদের নিজের দায়িত্বটুকু বুঝিয়ে দিলো নিখুঁতভাবে ।

"সেমলার, আগামী শুক্রবার তুমি আগাম এক মাসের বেতন আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ আরও হাজার পাউন্ড একসঙ্গে পেয়ে যাবে । তোমার প্রধান কাজ হবে, একটা উপযুক্ত বোটের খোঁজ করা । বেশি বড় নয়, এই ধরো একশো থেকে দুশো টনের মধ্যে । তবে তার রেকর্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই, এবং যন্ত্রপাতিগুলোও বেশ ভালো অবস্থায় থাকতে হবে । আমি গতি চাই না, চাই নির্ভরযোগ্যতা । দামটা পঁচিশ হাজার পাউন্ডের মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয় । বোটটার প্রয়োজন হবে আজ থেকে ঠিক মাস দুয়েক পরে । আশা করি আমার কথা নিশ্চয় তোমার মাথায় ঢুকেছে ।"

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কয়েক বার মাথা নাড়লো সেমলার । ইতিমধ্যেই সে এই নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা ভাবনা শুরু ক'রে দিয়েছে ।

"ল্যাঙ্গারত্তি, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে কোন্ শহরটা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত?"

BanglaBook.org

"মার্সেই," শ্যাননের প্রশ্নের জবাব দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগালো না ল্যাঙ্গারত্তির।

"ভালো। এই শুক্রবারে তোমাকেও বেতননের সঙ্গে আগাম পাঁচশো পাউন্ড দিয়ে দেবো। তুমি আপাতত মার্সেই'র কোনো হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নাও। ওখান থেকেই তিনটি হালকা মোটরবোটের খোঁজ করবে। স্পোর্টস বা প্রমোদ উপকরণ হিসেবেই এই ধরনের বোট ব্যবহার করা হয়। তবে আকারে একটু বড় হওয়া প্রয়োজন। রঙটা হবে কালো। প্রত্যেকের সঙ্গেই একটা ক'রে ব্যাটারি চালিত ইঞ্জিনও থাকা চাই। ষাট হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন হলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। কিন্তু একজন বিক্রেতার কাছ থেকে কখনও তিনটি বোট একসঙ্গে কিনবে না। যদি কেউ উদ্দেশ্যের কথা জানতে চায়, বলবে মরক্কোয় ওয়াটার স্পোর্ট-এর প্রয়োজনেই কোনো এক ক্লাবের পক্ষ থেকে এই বোটের অর্ডার পাঠানো হয়েছে।

"প্রথমে মার্সেই-এর কোনো ব্যাঙ্কে তুমি তোমার পছন্দমতো নামে একটা অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করবে। তারপর অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমাকে লিখে পাঠালেই আমি প্রয়োজন মতো টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে রাখবো। আশা করি তোমার আর কোনো বক্তব্য নেই?"

নীরবে ঘাড় নাড়লো ল্যাঙ্গারত্তি। শ্যানন এবার মার্কের দিকে চোখ তুলে তাকালো। "মার্ক, কথা প্রসঙ্গে তুমি একবার আমাকে বলেছিলে, তোমার পরিচিত এক বেলজিয়ান ভদ্রলোকের কাছে হাজার খানেক সেমিজার সাবমেশিন পিস্তল ছিলো, এবং এখনও তার বেশ কিছু অবশিষ্ট আছে। বেতনের চেকের সঙ্গে আরও পাঁচশো পাউন্ড হাতে নিয়ে তুমি শুক্রবারের মধ্যেই অস্টেন্ডে ফিরে যাও। যেভাবেই হোক সেই লোকটাকে তোমায় খুঁজে বের করতে হবে। যদি এখনও সেগুলো নতুন অবস্থায় থাকে তবে আমি তার মধ্যে একশোটা পিস্তল কিনে নিতে চাই। এবং প্রত্যেকটার জন্য একশো ডলার হিসেবে দাম দিতেও প্রস্তুত। ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাথমিক কর্থাবার্তা বলার পর তুমি আমাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবে। তারপর আমি নিজে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।"

সাড়ে ন'টার মধ্যেই শ্যানন প্রত্যেককে তাদের পৃথক পৃথক দায়িত্ব সম্পর্কে যা বলার বলে দিলো। সবাই মন দিয়ে শ্যাননের কথা শুনছিলো, তাই নিজের কজটুকু বুঝে নিতে তাদের কোনো অসুবিধা হলো না।

"এবারে চলো, কোনো দামি রেস্তোরাঁয় ঢুকে সন্ধ্যার খাওয়াদাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক।" সবশেষে পুরনো বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব দিলো শ্যানন। সানন্দেই সে প্রস্তাবে সমর্থন জানালো সবাই। কেননা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে প্রত্যেকেরই বেশ ক্ষিদে পেয়েছে।

BanglaBook.org

শ্যানন তাদের সঙ্গে নিয়ে *পাপ্রিকায়* হাজির হলো। শহরের সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে ছিমছাম সাজানো-গোছানো রেস্তোরাঁ এই *পাপ্রিকা*। এখানকার পরিবেশ মার্জিত, রুচিসম্মত। হৈচৈ চেঁচামেটি স্বভাবতই বেশ কম। কিন্তু আজ শ্যানন আর তার সঙ্গীদের আচার-আচরণে সংযমের কোনো লাগাম ছিলো না। তাদের টেবিল থেকেই মাঝেমধ্যে প্রাণখোলা হাসির রোল বাকি সবাইকে চমকে দিচ্ছিলো। কিন্তু তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের পেছনে কোন্ গূঢ় কারণ নিহিত আছে, তার কোনো হদিসই কেউ উদ্ধার করতে পারলো না। আর সেটা জনারও তো সম্ভবত ছিলো না কারোর পক্ষে।

চ্যানেলের ওপারে আর একজনও তখন একাগ্রচিত্তে শ্যাননের কথাই চিন্তা করছিলো, যদিও এই চিন্তাটা তার কাছে মোটেই সুখকর বলে মনে হচ্ছিলো না। আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে শ্যাননের মুখটাও সে একবার মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করলো। আর ছবিটা যতোই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তার মেজাজটাও ততো চড়তে লাগলো আস্তে আস্তে। কানাঘুষায় যতোদূর শোনা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় সবটাই শ্যাননের কারসাজি। হলুদমুখের ওই শয়তান আইরিশটাই আজ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, আর সেটা এই প্যারিসে বসেই। যে কোনো উপায়েই হোক এর একটা বিহিত তাকে করতেই হবে। যে সাংবাদিক ভদ্রলোক সাইমন এনডিনকে চার্লস রুই আর ক্যাট শ্যাননের সন্ধান দিয়েছিলো সে ঘূণাক্ষরেও জানতো না শ্যাননের প্রতি রুইয়ের ঘৃণা কতোটা তীব্র।

সাইমন এনডিন বিদায় নেবার পর আরও পনেরো দিন চুপচাপ ঘরে ব'সে অপেক্ষা করলো রুই, কিন্তু ওয়াল্টার হ্যারিস নামাধারী সেই আগন্তুকের পক্ষ থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। স্বভাবতই রুই একটু বিচলিত হলো। কারণ সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, পুণরায় রুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তবে কি এই পরিকল্পনা বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে? মনে মনে ভাবতে বসলো রুই। আর তা যদি না হয় তবে নিশ্চয় রুইয়ের বদলে ওরা অন্য কাউকে বেছে নিয়েছে। সেই বিশেষ ব্যক্তিটি কে হতে পারে সে ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন।

এই অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই রুই জানতে পারলো, ক্যাট শ্যানন এখন নিজের নামে প্যারিসেরই এক হোটেলে বহাল তবিয়তে বাস করছে। হোটেলটার নাম মতঁমার্তে। বিশেষভাবে এই খবরটাই রুইকে রীতিমতো উত্তেজিত ক'রে তুললো। লা বুর্গ'র বিমানবন্দরেই শ্যাননের সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। তারপর থেকে আর

BanglaBook.org

কোনো যোগাযোগ নেই। রুই ভেবেছিলো শ্যানন হয়তো প্যারিস ছেড়ে চলে গেছে।

সপ্তাহখানেক আগে নিজের বিশ্বস্ত এক অনুচরকে শ্যানন সম্পর্কে খবর আনতে পাঠিয়েছিলো রুই। অনুচরটির নাম হেনরি অ্যালেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অ্যালেন খবর নিয়ে এলো, মতঁমার্তের হোটেল থেকে শ্যানন অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর তার দেখা পাওয়া যায় নি। অপরিচিত সেই আগন্তুক যেদিন রুইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেলো তার পরের দিন সকাল থেকেই শ্যাননের আর কোনো খবর নেই। তাছাড়া ওই একই দিনে মতঁমার্তের হোটেলে অচেনা এক ভদ্রলোক শ্যাননের সঙ্গেও দেখা করতে এসেছিলো। হোটেল ক্লার্কের হাতে সামান্য কিছু গুঁজে দিয়ে খবরটা সে গোপনে বের ক'রে এনেছে। আগন্তুকের চেহারার যা বর্ণনা পাওয়া গেলো তাতে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, এই সেই ওয়াল্টার হ্যারিস। অবশ্য এটা তার আসল নাম না হওয়ারই সম্ভব বেশি।

তাহলে সেদিন এই হ্যারিস তার স্বল্পকালীন প্যারিস অবস্থানে মোট দু'জন পেশাদার সৈনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো, যদিও তার প্রয়োজন মাত্র একজনের। এর প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে শ্যাননের অন্তর্ধান, রুই কিন্তু এখনও সেই আগের মতোই বেকার। ব্যাপারটা যদি শ্যাননের বদলে অন্য কাউকে নিয়ে ঘটতো হয়তো তার এতোখানি ক্ষোভের কারণ থাকতো না। কিন্তু শ্যাননের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। শ্যাননন তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘৃণ্যতম এক শত্রু। শ্যাননের এই সৌভাগ্য সে কিছুতেই ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নিতে পারবে না। রুইয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার প্রতিফল তাকে পেতেই হবে।

শ্যাননের বর্তমান ঠিকানা রুইয়ের অজানা। তবে শ্যানন যদি কোনো গুরুত্বপূর্ন কাজের দায়িত্ব পায় তবে সে তার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গদের নিয়েই দল গঠন করবে। আর সেই দলে ল্যাঙ্গারত্তির স্থান যে থাকবে, রুই তা জানে। অতএব সাগরেদের ওপর নজর রাখলেই আসল খবরটা পেতে তেমন সময় লাগবে না। সেই উদ্দেশ্যেই অ্যালেনকে খরচ দিয়ে মার্সেই-এ পাঠিয়েছিলো রুই। আজ দুপুরেই অ্যালেন ফিরে এসেছে। মার্সেই-এ ল্যাঙ্গারত্তির কোনো পাত্তা পাওয়া যায় নি। সে নাকি দিন কয়েক আগেই লন্ডনের পথে রওনা হয়ে গেছে।

আপাতত এইটুকু সংবাদই রুইয়ের জন্যে যথেষ্ট। অ্যালেনকেও জানিয়ে দিলো সে কথা।

"তাহলে হেনরি, এই মহূর্তে তোমার আর নতুন কোনো কাজ নেই। তেমন বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে আমিই আবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ

BanglaBook.org

করবো। তুমি শুধু মতঁমার্তে হোটেলের ওপর একটু নজর রেখে চলো। যদি শ্যাননের সন্ধান পাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করতে ভুলো না।"

অ্যালেন মাথা নেড়ে বিদায় নিলো। নিজের মনে ভাবতে লাগলো রুই এখন একা। মনের মধ্যে একরাশ জটিল চিন্তা তাকে ক্রমাগত অস্থির ক'রে তুললো। কর্সিকানের বাচ্চাটা যখন মার্সেই ছেড়ে লন্ডনের পথে পাড়ি দিয়েছে, তখন সে নিশ্চয় শ্যাননের সঙ্গেই দেখা করতে আসছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে শ্যানন ইতিমধ্যেই তার কর্মকাণ্ড শুরু ক'রে দিয়েছে। এর থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায়, শ্যাননের হাতে কোনো কাজের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে, এবং অজ্ঞাতপরিচয়ের ওই হ্যারিসই তার নিয়োগকর্তা।

ঘটনা যেভাবে গড়িয়েছে তাতে এখন শ্যাননকে সম্পূর্ণ গুম ক'রে না দেওয়া ছাড়া রুইয়ের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। দৃশ্যপট থেকে শ্যানন উধাও হয়ে গেলে কাজটা করার জন্যে হ্যারিসকে ঘুরে ফিরে আবার তার কাছে এসেই ধর্ণা দিতে হবে। তখন সে লোকটাকে দেখে নেবে।

লন্ডনের বিলাসবহুল *পাপ্রিকায়* তখন বেশ জোরেশোরে খাওয়াদাওয়া শুরু হয়ে গেছে। খাবারের চেয়ে পানীয়ের পরিমাণটাই যেনো বেশি। দেখতে দেখতে ভরা গ্লাস খালি হয়ে যাচ্ছে। বেয়ারাদেরও ব্যস্ততা বেড়ে গেলো। সবার চোখেই এখন রঙ্গিন পানীয়ের আবেশ। আফ্রিকায় ফেলে আসা বিগত দিনের রক্তঝরা স্মৃতিগুলোই এখন যেনো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাদের চোখে। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে কতোই না মোহময় ব'লে মনে হয় ওই হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোকে। ক্ষুদে দৈত্য মার্ক একবার হাতের গ্লাস উঁচুতে তুলে ধরে মাতাল কণ্ঠে দু'লাইন গান গেয়ে উঠলো। এ গানের সুর তাদের সকলেরই খুব পরিচিত। কঙ্গোয় থাকাকালীন স্থানীয় সেনাবাহিনীর মুখে প্রায়ই শোনা যেতো গানটা।

ভিভে লা মোর্ত, ভিভে লা গুয়েরে,
ভিভে লো সাক্রে মার্সেনেয়ার।

শ্যানন চেয়ারে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সবাই নেশায় চুর হয়ে গেলেও তার মাথা কিন্তু একদম পরিষ্কার। কড়া মদও তার চিন্তাশক্তিকে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এই শিকারী কুকুরের দলটাকে

BanglaBook.org

কিম্বার প্রাসাদে ছেড়ে দিলে ওরা যে কি সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে দেবে, ভবিষ্যতের সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটাই সে কল্পনা করতে চাইলো মনে মনে। অবশেষে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে পানীয়ের গ্লাসটা তুলে নিয়ে নিঃশেষ ক'রে দিলো এক চুমুকে।

চার্লস রুইয়ের বয়স আটচল্লিশ পেরিয়ে গেছে, যদিও দেহের কাঠামো- এখনও বেশ মজবুত আর শক্তসামর্থ। তবে মানসিক দিক থেকে লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। তাকে অবশ্য মানসিক সুস্থতার পরীক্ষা দেবার জন্য কখনও কোনো চিকিৎসকের সামনে এসে দাঁড়াতে হয় নি, সেদিক থেকে ভাগ্য তার ভালোই। সেই কারণে বিষয়টা সাধারণের অগোচরেই রয়ে গেছে বরাবর। তাছাড়া রুই নিজে কিছুটা ধূর্ত ছিলো তো বটেই। প্রতি পদে পদেই নিজের প্রগাঢ় অজ্ঞতাটা সুকৌশলে অন্যের চোখের আড়াল ক'রে রাখবার বিশেষ একটা ক্ষমতা ছিলো তার। এবং এমনভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতো, যাতে মনে হতো সে একজন হোমরাচোমরা কেউ। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, অনেকে অন্ধভাবে বিশ্বাসও করতো তাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে রুইকেই কৃপার পাত্র হিসেবে গণ্য করা উচিত সবার। যারা তার প্রকৃত স্বরূপ চিনে ফেলেছিলো, অথবা যারা তাকে কোনোমতেই পাত্তা দিতে চাইতো না তাদের প্রত্যেককেই সে ঘৃণা করতো ভীষণভাবে। অথচ এই ঘৃণার পেছনে অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণও হয়তো ছিলো না, শুধুমাত্র রুইয়ের ঈর্ষাকাতরতাই এর উৎস। বিশেষ ক'রে শ্যাননের প্রতি তার বিদ্বেষ সবচেয়ে তীব্র। কারণ কয়েক বছর আগে কোনো এক পেশাদার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব থেকে তাকে অপসৃত ক'রে তার বদলে অধস্তন শ্যাননকেই সেই পদে নিয়োগ করা হয়েছিলো। এতোবড় অপমান রুই জীবনেও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। যদিও এর পেছনে শ্যাননের যে কোনো হাত ছিলো না, সেটা কোনোদিন তেবে দেখবার অবসর পায় নি সে।

পৈতৃক সম্পত্তির জোরে রুইয়ের টাকাপয়সার কোনো অভাব ছিলো না। তার সাহায্যে নিজের চারপাশে বিশেষ একটা পরিমণ্ডলও গ'ড়ে নিতে পেরেছিলো। তবে তার আশেপাশে যারা ভিড় জমাতো তারা প্রত্যেকেই শহরের গুণ্ডা, বখাটে শ্রেণীর। প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। এদের সঙ্গেই রুইয়ের কাজ কারবার। নগদ অর্থের বিনিময়েই তারা প্রয়োজনমতো রুইয়ের নির্দেশ পালন করতো।

অ্যালেন বিদায় নেবার পর রুই যাকে ফোনে ডেকে পাঠালো তার নাম রেমন্ড থোমার্ড। অ্যালেনের চেয়ে রেমন্ড কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। রেমন্ড একজন পেশাদার

BanglaBook.org

খুনি। তাছাড়া সে কিছুদিন কঙ্গোতেও কাটিয়ে এসেছে। তখনই রুইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। শ্যাননের নামটাও রেমন্ডের অপরিচিত নয়। কঙ্গোতেই শ্যাননের কীর্তিকাহিনী তার কানে এসে পৌছেছিলো।

"তোমার জন্য একটা দামি কাজ আছে, রেমন্ড," রেমন্ডকে ঢুকতে দেখে রুই বললো। পাঁচ হাজার ডলারের চুক্তি।"

থোমার্ড রেমন্ড দাঁত বের ক'রে হাসলো।

"নিশ্চয়, বস্। কোন্ শুয়োরের বাচ্চাকে আপনি শেষ ক'রে দিতে চাচ্ছেন?

"ক্যাট শ্যানন।"

হঠাৎই যেনো একটু চুপ্‌সে গেলো রেমন্ড। তার বড় বড় কথা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কি যেনো একটা বলতেও গেলো ঠোঁট নেড়ে। তার আগেই রুই তাকে থামিয়ে দিলো।

"শ্যানন যে খুবই ধুরন্ধর, তা আমি জানি। তবে তুমি তার চেয়ে আরও অনেক বেশি চতুর। তাছাড়া তোমাকে যে ওর পেছনে লাগানো হয়েছে, সে ব্যপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বর্তমানে শ্যানন অবশ্য এ শহরে নেই। ফিরে এলেই তোমাকে তার ঠিকানা দিয়ে দেবো। তুমি সুযোগমতো কাজটা ক'রে আসবে। আর, ভালো কথা, তার সঙ্গে তোমার তো কোনো সামনাসামনি পরিচয় নেই, তাই না?"

"না," রেমন্ড মাথা নাড়লো। "শ্যাননের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো সুযোগ পাই নি।"

"তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই," রুই এগিয়ে এসে রেমন্ডের পিঠ চাপড়ে দিলো। "তোমার আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। ঠিক সময় আমি তোমার কাছে খবর পাঠাবো।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১০

সাইমন এনডিনের চিঠিটা পাঠানো হলো মঙ্গলবার রাতে আর সেটা জুরিখের হ্যান্ডেলসব্যাঙ্ক-এ পৌছালো বৃহস্পতিবার সকাল দশটায়। তাতে নির্দেশ দেয়া আছে মিঃ কিথ ব্রাউনের ব্রুগের ক্রেডিতেব্যাঙ্ক একাউন্টে ১০০০০ পাউন্ড জমা করার জন্যে।

বেলা ন'টার কিছু পরেই মার্টিন থর্প গত কালকের তৈরি করা রিপোর্টটা হাতে নিয়ে চিফের চেম্বারে হাজির হলো। স্বাভাবিক অভ্যাসবশেই ফাইলটা আগাগোড়া খুটিয়ে দেখলেন স্যার ম্যানসন। অবশেষে সপ্রশংস দৃষ্টিতে মার্টিনের দিকে তাকালেন। ছোকরার বিচার-বিবেচনার ওপর পুরোপুরিই আস্থা রাখা যায়। তালিকায় যে নামটি প্রথম স্থান পেয়েছে তার নাম বোরম্যাক। মার্টিনের নির্বাচন সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ একমত, এক জায়গায় শুধু একটু খটকা আছে। মার্টিনকেও খুলে বললেন কথাটা।

"বোরম্যাক সম্পর্কে তুমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছো, কিন্তু একটা বিষয় কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। এতোদিন পর্যন্ত এই কোম্পানিটার দিকে বড় বড় শিল্পপতিদের নজর পড়ে নি কেন? তারা তো অনায়াসে এটা কিনে নিয়ে ঢেলে সাজাতে পারতেন?"

বিগত চব্বিশ ঘন্টা যাবৎ মার্টিনও এই প্রশ্নটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সমাধান খুঁজে পায় নি।

বোরম্যাক ট্রেডিং নামে এই লিমিটেড কোম্পানিটার জন্ম ১৯০৪ সনে। এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইয়ান ম্যাকক্যালিস্টার নামে এক হৃদয়হীন স্কট যুবক। চাইনিজ ক্রীতদাসদের সাহায্যে বোর্নিওর রবার চাষের বিরাট কারবার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন ভদ্রলোক। লন্ডনের কয়েকজন ব্যবসায়ীও তাঁকে সাহায্য করেছিলো। প্রথমে মোট পাঁচ লক্ষ শেয়ার বাজারে ছাড়া হলো। এর আগের বছর সতেরো বছরের এক যুবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো ম্যাকক্যালিস্টারের। সেই সূত্রে

BanglaBook.org

এই নতুন কোম্পানির দেড় লক্ষ শেয়ার, পরিচালক সমিতির আজীবনের সদস্যপদ এবং জীবনভর ম্যানেজারের চাকরি—এই তিনটি উপঢৌকনও তাঁর ভাগ্যে এসে জুটলো।

এমনকি বোর্নিও ও ম্যাকক্যালিস্টার, এই দুটি নামের প্রথম অংশ নিয়ে কোম্পানির নামকরণ করা হলো বোরম্যাক।

ম্যাকক্যালিস্টারের দক্ষ পরিচালনায় দশ-পনেরো বছরেই বোরম্যাক বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। ১৯১৮ সালে কোম্পানির চার শিলিং মূল্যের শেয়ার আস্তে আস্তে বেড়ে দু'পাউন্ডের এসে দাঁড়ায়। এই সময় মোট শেয়ারের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে দশ লক্ষ করা হয়। ম্যাকক্যালিস্টারের নিজস্ব শেয়ারের সংখ্যাও তখন দেড় লক্ষ থেকে তিন লক্ষে গিয়ে পৌছায়। এরপর বোরম্যাকের পক্ষ থেকে আর কোনো নতুন শেয়ার ইসু করা হয় নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর কোম্পানির এই রমরমা ব্যবসায় ভাটার টান পড়ে। ক্রমেই অবস্থা বেশ খারাপের দিকে এগিয়ে যায়। অবশ্য ১৯৩৭ সালের পর থেকে শেয়ারের দরটা আবার একটু বাড়তে শুরু করেছিলো, কিন্তু ওই বছরের শেষের দিকে এক চাইনিজ ক্রীতদাস হঠাৎ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে অত্যাচারী ম্যাকক্যালিস্টারের মাথায় ভারি কুড়াল দিয়ে আঘাত ক'রে বসে। সে আঘাত সামলে নিলেও দেহের রক্ত দুষিত হয়ে যাবার ফলে ভদ্রলোক মারা যান। ম্যাকক্যালিস্টারের মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে সহকারী ম্যানেজারের ওপরই বোরম্যাকের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে কোম্পানি হয়তো আবার সুদিনের মুখ দেখতো, কিন্তু জাপানিদের বোর্নিও অভিযানই সমস্ত আশা-ভরসা ধূলিসাৎ ক'রে দেয়।

১৯৪৮ সালে ইন্দোনেশিয়ান সরকার দেশের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় বৈদেশিক সম্পত্তি জাতীয়করণ ক'রে নেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বোরম্যাকের মৃত্যুঘণ্টাও বেজে উঠেছিলো। এমনকি এর জন্যে সরকার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজি হলো না।

বিগত বিশ বছর যাবৎ বোরম্যাক কোনো রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে নিজের অস্তিত্বটুকুই শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল মামলায় কোম্পানির সঞ্চিত তহবিলও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। শেয়ারের বাজার-দরও পড়তে শুরু করেছে সেই সঙ্গে। বর্তমানে এর দর এক শিলিং।

বোরম্যাকের পরিচালক সমিতির সদস্য মাত্র পাঁচজন। এর মধ্যে যে কোনো দু'জনের উপস্থিতি মিটিংয়ের কোরামের পক্ষে যথেষ্ট। বর্তমানে যে পাঁচজন ডিরেক্টর

এই কোম্পানির পরিচালক, তাঁদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে আছে মোট শেয়ারের আঠারো শতাংশ। আর শতকরা বাহান্ন ভাগ ছড়িয়ে আছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে। এদের মধ্যে অধিকাংশই বয়স্কা বিধবা মহিলা। অতীতে তাঁদের স্বামীরা এই শেয়ার কিনে রেখে দিয়েছিলেন। আর অবশিষ্ট তিরিশ ভাগ শেয়ারের মালিক ম্যাকক্যালিস্টারের বিধবা পত্নী, বর্তমানে যাঁর বয়স প্রায় সাতাশি।

"এই তিরিশ ভাগ শেয়ারের দিকেই আপাতত আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে," ফাইল বন্ধ ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন স্যার জেমস্। "ইতিমধ্যে আরও অনেকে হয়তো ভদ্রমহিলার কাছে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু কেন তিনি তাদের সবাইকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই গোপন রহস্যটাই সবার আগে উদ্ধার করা দরকার। এতো বয়সে লোভের মোহে কেউ এই শেয়ার আঁকড়ে ব'সে থাকবে না। নিশ্চয় এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে। তোমাকে সেই নিগূঢ় কারণটাই খুঁজে বের করতে হবে। সাধারণত এই জাতীয় বৃদ্ধাদের নানা রকম সেন্টিমেন্ট থাকে, খুঁজে দেখো, এখানেও তেমন কিছু কাজ করছে কিনা।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মার্টিন। স্যার জেমস্ আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি এখন নিজের চিন্তায় বিভোর।

দুপ্রির প্লেন যখন লন্ডনের মাটি স্পর্শ করলো অদূরে বিমান বন্দরের বড় ঘড়িতে তখন সময় পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, একাধিক ফ্লাইট বদল ক'রে তবেই উড়ে এসেছে সে। সঙ্গে অবশ্য মালপত্র তেমন কিছু নেই। শ্যানন ফোনে তাকে সোজা নিজের ফ্ল্যাটেই আসার জন্যে বললো।

সন্ধ্যা ছ'টায় শ্যাননের ঘরেই আবার দ্বিতীয় দফা মিটিং বসলো তাদের। দুপ্রির আগমন উপলক্ষ্যেই শ্যানন নতুন ক'রে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলো সবাইকে। ধীরে সুস্থে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো শ্যানন, দুপ্রিও নীরবে সব শুনে গেলো। অবশেষে তার পুরু ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটে উঠলো। কণ্ঠস্বরেও আবেগের উচ্ছ্বাস।

"তাহলে আবার আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো, ক্যাট? আমাকেও তোমাদের মধ্যে ধরে নিও।"

"তুমি যে একথা বলবে, আমি জানতাম," শ্যাননের দু'চোখে আত্মবিশ্বাসের আলো। "এখন তোমার আপাত করার মতো কাজগুলো মন দিয়ে শোনো। দিন কয়েকের জন্যে তোমাকে বর্তমানে লন্ডনেই আশ্রয় নিতে হবে। সেই কারণে কোনো

BanglaBook.org

হোটেলে একটা ঘরের সন্ধান করো। সে ব্যাপারে আমিও তোমাকে সাহায্য করবো।

"এই অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে যা কিছু পোশাক-আশাকের দরকার পড়বে, তোমাকেই কিনতে হবে সেগুলো। আমাদের প্রয়োজন পঞ্চাশ সেট টি শার্ট, পঞ্চাশ সেট আন্ডারপ্যান্ট, পঞ্চাশ জোড়া হালকা নাইলনের মোজা। প্রত্যেকের জন্যে একটা ক'রে বাড়তি সেটের প্রয়োজন। অতএব তোমাকে যোগাড় করতে হবে মোট একশো সেট। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ তালিকাটি শীগগিরই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। এর সঙ্গে পঞ্চাশ সেট বিশেষ ডিজাইনের টাউজার, তার রঙ এমন হবে যাতে জঙ্গলের মধ্যে সহজে চেনা না যায়। সঙ্গে ম্যাচ করা জ্যাকেট। এই একই জংলা রঙের পঞ্চাশটা বিশেষভাবে তৈরি জামা, সেগুলোর সামনের দিকে বোতামের বদলে চেইন লাগানো চাই।

"তালিকার প্রতিটি জিনিসই তুমি অনায়াসে খোলা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারবে, দল বেঁধে শিকারে যাবার সময়েও লোকে এই জাতীয় পোশাকের খোঁজ করে। পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদের দোকানেও অনেক সময় সেনাবিভাগের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সেখানেও একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। তবে এগুলো যথাসাধ্য ভিন্ন ভিন্ন দোকান থেকে কেনার চেষ্টা করবে। পঞ্চাশটা সবুজ রঙের টুপি চাই। তাদের গড়ন হবে চ্যাপ্টা। পঞ্চাশটা বুট। তবে সেগুলো যেনো বৃটিশ আর্মি-বুটের মতো ভারি না হয়। ট্রাউজারগুলো হবে বড় সাইজের, পরে দরকার মতো কেটে ছোটো ক'রে নেওয়া যাবে। জ্যাকেটগুলো অর্ধেক বড় আর অর্ধেক মাঝারি মাপের। এই সঙ্গে কোমরে বাধার জন্যে পঞ্চাশটা মজবুত বেল্ট, আর সবশেষে নাইলনের তৈরি পঞ্চাশটা স্লিপিং ব্যাগ।"

দুপ্রি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এগুলোর মোট দাম কতো পড়বে?"

"তা প্রায় হাজার পাউন্ড তো হবেই। তবে যা কিছু কেনাকাটা হবে সবটাই নগদ মূল্যে। কারো কাছে তোমার নাম ঠিকানা প্রকাশের দরকার নেই। যাবতীয় কেনাকাটা শেষ হলে কোনো ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গুদামে মালগুলো একসঙ্গে জড়ো করবে। তোমাকেই দায়িত্ব নিয়ে সেগুলো মার্সেইতে ল্যাঙ্গারত্তির হেফাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট ঠিকানাটা তোমাকে জানানো যাচ্ছে না, তবে যথাসময়েই খবর পৌঁছে যাবে।"

BanglaBook.org

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হবার পর প্রত্যেকের হাতেই নগদ পঞ্চাশ পাউন্ড ক'রে দিয়ে দিলো শ্যানন। এটা তাদের দু'দিন ব্যাপী লন্ডনে থাকার হোটেল খরচ।

অবশেষে আগামীকাল বেলা এগারোটায় তার নিজের ব্যাঙ্কের সামনে হাজির হবার নির্দেশ দিলো সবাইকে।

বন্ধুরা বিদায় নেবার পর আফ্রিকার কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্যানন দীর্ঘ এক চিঠি লিখলো। তারপর চিঠিটা ডাকে ফেলে সাধারণ একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ডিনার করলো একা একা।

লাঞ্চ টাইমের কিছু আগেই জুইংলি ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা মি: স্টেইনহপারের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেলো মার্টিন থর্প। স্যার জেমস্ আগেই ফোনে সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন, তার ফলে মার্টিনের আদর যত্নের কোনো ত্রুটি ঘটলো না। যথোচিত খাতির করেই স্টেইনহপার নিজের চেম্বারে আহ্বান জানালেন তাকে।

নতুন অ্যাকাউন্ট খোলবার জন্যে ছয় জনের সই করা বিধিসম্মত ছয়টা আবেদনপত্র ফোলিও থেকে বের ক'রে মার্টিন টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। আবেদনকারীদের নাম যথাক্রমে অ্যাডাম, বল, কার্টার, ডেভিস, এডওয়ার্ড ও ফ্রস্ট। প্রত্যেক আবেদনপত্রে সঙ্গেই পৃথকভাবে একটা ক'রে চিঠি যুক্ত ছিলো। সেই চিঠিতে তাদের এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবার জন্য মার্টিন থর্পকেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর একটা চিঠি ছিলো স্বয়ং স্যার জেমসের। স্যার জেমস মি: স্টেইনহপারকে অনুরোধ জানিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে এদের প্রত্যেকের নামে যেনো পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পরিমাণ অর্থ ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা হয়।

মি: স্টেইনহপার অবশ্য ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নতুন নন, তাঁর অভিজ্ঞতা বহু দিনের। অদৃশ্য এই ছয় জন আবেদনকারীর নামের আদ্যক্ষর যে ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম ছয়টি অক্ষর দিয়ে তৈরি, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তাভাবনা করা তাঁর স্বভাব নয়। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাকতলীয় হতে পারে, আর তা যদি না হয় তাতেই বা তাঁর কি আসে-যায়! বড় বড় শিল্পপতিরা অনেক সময় বিভিন্ন কারণে স্বনামে বেনামে অজস্র অ্যাকাউন্ট খুলে থাকেন। এটা তাঁদেব ব্যবসারই একটি অংশ।

তাছাড়া স্যার জেমস্ যে নতুন কোনো কোম্পানির মালিক হবার ধান্দা করছেন, এ সত্যটাও স্টেইনহপারের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। একই নামে বেশি পরিমাণ শেয়ার কিনলে, ক্রেতার নাম ঠিকানা ডিরেক্টরদের গোচরে আনাতে হবে, সম্ভবত তাই এই গোপন আয়োজন। এবং এর মধ্যে থেকে স্টেইনহপার নিজেও

BanglaBook.org

কিছু ফায়দা উঠিয়ে নিতে পারবেন। কেননা, স্যার জেমস্ যে কোম্পানির দিকে হাত বাড়াচ্ছেন অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তার বাজার দর ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করবে। মওকা বুঝে দু'চারশো শেয়ার কিনে রাখলে পরে আর আফসোসের কারণ ঘটবে না।

"বর্তমানে যে কোম্পানিটার দিকে আমাদের লক্ষ্য, তার নাম বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি," মার্টিনের কণ্ঠস্ব শান্ত এবং সংযত। বোরম্যাকের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, এবং লেডি ম্যাকক্যালিস্টারের তিরিশ ভাগ শেয়ারের বৃত্তান্ত অল্প কথায় গুছিয়ে বললো মার্টিন।

"এরইমধ্যে আরও দু'একজন যে ভদ্রমহিলার কাছে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলো, একথা বিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। তা সত্ত্বেও আমরা আরো একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই। এমন কি এখানে যদি আমরা ব্যর্থ হই, তাহলেও থেমে থাকবো না। তখন অন্য কোনো কোম্পানির খোঁজ করবো।"

স্টেইনহপার গম্ভীর মুখে নিজের চেয়ারে বসে আছেন। চোখের দৃষ্টি নির্লিপ্ত, অভিব্যক্তিহীন। দু'আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটটা বেখেয়ালে পুড়ে যাচ্ছে।

"আপনার নিশ্চয় জানা আছে, মিঃ স্টেইনহপার,'" মার্টিন আবার নিজের কথার খেই ধরলো, "নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে কেউ এই তিন লক্ষ শেয়ারের মালিক হতে পারে না। কোম্পানির সংবিধানেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। সেই কারণে মোট চারজন ক্রেতা, মিঃ অ্যাডাম, মিঃ বল, মিঃ কার্টার এবং মিঃ ডেভিস এই তিন লক্ষ শেয়ার নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ ক'রে নেবে। সেই ব্যাপারেই সাহায্য করতে হবে আপনাকে।"

স্টেইনহপার একটু মাথা নাড়লেন। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি খুবই সুপরিচিত।

"অবশ্যই, মিঃ থর্প। আমার পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো অভাব ঘটবে না। স্যার জেমস্‌কেওএ নিয়ে খামোখা চিন্তা করতে নিষেধ করবেন। চার জন ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নামেই এই শেয়ার বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে। কোম্পানির আইনে সে সম্পর্কে কোনোরকম বাধা-নিষেধ নেই। সেক্ষেত্রে আত্মপরিচয়েরও কোনো ঝামেলা থাকে না।"

স্যার জেমস্ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বাস্তবেও তার মধ্যে কোনো গরমিল পাওয়া গেলো না। বিকেলের আগেই মার্টিন নিজের কাজ সুসম্পন্ন ক'রে লন্ডনের প্লেন ধরলো।

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করতে পৌনে বারোটা বেজে গেলো। শ্যানন বেরিয়ে এসে দেখলো নিচের উন্মুক্ত চত্বরে তার জন্যেই অপেক্ষা করছে চারজন। চারজনের নাম লেখা বাদামি রঙের চারটা খামও ধরা ছিলো শ্যাননের হাতে।

BanglaBook.org

"মার্ক, এটা তোমার প্যাকেট।" একটা খাম বেছে নিয়ে মার্কের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। "এর মধ্যে পাঁচশো পাউন্ড আছে। তুমি যখন তোমার বাসাতেই থাকবে তখন খরচও স্বাভাবিকভাবে কিছু কম হবে। তাই এর মধ্যেই তুমি একটা পুরনো ভ্যান কিনে নেবে, ছোটো একটা গ্যারেজও ভাড়া করবে সেই সঙ্গে। আরও দু একটা টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে হবে। খামের মধ্যেই তার তালিকা পাবে। সেই অস্ত্র বিক্রেতার খোঁজ খবর নিতে দেরি কোরো না। সন্ধান পাওয়া মাত্রই আমাকে টেলিগ্রামে সব জানাবে। তার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা ক'রে রেখো। আমি দিন দশেকের মধ্যে তোমার সঙ্গে ফোনে আবার যোগাযোগ করবো।"

দৈত্যাকৃতি বেলজিয়ান সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সি দিকে এগুলো। এখান থেকে সোজা ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যাবে সে। যেখান থেকে বোট ট্রেনে অস্টেন্ডের ফেরি ধরবে।

"কার্ট, এই প্যাকেটটা তোমার। এর মধ্যে হাজার পাউন্ড আছে, কারণ তোমাকে বেশ কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হবে। জাহাজটার সন্ধান করবে চল্লিশদিনের মধ্যেই। ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, ফ্ল্যাটের ঠিকানায় চিঠিও দিতে পারো, অবশ্য তার মধ্যে কিছুটা বিপদের ঝুঁকি আছে। দৈবক্রমে তোমার পাঠানো খাম অন্য কারোর হাতে পড়লে মুশকিল হবে। সেই কারণে চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে সবসময়ই সতর্ক থাকবে।"

শ্যানন এবার সেমলারকে ছেড়ে দিয়ে ল্যাঙ্গারত্তির দিকে ফিরে তাকালো। "তোমাকেও পাঁচশো পাউন্ড দিলাম। এটা তোমার আগামী চল্লিশ দিনের খরচ। সবসময় ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আপাতত কোনো যোগাযোগ রাখবে না। অর্ডার মাফিক বোটের খোঁজ পেলেই আমাকে লিখে জানাবে। এই ফাঁকে তোমার একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খুলতে ভুলো না। ব্যাঙ্কের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বরটাও আমায় লিখে পাঠাবে। বোটের দরদাম ঠিক হয়ে গেলে আমি প্রয়োজনমতো টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।"

সেমলার এবং ল্যাঙ্গারত্তি নিজেদের হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে ট্যাক্সি ধরে লন্ডন এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলো। সেখান থেকে একজন যাবে নেপল্‌স-এ, দ্বিতীয়জন মার্সেই'তে।

সবাই বিদায় নেবার পর দুপ্‌রির হাত ধরে পিকাডিলির প্রশস্ত পথের ওপর দিয়ে হেঁটে চললো শ্যানন। আশপাশ দিয়ে চলমান জনতার স্রোত বয়ে চলেছে।

"তোমার প্যাকেটে দেড় হাজার পাউন্ড আছে, জানি। যার মধ্যে হাজার পাউন্ড এই সব জিনিসপত্র কেনাকাটায় খরচ হবে। যদিও সবটা হয়তো লাগবে না। বাকি পাঁচশোয় এক দেড় মাস চালিয়ে নিতে মনে হয় না কোনো অসুবিধা হবে। তবে

BanglaBook.org

কেনাকাটার জন্যে সময় পাবে সব মিলিয়ে তিরিশ দিন। আর পনেরো দিন সময় লাগবে মাল ডেলিভারি দিতে, এবং পয়তাল্লিশ দিনের মধ্যেই যাবতীয় সাজসরঞ্জাম মার্সেই'তে পৌছে যাওয়া চাই।"

হাইড পার্কের সামনে থেকেই একে অন্যেকে বিদায় জানিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরলো। দু'জনের গতি ভিন্নমুখী হলেও চিন্তাস্রোত একই দিকে বয়ে চলেছে।

সারাটা সন্ধ্যা নিজের ফ্ল্যাটে একা ব'সে এপর্যন্ত যাবতীয় খরচপত্রের হিসেবের কাজে ব্যস্ত রইলো শ্যানন। কাল সকালেই সাইমনের কাছে হিসেব দিতে হবে। আগের নেওয়া পাঁচ হাজার পাউদণ্ডর প্রায় পুরোটাই ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সাইমন এনডিনই আবার ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নতুন ক'রে টাকা যোগাবার ব্যবস্থা করবে।

হাতের কাজ শেষ ক'রে শ্যানন জুলিয়াকে ফোন করলো। জুলিয়া দিন কয়েক তার বাবার নির্জন বাংলোয় গিয়ে কাটিয়ে আসবে ব'লে মনস্থির করেছিলো, তার জন্যে সব আয়োজনও প্রস্তুত। পনেরো-বিশ মিনিটের হেরফের হলেই জুলিয়া হয়তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতো কিন্তু তার আগেই শ্যানন ফোন করলো। আর শ্যাননের ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল ক'রে দিলো সব প্রোগ্রাম। শ্যানন জানালো, সে এখনই ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হচ্ছে, জুলিয়াকে তার ফ্ল্যাট থেকেই গাড়িতে তুলে নেবে।

"তুমি কি কোনো রেস্তোরাঁয় সিট বুক ক'রে রেখেছো?" শ্যাননের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই প্রশ্ন করলো জুলিয়া।

"হ্যা, কেন?"

"সেটা আর হচ্ছে না। আজ তোমাকে আমি আমার পরিচিত জায়গায় নিয়ে যাবো। তুমি আমার অতিথি। আমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার।"

শ্যানন অবাধ্য ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো। "ওসব হবে না। আগেও বহুবার আমাকে এমন ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। একগাদা লোক হা ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, মানুষ খুনের ব্যাপারে বোকার মতো নানা ধরনের প্রশ্ন করবে– খুবই অসহ্য। এমনকি দৃশ্যটা কল্পনা করলেও আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।"

"প্লিজ, ক্যাট, আজ অন্তত তুমি আমার কথা রাখো," চলন্ত গাড়ির মধ্যেই শ্যাননের বুকের ওপর ঢলে পড়লো জুলিয়া।

"উহু,"" শ্যাননের কণ্ঠস্বর আগেই মতোই দৃঢ়, অবিচল।

"আচ্ছা, শোনো, কারার কাছেই আমি তোমার পরিচয় প্রকাশ করবো না। বলবো, তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তোমার মুখ দেখে তো কেউ কিছু বুঝতে পারবে না! তবে আর বাধা কিসের?"

BanglaBook.org

এবার যেনো বরফ একটু গললো ব'লে মনে হলো।

"যেতে পারি, তবে একটা শর্তে। তুমি বলবে, আমার নাম কিথ ব্রাউন। দেখো, নামটা আবার গুলিয়ে ফেলো না। এবং আমার সম্পর্কে তেমন কিছুই তুমি জানো না। আমি কোথায় থাকি, কোথা থেকে এসেছি—সবই তোমার অজ্ঞাত। কি হলো, কথাগুলো মাথায় ঢুকছে তো?"

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো জুলিয়া।

"বুঝেছি! বলবো, তুমি একজন রহস্যময় পুরুষ, এই তো! তাই হবে মি: কিথ ব্রাউন, এখন চলো, তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।"

রঙ-বেরঙের আলোর মালায় সজ্জিত যে রেস্তোরাঁয় জুলিয়া শ্যাননকে নিয়ে এলো সেখানে যুবক-যুবতীদের ভীড়ই বেশি। চারদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি লম্বা লম্বা টেবিল পাতা। মাঝখানে নাচের জন্যে অনেকখানি জায়গা রাখা আছে। প্রতিটি টেবিলেই একদল ছেলেমেয়ে প্রাণ খুলে আমোদ-ফূর্তি করছে। জুলিয়াকে ঢুকতে দেখে অনেকেই হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালো, জুলিয়ার নতুন সঙ্গীর দিকেও চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো কেউ কেউ।

দেখে শুনে একটা টেবিল বেছে নিলো জুলিয়া। তার কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবও ছিলো সেখানে। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো শ্যাননের। সবাই হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো নবাগত কিথ ব্রাউনের সঙ্গে, এবং বিশেষ ক'রে তার সম্মানেই জমকালো খাবারের অর্ডার দেওয়া হলো।

রাজকীয় ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে শ্যানন এবার পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা বুঝে নিতে চাইলো ভালো ক'রে। অতিথিদের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ভীড়ই বেশি, তাদের অধিকাংশই ধনী পরিবারের। দু'চারজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব'সে আছে। কয়েকজন উঠতি অভিনেতা-অভিনেত্রীও রয়েছে সেখানে। শ্যাননের চোখ দুটো মন্থরভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ আটকে গেলো। মনে হলো ভদ্রলোক যেনো তার পরিচিত। জুলিয়ার দৃষ্টিপথের বাইরে, বিপরীত প্রান্তের কোণের দিকে টেবিলে বিয়ারের গ্লাস সামনে নিয়ে একা একা বসেছিলেন ভদ্রলোক।

মিনিট কয়েক বাদে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শ্যানন ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালো।

"কি ব্যাপার? আপনি যে গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার কোনো হুঁশই নেই দেখছি," সাইমন এনডিন যেনো অনেকটা ধমকে উঠলো চাপা কণ্ঠে। সারা মুখ গম্ভীর আর থমথমে।

শ্যাননের খুব হাসি পেলো, কিন্তু এমনভাবে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো, যেনো কতো নির্দোষ, কিছুই বুঝতে পারছে না।

BanglaBook.org

রাগের মাথায় আরও কী যেনো বলতে গেলো সাইমন এনডিন, সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলো নিজেকে। অবরুদ্ধ ক্রোধে তার চোখ মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। স্যার জেমস্ তাঁর এই আদরের মেয়েকে কি চোখে দেখেন, তা সে জানে। তাঁর ধারণা, জুলিয়া এখনও ফুলের মতো নিষ্পাপ কিশোরী হয়েই আছে। তিনি যদি ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেন তাঁর মেয়ে একজন পেশাদার খুনির সঙ্গে রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে অবস্থাটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে কথা চিন্তা করাও কষ্টকর। ইতিমধ্যে লোকটার সঙ্গে সে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে কিনা, তারই বা কি ঠিক আছে?

কিন্তু সাইমন এনডিন এখন নিজের জালে নিজেই আটকে গেছে, এ ব্যাপারে নাক গলাবার তার কোনো উপায় নেই। তার ধারণা, শ্যানন এখনও ওয়াল্টার হ্যারিসে আসল পরিচয় জানে না, এবং স্যার জেমসের অস্তিত্ব তো শ্যাননের পক্ষে আদৌ জানবার কথা নয়। সেই কারণে জুলিয়া সম্পর্কেও তার কিছু বলতে যাওয়াই বোকামি। তাহলে শ্যাননের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। জুলিয়ার সূত্র ধরে ম্যানসনের নামটাও হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়বে। সাইমনের জন্যে সেটা আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

"আপনি এখানে কি করছেন?" অনেক কষ্টে নিজেকে দমন ক'রে এতোক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে সাইমন এনডিন প্রশ্ন করলো।

"কেন? এটাই তো ডিনারে সময়।" আগের মতোই বোকা বোকা মুখ ক'রে শ্যানন জবাব দিলো। দু'চোখের দৃষ্টি জুড়ে বিভ্রান্তির ছায়া। গলায় একটু ক্রোধের আভাসও ফুটে উঠলো। "দেখুন মিঃ হ্যারিস, আমি কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার করবো, সেটা আমার ব্যাপার। তাছাড়া আমার হাতে আর অন্য কোনো কাজ নেই। এরপরই আমাকে লুক্সেমবার্গ রওনা হতে হবে।"

সাইমন মনে মনে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হলো, কিন্তু তা হাত-পা বাঁধা। "আপনার সঙ্গে ওই মেয়েটি কে?"

অবহেলা ভরে কাঁধ ঝাঁকালো শ্যানন। "ওর নাম জুলিয়া। দিন দুয়েক আগে এক পাবে'তে মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।"

"দু'দিনের আলাপেই একেবারে ডিনার পর্যন্ত গড়িয়েছে?" সাইমন এনডিন যেনো নিজের কান দুটোকে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না।

"হ্যা, মানে অনেকটা সেইরকমই বলতে পারেন।"

"হু, কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, মিঃ শ্যানন, মেয়েদের সম্পর্কে সবসময় একটু সাবধানে থাকার চেষ্টা করবেন। আপনার পেশার জন্যে সেটা অত্যন্ত জরুরি। এর সঙ্গে মক্কেলদের নিরাপত্তার প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।"

BanglaBook.org

শ্যানন মৃদু হাসলো। "আমার এবং আমার মক্কেলদের নিরাপত্তা সম্পর্কে এতোখানি চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই, মিঃ হ্যারিস। কখনই আমি কারোর কাছে নিজের আসল পরিচয় ফাঁস করি না। তারা জানে, আমার নাম কিথ ব্রাউন। আমি আমেরিকার এক তেল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে লন্ডনে বেড়াতে এসেছি।"

সাইমন এনডিন আর কোনো কথা বললো না, জুলিয়ার নজর এড়িয়ে ধীরে ধীরে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ালো। তার চলে যাওয়া পথের দিকে কয়েক পলক চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো শ্যানন, তারপর ধীরে পায়ে নিজের টেবিলে ফিরে গেলো।

রেস্তোরাঁর বাইরে ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত লনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্যানন সম্পর্কে মনে মনে একটা সুকঠিন শপথবাণী উচ্চারণ করলো সাইমন। নিষ্ফল আক্রোশে নরম মাটির বুকে জুতাশুদ্ধ পা দুটো ঘষলো একবার। এইমাত্র শ্যানন তাকে যে কাহিনী শোনলো, সেটাই যেনো সত্যি হয়—ঈশ্বরের কাছে বর্তমানে এটাই তার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ডিনারের পর নাচের আসরেও কিছুক্ষণ সময় কাটলো দু'জনের। রেস্তোরাঁ ছেড়ে বের হতে হতে রাত প্রায় পৌনে তিনটা বেজে গেলো। ট্যাক্সি নিয়ে জুলিয়ার ফ্ল্যাটের ফেরার পথেই বিরোধের প্রথম সূত্রপাত। শ্যাননের বক্তব্য, জুলিয়া যে একজন পেশাদার সৈনিকের সঙ্গে পথেঘাটে ঘোরাফেরা করছে, এ খবর যেনো তাঁর বাবার কানে না যায়।

"এ পর্যন্ত তোমার বাবার সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে মনে হয় তিনি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন। এ খবর তাঁর কানে গিয়ে পৌছালে তিনি যে খুব বিচলিত বোধ করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঝামেলা এড়াবার জন্যে তিনি হয়তো তোমাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারেন। এমনকি নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে মামলা করাও বিচিত্র নয়।"

জুলিয়া কিন্তু শ্যাননের এই সমস্যাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। তার হাবভাব নির্বিকার। এ প্রসঙ্গে একবার ঠাট্টা করতেও ছাড়ালো না শ্যাননকে। "ভালোই তো, তখন আমাকে আদালতে সাক্ষী দিতে ডাকা হবে। কাগজে ছবি বের হবে আমার। কতো রসালো কাহিনী ছড়াবে আমকে নিয়ে। কি দারুণ একটা প্রচার হবে, ভাবো দেখি! আর সেই চরম চাঞ্চল্যকর মুহূর্তে তুমি একদিন ঝড়ের মতো ছুটে এসে তোমার প্রেমিকাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবে সবার সামনে থেকে।"

জুলিয়া বিষয়টার ওপর আসলে কতোটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে, শ্যানন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলো না। বিশেষ ক'রে আজ সন্ধ্যাবেলা সাইমনের সঙ্গে

BanglaBook.org

হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবার পর, তার পক্ষে আরও বেশি সাবধান থাকা দরকার। সেই কারণে জুলিয়ার ফ্ল্যাটে পৌঁছেও আলোচনার খেই হারালো না।

জুলিয়া আগের মতোই জেদি, অবাধ্য। "আমি কি করবো বা না করবো সে সম্পর্কে নির্দেশ দেবার অধিকার আর কারোর নেই। নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক চলাফেরা করাই আমার স্বভাব।"

প্রচণ্ড ক্রোধে শ্যানন যেনো দিশা হারিয়ে ফেললো। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে জুলিয়ার হাত দুটো মুচড়ে ধরলো সজোরে। দু'চোখে আগুনের ফুলকি ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। গলার মধ্যে একটা চাপা দানবীয় গর্জন।

"না, আমার নির্দেশই তোমাকে মানতে হবে!"

ভয়ে বিস্ময়ে জুলিয়াও বোবা হয়ে গেলো একেবারে। তীব্র যন্ত্রনায় নীল হয়ে উঠেছে মুখটা, দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা। শ্যানন যখন ওর হাত ছাড়লো, জুলিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সামনের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালো। ভেতরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

ড্রয়িং রুমের আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে একা একা কিছুক্ষণ ব'সে রইলো শ্যানন। ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে আর কোনোমতেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। সে তার আপন খেয়ালে চলবে। এখন ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তার।

বিশ মিনিট পরে, মানসিক ভাবনা-চিন্তা দূরে ঠেলে শ্যানন উঠে দাঁড়ালো। রান্নাঘরে ঢুকে হিটার জ্বালিয়ে কফি তৈরি করলো এক কাপ। ফিরে এসে ড্রয়িংরুমের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে, অনেক সময় নিয়ে শেষ করলো কাপটা। সামনের প্রশস্ত লন পেরিয়ে দূরের বাড়িগুলো অস্পষ্টভাবে নজরে আসে। কোথাও এক ফোঁটা আলোর আভাস পর্যন্ত নেই। সেন্ট জন উড অঞ্চলের অভিজাত বাসিন্দারা এখন গভীর ঘুমে মগ্ন।

শ্যানন যখন বন্ধ দরজা ঠেলে অন্ধকার শোবার ঘরে প্রবেশ করলো জুলিয়ার ফোঁপানি তখন থেমে গেছে। ঘরের মধ্যে কারোর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে পুরু গদির ডাবল বেডের বিছানা। তার এক কোণে জড়সড় ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে জুলিয়া। গাঢ় অন্ধকারে কিছুতে দেখা যায় না, শুধু অস্পষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনেই বোঝা গেলো জুলিয়া কোথায় আছে। বিছানার প্রান্তে গিয়ে পৌঁছাবার আগেই জুলিয়ার সদ্য খুলে ফেলা পোশাক-আশাকগুলো পায়ে লাগলো শ্যাননের।

শয্যার এক প্রান্তে ব'সে শ্যানন ঝুঁকে জুলিয়ার নগ্ন পিঠে হাত রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলো জুলিয়া। এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো শ্যাননের হাতটা।

BanglaBook.org

"তুমি, তুমি একটা জানোয়ার! পশু!"

শ্যানন কোনো নিষেধ মানলো না। দু'হাত বাড়িয়ে একরকম জোর করেই কাছে টেনে নিলো জুলিয়াকে। তার ঠোঁটে-গালে হাত বোলালো আলতোভাবে।

"জানো, আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন আমার গায়ে হাত তোলে নি?"

"সেজন্যেই তো এতো বেয়াদব হয়ে ওঠবার সাহস পেয়েছো। তোমার এখন উচিত শিক্ষা দেয়া দরকার!"

বেশ কিছুক্ষণ জুলিয়ার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। অবশেষে করুণ দীর্ঘশ্বাসের সুরে বিড়বিড় করে বললো, "আমি কিন্তু আসলে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের নই..." আবারো নীরবতা। "অবশ্য একদিক থেকে তুমি তা বলতে পারো।"

শ্যানন কিছু বললো না, শুধু জুলিয়ার মসৃণ ত্বকের ওপর পরশ বুলিয়ে চললো।

"ক্যাট?" জুলিয়ার গলা নরম হয়ে এলো।

"কি?"

"তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো, সব ঘটনা জানতে পারলে বাবা আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন?"

"হ্যা, আমার তাই ধারণা।"

"কিন্তু তুমি কিভাবে বিশ্বাস করলে, বাবাকে আমি সব কথা খুলে বলবো?"

"ভাবলাম, তুমি হয়তো ঝোঁকের মাথায় কোনো সময় বলে ফেলতে পারো।"

"সেই কারণেই কি তুমি এতো রেগে গিয়েছিলে?"

"হ্যা," ছোট্ট ক'রে জবাব দিলো শ্যানন।

"তাহলে তুমি আমাকে ভালবাসো বলেই এমনভাবে আঘাত করেছিলে, তাই না?'

"আমি অন্তত সেইরকমই বিশ্বাস করি।"

জুলিয়া তার দিকে ফিরলে শ্যানন টের পেলো মেয়েটার জিভ তার হাতের তালু চাটতে শুরু করেছে।

"বিছানায় চলে যাও, ক্যাট, ডার্লিং। আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে গেছি, আর একটুও তর সইছে না।"

শ্যানন কেবল তার ফুলপ্যান্টটা খুলতে যাবে অমনিই জুলিয়া হাটু মুড়ে ব'সে তার বুক দু'হাতে খামচাতে শুরু করলো। পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে বিড়বিড় ক'রে বললো, "জলদি, জলদি করো।"

"তুমি একটা মহা মিথ্যেবাদী, শ্যানন," বিছানায় শুয়ে পড়তেই জুলিয়া যখন তার উপর চড়ে বসলো তখন আপন মনে বলে উঠলো শ্যানন।

BanglaBook.org

দু'ঘণ্টা পরে, শ্যাননের একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা করলো। জুলিয়া দু'হাতে শ্যাননের গলাটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার বিচিত্র ক্ষুধার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এখন সে একেবারেই তৃপ্ত।

"কিছু বলো শ্যানন," সে বললো।

"কি বলবো?"

"তুমি কেন এরকম জীবিকা বেছে নিলে? কেন একজন ভাড়াটে সৈনিক এরকমভাবে লোকজনের সাথে যুদ্ধ বাধায়?"

"আমি যুদ্ধ বাধাই না। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেটাই যুদ্ধ বাধায়। সভ্যতার মুখোশ পরে থাকা বিশ্বশান্তির শ্লোগানধারী যে সব মানুষ এই পৃথিবীটাকে শাসন করছে, তারাই এই যুদ্ধের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই একদম স্বার্থপর বানচোত। শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই তাদের উদ্দেশ্য। এই মারামারি হানাহানি সৃষ্টি ক'রে তারা তাদের মুনাফা আর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আমি কেবল যুদ্ধ করি, কারণ আমি এভাবেই বেঁচে থাকতে পছন্দ করি।"

"তাহলে টাকার জন্যে যুদ্ধ করো কেন? ভাড়াটে সৈনিকেরা টাকার জন্যেই তো যুদ্ধ করে, তাই না?"

"শুধু টাকার জন্যে নয়। অভাবিরা কবে, কিন্তু যখন সত্যিকারের যুদ্ধের সম্মুখিন হয় তখন এইসব ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে জাহির করা লোকগুলো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়। যারা সেরা তারা আমার মতোই একটি নির্দিষ্ট কারণে এ কাজটি করে; তারা জীবনকে কঠিন আর লড়াইয়ের মধ্যেই উপভোগ করে।"

"কিন্তু যুদ্ধেরই বা কী দরকার? শান্তির মধ্যে থাকা কি যায় না?"

শ্যানন একটু উঠে বসলো। অন্ধকারেই ছাদের দিকে তাকালো।

"কারণ এ পৃথিবীতে দু'ধরণের লোক আছে : শিকার এবং শিকারী। শিকারীরাই সবার শীর্ষে যেতে পারে কারণ তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে লড়াই করতে পারে আর এ পথে যারাই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকেই গিলে ফেলে। আর যারা শিকার তাদের লড়াই করার মতো মানসিক জোর নেই। লক্ষ্যে পৌছাতে যে নির্মমতা আর সাহসের প্রয়োজন আছে তাও তাদের নেই। তাই এ পৃথিবী শাসন করে শিকারীরা। তাই তারা হয়ে ওঠে রাজা বা সম্রাটতুল্য। আর মনে রেখো, রাজাদের ক্ষুধার কোনো শেষ নেই। তারা কখনই তৃপ্ত হয় না। তারা কেবল আরো টাকার পেছনে ছুটে চলে। টাকাকেই তারা পুজা করে।

"কমুনিস্ট দুনিয়ায়—তোমরা আবার ভেবে বসো না তারা শান্তিকামী—অর্থই হলো ক্ষমতা। ক্ষমতা, ক্ষমতা, আরো ক্ষমতা। এর জন্যে কতো লোক মরবে সেই চিন্তা তাদের নেই। পুঁজিবাদী বিশ্বে অর্থই টাকা। টাকা, টাকা, আরো টাকা।

BanglaBook.org

এজন্যে যা করার দরকার তাই তারা করবে। তারা টাকা কামায় আর সেই টাকায় ক্ষমতা কিনে নেয়। সুতরাং, এই দু'দলেরই শেষ লক্ষ্য হলো এক এবং অভিন্ন। ক্ষমতা। তারা যদি মনে করে কোথাও বিপুল পরিমাণের সম্পদ আছে আর সেসব পেতে হলে যুদ্দ করতে হবে, তবে তুমি ধরে নেবে নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ বাঁধবে। বাকিরা, তথাকথিত আদর্শবাদীরা, খালি বাকসবর্স্ব।"

"অনেকে আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করে। ভিয়েতনামিরা করেছে। আমি পত্রিকায় সেই খবর পড়েছি।"

"হ্যা, অনেকে আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করে কিন্তু তাদের মধ্যে নিরানব্বই ভাগই প্রতারিত হয়। তাই যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে তারা যুদ্ধ নিয়ে উৎফুল্ল থাকে। আমরাই সব সময় ঠিক, আর তারা সব সময় ভুল। ওয়াশিংটন, বেজিং, লন্ডন আর মস্কোতে। তুমি জানো সেটা কি? তারা সবাই প্রতারিত হয়। ভিয়েতনামে নিহত হওয়া সেইসব সৈনিকেরা, তুমি কি মনে করো তারা জীবন, মুক্তি, স্বাধীনতা আর সুখসমৃদ্ধ বয়ে আনার জন্যে নিহত হয়েছে? তারা মারা গেছে ওয়াল স্ট্রিটের ডাও জোন্স নামে পরিচিত শেয়ার মার্কেটের মূল্য সূচক বাড়াবার জন্যে। সব সময়ই এমনটি হয়েছে। কেনিয়া, সাইপ্রাস আর এডেন-এ যেসব বৃটিশ সৈনিক মারা গেছে, তোমার কি ধারণা তারা ঈশ্বর, রাজা-রাণী আর নিজের দেশের জন্যে চিৎকার করতে করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তরা ওখানে গেছে কারণ তাদের কর্নেল সেরকম নির্দেশই দিয়েছে। আর সেই কর্নেল ওয়ার অফিসের আদেশে এ কাজ করেছে। সেই অফিস আবার মন্ত্রীপরিষদের আদেশ পালন করেছে মাত্র। তাতে কি? ঐসব মন্ত্রী তো কেবল সেইসব লোকদের জন্যেই এ কাজ করেছে যারা সত্যিকার অর্থেই তাদের প্রভু। বৃটিশ সৈনিকের মৃতদেহ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? বিশাল এক প্রতারণা, জুলি ম্যানসন। বিশাল এক ধাপ্পাবাজি। আমার ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। আমি কারোর নির্দেশে যুদ্ধে যাই না। কেউ আমাকে বলে দেয় না কোথায় এবং কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এজন্যেই রাজনীতিকেরা এবং এস্টাবলিশমেন্ট পেশাদার আর ভাড়াটে যোদ্ধাদেরকে ঘৃণা করে। কারণ তারা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"

"কিন্তু সেইসব যুদ্ধের ব্যাপারে কি বলবে যেখানে লোকজন জানে তারা সত্যের জন্যে লড়াই করছে?" জুলিয়া জিজ্ঞেস করলো। "মানে, হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইকে তুমি কি বলবে? সেটা তো ঠিকই ছিলো, ছিলো না?"

শ্যানন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"হ্যা। সেটা ঠিকই ছিলো। সে একটা বানচোতই ছিলো। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব তাকে দীর্ঘ দিন ধরে, যুদ্ধের আগ পর্যন্ত তার কাছে স্টিল বিক্রি ক'রে গেছে।

BanglaBook.org

তারপর হিটলারের স্টিল ধ্বংস করার জন্যে আরো স্টিল নির্মাণ করেছে নিজেদের ফায়দা লোটার জন্যে। কমুনিস্টরাও খুব বেশি ভালো নয়। স্টালিন হিটলারের সাথে চুক্তি করেছিলেন, তিনি অপেক্ষা করছিলেন পুঁজিবাদী বিশ্ব আর নাৎসিরা লড়াই ক'রে শেষ হয়ে যাবে আর তিনি খালি মাঠে গোল দিয়ে পুরো দুনিয়াটা নিজের কব্জায় নিয়ে নেবেন। কেবলমাত্র হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ ক'রে বসলো তখনই কমুনিস্ট আদর্শবাদীরা বুঝতে পারলো হিটলার একজন মহা শয়তান। তাছাড়াও মনে রাখবে, হিটলারকে মারতে ত্রিশ মিলিয়ন মানব সন্তানকে হত্যা করতে হয়েছিলো। একজন পেশাদার সৈনিক এই কাজটা করতে একটা মাত্র বুলেট খরচা করতো যার মূল্য এক শিলিংয়ের চেয়েও কম।"

"কিন্তু আমরা জিতে গেছিলাম, তাই না? সেই কাজটা করাই ঠিক ছিলো। আর সেখানে তো আমরাই জিতেছি।"

"আমরা জিতেছি, ডার্লিং, কারণ হিটলারের চেয়ে রাশিয়া, আমেরিকা আর বৃটেনের কাছে অনেক বেশি বন্দুক, কামান আর ট্যাং ছিলো। এটাই একমাত্র কারণ। এজন্যেই কেবল জয় সম্ভব হয়েছে। যদি তার কাছে এর চেয়েও বেশি কিছু থাকতো তবে সে-ই তো জিতে যেতো। ইতিহাস লিখতে হোতো অন্যভাবে। এখন যেটা সত্য ব'লে মনে হচ্ছে সেটা হতো মিথ্যে। সব উল্টে যেতো। বিজয়ীরা সব সময়ই সঠিক। একবার আমি একটি চমৎকার প্রবাদ শুনেছিলাম : "যুদ্ধে ঈশ্বর শক্তিশালী দলের পক্ষেই থাকেন।" যারা শিকার তাদেরকে গণমাধ্যমের সাহায্যে বোঝানো হয় যে, সত্য পক্ষই সব সময় বিজয়ী হয়। আর ঐসব গর্দভ সেটাই বিশ্বাস করে।"

"তুমি একজন বিদ্রোহী, ক্যাট," জুলিয়া বিড়বিড় ক'রে বললো।

"অবশ্যই। সব সময়ই তো তাই ছিলাম। না, সব সময় নয়। সাইপ্রাসে যখন আমি আমার ছয়জন সঙ্গীকে কবর দিলাম তখন থেকেই। তখন থেকেই আমি আমাদের নেতাদের বিজ্ঞতা আর সততা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম।"

"কিন্তু অন্যদের কথা বাদ দিলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে তুমিই তো মারাও যেতে পারো?"

"হ্যা, আমিও মারা যেতে পারি। শান্তশিষ্ট শহরে জীবন বেছে নিলে আমি হয়তো নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারতাম, ঐ সব বানচোত রাজনীতিকদেরকে খেটে খুটে টাকা কামাই ক'রে ট্যাক্স দিতাম, তারা আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় নিবার্চনের ব্যয় মেটাতো। আমরা গর্দভরা সেই শ্বেতহস্তিটা পালতাম। তারপর একদি কর্ম জীবন থেকে অবসরে চলে যেতাম। কিন্তু আমি আমার মতো করে বেঁচে থাকতে চাই। মরতেও চাই আমার মতো ক'রে।"

BanglaBook.org

"তুমি কি কখনও মৃত্যুর কথা ভেবেছো?'" জুলিয়া জানতে চাইলো।

"অবশ্যই, প্রায়ই ভাবি। কেন, তুমি ভাবো না?"

"হ্যা, ভাবি, তবে আমি মরতে চাই না। তোমাকেও মরতে দিতে চাই না।"

"মৃত্যু কিন্তু আসলে ততোটা খারাপ নয়, যদিও লোকে অন্ধ ধারণার বশবর্তী হয়ে মৃত্যুভয়ে এতো বেশি শঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, আসল মৃত্যুর আগেও বহুবার মারা যায়। সেই কাপুরুষের মৃত্যু আমার কাম্য নয়। এর আগে এক দিন তোমার এখানে ড্রয়ার থেকে একটা এক বছরের পুরনো পত্রিকা দেখেছিলাম। সেখানে এক বৃদ্ধ লোকের মৃত্যুর সংবাদ আছে। লোকটা তার বেজমেন্টে থাকতো। চলতে ফিরতে পারতো না। আপনজন বলতেও তার কেউ ছিলো না। না খেয়েই মারা গেছে সে। ময়না তদন্তে তার মুখ থেকে কার্ডবোর্ডের টুকরো পাওয়া গিয়েছিলো। খিদের চোটে সে এটা খেয়েছিলো। আমি সেরকম মৃত্যু চাই না। আমি যখন মারা যাবো তখন আমার বুকে তাজা বুলেটের চিহ্ন থাকবে, রক্তে ভেসে যাবে সারা মুখ, তবু আমার হাতে ধরা রাইফেলটা একটুও শিথিল হবে না।

"এখন ঘুমাও, জান। ভোর হয়ে গেলো বুঝি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১১

শ্যানন পরদিন সোমবার ঠিক বেলা একটা বাজে লুক্সেমবার্গের বিমানবন্দরে নেমেই সেখান থেকে সরাসরি স্থানীয় একটি ক্রেডিট ব্যাঙ্কে চলে গেলো। ইতিমধ্যেই তার নামে পাঁচ হাজার পাউন্ড জমা হয়ে গেছে। সেখানে পাসপোর্ট দেখিয়ে নিজেকে কিথ ব্রাউন হিসেবে পরিচয় দিলো সে। শ্যানন তার জন্যে পাঠানো পাঁচ হাজার পাউন্ড এসে পৌঁছেছে কিনা তার খোঁজ করলো।

টেলেক্স করার পর নিশ্চিত হওয়া গেলো যে তার নামে জুরিখ থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড এসে গেছে। পুরো টাকাটা একসঙ্গে তুলে না নিয়ে স্থানীয় ফ্রাঁয়ের হিসেবে এক হাজার পাউন্ড ভাঙিয়ে নিলো সে, বাকিটা ব্যাঙ্কের কাছেই গচ্ছিত রাখলো। তার বদলে ৪০০০ পাউন্ডের সমমূল্যের একটি গ্যারান্টি চেক নিয়ে নিলো ব্যাঙ্ক থেকে।

পথে বেরিয়ে প্রথমে ঘড়ির দিকে তাকালো সে। লাঞ্চের জন্যে হাতে খুব সামান্য সময়ই অবশিষ্ট রয়েছে। এখনই তাকে হাউসস্ট্রাটের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। সেখানে ল্যাঙ্গ অ্যান্ড স্টেন নামে এক অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্মের সঙ্গে আগে থেকেই তার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।

লুক্সেমবার্গ বেলজিয়াম ও লিচেনস্টেনের মতো বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি একটু বেশি উদার আর সদয়। এই সব দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্যে এমনকি ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডগুলো পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের কাছেই এরা এই বিনিয়োগকারীদের সম্পর্কে কোনো ধরণের তথ্য সরবরাহ করে না। তাদের সম্পর্কিত সব ধরণের নথি-পত্রই সযত্নে গোপনে রাখা হয়। বিদেশী কোনো বন্ধু রাষ্ট্র যদি তাদের কাছে কোনো কোম্পানির ব্যাপারে জানতে চায় তবে তারা দৃঢ়তার সাথে সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করে। শ্যাননের কাছে এখন এই বিশেষ সুবিধাটুকুই সবচেয়ে বেশি কাম্য। কারণ কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় কোম্পানিকে শিখণ্ডীর মতো সামনে রেখেই সেমলারকে জাহাজ কেনার তোড়জোড় শুরু করতে হবে। সে ব্যাপারে লুক্সেমবার্গই আদর্শ ক্ষেত্র।

BanglaBook.org

ল্যাঙ্গ অ্যান্ড স্টেইনের অন্যতম প্রধান অংশীদার মিঃ এমিল স্টেইনের সঙ্গে তিন দিন আগেই দেখা করার বিষয়টি স্থির করা হয়েছিলো। এই সাক্ষাতের জন্যে শ্যানন ধূসর রঙের একটি দামি সুট আর শাদা শার্ট, সঙ্গে স্কুল টাই পরেছে। একহাতে একটি বৃফকেস আর অন্য হাতে *দ্য টাইম* পত্রিকা রেখেছে বিশেষ একটি কারণে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হাতে সংবাদপত্র থাকলে বেশিরভাগ ইউরোপিয় মনে করে লোকটি কোনো সম্ভ্রান্ত ইংরেজ হবে।

"সামনের কয়েক মাসে," সে লুক্সেমবার্গের লোকটিকে বললো, "একদল বৃটিশ কর্মকর্তা, মানে আমরা, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরু করবো। সম্ভাব্য জায়গাগুলো হতে পারে স্পেন, ফ্রান্স এবং ইতালি। এজন্যে লুক্সেমবার্গে আমাদেরকে একটি হোল্ডিং কোম্পানি গঠন করতে হবে। আপনি তো জানেনই একজন বৃটিশ হিসেবে একাজ করতে গেলে নানান ধরণের জটিলতার মধ্যে পড়ে যাবো। কেবলমাত্র ট্যাক্সের ব্যাপারটা ধরলেও লুক্সেমবার্গে একটি হোল্ডিং কোম্পানি করা বেশ ঝক্কিঝামেলার কাজ।"

মিঃ স্টেইন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। এরকম কথায় তিনি মোটেও অবাক হন নি। সে কি ধরণের অনুরোধ করতে পারে সেব্যাপারে তাঁর ধারণা রয়েছে। অনেক হোল্ডিং কোম্পানি তাঁর এই ক্ষুদ্র দেশটিতে তালিকাভূক্ত হয়েছে। আর তাঁর ফার্মে এরকম অনুরোধ বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই আসে।

"এতে কোনো সমস্যা হবে না, মিঃ ব্রাউন," তিনি তাঁর মেহমানকে বললেন। "আপনি হয়তো জানেন এজন্যে কি কি করতে হবে। একবার লুক্সেমবার্গে তালিকা ভূক্ত হবার পর আপনারা অন্য কোম্পানির শেয়ারও কেনাবেচা করতে পারবেন এবং অন্য কোথাও সেই কোম্পানিকে তালিকাভূক্ত করতে পারবেন। আর আপনাদের কোম্পানির যাবতীয় কর্মকাণ্ড বৈদেশিক ট্যাক্স তদন্তকারীদের কাছ থেকে একদম গোপন রাখা হবে।"

"আপনার অশেষ মেহেরবানি। লুক্সেমবার্গে এরকম একটি কোম্পানি করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা আপনি শুরু ক'রে দিতে পারেন," শ্যানন বললো।

একাউন্ট্যান্ট ভদ্রলোক একটু ভাবলেন।

"এখানকার নিয়ম আপনাদের বৃটেনের মতো নয়। এখানে একটি হোল্ডিং কোম্পানিতে কমপক্ষে সাতজন শেয়ারহোল্ডার এবং তিনজন ডিরেক্টর থাকতে হয়। তবে এটা কোনো সমস্যা নয়। কর্মচারীদেরকে কিছু শেয়ার দিয়ে এ কাজ করা যায়। বড় এবং প্রায় সব শেয়ার নিজেদের মধ্যে রাখলেই হয়ে গেলো। কাগজে কলমে যতোজন শেয়ার-হোল্ডারের নাম থাকুক কেন আসল ক্ষমতা থাকবে বেশিরভাগ শেয়ারের মালিকের কাছেই।

BanglaBook.org

"শেয়ার এবং তার মালিকের নাম খুব সহজেই রেজিস্টার করা যায়। কিন্তু বিয়ারার শেয়ার নামে একটি সুবিধাও রয়েছে। সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ শেয়ারের মালিকের নাম রেজিস্ট্রেশন করার দরকার হয় না। তবে বিয়ারার শেয়ার চুরি হলে অথবা খোয়া গেলে যার কাছেই সেটা থাকবে সে-ই হবে ঐসব শেয়ারের মালিক। শেয়ারটা সে কোত্থেকে পেয়েছে সে ব্যাপারে তাকে কোনো রকম কাগজপত্র বা প্রমাণ দেখানোর দরকার হবে না। আপনি কি বুঝতে পারছেন, মিঃ ব্রাউন?"

শ্যানন মাথা নেড়ে সায় দিলো। এরকম ব্যবস্থাই তো সে চাইছে। যাতে ক'রে সেমলার কোনো ভূয়া কোম্পানির নামে জাহাজটা কিনতে পারে।

"একটি হোল্ডিং কোম্পানি," মিঃ স্টেন বললেন, "সঙ্গত কারণেই কোনোরকম ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে না। এটা কেবল অন্য কোম্পানির স্টক কেনাবেচা করতে পারবে। আপনাদের প্রতিষ্ঠান কি অন্য কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা করবে, কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে শেয়ার এখানে নিয়ে আসবে?"

"না, এখনও সেরকম কিছু করছি না," শ্যানন বললো। "আমরা অন্য কোম্পানির শেয়ার এই লুক্সেমবার্গেই কেনাবেচা করতে চাই। এখানেই আমরা নিরাপদে রাতে চাই আমাদের শেয়ারগুলো।"

এক ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় বন্দোবস্ত পাকা ক'রে ফেলতে শ্যাননের তেমন কোনে অসুবিধা হলো না। এমন কি প্রস্তুতিপর্বের জন্যে খরচ হিসেবে নগদ পাঁচশো পাউন্ড হাত পেতেই টাকাগুলো গুনে নিলেন ভদ্রলোক। ঠিক হলো দশ-বারো দিনের মধ্যেই যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে কোম্পানির প্রথম মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করবেন তিনি।

মাদক ব্যবসার পরেই অস্ত্রের ব্যবসা সবচাইতে বেশি লাভজনক। তাই বিশ্বের অনেক দেশের সরকার এই ব্যবসায় জড়িত থাকে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। ১৯৪৫ সালের পরে কোনো দেশের অস্ত্রব্যবসা থাকাটা জাতীয় মানসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর এই শিল্পটি ৭০'র দশকে একেবারে ফুলেফেঁপে ওঠে। তখন এমন ধারণা করা হয় যে অচিরেই বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু কমপক্ষে একটি ক'রে অস্ত্রের অস্তিত্ব থাকবে। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত অস্ত্র বিক্রি করতেই আগ্রহী নয়, বরং তারা যুদ্ধ বাধিয়ে কিংবা যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়ে নিজেদের ব্যবসার প্রসার করতে চায়। কিন্তু কোনো সরকারই সরাসরি অস্ত্র ব্যবসায় জড়িত থাকতে চায় না। তাই তারা এ কাজে মোটা বেতনে সেলসম্যান নিয়োগ ক'রে থাকে। যারা কোনো সরকারকে বুঝিয়ে থাকে তাদের অস্ত্রের পরিমাণ সন্তোষজনক নয় অথবা তার অস্ত্রের ভাণ্ডার একেবারেই মান্ধাতা আমলের। এই সব অস্ত্রের প্রায় পচানব্বই শতাংশের ব্যবহার হয়ে থাকে কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে

BanglaBook.org

নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যে নয়, বরং অস্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেইসব দেশের স্বৈরাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত নাগরিকদের বিরুদ্ধে। অবশ্য এই সত্যটি অস্ত্রবিক্রেতা দেশটি জানলেও এ নিয়ে সেসব শিক্ষিত-সভ্য লোকেরা মোটেও ভাবে না। তাদের কাছে মোটা অঙ্কের লাভই বড় কথা।

অস্ত্র ব্যবসায় রাশিয়া এবং চিনের অনুপ্রবেশের পরও কোনো ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগীতার সৃষ্টি হয় নি। এমনকি তাদের মধ্যে যতোই রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকুক না কেন এ ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ সত্যিকার অর্থে নেই। বরং একে অন্যের সেলস্‌ম্যান ব্যবহার করার নজীরও রয়েছে।

একটি অস্ত্রবিক্রেতা দেশ কোনো একটি দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করলে সেই দেশের প্রতিপক্ষের কাছে কোনো অস্ত্র তারা বিক্রি করে না। কিন্তু অস্ত্রবিক্রেতা দেশটির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ সেই দেশের প্রতিপক্ষের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে পারবে, এতে ক'রে দুটো দেশের মধ্যে অস্ত্রের ভারসাম্য তৈরি হয় এবং শান্তি বজায় থাকে। অস্ত্র ব্যবসায় মুনাফা লাভের ব্যাপারটিই মুখ্য। আর মুনাফার পরিমাণও হয়ে থাকে খুব বেশি।

অস্ত্র তৈরি করার কারখানা স্থাপন করা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। বিশেষ ক'রে ছোটোখাটো রাইফেল এবং গ্রেনেড তৈরি করা খুব সহজ কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, বিশেষ ক'রে ছোটো দেশগুলো এরকম কারখানা নির্মাণ করতে পারে না বড় দেশগুলোর বাধার কারণে। কারণ ঐসব ছোটো দেশের সরকার বড় বড় দেশগুলো থেকেই ঋণ নিয়ে থাকে। তাদের অস্ত্রের চাহিদার পরিমাণও খুব বেশি নয়, তাই তারা যাবতীয় অস্ত্র বড় বড় দেশ থেকেই কিনে থাকে। তাছাড়া ছোটো দেশের অনুন্নত প্রযুক্তি আর দূর্বল মার্কেটিংয়ের কারণে তারা তাদের উৎপাদিত অস্ত্র অন্য কোথাও বিক্রি করতে পারে না। তারপরও মাঝারি আকারের কিছু দেশ অতীতে নিজেদের জন্যে অস্ত্র কারখানা গড়ে তুলেছিলো। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে এবং আপগ্রেডিং করার সমস্যায় পড়ে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। এর ফলে বাকিরা আর কেউ সাহস ক'রে অস্ত্র কারখানা নির্মানে এগিয়ে আসে নি।

পশ্চিমা বিশ্বের প্রধান প্রধান অস্ত্র নির্মাতা এবং রপ্তানিকারক দেশগুলো হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি (১৯৫৪ সালে তাদের উপর অস্ত্র তৈরি এবং বিক্রির ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে), সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, ইসরায়েল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড নিরপেক্ষ দেশ হলেও তারা বেশ ভালো মানের অস্ত্র বিক্রি ক'রে থাকে। আর ইসলায়েল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ভিন্ন এক কারণে নিজেরাই নিজেদের

BanglaBook.org

অস্ত্র তৈরি ক'রে থাকে। তারা অন্য কোনো দেশের উপর নির্ভরশীল হতে চায় না। অবশ্য তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পর খুব অল্প পরিমাণ অস্ত্রই বিক্রি ক'রে থাকে। বাকিরা সবাই ন্যাটোভূক্ত দেশ এবং একে অন্যের সাথে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্কিত। অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে তারা পররাষ্ট্র নীতিতে অনৈতিক সিদ্ধান্তও নিয়ে থাকে। যে দেশে অস্ত্র বিক্রি করা হয় সে দেশটি যদি ক্ষুদ্র কোনো রাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে সেই রাষ্ট্র থেকে গোপনে একটি লিখিত মুচলেকা নেয়া হয়ে থাকে যে, সে দেশ তার অস্ত্র তৃতীয় কোনো দেশে বিক্রি করতে পারবে না। আর যদি করতে হয় তো তাদের অনুমতি নিয়ে সেটা করতে হবে। অন্য কথায় বলতে গেলে অস্ত্র বিক্রি করার আগে বিক্রেতার সাথে আলোচনা করার আগে সরবরাহকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেই বেশি কথাবার্তা বলতে হয়।

কমিউনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়াই সবচাইতে বেশি অস্ত্রের ব্যবসা করে। এক্ষেত্রে নবাগত চায়নাও বর্তমানে বেশ ভালো মানের অস্ত্র উৎপাদন ক'রে থাকে। তাদের অস্ত্রগুলো সাধারণত মাওবাদী গেরিলাদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েই তৈরি করা হয়। অবশ্য কমিউনিস্টদের অস্ত্র বিক্রিটাকে ব্যবসা না ব'লে রাজনীতি বলাই বেশি সঙ্গত হবে। তাই রাশিয়ার অনেক অস্ত্রের চালান নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় না, সেগুলো সমমনা দেশের সরকারকে উপহার হিসেবে দেয়া হয়। এজন্যেই সারা বিশ্বে যতো কমিউনিস্ট আন্দেলন অথবা গেরিলা লড়াই চলছে তাদের কখনও অস্ত্রের ঘাটতি হয় না। নিরপেক্ষ দেশ সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড অবশ্য অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। তারা যার তার কাছে অস্ত্র বিক্রি করে না। অনেক দেখে শুনে অস্ত্র বিক্রি করার জন্যে তাদের সুনাম রয়েছে।

রাশিয়া কোনো সরকার অথবা বেসরকারী সংগঠনের কাছে অস্ত্র বিক্রি করলেও পশ্চিমা দেশগুলো এ কাজ করতে একটু কুণ্ঠা বোধ করে। আর এখানেই ঢুকে পড়ে প্রাইভেট অস্ত্র বিক্রেতারা। এরাই পশ্চিমের এই শূন্যতা পূরনে এগিয়ে আসে। যে ব্যক্তিটি এ কাজ করবে সে অবশ্যই একজন ব্যবসায়ী এবং তাকে তার দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়। তা না হলে সে এই ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবে না। নিজের প্রয়োজনেই তাকে তার দেশের মন্ত্রণালয়ের সাথে এই যোগাযোগ রাখতে হয়।

অনেক সময় নিজের দেশের মন্ত্রণালয়ও অস্ত্র কেনার গ্রাহক যোগার ক'রে দিয়ে থাকে। তাই কোনো অস্ত্রের চালান বিক্রি করার আগে ডিলাররা নিজেদের দেশের মনোভাব জেনে নেয়। কারণ নিজের দেশের মন্ত্রণালয়কে অখুশি ক'রে

BanglaBook.org

কেউ এ ব্যবসায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। এই সব ডিলাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো বড় কোম্পানি অথবা হোল্ডিং কোম্পানি হয়ে থাকে। এরা হলো অস্ত্র ব্যবসার রাঘব বোয়াল। তবে চুনোপুটিরাও রয়েছে। তাদের অবশ্য কোনো বড় কোম্পানি কিংবা হোল্ডিং ব্যবসা থাকে না। তাদের শুধু লাইসেন্স থাকে। এই লাইসেন্স ব্যবহার ক'রে তারা কোনো বড় কোম্পানি অথবা সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকা অস্ত্র নির্মান কারখানার এজেন্ট হয়ে বেচা-বিক্রির কাজটা ক'রে থাকে। সে-ই ক্রেতার সঙ্গে সমস্ত ডিল ক'রে মাঝখান থেকে টুপাইস কামিয়ে নেয়। যদিও অনেক সময় এইসব ডিলাররা বেশি লাভের আশায় সরকারকে অন্ধকারে রেখে কাজ সেরে ফেলে। তবে ধরা পড়লে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়।

সব শেষে আছে কালোবাজারী অস্ত্রের ডিলার। এদের কোনো লাইসেন্সের বালাই নেই। তারা সঙ্গোপনেই সবধরণের বেচাবিক্রির কাজ ক'রে থাকে। তারা এ ব্যবসায় টিকে থাকে গোপন ক্রেতার কারণে। যেসব সংগঠন কিংবা ব্যক্তি তাদের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে না কিন্তু অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে, তারাই এই সব ডিলারের সাহায্য নিয়ে থাকে। অস্ত্র বিক্রির জন্যে যে মূল দলিল-দস্তাবেজের দরকার সেটা হলো সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেট। আর এই সার্টিফিকেটটা হলো কেবলমাত্র কোনো সার্বভৌম দেশের পক্ষেই দেয়া সম্ভব। তবে কালোবাজারি অথবা কোনো গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক উপহার দেয়ার বেলায় এ রকম কোনো সার্টিফিকেটের দরকার পড়ে না। উদাহরন হিসেবে বলা যেতে পারে সিআইএ-এর দেয়া বে অব পিগস্-এর সময় ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিরোধীদের হাতে এবং কঙ্গোর ভাড়াটে যোদ্ধাদের দেয়া অস্ত্র চালানের ঘটনার কথা। এ ছাড়াও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিভিন্ন ইউরোপিয় দেশগুলো কর্তৃক আয়ারল্যান্ডের আইরিশ রিপাবলিকের কাছে পাঠানো অস্ত্রের চালানগুলোও এভাবেই পাঠানো হয়েছিলো।

তবে সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেট আর সব কাগজপত্রের মতোই জাল হয়ে থাকে। এটা এমন একটা জগৎ যেখানে শ্যানন হ্যামবুর্গে যাওয়ার পর খুব সর্তকতার সাথে প্রবেশ করলো। সে ভালো করেই জানতো যে, কোনো ইউরোপিয়ান দেশ তাকে অস্ত্র কেনার জন্যে অনুমতি দেবে না। আর কোনো কমিউনিস্ট দেশ যে তাকে উপহার দেবে সে সম্ভাবনাও নেই। আর কোনো কমিউনিস্ট দেশ কিম্বাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে বিরোধীতা করবে সেটা নিশ্চিত বলা যায়। আবার সরাসরি অস্ত্র কেনার আবেদন করলে তাদের মূল পরিকল্পনাটাও চাউড় হয়ে যাবে। এ কারণে সে নিজে বেলজিয়ামের সরকারী নিয়ন্ত্রাণাধীন প্রধান অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান *ফেবৃক ন্যাশনেইল*-এ অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিতে পারবে না। একই কারণে সে বার্মিংহামের কগসওয়েল অথবা লন্ডনের পার্কারের মতো

BanglaBook.org

কোনো প্রাইভেট আর্মস ডিলারের কাছেও ধর্না দিতে পারবে না। সুইডেনের বোফোর্স, সুইজারল্যান্ডের ওভারলিকন, স্পেনের সিইটিএমই, জার্মানীর ওয়ার্নার এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার ওমনিপুলকেও সে বাদ দিয়ে দিলো। তাদের কাছ থেকেও সে অস্ত্র কেনাটা বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করলো না। সে বরং অস্ত্র কেনার জন্যে অদ্ভুত এক পন্থার কথা বিবেচনা করলো।

অস্ত্র কেনার জন্যে সে যে পরিমাণের টাকা খরচ করবে সেটাও খুব বেশি নয়, অন্তত কোনো রাষ্ট্রে যে পরিমাণ অস্ত্র কেনে তার চেয়ে মোটেও বেশি নয়, তাই কোনো বৈধ ডিলার এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে না এটা নিশ্চিত। তাদেও এতে কমিশন খুব বেশি থাকবে না। মোনাকোর ইন্টারআর্মকো'র স্যাম কাম মিংস হলো এরকম একজন প্রাইভেট অস্ত্র ডিলার যে কিনা এখন আর এই ব্যবসায় নেই। নিজের অর্জিত সম্পদ ভোগ করার জন্যে এখন সে অবসর সময় কাটাচ্ছে। ভিয়েনার ড. স্ট্রাকাটি, প্রাগের ড. ল্যাঙ্গেনস্টাইন আর রোমের পেরেত্তি প্রমুখের কাছ থেকেও অস্ত্র কেনা যাবে না।

তাকে এমন একজনের কাছে যেতে হবে যে কিনা ছোটোখাটো অস্ত্রের চালান সরবরাহ ক'রে থাকে। এরকম ডিলার হলো জার্মানির গুস্থার লিনহসার, প্যারিসের পিয়েরে লোরেজ, পল ফ্যাভিয়ার এবং মরিস হার্সকু। কিন্তু সে ঠিক করলো হামবুর্গের দু'জনের সঙ্গে আগে দেখা করবে।

বড় একটি চালানে অস্ত্রগুলো পাঠালে সেটা সবার নজরে আসতে পারে তাই শ্যানন ঠিক করলো ছোটো ছোটো প্যাকেটে অস্ত্রগুলো চালান করবে। মিশ্র প্যাকেট হবে সবচাইতে ভালো। সেজন্যে শ্যানন একজনের কাছ থেকে ৪০০০০ হাজার স্টান্ডার্ড ৯ মিলিমিটারের গুলি কিনতে চাইলো, যা অটোমেটিক পিস্তল এবং সাবমেশিন কার্বাইনে ব্যবহার করা যাবে। এরকম একটি চালান কালোবাজার থেকে কেনার জন্যে খুব বেশি বড় আর ভারি হয়ে যাবে। তাছাড়া এটা চোরাচালান করে বিদেশে পাঠানোটাও খুব ঝামেলাপূর্ণ। কিন্তু ছোটো কোনো দেশের পুলিশ বিভাগের জন্যে এরকম একটি চালান মানানসই। আর এতে কোনো সন্দেহেরও সৃষ্টি হবে না। এ কাজ করার জন্যে তার দরকার একজন লাইসেন্সধারী ডিলারের। যে কিনা বড় কোনো অস্ত্রের চালানের সাথে তার এই ছোট্ট চালানটি ঢুকিয়ে দিতে পারবে। তাই সেই ডিলারকে একটু জাল সার্টিফিকেট ব্যবহার করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দশ বছর আগে ইউরোপে বেসরকারী লোকজনের হাতে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ অস্ত্র ছিলো। আলজেরিয়াতে ফরাসিরা এবং কঙ্গোতে বেলজিয়ানরা কলোনিয়াল যুদ্ধের সময় এই সব অস্ত্র ফেলে গিয়েছিলো। কিন্তু ১৯৬০'র দশকে ইয়েমেন এবং নাইজেরিয়াতে বিক্ষিপ্তভাবে ছোটো ছোটো যুদ্ধে এসব অস্ত্র ব্যবহার করা

BanglaBook.org

হয়েছিলো। তাই তাকে এমন একজন লোককে খুঁজে বের করতে হবে যে সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেটের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারবে।

মাত্র চার বছর আগেও চেক প্রজাতন্ত্র পুরনো কমিউনিস্ট সরকারের ঐতিহ্য অনুযায়ী সবার কাছে যথেচ্ছভাবে অস্ত্র বিক্রি করতো। চার বছর আগে একজন এক ব্যাগ টাকা নিয়ে সোজা প্রাগের ওমনি পোল হেডকোয়ার্টে গিয়ে একটি অস্ত্র পছন্দ করে টাকা দিয়ে আসলে কয়েক ঘণ্টা বাদেই সে একটি চার্টার বিমানে ক'রে সে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারতো।

মাত্র কয়েক বছর আগে যুগোশ্লাভিয়া নিজের অস্ত্র বানাতে শুরু করে এবং দ্রুত নিজের সেনাবাহিনীকে নিজেদের অস্ত্রে সজ্জিত করতে সক্ষম হয়। এরপরই বাড়তি অস্ত্র বিক্রি ক'রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। অস্ত্রের বাজারে একদম নতুন এবং তাদের অস্ত্রের গুনাগুণ সম্পর্কে কেউ অবগত নয় ব'লে নিজেদেরকে মার্কেটে টিকিয়ে রাখার জন্যে ক্রেতাদের জন্যে 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না, আমিও তোমাকে কোনো মিথ্যে বলবো না' নীতি গ্রহণ করে। তারা হালকা মর্টার এবং বেশ ভালো মানের বাজুকা তৈরি করে। আরপিজি-৭ তৈরি করতেও তারা বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এই অস্ত্রটা নতুন হওয়াতে শ্যানন ঠিক করলো তার ডিলারকে বলবে দুটো ৬০ মিলিমিটার মর্টার, একশত বোমা এবং দুটো বাজুকা, টিউব এবং চল্লিশটি রকেট কেনার জন্যে। অজুহাত হিসেবে এটা বলা যাবে যে, ক্রেতা একেবারে নতুন হওয়াতে পরীক্ষা করার জন্যে অল্প পরিমানের অস্ত্র কিনছে। সন্তুষ্ট হলে সে আবার ফিরে আসবে বড় কোনো চালানের জন্যে।

হানসা সিটিতে পৌছে শ্যানন ল্যান্ডেসব্যাঙ্ক-এ গিয়ে জানতে পারলো ৫০০০পাউন্ড ইতিমধ্যে পৌছে গেছে। সে ব্যাঙ্কের চেক হিসেবে পুরো টাকাটা তুলে নিয়ে আটলান্টিক হোটেলে চলে গেলো, ওখানে তার জন্যে একটা রুম আগে থেকেই বুক করা ছিলো। খুব ক্লান্ত থাকার জন্যে রিপারভ্যানের সঙ্গে দেখা না করে সে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় চলে গেলো।

এখানে এসে যে দুজনের সঙ্গে শ্যানন গোপনে যোগাযোগ করলো তাদের নাম যথাক্রমে জোহান শিলিঙ্কার এবং অ্যালেন বেকার। ওর চাহিদা যদিও খুব একটা বিশাল কিছু নয়, তা সত্ত্বেও সমস্ত অর্ডারটা দু জায়গায় ভাগ করে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচান করলো। এর ফলে অন্যের কৌতূহলী নজরে পড়বার সম্ভাবনা কম।

পরের দিন সকালে ছোটোখাটো, হাসিখুশি আর নাদুসনুদুস জন শ্লিঙ্কারের সাথে শ্যানন দেখা করলো তার ছোট্ট অফিসে। লোকটার চোখেমুখে এতোটাই

BanglaBook.org

আতিথেয়তা দেখতে পেলো শ্যানন যে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই সে বুঝে গেলো এই লোকটাকে দরজার মতোই বিশ্বাস করতে পারে। তারা দু'জন ইংরেজিতে কথা বললো কিন্তু টাকা পয়সা লেনদেন করলো ডলারে—অস্ত্র ব্যবসার যমজ ভাষা।

শ্যানন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে তার কিথ ব্রাউন নামের পাসপোর্টটা দিয়ে দিলো আইডেন্টিফিকেশনের জন্য।

জার্মান ভদ্রলোক পাসপোর্টটা নিয়ে কয়েক পাতা উল্টিয়ে সেটা আবার শ্যাননের হাতে ফিরিয়ে দিলো। "আমার কাছে কি চান?" সে জানতে চাইলো।

"হের শ্লিঙ্কার, আমাকে বলা হয়েছে মিলিটারি সরঞ্জাম ব্যবসায় আপনি একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী।"

শ্লিঙ্কার মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো, কিন্তু এই প্রশংসায় তাকে তেমন বিগলিত হতে দেখা গেলো না। "আমি কি জানতে পারি কথাটা আপনাকে কে বলেছে?"

শ্যানন প্যারিসের লোকটির নাম বললো, যে গোপনে ফরাসি সরকারের হয়ে আফ্রিকার বিষয়াদি দেখাশোনা করে। এর আগে আফ্রিকান এক যুদ্ধে এ দু'জনের দেখা হয়েছিলো। এক সপ্তাহ আগে শ্যানন তাকে ফোন করেছিলো। সে-ই শ্যাননকে শ্লিঙ্কারের খোঁজ দিয়েছে। শ্যানন অবশ্য তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো সে এক্ষেত্রে ব্রাউন নামটি ব্যবহার করবে।

শ্লিঙ্কার ভুরু তুলে বললো, "আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।" সে ঘর থেকে চলে গেলো। পাশের ঘর থেকে শ্যানন টেলেক্স পাঠানোর শব্দ শুনতে পেলো। ত্রিশ মিনিট বাদে শ্লিঙ্কার ফিরে এলো বেশ হাসিমুখে। "প্যারিসে আমার বন্ধুর কাছে এ ব্যাপারে ফোন করেছি," সে খুব উৎফুল্ল হয়ে বললো। "এবার বলুন আপনার কথা।"

শ্যানন বেশ ভালো করেই জানে সে আসলে প্যারিসের অন্য এক অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে টেলেক্স করে জেনে নিয়েছে কিথ ব্রাউন নামটি ঠিকই আছে। বোঝা-ই যাচ্ছে এই নিশ্চয়তাটি এইমাত্র পাওয়া গেছে।

"আমি ৯ মিলিমিটার এমুনিশানের একটি চালান কিনতে চাই," সে সোজাসুজি বললো। "আমি জানি এটা এমন কোনো বড় চালান নয়, তবে আফ্রিকায় আমার যে বন্ধু এই চালানটির অর্ডার দিয়ছে সেভবিষ্যতে আরো বড় চালানের অর্ডার দেবে।"

"কি পরিমাণ লাগবে?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"চার লক্ষ রাউন্ড।"

শ্লিঙ্কার একটু নড়েচড়ে বসলো। "এটা তো খুব বেশি বড় চালান নয়," কেবল এটাই বললো সে।

BanglaBook.org

"অবশ্যই। এই মুহূর্তে বাজেট খুব বেশি নেই। ভবিষ্যতে আরো বড় চালানের অর্ডার আসবে, সেটা তো আমি আগেই বলেছি।"

জার্মান ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সায় দিলো। আগেও এমন হয়েছে। প্রথম অর্ডারটা সাধারণত ছোটোখাটোই হয়। "তারা আপনার কাছে কেন অর্ডার দিলো? আপনি তো অস্ত্রব্যবসায়ী কিংবা ডিলার নন।"

"তারা আমাকে তাদের সব ধরণের সামরিক সরঞ্জামের ব্যাপারে একজন টেকনিক্যাল উপদেষ্টা হিসেবে রেখেছে। তাই তাদের যখন নতুন কিছু সরঞ্জামের দরকার পড়লো তারা আমাকে ইউরোপে গিয়ে সেগুলো কিনতে পাঠালো," শ্যানন বললো।

"আপনার কাছে কোনো সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেট নেই?" জার্মান লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমার তা নেই। আশা করি এটার ব্যবস্থা করা যাবে।"

"তা করা যাবে," শ্লিঙ্কার বললো। "কোনো অসুবিধা হবে না। কেবল একটু সসময় লাগবে, আর খরচও একটু বেশি হবে। খুব সহজেই এটা করা যাবে। কেউ এটা তার স্টক থেকে দিয়ে দিতে পারবে, তবে তারা আমার ভিয়েনার অফিসে আছে। এভাবে করলে কোনো সার্টিফিকেটের দরকার হবে না। অথবা যাবতীয় কাগজপত্র যোগার ক'রে যথাযথভাবে আবেদন করা যেতে পারে।"

"পরেরটাই আমি করতে চাচ্চি," শ্যানন বললো। "ডেলিভারিটা হতে হবে জাহাজের মাধ্যমে, অস্ট্রিয়া আর ইতালির মধ্য দিয়ে জাহাজে পাঠাতে হলে সেটা হবে খুবই ঝক্কিঝামেলার কাজ। এসব ব্যাপারে আবার আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তারচেয়ে বড় কথা এসব জিনিস হাতেনাতে ধরা পড়লে দীর্ঘদিন জেলখানায় পচতে হবে। তাছাড়া কার্গোটা যে আপনাদের মাল বহন করছে সেটাও জানাজানি হয়ে যাবে।"

শ্লিঙ্কার হাসলো। আসলে সে জানে এসবে কোনো বিপদ নেই। তবে সীমান্তের ব্যাপারে শ্যানন ঠিকই বলেছে। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর নামের নতুন একটি ভয়ংকর সন্ত্রাসী সংগঠনের আর্বিভাবের ফলে অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং ইতালির সীমান্ত বেশ কড়াকড়ি হয়ে গেছে।

শ্যানন চায় না শ্লিঙ্কার একহাতে অস্ত্র বিক্রি ক'রে অন্য হাতে বেইমানি করুক। জাল সার্টিফিকেট ব্যবস্থা করলে এই জার্মানটিই করবে। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাছে সে-ই ফেঁসে যাবে।

"আমার মনে হয় আপনার কথাই ঠিক," শ্লিঙ্কার অবশেষে বললো। "খুব ভালো। তাহলে প্রতিটি হাজার ৯মিলিমিটারের জন্যে আমি পয়ষট্টি ডলার চাইবো।

BanglaBook.org

সার্টিফিকেটের জন্যে দশ শতাংশ সারচার্জ দিতে হবে, আর আরো দশ শতাংশ দিতে হবে মাল খালাসের খরচ হিসেবে।"

শ্যানন খুব দ্রুত হিসেব ক'রে ফেললো। মাল খালাস বলতে কাস্টমস থেকে মাল ছাড়ানো এবং জাহাজে তোলার কথা বোঝানো হচ্ছে। তাহলে গুলির জন্যে লাগবে ২৬০০০ ডলার, আর সারচার্জ বাবদ ৫২০০ডলার।

"টাকাগুলো কিভাবে পরিশোধ করবো?" সে জানতে চাইলো।

"কাজ শুরু করার আগে আমাকে দিতে হবে পাঁচ হাজার ডলার," শ্লিঙ্কার বললো। "এটা দিয়ে সার্টিফিকেট যোগাড় করা হবে। যাতায়াত খরচ আর আনুষঙ্গিক সব মিলিয়েই ধরা হয়েছে। আপনাকে সার্টিফিকেট দেখানোর পর পুরো টাকাটা আমার এই অফিসেই দিয়ে দিতে হবে। তারপর ডেলিভারি। একজন লাইসেন্সধারী ডিলার হিসেবে আমি আমার কাস্টমারের পক্ষ হয়ে কিনবো, সার্টিফিকেটে সরকারের নাম থাকবে। একবার মাল কিনে ফেললে সরকার সেই মাল ফেরত বা টাকা ফেরত দেয় না। এজন্যে আমি পুরো টাকাটা অগ্রীম চাচ্ছি। যে জাহাজে করে মাল যাবে সেই জাহাজের নামও থাকতে হবে অস্ত্র রপ্তানির আবেদনের সঙ্গে। জাহাজটি আবার হতে হবে কোনো শিডিউল লাইনার অথবা কোনো ফ্রেইটার, কিংবা রেজিস্টার করা কোনো শিপিং কোম্পানির জাহাজ হতে হবে।"

শ্যানন মাথা নেড়ে সায় দিলো। শর্তগুলো খুবই কঠিন কিন্তু ভিক্ষুকের কোনো পছন্দ থাকতে নেই। সে যদি সত্যি কোনো সার্বভৌম দেশের প্রতিনিধি হোতো তবে সে সবার আগে এখানে আসতো না।

"টাকা দেয়ার পর শিপমেন্টের আগপর্যন্ত কয়দিন লাগতে পারে?" সে জানতে চাইলো।

"এই সব কাজে মাদ্রিদ খুব ধীরগতির। চল্লিশ দিন লাগতে পারে," জার্মান লোকটি বললো।

শ্যানন উঠে দাঁড়ালো। সে তার ব্যাং চেকটি দেখালো নিজের আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে। কথা দিলো একঘণ্টার মধ্যে সে ৫২০০ ডলার অথবা সম পরিমাণ জার্মান মুদ্রা নিয়ে ফিরে আসবে।

শ্যানন ফিরে এলে শ্লিঙ্কার তাকে টাকার রসিদ দিয়ে দিলো। শ্লিঙ্কার যখন রসিদ লিখছিলো তখন শ্যানন কফি টেবিলে থাকা ব্রোশিউরগুলোর দিকে একটু চোখ বুলালো। অন্য একটি কোম্পানির অস্ত্রের তালিকা রয়েছে তাতে। বিশেষ ক'রে পাইরো-টেকনিক, মানে আগুনের অস্ত্র রয়েছে যা 'অস্ত্র' হিসেবে সংজ্ঞায়িত নয়। আরো রয়েছে নিরাপত্তা কোম্পানির ব্যহৃত অসংখ্য সরঞ্জাম। রায়ট লাঠি,

BanglaBook.org

বৈদুতিক শক দেয়ার লাঠি, ওয়াকিটকি, টিয়ারগ্যাস, লাঞ্চার, ফ্লেয়ার, রকেট, সবকিছুই আছে সেখানে।

শ্লিঙ্কার শ্যাননের হাতে রসিদটা দিতেই সে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি এই কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট, হের শ্লিঙ্কার?"

শ্লিঙ্কার চওড়া একটি হাসি দিলো। "এটা আমার নিজেরই কোম্পানি," সে বললো। "এই কোম্পানির মালিক হিসেবেই লোকে আমাকে বেশি চেনে।"

অস্ত্রের ব্যবসার আড়াল হিসেবে বেশ ভালো কৌশলই বটে, শ্যানন মনে মনে বললো। সে খুব আগ্রহ দেখালো। খুব দ্রুত সে সরঞ্জামের একটি তালিকা লিখে শ্লিঙ্কারের হাতে দিলো।

"আপনি কি আপনার স্টক থেকে এসব জিনিস ডেলিভারি দিতে পারবেন?" সে জানতে চাইলো।

শ্লিঙ্কার তালিকার দিকে তাকালো। এতে রয়েছে দুটো কোস্টগার্ডদের ব্যবহার করা রকেট লাঞ্চার যা দিয়ে তারা বহু দূরে ফ্লেয়ার ছুড়ে মারতে পারে, প্যারাসুটের সাথে থাকা ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ দশটি রকেট, কুয়াশা ভেদ করা দুটো গ্যাস-শেল, চার জোড়া নাইটভিশন দূরবীন, তিনটি পাঁচ মাইল রেঞ্জের ওয়াকিটকি এবং পাঁচটি কব্জিতে পরা যায় এমন ধরণের কম্পাস।

"অবশ্যই," সে বললো। "আমার কাছে এসব জিনিস আছে।"

"আমি এগুলো কিনতে চাচ্ছি। যেহেতু এসব জিনিস অস্ত্র হিসেবে দেখা হয় না তাই আশা করি জিনিসগুলো নিতে কোনো সমস্যা হবে না, তাই না?"

"মোটেই না। আমি এগুলো যেখানে খুশি সেখানেই পাঠাতে পারি, বিশেষ ক'রে জাহাজে ক'রে।"

"বেশ," বললো শ্যানন। "এসব কিনতে কতো খরচ পড়বে, মার্সেই পর্যন্ত পরিবহন খরচসহ?"

শ্লিঙ্কার তালিকাটা হাতে নিয়ে বাড়তি দশ শতাংশ যোগ ক'রে হিসেব ক'রে বললো, "চার হাজার আটশত ডলার।"

"আমি বারো দিন আছি, আপনার সাথে আমার যোগাযোগ থাকবে," শ্যানন বললো। "পুরো চালানটি পাঠানোর জন্যে প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। মার্সেইর রপ্তানিকারক এজেন্টের নাম আপনাকে দিয়ে দেবো, আর ব্যাংককে মেইল ক'রে দিচ্ছি তারা যেনো আপনার একাউন্টে আটচল্লিশ 'শ ডলার পাঠিয়ে দেয়। তেরো দিনের মধ্যে আমি গুলি বাবদ আপনার পাওনা বাকি ছাব্বিশ হাজার ডলার আর জাহাজের নামটি দিয়ে দেবো।"

আটলান্টিকে সে তার দ্বিতীয় ব্যক্তিটির সাথে দেখা করলো ডিনারের সময়। এলান বেকার একজন কানাডিয়ান কিন্তু যুদ্ধের পর অভিবাসী হয়ে বর্তমানে

BanglaBook.org

জার্মানিতে বসবাস করছে। বিয়েও করেছে এক জার্মান ললনাকে। যুদ্ধেও সময় সে একজন রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলো। যুদ্ধ পরবর্তী কিছুদিন সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে কিছু অপারেশন করেছে। সোভিয়েতের অভ্যন্তর থেকে নাইলন, ঘড়ি আর শরণার্থীদের পাচারের কাজ করতো সে সময়। সেখান থেকে মধ্য ইউরোপের ছোটো ছোটো জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্রে অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে এই ব্যবসায় চলে আসে। ঐসব দেশ যুদ্ধের সময় জার্মান বিরোধী ছিলো, কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীকালে তারা কমিউনিস্ট বিরোধী হয়ে ওঠে।

তাদের প্রায় সবাইকে আমেরিকা টাকা দিতো, কিন্তু বেকার তার জার্মানদের সম্পর্কে জ্ঞান আর কমান্ডো ট্যাক্টিসের সাহায্যে অস্ত্রের চালানগুলো ঐসব দেশে পাচার করে দিয়ে আমেরিকানদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের বেতন বাগিয়ে নিতো। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সে মহা বিপদে পড়ে যায়। ১৯৫০'র দশকে সে তার যুদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কার্গো পরিবহনের যে রুট চিনে গিয়েছিলো সেটা ব্যবহার ক'রে পার্ফিউম আর সিগারেট চোরাচালানি শুরু ক'রে দিয়েছিলো ইতারি, স্পেন এবং মরক্কোর উত্তরাঞ্চলের ফ্রি-পোর্ট এলাকাতে। কিন্তু তার একটি জাহাজ বিবদমান দুটো দলের বোমাবাজির মধ্যে পড়ে ডুবে গেলে সে জার্মানিতে ফিরে আসে। এরপরই সে স্পেনের বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্যে যুগোশ্লাভিয়া থেকে অস্ত্র এনে দেয়ার অর্ডারর পেলে অস্ত্র ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে।

শ্যাননের সাথে তার পরিচয় হয় ইথিওপিয়াতে। বেকার তখন ঐ অঞ্চলে অস্ত্র যোগান দিতো। ১৯৬৮ সালে বুকাভুয়া থেকে শ্যানন কোনো রকম প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলো। বেকার শ্যাননের আসল নামটি জানতো।

ছোটোখাটো, হালকা-পাতলা গড়নের লোকটি চুপচাপ শ্যানন কি চায় সেসব শুনে গেলো চোখ দুটো কেবল পিট পিট ক'রে।

"হ্যা, সেটা করা যেতে পারে," শ্যানন কথা বলা শেষ করলে সে বললো। "যুগোশ্লাভরা এটা শুনে খুশিই হবে যে, একজন নতুন কাস্টমার কিছু অস্ত্র কিনতে চায়। এইসব অস্ত্র কিনে সে যদি খুশি হয় তবে ভবিষ্যতে আরো বড় চালান কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব জিনিস যোগাড় করার ব্যাপারে আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। বেলগ্রেডের লোকদের সাথে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। তারা খুব দ্রুত সব ব্যবস্থা করতে পারে। এই মুহূর্তে কেবল আমি একটি সমস্যার কথাই ভাবতে পারছি।"

"সেটা কি?"

"সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেট," বেকার বললো। "বনে পশ্চিম আফ্রিকার একজন কূটনৈতিক ছিলো আমার যে টাকার বিনিময়ে এবং কিছু নাদুসনুদুস জার্মান মেয়ের বিনিময়ে যেকোনো ধরণের কাগজে সই ক'রে দিতো।

BanglaBook.org

কিন্তু মাত্র দু'সপ্তাহ আগে তাঁকে তার দেশে বদলি করা হয়েছে। তার বিকল্প এখনও আমি খুঁজে পাই নি।"

"যুগোশ্লাভরা কি সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেট ছাড়া অস্ত্র বিক্রি করে না?"

বেকার মাথা নাড়লো। "না। একটা ডকুমেন্ট হলে তারা আর কোনো ধরণের চেক-টেক করে না। তবে সার্টিফিকেট একটা লাগবেই। আর তাতে যথাযথ সরকারী স্ট্যাম্প লাগানো থাকতে হবে। যতো যা-ই হোক, তারা খুব বেশি ঢিলেঢালাভাবে কাজ করতে চায় না।"

শ্যানন কয়েকমুহূর্ত ভাবলো। প্যারিসে এক লোককে সে চেনে যে এধরণের সার্টিফিকেট যোগাড় ক'রে দিতে পারবে।

"আমি যদি সেটা যোগাড় করতে পারি, কোনো আফ্রিকান দেশ থেকে? তাতে কি কাজ হবে?" সে জানতে চাইলো।

বেকার সিগারেটে টান দিলো। "কোনো সমস্যা নেই," সে বললো। "সিক্সটি মিলিমিটার মর্টারের প্রতিটির দাম পড়বে এগারোশো ডলার। এক জোড়ার দাম তাহলে পড়ছে বাইশশো ডলার। প্রতিটি বোমার দাম পড়বে চব্বিশ ডলার ক'রে। আপনার অর্ডারে একটাই সমস্যা, চালানটি খুবই ছোটো। বোমা আর মর্টারের পরিমাণ কি একটু বাড়াতে পারেন? তাহলে একটু সুবিধা হোতো। টেস্ট করার জন্যেও একশো বোমা যথেষ্ট নয়।"

"ঠিক আছে," শ্যানন বললো, "তাহলে বোমার পরিমাণ তিনশো ক'রে দিন। এরচেয়ে বেশি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বাজেট ফেল করবে। আর বাজেট ফেল করলে আমার বেতন থেকে সেটা কেটে রাখা হবে।"

তার আসলে কোনো বাজেট ফেল করবে না। তাকে বাড়তি খরচের জন্যে টাকা দেয়া হয়েছে, আর তার বেতন থেকে কোনো টাকা কেটে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

"ভালো," বেকার বললো। "তাহলে বোমার জন্যে লাগবে সাত হাজার দুশো ডলার। এক জোড়া বাজুকার দাম পড়বে দু'হাজার ডলার। প্রতিটি রকেটের দাম পড়বে বিয়াল্লিশ ডলার পঞ্চাশ সেন্ট। তাহলে চল্লিশটির দাম হলো ... "

"সতেরোশো ডলার," শ্যানন বললো। "পুরো প্যাকেজের দাম পড়ছে ত্রিশ হাজার একশো ডলার।"

"এবং আনুষঙ্গিক খরচের জন্যে দশ শতাংশ বাড়তি টাকা দিতে হবে। সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেটটা যদি আমাকে জোগাড় ক'রে দিতে হয় তবে আরো দশ শতাংশ, মানে মোট বিশ শতাংশ টাকা বাড়তি দিতে হবে। ছোটো অর্ডার হলেও আনুষঙ্গিক খরচ কমছে না। বড় অর্ডার হলে এক্ষেত্রে একটু সুবিধা পাওয়া

BanglaBook.org

যায়। যাই হোক আপনাকে বাড়তি বিশ শতাংশের জায়গায় আমি পনেরো শতাংশ দিতে বলবো। তাহলে মোট লাগবে সাড়ে চৌদ্দ হাজার ডলার, ঠিক আছে?"

"চৌদ্দ হাজার চারশত," বললো শ্যানন। "আমি সার্টিফিকেটটা যোগাড় করে আপনার কাছে মেইল করে দেবো, তার সাথে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিপোজিটটাও। আর সব মাল চালানের জন্যে প্রস্তুত হবার পর আরো পঁচিশ পার্সেন্ট দিয়ে দেবো। সবই ডলারে দেবো, ঠিক আছে?"

বেকার পুরো টাকাটাই অগ্রীম পেতেই আগ্রহী হোতো, কিন্তু সে কোনো লাইসেন্স ডিলার নয়, কোনো অফিসও নেই তার। শ্লিঙ্কারের মতো তার কোনো ব্যবসায়ী ঠিকানাও নেই যে, এতোটা দাবী সে করতে পারে। সে আসলে একধরণের দালার টাইপের লোক যেকিনা অন্য একজনের লাইসেন্স ব্যবহার করে কাজ করে থাকে। চোরাকারবারী ব্যবসায়ী হিসেবে তাকে এরকম শর্ত মেনে নিতেই হবে। যতো কাগজপত্র কম থাকবে ততোই কম অগ্রীম পাবে।

অস্ত্র ব্যবসায় একটি পুরনো নীতি হলো প্রথম চালানটি ভালোমতো দিয়ে ক্রেতার আস্থা অর্জন করবে, তারপর বড় একটি চালানের সময় বিশাল অংকের অগ্রীম নিয়ে কেটে পড়া। কিন্তু শ্যাননের বেলায় এটি ঘটবে না। কারণ ১৪৪০০ ডলারের পঞ্চাশ শতাংশ খুব বড় কোনো টাকার অংক নয়।

"ঠিক আছে। যে মুহূর্তে আমি আপনার কাছ থেকে সার্টিফিকেটটা পাবো সঙ্গে সঙ্গে চালা পাঠিয়ে দেবো।"

তারা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

"জাহাজে মাল ওঠানোর আগপর্যন্ত কতো দিন লাগতে পারে?" শ্যানন জানতে চাইলো।

"ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ দিন লাগতে পারে," বেকার বললো। "আচ্ছা, ভালো কথা, আপনার কাছে কি কোনো জাহজ আছে?"

"এখনও নেই। আপনার তো একটি নাম দরকার, তাই না, সেটা আমি সার্টিফিকেটের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।"

"আপনার কাছে যদি না থাকে তবে আমার কাছে একটি খুব ভালোমানের চার্টার করা জাহাজ রয়েছে। প্রতি দিন দু'হাজার জার্মান মার্ক লাগবে। ক্রু, খাবার-দাবার, সবকিছুই আছে। আপনি কার্গোটা ভাড়া নিলে আপনার যেখানে খুশি সেখানেই নিতে পারবেন।"

শ্যানন এ কথাটা একটু ভাবলো। ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকায় বিশ দিন, বিশ দিন গন্তব্যে পৌছতে এবং বিশ দিন ফিরে আসতে লাগবে। তার মানে একলক্ষ বিশ হাজার মার্ক অথবা ১৫০০০ পাউন্ড। নিজের জন্যে একটি জাহাজ কেনার চাইতে সস্তা। লোভনীয়। তবে এটা করলে এই অস্ত্রের চালানের কাজে বাইরের লোকজন

BanglaBook.org

জড়িয়ে পড়বে বলে এই আইডিয়াটা সে বাতিল করে দিলো। এটা করলে বেকার এবং জাহাজের লোকদেরকে প্রকারন্তরে তার এই কাজে অংশীদার ক'রে ফেলতে হবে।

"হ্যা," সে খুব সতর্কভাবে বললো। "জাহাজটার নাম কি?"

"সান আন্দ্রিয়া," বেকার বললো।

শ্যানন নামটি শুন একেবারে থ হয়ে গেলো। সেমলার এই নামটি তাকে বলেছিলো।

"সাইপ্রাসে রেজিস্টার করা?" শ্যানন জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

"বাদ দিন তাহলে," আস্তে ক'রে সে বললো।

তারা ডাইনিং রুম থেকে বের হতেই শ্যানন দেখতে পেলো জনাথান শ্লিঙ্কার এক কোণে ডাইনিং করছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো এই জার্মানি ডিলার তাকে অনুসরণ করছে বুঝি। কিন্তু লোকটা আরেকজন লোকের সঙ্গে ডিনার করছে, বোঝাই যাচ্ছে কোনো লোভনীয় কাস্টমার হবে। শ্যানন মুখ ঘুরিয়ে তাদের অতিক্রম করে চলে গেলো। হোটেলের দরজার সামনে এসে সে বেকারের সঙ্গে হাত মেলালো।

"কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করবো," সে বললো। "আমাকে হতাশ করবেন না, আশা করি।"

"কোনো চিন্তা করবেন না ক্যাট। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন," বেকার বললো। এই বলেই সে রাস্তায় নেমে পড়লো।

"তাহলেই হয়েছে," বিড়বিড় ক'রে শ্যানন বলেই হোটেলে ফিরে এলো।

নিজের ঘরে ফিরে এসেও জার্মানি অস্ত্র ব্যাবসায়ীর সঙ্গে যে লোকটি ডিনার করছিলো তার চেহারাটা তার কাছে খুবই চেনা চেনা বলে মনে হতে লাগলো। এই লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে, কিন্তু সেটা মনে করতে পারলো না। রাতে ঘুমিয়ে পড়তেই তার মনে মনে পড়ে গেলো। এই লোকটি আইআরএ'র আঞ্চলিক চিফ অব স্টাফ। পরের দিন বুধবার সে লন্ডনে ফিরে গেলো বিমানে করে। নবম দিনের শুরু হলো সেদিন থেকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

হ্যামবুর্গ থেকে ক্যাট শ্যাননের প্লেনটা আকাশে উড়তেই প্রায় একই সময় মার্টিন থর্প স্যার জেমস ম্যানসনের অফিসে প্রবেশ করলো।

"লেডি ম্যাক আলেস্টার," নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলতে শুরু করলো। স্যার জেমস তাকে একটা চেয়ারে বসার জন্যে ইশারা করলেন। "তার সম্পর্কে আমি সবরকম খোঁজখবর নিয়ে এসেছি, স্যার," থর্প বলতে শুরু করলো। "আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক তাই। ইতিমধ্যে আরও দু'জন ব্যক্তি ভদ্রমহিলার কাছে তাঁর বোরম্যাক-এর শেয়ারগুলো বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিলো, তবে তিনি দৃঢ়ভাবে তাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভদ্রমহিলার বয়স বর্তমানে ছিয়াশি পেরিয়ে গেছে, অনেকটা ছিটগ্রস্ত আর বদমেজাজী স্বভাবের। এরকমই লোকে বলে। পৈতৃক সম্পত্তির সুবাদে টাকাপয়সারও কোনো অভাব নেই। ডান্ডিতে বসবাসরত মিঃ ডোনাল্ড নামে এক বৃদ্ধ সলিসিটর তাঁর বিষয়-আশয় দেখাশুনা করেন। এখানে আমার পুর্ণাঙ্গ রিপোর্টটা রয়েছে।"

সে একটা মোটা ফোল্ডার স্যার জেমসের হাতে তুলে দিলো। পুরো রিপোর্টটা পড়তে স্যার জেমসের মাত্র পাঁচ মিনিট লাগলো। পড়ার সময় বার কয়েক তিনি আপন মনে বিড় বিড় করলেন। "উফ," বললেন একবার। পড়া শেষ করে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। "আমি এখনও বোরম্যাকের তিন লক্ষ শেয়ার চাইছি," তিনি বললেন। তুমি বললে আগের দু'জন ব্যর্থ হয়েছিলো, কেন?"

"মনে হয়ে বোরম্যাকের সঙ্গে ভদ্রমহিলার বিশেষ একটা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে। আর সেটা টাকা-পয়সা সংক্রান্ত নয় মোটেও। পৈত্রিকসূত্রেই সে ধনী। বিয়ের সময়ই সে ছিলো এক স্কটিশ ভূ-স্বামীর একমাত্র মেয়ে। কোনো সন্দেহ নেই বিয়েটা পারিবারিকভাবেই ঠিক করা হয়েছিলো। বুড়ো স্বামী মারা যাবার পর তার সম্পত্তির পরিমাণ আরো বেড়ে যায় স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সম্পদের কারণে। মাইলের পর মাইল জনমানবহীন উঁচু জমির অধিকারীনী হয়ে যায় সে। কিন্তু বিগত

BanglaBook.org

বিশ বছরে মাছ ধরা আর শিকার করার মধ্য দিয়ে খুব একটা আয়রোজগার হয় নি। শিল্পকারখানার জন্যে কিছু জমি বিক্রি করেও খুব একটা লাভ হয় নি। তার দালালরা অথবা এজেন্ট যাইহোক না কেন, তারা মহিলাকে ঠকিয়েছে বলা চলে। তবে এ নিয়ে মহিলা খুব একটা উদ্বিগ্ন নয়। বেঁচে থাকার জন্যে তার যথেষ্টই আছে বলা চলে। আমার মনে হয় অন্যেরা কেবল প্রচুর টাকার প্রস্তাবই দিয়েছে, অন্য কিছু নয়। আর এটা তাকে মোটেও আগ্রহী করে নি।"

"তাহলে কি করলে সে আগ্রহী হবে?" স্যার জেমস জানতে চাইলেন।

"দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি দেখুন, স্যার জেমস। দেখুন ওখানে আমি কি লিখেছি? বুড়ো গাড়ির ড্রাইভার—যাকে সে বিয়ে করেছিলো। ঐ লোকটার স্মৃতিই হলো মহিলার একমাত্র অবলম্বন।"

"হ্যা, মনে হয় তোমার কথা-ই ঠিক। তাহলে তোমার মতে এখন কি করা দরকার?"

থর্প তার পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত বললো, ম্যানসন খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনে গেলেন।

"এই কোম্পানিটা তাঁর স্বামীর হাতে তৈরি। লেডি ম্যাক অ্যালেস্টার তাঁর স্বামীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এতোদিনেও তার সে মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সে চায় এই কোম্পানির সঙ্গে তার স্বামীর কীর্তি-কাহিনীর কথা বরাবর অক্ষয় হয়ে থাকুক। অন্য কারোর হাতে গিয়ে পড়লে হয়তো তার এ আকাঙ্ক্ষা কোনোদিন পুরণ হবে না, তারা হয়তো স্যার ম্যাক ম্যাক অ্যালেস্টারের স্মৃতির প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন করবে না, সম্ভবত তাই তিনি এখনও এই শেয়ারগুলো আঁকড়ে ধরে আছেন! এই মরা কোম্পানিটাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে যদি এর মাধ্যমে ভদ্রলোকের একটা স্মৃতিসৌধ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে হয়তো এই নির্বোধ বৃদ্ধাকে পটানো যেতে পারে। এ ধরনের কোনো প্রস্তাব নিয়ে কেউ নিশ্চয় আগে কখনও ভদ্রমহিলার সামনে হাজির হয় নি।"

"এতে কাজ হতে পারে," সব শুনে স্যার জেমস বললেন। "সমস্যা হলো, তুমি চেষ্টা করার পরও যদি মহিলা রাজি না হয়, তবে তো তুমি আরেকটা প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে আর যেতে পারবে না। তারপরেও আমার মনে হয়, নগদ টাকা সাধলে আগের দু'জনের মতো আমাদেরকেও সে ফিরিয়ে দেবে। ঠিক আছে, যেভাবে ভেবেছো সেভাবেই এগোও। যেমন করেই হোক তার কাছ থেকে শেয়ারগুলো আমাদেরকে নিতেই হবে।"

এরপরই থর্প নিজের গন্তব্যে চললো।

BanglaBook.org

বেলা বারোটার কিছু পরেই শ্যানন লন্ডনে তার নিজের অফিসে এসে পৌছালো। নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতেই দেখতে পেলো ল্যাঙ্গারত্তির চিঠিটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। মার্সেই থেকে কিথ ব্রাউনের নানে চিঠি পাঠিয়েছে ল্যাঙ্গারত্তি। কেবল 'জিন' নামে স্বাক্ষর করা হয়েছে। লাভালন নামে জনৈক কর্সিকান ভদ্রলোক কোনো এক ফ্রেঞ্চ হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে, এই সংবাদটুকুই শুধু জানানো হয়েছে চিঠিতে। চিঠি পড়ে মনে মনে সন্তুষ্ট হলো শ্যানন। নিরাপত্তার খাতিরেই ল্যাঙ্গের্টির পক্ষে এই নাম বদলের প্রয়োজন ছিলো। কারণ কোন ফরাসী হোটেলে আশ্রয় নিলে, হোটেলের গেস্টবুক ছাড়াও বিশেষ ধরনের একটা ফর্ম পূরণ করতে হয়। পরে পুলিশের লোক এসে সেই ফর্মগুরৈা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। মার্সেই অঞ্চলে ল্যাঙ্গের্টি খুবই মার্কামারা ব্যক্তি। পুলিশ যদি জানতে পারে এই বিশেষ ব্যক্তিটি সম্প্রতি তার আস্ত ানা ছেড়ে এতদূরে একটা হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকবার জন্যেই ল্যাঙ্গারত্তির এই সতর্কতা।

কন্টিনেন্টাল ডিরেকটরি ঘেঁটে ল্যাঙ্গের্টির নতুন হোটেলের হদিশ পেতে মিনিট দশেক সময় লাগলো ওর। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো হোটেলের সঙ্গে। কিন্তু হোটেল ক্লার্ক খোঁজ নিয়ে জানালো মঁসিয়ে লাভালন এখন তাঁর ঘরে নেই। তিনি ফিরে এলেই যেন লণ্ডনে মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে যোগযোগ করেন—এই ম্যাসেজটুকু ভদ্রলোকের কাছে পৌছেদেবার অনুরোধ জানিয়ে নির্দেশ জানিয়ে জন দুপ্রিরি ঠিকানায় তার পাঠালো একটা।

সুইস ব্যাঙ্কে রিং করে খবর পেলো ইতিমধ্যে ওর নামে পাঁচ হাজার পাউন্ড জমা পড়েছে। অর্থাৎ ওর প্রাপ্য পারিশ্রমিকের মোট অর্ধেকটা অগ্রিম হিসেবে জমা দিয়েছে সাইমন এনডিন। অবশ্য এতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না, এ কাজের এই দস্তুর। একবারে গোড়ার দিকে কেউই চুক্তিমতো পুরো টাকাটা একসঙ্গে গুনে দিতে রাজী হবে না। শ্যাননও তা জানে। তবে মাত্র পাঁচ হাজার পাউণ্ডের জন্যে ম্যানকনের মতো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান যে ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিম্বাকে অপসারণের ব্যাপারে ওদের আগ্রহ আর ব্যয়ের বহর দেখেই সেটা বুঝে নেওয়া যায়।

হাতের কাজ শেষ করে সাইমনের নামেও একটা চিঠি পাঠালো শ্যানন। গত দুদিন ও যেসব জায়গায় গেছে এবং যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সমস্তই লিখে জানালো চিঠিতে, শুধু শিলিঙ্কার আর বেকারের নাম ঠিকানা ছাড়া। পরিশেষে লিখলো, আগামীকাল বেলা এগারোটায় ও মিঃ হ্যারিসের জন্যে নিজের ফ্ল্যাটে

BanglaBook.org

অপেক্ষা করবে। হ্যারিস যদি ওই সময় না আসতে পারেন, তবে যেন শ্যাননকে সেকথা ফোনে জানিয়ে দেন।

বিকেল ছটা নাগাদ শ্যাননের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো জানি দুপ্রি। এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই ফোনটা বেজে উঠলো। এনডিন ফোনে জানালো সে পোস্টঅফিস থেকে টেলিগ্রামটা তুলে নিয়েছে।

এনডিন খুব জলদিই বুঝতে পারলো শ্যানন মুক্তভাবে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।

"তোমার সাথে কি কেউ আছে?" এনডিন ফোনেই জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

"আমাদের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট?"

"হ্যা।"

"তুমি কি দেখা করতে চাও?"

"আমার মনে হয় আমাদের তাই করতে হবে," শ্যানন বললো। "আগামীকাল সকালে হলে কেমন হয়?"

"ঠিক আছে। এগারোটার দিকে হলে কি তোমার চলে?"

"অবশ্যই," শ্যানন বললো।

"তোমার ওখানেই?"

"সেটা হলে ভালোই হয়।"

"আমি এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবো," এনডিন এ কথা বলেই ফোনটা রেখে দিলো।

শ্যানন দক্ষিণ আফ্রিকানটির দিকে ফিরলো।

"তোমার কাজের খবর কি, জানি?" সে জানতে চাইলো।

এই তিন দিনের কাজে দুপরি খুব একটা এগোতে পারে নি। একশো জোড়া মোজা, আন্ডারপ্যান্ট আর সিঙ্গলেট শুক্রবারের মধ্যে সংগ্রহ করা যাবে। সে পঞ্চাশটি কমব্যাট টানিক দিতে পারবে এরকম একজন সাপ্লায়ারের খোঁজ পেয়েছে। তাকে এসব জিনিস দেবার অর্ডার দেয়া হয়েছে। ঐ একই ফার্ম ট্রাউজারও দিতে পারবে কিন্তু দুপরি এটা অন্য জায়গা থেকে যোগাড় করতে চাচ্ছে। যাতে ক'রে একজন সাপ্লায়ার এটা না মনে করে যে সে একাই পুরো ইউনিফর্মের যোগান দিচ্ছে। এজন্যে বিচ্ছিন্নভাবে ইউনিফর্মগুলো সংগ্রহ করা তার উদ্দেশ্য। দুপরি বলে দিয়েছিলো কেউ যেনো কোনোরকম সন্দেহ না করতে পারে। তবে শ্যানন তার আগের আইডিয়াটাই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিলো।

BanglaBook.org

দুপ্রি শ্যাননকে জানালো যে, জুতার ব্যাপারে তাকে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে ধরনের ক্যানভাসবুট তাদের প্রয়োজন বাজারে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। দুপ্রি অবশ্য হাল ছাড়ে নি, এখনও পুরোদমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শ্যানন দুপ্রিরর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিলো। মার্সেই'র কোন্ ঠিকানায় মালপত্র পাঠাতে হবে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই দুপ্রি তা জানতে পারবে। ল্যাঙ্গারত্তি শ্যাননকে সেইরকমই আশ্বাস দিয়েছিলো।

দক্ষিণ আফ্রিকানটি বিদায় নেবার আগেই ল্যাঙ্গারত্তির ঠিকানা লেখা একটা চিঠি টাইপ করলো শ্যানন। চিঠিতে সে কর্সিকানকে স্মরণ করিয়ে দিলো ছয় মাস আগে একটি পাম গাছের নিচে তাদের সংলাপের কথাটি। তখন সে শ্যাননের কাছে অস্ত্র বিক্রি করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলো। কর্সিকান তাকে জানিয়েছিলো সে প্যারিসের এক লোককে চেনে যে কিনা প্যারিসে অবস্থিত এক আফ্রিকান দেশের কূটনৈতিকের কাছ থেকে সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেট যোগাড় ক'রে দিতে পারবে। শ্যাননকে সেই লোকের নাম এবং তার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যায় তা জানতে হবে।

চিঠিটা পোস্ট করবার জন্যে দুপ্রির হাতে তুলে দিলো শ্যানন। তাকে বলে দিলো আজকের মধ্যেই চিঠিটা যেনো পোস্ট করা হয়। সে ব্যাখ্যা করলো কাজটা সে নিজেই করতে পারতো কিন্তু তাকে এখন এই ফ্ল্যাটেই অপেক্ষা করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যাঙ্গারত্তির কাছ থেকে একটা ফোন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু চিঠিতে যা লেখা আছে সে সম্পর্কে ফোনে কোনো আলোচনা করা নিরাপদ নয়। সেইজন্যেই এই সাবধানতা।

প্রত্যাশিত ফোনটি যখন সন্ধ্যা আটটার দিকে এলো তখন শ্যাননের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। তার কণ্ঠটা ফোনে একটু যান্ত্রিক শোনালো। এটা তার নিজের আবিস্কার করা একটি যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়েছে কণ্ঠস্বরটি আড়াল করার জন্যে।

শ্যানন তাকে জিজ্ঞেস করলো তার কাজকর্মের খবর কি। কোনো ভাড়াটে সৈন্য পাঠানোর আগপর্যন্ত সে যেনো কোনো অবস্থাতেই কি করছে এসব কথা ফোনে খোলামেলাবাবে না বলে।

"আমি একটা হোটেল থেকে তোমার কাছে আমার ঠিকানা লেখা একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি," ল্যাঙ্গারত্তি জানালো।

"জানি। সেটা আমি ইতিমধ্যেই পেয়েছি," শ্যানন বলো।

BanglaBook.org

"আমি একটা স্কুটার ভাড়া করে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে," কণ্ঠটা বললো। "এরকম জিনিস তৈরি করে তিনটি প্রতিষ্ঠান আমি পেয়েছি। তাদের ঠিকানা আর ব্রোশিউর সংগ্রহ করেছি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি স্থানীয় ডিলারকে অর্ডারটা দিয়ে দিতে পারবো," ল্যাঙ্গারত্তি জানালো।

"ভালো," শ্যানন বললো। "দ্বিতীয় জিনিসটার খবর কি?"

"সেটা ব্রশিউরের উপর নির্ভর করছে। আমরা কোনটা কিনবো কিংবা বাকি জিনিসগুলোর সাথে কোনটা বেশি মানানসই হবে তার উপরেও নির্ভর করছে। সেটা নিয়ে ভাববে না। প্রতিটি সমুদ্র বন্দরেই এরকম জিনিসের দোকান রয়েছে অসংখ্য। বসন্ত আসছে। এরকম জিনিসের নতুন নতুন মডেলের সব পণ্য প্রত্যেক দোকানিই মজুদ করছে।"

"চমৎকার," শ্যানন একটু জোরেই বললো। "এবার আমার কথা শোনো। শিপিংয়ের জন্যে আমার একজন ভালো এজেন্টের দরকার। আগে যতোটা দেরিতে লাগবে ব'লে ভেবেছিলাম এখন সেটা একটু জলদিই লাগবে। নিকট ভবিষ্যতে কয়েকটা বড় ঝুরি এখানে পাঠাতে হবে। আরেকটা পাঠাতে হবে হামবুর্গে।"

"সেগুলো আমি খুব সহজেই যোগার করতে পারবো," অন্যপাশ থেকে ল্যাঙ্গারত্তি বললো। "কিন্তু আমার মনে হয় সেটা তুলোন থেকে হলেই ভালো হয়। তুমি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছো কারণটা।"

শ্যানন আন্দাজ করতে পারলো ল্যাঙ্গারত্তি তার হোটেলে অন্য একটা নাম ব্যবহার করতে পারতো কিন্তু বন্দর থেকে মালপত্র পাঠাতে হলে তাকে তার আইডেন্টিকার্ড ব্যবহার করতে হবে। মার্সেই'র বন্দরে বর্তমানে খুব কড়াকড়ি অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানকার নতুন পুলিশ অফিসার একজন সাক্ষাৎ হারামির বাচ্চা। নিউ ইয়র্ক থেকে হেরোইন পাচার রোধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাই দেখা যাবে মাদক খুঁজতে গিয়ে অস্ত্র পেয়ে যাবে তারা। আর সেটা হলে হবে বিরাট একটি সমস্যা।

"ঠিক আছে, তোমার যেটা সুবিধার বলে মনে হয় সেটাই করো। ঐ জায়গাটা তো তুমি ভালোই চেনো," শ্যানন বললো। "নাম আর ঠিকানা পাবার সাথে সাথেই আমাকে টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিও। আরেকটা ব্যাপার। আমি মার্সেই'র প্রধান পোস্ট অফিস থেকে আজকে তোমার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছি। সেটা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে আমি কি চাইছি। খুব সম্ভবত শুক্রবার সকালে সেটা তুমি পাবে। আর চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই লোকটার নাম আমাকে টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিবে।"

"ঠিক আছে। এই তো?" ল্যাঙ্গারত্তি বললো।

BanglaBook.org

"হ্যা, আপাতত এই। ব্রোশিউরগুলো হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। ওগুলোর সঙ্গে তোমার মন্তব্য আর মূল্য তালিকাও পাঠিয়ে দিও। আমাদেরকে বাজেটের মধ্যে থাকতে হবে।"

"তা ঠিক। তাহলে এখন রাখি," ল্যাঙ্গারত্তি লাইনটা কেটে দিলে শ্যানন ফোনটা রেখে দিলো। বোয়ে দ্য সেন জ্যঁ-তে রাতের খাবার খেয়ে সে আগেভাগেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে এনডিন এসে একঘণ্টার মতো শ্যাননের সঙ্গে আলোচনা করলো রিপোর্ট আর হিসেবগুলো নিয়ে।

"ঠিকই আছে," অবশেষে সে বললো। "কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?"

"ভালো," শ্যানন জানালো। "অবশ্য খুব বেশি দিন হয় নি আমি কাজটাতে যোগ দিয়েছি। মাত্র দশদিন আগে কাজ শুরু করেছি। তবে এরই মধ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আগামী দশদিনের মধ্যেই আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের অর্ডারগুলো দিয়ে দিতে চাই। মালগুলো রেডি ক'রে পাঠাতে পাঠাতে আরও প্রায় চল্লিশ দিনের মতো সময় লাগবে তাদের। বিভিন্ন জায়গা থেকে মালপত্র সংগ্রহ সবার দৃষ্টি এড়িয়ে সেগুলো আমাদের জাহাজে এনে তুলতেও বিশ দিনের মতো সময় লেগে যাবে। সমুদ্রপথে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছতে সময় লাগবে আরও বিশ দিন। অর্থাৎ, হিসেবমতো ঠিক আশি দিনের মাথায় আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। সেইভাবেই ছক কেঁটে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভালো কথা, আমার আরো কিছু টাকার প্রয়োজন।"

"লন্ডনে তোমার সাড়ে তিন হাজার আর বেলজিয়ামে রয়েছে সাত হাজার," এনডিন তাকে মনে করিয়ে দিলো।

"হ্যা, আমি জানি। কিন্তু খুব জলদিই সেগুলো পেমেন্ট হিসেবে খরচ করতে হবে।"

সে জানালো হামবুর্গের অস্ত্রব্যবসায়ী 'জোহান'কে কোন্ কোন্ খাতের জন্যে কতো টাকা দিতে হবে।

"বড় অংকের টাকা লাগবে অস্ত্র আর জাহাজ কিনতে। বাজেটের প্রায় অর্ধেকই খরচ হয়ে যাবে তাতে।"

"ঠিক আছে," এনডিন বললো। "আমি তোমার বেলজিয়ান একাউন্টে ২০০০০ পাউন্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি এক ঘণ্টার মধ্যেই দরকার হলে সেই টাকা তুলে নিতে পারবে। সেখান থেকে প্রয়োজনমতো অর্থ সুইস ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার ক'রে নিতেও কোনো অসুবিধে হবে না।"

BanglaBook.org

সাইমন এনডিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"আর কিছু বলার আছে?"

"না," শ্যানন মাথা নাড়লো। "তবে এই সপ্তাহের শেষের দিকে আমাকে আবার বাইরে বের হতে হবে। আগামী সপ্তাহটা আমার হয়তো বাইরে বাইরেই কাটবে। জাহাজ আর মেশিনগানের খোঁজে মার্সেই এবং বেলজিয়ামে যেতে হবে।"

"যাবার আগে এবং ফিরে এসে আমাকে একটা খবর দিয়ে যেতে ভুলে যেও না।" এনডিন বললো।

কেনসিংটন হাই স্ট্রট-এর খুব কাছেই কটেজমোর গার্ডেনের ওপর তলার সুবিশাল ড্রইংরুমটা বাইরে বসন্তের রোদ থাকলেও জানালার ভারি পর্দার কারণে ভ্যাপসা আর গুমোট হয়ে আছে। পর্দাগুলো একটু ফাঁক হলেই তা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়ছে সুড়সুড় ক'রে। ঘরের ভেতরে চারটা চেয়ার আর একটা অভিজাত ভিক্টোরিয়ান টেবিল রয়েছে। টেবিলে রাখা আছে ইউনিফর্ম, বোতাম কিছু মেডেল।

চজারপাশের রঙচটা দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙানো আছে। মনক্রস, মতেগ্লেয়া, ফারকুয়ার, ফ্রেজার, মুরে আর মিন্তোস। এটা ঠিক যে এই সবগুলো ব্যক্তি একজন বৃদ্ধামহিলার পূর্বপুরুষ হতে পারে না। তারপরও স্কটিশদের বেলায় নিশ্চিত ক'রে কিছুই বলা যায় না।

ছবিগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় ফ্রেমটি স্যার ইয়ান ম্যাকক্যালিস্টারের। তেলরঙে আঁকা ছবিটার নিচে বড়বড় অক্ষরে নামটি লেখা আছে।

মার্টিন থর্প চেয়ে দেখলো লেডি ম্যাকালিস্টার একটা চেয়ারে গুটিসুটি মেরে ব'সে আছেন। কানে কম শোনেন ব'লে একটা হিয়ারিং এইড লাগানো আছে তাঁর কানে। মহিলা বিড়বিড় ক'রে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে কী যেনো বলছেন, সেই কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করলো থর্প।

"এর আগেও লোকজন এসেছিলো, মি: মার্টিন," মহিলা বললেন। থর্প নিজের পরিচয় দু'দুবার দিলেও মহিলা তাকে মি: মার্টিন বলেই ডাকছেন। "কিন্তু বিক্রি করার মতো কোনো কারণ তো আমি দেখি না। এটা আমার স্বামীর কোম্পানি, সেটা কি আপনি জানেন না। এই সহায় সম্পত্তি সবই তিনি নিজে অর্জন করেছিলেন। আর এখন কিনা লোকজন এসে বলছে তারা এসব কিনে তাদের মতো ক'রে কাজ করবে ... বাড়িঘর বানাবে, আরো কতো কি করবে। আমি একটুও বুঝতে পারি না কেন তারা এসব করতে চায়। আমি কোনোভাবেই এগুলো বিক্রি করবো না ... "

BanglaBook.org

"কিন্তু লেডি ম্যাকক্যালিস্টার ..."

মহিলা যেনো তার কথাটা শুনতেই পান নি, তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। সত্যি বলতে কি, তিনি আসলেই শুনতে পান নি।

"আপনি জানেন, আমার স্বামী, ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুক, মারা যাবার সময় আমার জন্যে খুব বেশি কিছু রেখে যান নি, মিঃ মার্টিন। তাঁকে যখন ঐসব জঘন্য চায়নিজরা হত্যা করলো তখন আমি স্কটল্যান্ডে ছিলাম। আমি আর ফিরে যাই নি। আমাকে বলা হয়েছিলো সেখানে না যেতে। তবে তারা আমাকে বলেছিলো এস্টেটগুলো কোম্পানিরই মালিকানায় রয়েছে। তিনি কোম্পানিতে আমার জন্যে বিশাল একটি অংশ রেখে গিয়েছিলেন। তাহলে বুঝতেই পারছেন, তিনি আমাকে এটা দিয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাই আমি তাঁর একজন উত্তরাধিকার হিসেবে এসব বিক্রি করতে পারি না ..."

থর্প বলতে যাচ্ছিলো যে কোম্পানিটা বর্তমানে একেবারেই মূল্যহীন, কিন্তু বলার আগেই বুঝতে পারলো কথাটা বলা ঠিক হবে না।

"লেডি ম্যাকক্যালিস্টার ... " সে বলতে শুরু করলো।

"আপনাকে হিয়ারিং এইডের মাধ্যমে কথা বলতে হবে। তিনি একেবারেই কানে শোনেন না," লেডি ম্যাকক্যালিস্টারের সঙ্গীনিটি বলো।

থর্প তার দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ জানালো মাথা নেড়ে। এই প্রথম মহিলাকে ভালো ক'রে খেয়াল করলো সে। মহিলার বয়স হবে মধ্য ষাটের ঘরে।

থর্প চেয়ার ছেড়ে উঠে মহিলার কাছে গেলো। তাঁর হিয়ারিং এইডের কাছে মুখ এনে কথা বললো।

"লেডি ম্যাকক্যালিস্টার, আমি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছি তাঁরা এই কোম্পানিটাকে একটুও বদলাতে চাচ্ছেন না। বরং, আরো টাকা ঢেলে কোম্পানিটাকে আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। আমরা ম্যাকক্যালিস্টার এস্টেটটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি, ঠিক যেমনটি আপনার স্বামী সেটা চালাতেন ..."

এই এক ঘণ্টার সাক্ষাতে এই প্রথম মহিলার চোখে একধরণের ঔজ্জ্বল্য দেকা গেলো।

"ঠিক যেমনটি আমার স্বামী সেটা চালাতেন ... ?" মহিলা আরো স্পষ্ট ক'রে জানতেস চাইলেন।

"হ্যা, লেডি ম্যাকক্যালিস্টার," থর্প জোর দিয়ে বললো। সে কথাটা বলার সময় দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করলো। "আমরা তাঁর সমগ্রজীবনের কাজগুলো আবার সৃষ্টি করতে চাই, ঠিক যেমনটি তিনি নিজে চাইতেন। ম্যাকক্যালিস্টার এস্টেটটাকে তাঁর এবং তাঁর কীর্তির স্মরণে নির্মাণ করতে চাই।"

BanglaBook.org

কিন্তু আবারো মহিলা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

"তারা কখনই তাঁর স্মরণে কোনো কিছু নির্মাণ করবে না," মহিলা অবিশ্বাসের সুরে বললেন। "আমি নিজেও চেষ্টা করেছিলাম, জানেন? কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেছিলাম। বলেছিলাম তাঁর মূর্তির জন্যে সমস্ত টাকাই আমি দেবো। কিন্তু তারা বললো মূর্তি রাখার জন্যে কোনো জয়গা নেই। কোনোই জায়গা নেই। তারা অনেক মূর্তি স্থাপন করেছিলো কেবল আমার ইয়ানের মূর্তি বাদে।"

"কোম্পানি এবং এস্টেটটা আবারো ধনী হয়ে উঠলে তারা উনার মূর্তি স্থাপন করবে," থর্প একটু উচ্চস্বরেই বললো যাতে মহিলা ভালোমতো শুনতে পান। "তারা সেটা করবেই। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভালো হলে এ ব্যাপারে তাদেরকে চাপ দেয়া যাবে। একটা স্কলারশিপ কিংবা তহবিল গঠন করা যেতে পারে স্যার ইয়ানের নামে ট্রাস্ট করার জন্যে, যাতে ক'রে লোকজন তাঁকে চিরকাল মনে রাখতে পারে ... "

এই কৌশলটা সে এর আগেও ব্যবহার করেছিলো কিন্তু মহিলা ঠিকমতো শুনতেই পান নি। তবে এবার তিনি শুনতে পেলেন বলে মনে হলো।

"এতে তো অনেক টাকা লাগবে," মহিলা বললেন। "আমি তো এতো ধনী নই ... "

সত্যি বলতে কি মহিলা অসম্ভব ধনী, তবে তিনি হয়তো এ ব্যাপারে সচেতন নন।

"এজন্যে আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না," সে বললো। "পুরো টাকাটা কোম্পানি বহন করবে। তার জন্যেই তো কোম্পানিটাকে আবার আগের মতো চাঙ্গা করতে হবে। এই কাজে প্রচুর টাকার দরকার। আমার বন্ধুরা এই পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করতে পারবেন ... "

"আমি জানি না। আমি জানি না," মহিলা আবারো আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগলেন। "এসব ব্যাপার আমি তেমন বুঝি না। আমার প্রিয়তম ইয়ান যদি আজ থাকতো তবে সে এসব ভালো বুঝতো। অথবা মি: ডালগ্রেইশ। কি করলে ভালো হবে সব সময়ই আমি তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতাম। আমার হয়ে সে-ই তো সবধরণের স্বাক্ষর করতো। মিসেস বার্টন, আমি আমার ঘরে যাবো।"

"সময় হয়েছে," গৃহকর্ত্রী মহিলা বললো। "আসুন, এখন একটু ঘুমানোর দরকার আপনার। ওষুধ খাওয়ারও সময় হয়েছে।"

মহিলাকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলো সে। খোলা দরজা দিয়ে থর্প শুনতে পেলো গৃহকর্ত্রী বেশ কর্তৃত্বের সুরে মহিলাকে বিছানায় শুতে বলছে। ওষুধ খাওয়ার জন্যেও সে বেশ ধমকের সুরেই আদেশ করলো।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর মিসেস বার্টন বসার ঘরে ফিরে এলো।

"উনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন," থর্পকে সে বললো।

থর্প তার সবচাইতে সেরা হাসিটা প্রদর্শন করলো।

"মনে হচ্ছে আমি বুঝি ব্যর্থই হলাম," একটু আফসোস ক'রে বললো সে। "আপনি তো জানেনই উনি যে শেয়ারগুলোর মালিক সেসবই মূল্যহীন যদি কোম্পানিটা পুণরায় চাঙ্গা করা না হয়। আর চাঙ্গা করতেম হলে প্রচুর টাকার দরকার। আমার বন্ধুরা টাকা দিতে প্রস্তত আছেন।"

থর্প চলে যাবার জন্যে দরজার কাছে গেলো।

"আপনাকে আমি যদি অসুবিধায় ফেলে দিয়ে থাকি তবে দুঃখিত," সে বললো।

"এসবে আমি অব্যস্ত হয়ে উঠেছি," মিসেস বার্টন বললো, তবে তার মুখে একটু নরম ভাব দেখা গেলো। অনেক দিন পর কেউ তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলো। "আপনি কি এক কাপ চা খাবেন? সাধারণত এ সময়ে আমি চা বানিয়ে থাকি।"

থর্পের মনের গহীনে কিছু একটা বললো এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে। তারা রান্নাঘরে বসলে থর্পের কাছে মনে হলো সে তার মায়ের রান্নাঘরে ব'সে আছে। ব্যাটারসি'তে তার মায়ের রান্নাঘরটা দেখতেও ঠিক একই রকম। মিসেস বার্টন তার কাছে লেডি ম্যাকক্যালিস্টার সম্পর্কে বললো। মহিলার মনমেজাজ, বাতিকগ্রস্ততা এবং পুরোপুরি বধির হওয়া, সবই।

"উনি আপনার চমৎকার যুক্তির কিছুই বোঝেন নি, মিঃ থর্প।"

থর্প খুবই অবাক হলো।

"আপনি যা বলেন উনি তা-ই করেন," সে বললো।

"আপনি কি আরেক কাপ চা নেবেন?" চা ঢালতে ঢালতে মিসেস বার্টন বললো। খুব শান্ত কণ্ঠেই সে বললো। "হ্যা। আমি যা বলি উনি তাই করেন। উনি আমার ওপর নির্ভরশীল। আর একথা উনি নিজেও জানেন। আমি চলে গেলে উনি আমার মতো অন্য কাউকে পাবেন না। আজকাল আপনি এরকম কাউকে খুব সহজে পাবেন না। এভাবে কেউ আর অন্যের জন্যে নিবেদিত থাকতে চায় না।"

"আপনার নিজের ব্যাপারে তো তাহলে খুব বেশি মনোযোগ দেবার সময় পান না, মিসেস বার্টন?"

"তা পাই না," সে আস্তে ক'রে বললো। "তবে মাথার উপর একটা আশ্রয় আছে, খাদ্য আছে, আমার মতো একজনের জন্যে এটাই বা কম কিসের।"

BanglaBook.org

"বিধবার হবার জন্যে?" থর্প খুব কোমলভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

ঘরের ভেতরে, দেয়াল ঘড়ির পাশে রয়েল এয়ারফোর্সের পাইলটের পোশাক পরা এক তরুণের ছবি রয়েছে। দেখতে একেবারে মার্টিন থর্পের মতোই।

"আপনার ছেলে?" ছবিটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে থর্প জিজ্ঞেস করলো।

মিসেস বার্টন ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"হ্যা। ১৯৪৩ সালে ফ্রান্সে তার বিমানটি ভূপাতিত হয়।"

"আমি দুঃখিত।"

"অনেক দিন আগের কথা। অভ্যস্ত হয়ে গেছি।"

"তাহলে আপনার কর্ত্রী মারা গেলে আপনার কি হবে?"

"আমার চলে যাবে। তিনি মারা যাবার আগে আমার নামে একটি উইল করে যাবেন সেব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি তাঁকে বিগত ষোলো বছর ধরে দেখাশোনা ক'রে আসছি।"

"অবশ্যই তিনি সেটা করবেন। তিনি আপনার কথা ভাবেন, কোনো সন্দেহ নেই।"

আরো এক ঘণ্টা সে ওখানে কাটিয়ে চলে এলো। কিন্তু ওখান থেকে যখন বের হয়ে এলো তাকে অনেক বেশি হাসিখুশি দেখালো। অসি বন্ধ হয়ে যাবার সময় হয়ে গেছে প্রায়। তারপরও সে একটা টেলিফোন বুথ থেকে ম্যানকন-এ ফোন করলো, আর দশ মিনিটের মধ্যে এনডিন সেটাই করলো যা তার কলিগ তাকে করতে বললো।

ওয়েস্ট এন্ডের এক বীমার দালাল সে রাতে নিজের অফিসে থাকতে রাজি হলো। পরেরে দিন সকাল দশটায় সে মিঃ থর্পের সাথে দেখা করলো।

সেই বৃহস্পতিবার রাতেই জোহান শ্লিঙ্কার হামবুর্গ থেকে লন্ডনে চলে এলো। সেদিন সকালেই সে হামবুর্গ থেকে ফোনে রাতের জন্যে একটা এপয়েন্টমেন্ট ঠিক করেছিলো।

রাত ন'টা বাজে সে ইরাকি দূতাবাসের এক কূটনীতিকের সঙ্গে ডিনার করলো। ডিনারটা ছিলো খুবই ব্যয়বহুল। ইরাকি কূটনীতিককে সে একটা খামে ক'রে ১০০০ জার্মান মার্কের সমপরিমাণ টাকা দিলো। বিনিময়ে কূটনীতিক ভদ্রলোক তাকে একটা খাম দিলে সে খামটা খুলে কাগজপত্রগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নিলো। লন্ডনস্থ ইরাকি দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা হিসেবে এই দেশের সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে ইরাকি পুলিশ বাহিনীর জন্যে ৪০০০০০ ৯মি.মি-এর গুলি কেনার জন্যে মিঃ জোহান শ্লিঙ্কারকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে এইসব গুলি কেবলমাত্র ইরাকি পুলিশ ব্যবহার করবে বলে আশ্বস্ত করা হলো। কোনোমতেই এইসব গোলাবারুদ অন্য কোনো কাজে বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা হবে না। এটাই হলো সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সার্টিফিকেট।

তারা যখন ডিনার শেষ করে ফিরলো তখন জার্মান ভদ্রলোকের জন্যে বাড়ি ফেরাটা একটু দেরিই হয়ে গেলো, তাই রাতটা লন্ডনে কাটিয়ে দিয়ে পরের দিন সকালে রওনা হয়ে গেলো।

শুক্রবার সকাল এগারোটার দিকে ক্যাট শ্যানন ওস্টেন্ডের বারে মার্ক ভ্লামিঙ্ককে ফোন করলো।

"যে লোকটাকে আমি খুঁজে বের করতে বলেছিলাম তাকে কি খুঁজে পেয়েছো?" নিজের পরিচয় দেবার পর সে জানতে চাইলো। সে ইতিমধ্যেই বেলজিয়ান ভদ্রলোককে টেলিফোনে সাবধানে কথাবার্তা বলতে বলে দিয়েছিলো।

"হ্যা, আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি," মার্ক জবাবে বললো। সে বিছানায় উঠে বসেছে। তার পাশে অ্যানা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বারটা ভোর তিনটা-চারটার দিকে সাধারণত বন্ধ হয়ে যায়। তাই তাদের দু'জনেরই অভ্যাস দুপুর পর্যন্ত ঘুম দেয়া।

"সে কি কেনাকাটার ব্যাপারে কথা বলার জন্যে প্রস্তুত?" শ্যানন জানতে চাইলো।

"মনে হয় প্রস্তুত," ভ্লামিঙ্ক বললো।

"শেষবার যখন তোমার সঙ্গে কথা হলো কথন আমি যেসব মালের কথা বলেছিলাম তার কাছে কি সেসব মাল এখনও আছে?"

"হ্যা," বেলজিয়াম থেকে কণ্ঠটা জনালো। "ওগুলো এখনও তার কাছে আছে। আমার তো তাই ধারণা। যদিও আমি এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে এখনও সরাসরি কোনো কথাবার্তা বলি নি। তবে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে খবর পেলাম, আগ্রহী ক্রেতা যদি কোনো বিশ্বস্তসূত্রের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তিনি যদি আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হন, তাহলে আর কেনাকাটার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা থাকে না।"

"কিন্তু আমার চাহিদামতো মাল তিনি যোগান দিতে পারবেন তো?"

"হ্যা, তা তিনি পারবেন।" মার্কের কণ্ঠে ভরসার সুর, "এ সম্পর্কে আগেই আমি যাবতীয় খোঁজখবর নিয়ে রেখেছি।"

BanglaBook.org

“যাক, একটা বিষয়ে তাহলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।” স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো শ্যানন। “এখন তুমি প্রথমে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলো, তোমার কাছে একজন বিশ্বস্ত ক্রেতা রয়েছে। সব শুনে তিনি যদি কথা বলতে রাজি থাকেন তবে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে তার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করবে। তিন দিন বাদে আমি আবার তোমার সঙ্গে ফোনে যোগযোগ করবো, ইতিমধ্যে তুমি প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়ে রাখবে। তবে খুব সাবধানে অগ্রসর হবে।”

“নিশ্চয়,” জবাব দিলো মার্ক, তারপর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোনটা রেখে দিলো।

আড়াইটা বাজে মার্সেই'র ফ্ল্যাট থেকে একটা তারবার্তা এলো। তাতে ফরাসি লোকটার নাম আর ঠিকানা দেয়া আছে। ল্যাঙ্গারত্তি বললো সে লোকটাকে টেলিফোন করে শ্যাননের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। বার্তায় আরো বলা হয়েছে শিপিং এজেন্টের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। সে আশা করছে পাঁচ দিনের মধ্যে নাম আর ঠিকানা দিয়ে দিতে পারবে।

শ্যানন পিকাডেলির ইউটিএ এয়ারলাইন্স-এ ফোন করলো। পরের রোববার সে প্যারিসের লো বোগেয়া থেকে আফ্রিকাগামী একটি বিমানে সিট বুকিং দিলো। বিইএ'তে ফোন ক'রে আগামীকাল সকালে প্যারিসে যাবার জন্যে আরেকটা টিকিট বুক ক'রে ফেললো। বিকেলের দিকে এই দুই টিকিটের জন্যে টাকা পরিশোধ ক'রে দিলো সে।

জার্মানি থেকে তোলা ২০০০পাউন্ড তার হাতব্যাগের ভেতরে একটা গোপন পকেটে রেখে দিলো। লন্ড এয়ারপোর্ট কোনো বৃটিশ নাগরিকের জন্যে ২০পাউন্ড নগদ এবং ৩০০ পাউন্ড ট্রাভেলার্স চেকের বেশি টাকা বহন করতে দেয় না।

BanglaBook.org

অফিসের লাঞ্চ আওয়ারের পর খোদ চিফের ঘরে সাইমন এনডিনের ডাক পড়লো। ইতিমধ্যেই তিনি শ্যাননের প্রেরিত রিপোর্টের আদ্যপান্ত খুঁটিয়ে পড়ে নিয়েছেন। কাজের অগ্রগতি একেবারেই বিস্ময়কর। মাত্র বারো দিনের মধ্যে কেউ যে এতো ব্যাপকভাবে উদ্যোগ-আয়োজন শুরু ক'রে দিতে পারে, সেটা যেনো বিশ্বাস করাই কষ্টকর। খরচের হিসাবটাও তাঁর নজর এড়ায় নি। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা

আছে ব'লে মনে হয় না। জিনিসপত্রের মূল্য যা দেখানো হয়েছে তা খুবই ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত। পরিস্থিতি খুব সন্তোষজনক। তাছাড়া আগেই তিনি মার্টিন থর্পের কাছ থেকে লং-ডিসটেন্স ফোন পেয়েছেন। মার্টিন যে বাস্তবিকই একজন কাজের লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের দায়িত্বটুকু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে সে। মার্টিনের মিষ্টি কথায় মোহিত হয়ে লেডি ম্যাকক্যালিস্টার যে শুধু তাঁর শেয়ার বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন, তাই নয়, ইতিমধ্যে মার্টিন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রও সব তৈরি ক'রে ফেলেছে। বৃদ্ধার সলিসিটর মিঃ ডোনাল্ডও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনিই দেখেশুনে কাগজপত্র তৈরি ক'রে দিয়েছেন। অবশ্য বৃদ্ধার পরিচারিকা মিসেস বার্টনও এ ব্যাপারে মার্টিনকে অনেক সাহায্য করেছে, বিনিময়ে নগদ পাঁচশো পাউন্ড দিতে হয়েছে তার হাতে। কাজটা যে এতো সহজে সুসম্পন্ন হবে ম্যানসনও সেটা আশা করতে পারেন নি।

সাইমন এনডিন ভেতরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসতে বসতেই ম্যানসন কাজের কথা শুরু ক'রে দিলেন। "শ্যানন কি সপ্তাখানেকের জন্যে লন্ডনের বাইরে যাচ্ছে?"

"হ্যা, স্যার জেমস্।" সাইমন এনডিন মাথা নাড়লো।

"ভালোই হলো! তোমার জন্যে আরও একটা গুরুদায়িত্ব রয়ে গেছে। সে ব্যাপারে আমার যদিও তেমন কিছু তাড়া ছিলো না, তারপরও, সময় যখন পাওয়া গেছে তখন সেটা কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ।" স্যার জেমস্ চোখ তুলে মৃদু হাসলেন। "চাকরির শর্তাবলী সম্বলিত আমাদের যে ছাপানো ফর্ম আছে, বিশেষত আফ্রিকান প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে যে ধরনের নিয়োগপত্র ব্যবহার করা হয় — সেইরকম একটা ফর্মের মাথায় 'ম্যানকন' নামটার ওপর সাদা কাগজ সেঁটে তার মধ্যে 'বোরম্যাক'-এর নাম লিখে দাও। তারপর এই চুক্তিপত্রে কোম্পানির পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে অ্যান্টনি ববির সঙ্গে একটা চুক্তি করো। তাতে লেখা থাকবে, মাসিক পাঁচশো পাউন্ড বেতনের ভিত্তিতে আগামী এক বছরের জন্যে তাকে কোম্পানির পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। চুক্তিপত্রে সই হলেই সেটা সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে, বুঝেছো?"

"ববি...!" সাইমনের দু'চোখে বিস্ময়ের ঘোর। "মানে আপনি বলতে চান, কর্নেল ববি ...?"

"হ্যা, তাছাড়া আর কে। আমি চাই না জাঙ্গারোর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াক। আমি তাকে সব সময়ের জন্যে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিতে চাই। সেই উদ্দেশ্যে সামনের সোমবারে তুমি ডাহোমের রাজধানী কাটানোউ রওনা হচ্ছো। সেখানে অ্যান্টনি ববির কাছে তুমি নিজেকে বোরম্যাক

BanglaBook.org

ট্রেডিং কোম্পানির একজন প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেবে। বলবে, ব্যবসায়িক বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে বোরম্যাকের কর্মকর্তারা বিশেষভাবে অবহিত। সেই কারণেই কোম্পানি এই চুক্তির ব্যাপারে এতো আগ্রহী। যদিও আমার স্থির বিশ্বাস, বোরম্যাকের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে ববি কোনোরকম খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন বোধ করবে না, বেতনের অঙ্ক দেখেই সে চোখবুজে চুক্তিপত্রে সই ক'রে দেবে।

"তুমি বলবে, ববির ডিউটি সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ পরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তবে এই চুক্তির অন্যতম শর্ত অনুযায়ী ববিকে আপাতত তিন মাস তার ডাহোমের বাসাতেই অবস্থান করতে হবে। এই তিন মাসের মধ্যে তোমার কাছ থেকে অন্য কোনোরকম নির্দেশ না পেলে সে যেনো নিজের বর্তমান আস্তানা ছেড়ে অন্য কোথাও না বের হয়। ওকে জানিয়ে দিও, এই নির্দেশ যথাযথ মেনে চললে কোম্পানি থেকে মোটা রকমের বোনাস দেবার ব্যবস্থা করা হবে। আর একটা কথা, চুক্তিপত্রে সই হবার পর তুমি এই দলিলটার একটা ফটোকপি ক'রে নেবে। তার ফলে কোম্পানির নামের ব্যাপারে যে কারচুপি করা হয়েছে সেটা আর কেউ টের পাবে না। ফটোকপির সময় আরও একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবে। চুক্তিপত্রে যে জায়গায় তারিখের উল্লেখ থাকবে, ফটোকপিতে সেখানটা যেনো খুব অস্পষ্ট আর ঝাপসা দেখায়। আমি কি আমার কথা ঠিকমতো তোমার মগজে ঢোকাতে পেরেছি?"

সাইমন এনডিন মৃদুমন্দ মাথা নাড়লো। এসব কাজে ওর দক্ষতার কথা চীফের অজ্ঞাত নয়। ও নিজেও সেটা খুব ভালোই জানে।

শুক্রবার বেলা চারটা বাজার কিছু পরে থর্প কেনসিংটন এপার্টমেন্ট থেকে চারটা শেয়ার হস্তান্তর চুক্তি সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এলো। এই চুক্তিটাতে মিসেস ম্যাকক্যালিস্টার কাঁপা কাঁপা হাতে সই করেছেন, আর স্বাক্ষী হিসেবে ছিলো মিসেস বার্টন। ডালগ্লেইশ নামের মিসেস ম্যাকক্যালিস্টারের যে আইনজীবি ডান্ডিতে থাকে তাকে শেয়ারগুলো হস্তান্তর করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে একটি চিঠিও দিয়ে দেয়া হলো থর্পকে।

শেয়ার হস্তান্তরের চুক্তিপত্রে কার নামে শেয়ারগুলো হস্তান্তর করা হলো সেই জায়গাগুলো ফাঁকা রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা লেডি ম্যাকক্যালিস্টার লক্ষ্যই করেন নি। মিসেস বার্টন নিজের ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে চলে যাবার হুমকি দিলে মহিলা এতোটাই মুষরে পড়েছিলেন যে খুব ভালোভাবে কোনো কিছু খেয়াল করতে পারেন

BanglaBook.org

নি। রাতের মধ্যেই ফাঁকা জায়গাগুলোতে মেসার্স এডমস্, বল, কার্টার এবং ডেভিসের নাম লেখা হবে। আগামী সোমবারে জুরিখের ব্যংকে গিয়ে ড. স্টেইনহোফারের স্বাক্ষর নেবার পর ফর্মটা পূরণ করা শেষ হবে।

স্যার জেমস্ ম্যানসন ৩০০০০০ শেয়ারের প্রতিটি কেনার জন্যে দুই শিলিং খরচ করতে হয়েছে। তারপর স্টক এক্সচেঞ্জ-এ এক শিলিং এক পেনি হিসেবে কোট করেছেন। এতে ক'রে তাঁকে আরো ৩০০০০ পাউন্ড খরচ করতে হয়েছে। তিনটি একাউন্ট থেকে টাকা তুলে অন্য একটি একাউন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। এখন বৃদ্ধা আর তাঁর গৃহকর্ত্রী বাকি জীবনটা বেশ ভালোমতোই নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পারবেন।

এই শেয়ারগুলো যে দামে কেনা হয়েছে তাতে ক'রে থর্পের কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই সস্তায় কেনা গেছে। তার চেয়ে বড় কথা এই ব্যাপারটা কোনোভাবেই ট্রেস্ করা যাবে না। চুক্তিপত্রে কোথাও থর্পের নাম উল্লেখ নেই। এজন্যে একজন সলিসিটরকে বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দেয়া হয়েছে তার মুখ বন্ধ রাখর জন্যে। থর্প নিশ্চিত মিসেস বার্টনও তার মতো একই কাজ করেছে। সবচাইতে বড় কথা, দেখে মনে হবে পুরো ব্যাপারটাই আইনসম্মতভাবে করা হয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৩

বিনোয়া ল্যাম্বার্ট তার বন্ধুবান্ধব মহলে এবং পুলিশের ফাইলে বেনি নামেই বেশি পরিচিত। ছোটোখাটো একজন লোক সে। নিজেকে যদিও একজন পেশাদার ভাড়াটে সৈনিক হিসেবেই জাহির করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একজন আন্ডারওয়ার্ল্ডের ছিচ্‌কে সদস্য। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা তার আদৌ ছিলো না। তবে প্যারিসে পুলিশ তাকে হন্যে খুঁজতে শুরু করলে একদিন প্লেনে ক'রে আফ্রিকায় চলে যায়। গৃহযুদ্ধের সময় বেশ কিছুদিন কঙ্গোতে ছিলো, তখন ডেনার্ডের পেশাদার সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দিতো সে। সেখানে কিছু পেশাদার সৈনিকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় গড়ে ওঠে। শ্যাননের নামটাও তার কাছে একবারে অপরিচিত নয়।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ডেনার্ড এই ছোটোখাটো লোকটাকে বেশ পছন্দ ক'রে ফেলে। সে-ই তাকে তার দলে একটি কাজ যোগাড় ক'রে দেয়। ডেনার্ড তাকে পছন্দ করার কারণে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে যেতে হয় নি।তার বিশেষ একটি প্রতিভা ছিলো। কোনো কিছু যোগাড় করার বেলায় সে যেনো জাদুকরের মতোই কাজ করতো। কোনো মুরগি না থাকলেও সে ডিম যোগাড় করতে পারতো, যেখানে কোনো পানি নেই সেখানে সে মদও সংগ্রহ করতে পারতো। মিলিটারি ইউনিটে এরকম একজন লোকের খুবই কাজে দেয়। সে ডেনার্ডের সিক্সথ কমান্ডো ইউনিটের সঙ্গে এক বছর ছিলো ১৯৬৭ সালের মে মাসের আগপর্যন্ত। ঐ বছর তাদের দলটি বিদ্রোহী দলের মুখোমুখি হলে সত্যিকারের যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তারা। বেনি সেখান থেকে পালানোর সুযোগ খুঁজলো তখন।

অবাক করার বিষয় হলো তাকে পালানোর অনুমতি দেয়া হলো।

ফ্রান্সে ফিরে এসে সে নিজেকে একজন ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। পরবর্তীতে নিজেকে একজন অস্ত্রব্যবসায়ী হিসেবেও জাহির করে সে। ভাড়াটে সৈনিকের কথাটা চাপাবাজি হলেও অস্ত্রব্যবসার কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে

BanglaBook.org

নয়। মাঝেমধ্যে সে অন্যসব অস্ত্রব্যবসায়ীর সাথে সখ্যতার কারণে কিছু লেনদেন করতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো আন্ডারওয়ার্ল্ডে সরবরাহ করে।

বর্তমানে ল্যাম্বার্ট প্যারিসেই স্থায়িভাবে আশ্রয় নিয়েছে। এখানকার নিচুতলার অপরাধী মহলের সঙ্গেও তার চেনা-পরিচয় বেশ গভীর। তাদের সহযোগিতায় সে এখানে মাঝে মধ্যে চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের গোপন কারবার ক'রে থাকে। অবশ্য তার পরিমাণ খুব বেশি নয়, দু-চারটা অস্ত্র এদিক-ওদিক হাত বদল ক'রে কিছু টাকা কামায়। বছর দেড়েক আগে ল্যাম্বার্ট এক চায়ের আসরে গল্প করেছিলো যে, জনৈক আফ্রিকান কূনীতিকের সঙ্গে তার বেশ খাতির আছে। সেই ভদ্রলোক নগদ টাকার বিনিময়ে আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত নানাবিধ আইনগত সমস্যার সহজ সমাধান ক'রে দিতে পারেন। ল্যাঙ্গারত্তি নামে এক কর্সিকানও সেই আসরে উপস্থিত ছিলো।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সেই কর্সিকানের দূরপাল্লার একটি ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গেলো ল্যাম্বার্ট। ল্যাঙ্গারত্তি জানালো, এই শনি বা রবিবারের মধ্যে ক্যাট শ্যানন ল্যাম্বার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শ্যাননের সঙ্গে ল্যাম্বার্টের সরাসরি কোনো আলাপ পরিচয় ছিলো না, তবে চার্লস রুই যে লোকটাকে ভীষণ ঘৃণা করে এবং সম্প্রতি তার সন্ধানে চারদিকে অজস্র চর পাঠিয়েছে—তা সে জানে। এমন কি কেউ যদি শ্যাননের বর্তমান খোঁজখবর এনে দেয় তবে রুই তাকে রীতিমতো পুরস্কৃত করবে ব'লে ঘোষণা দিয়েছে—কানাঘুষায় সে সংবাদও তার কানে এসে পৌঁছেছে। ল্যাম্বার্টের হঠাৎ মনে হলো এক ঢিলে দুটো পাখি শিকার করবার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ আছে। তাই আর দ্বিধা না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো কর্সিকানের প্রস্তাবে।

শনিবার সন্ধ্যা বেলায় শ্যাননের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হলো।

"হ্যা, মনে হয় সার্টিফিকেটটা আমি যোগাড় করে দিতে পারবো," সাইমন যখন বলা শেষ করলো সে কি চায় তখন সে বললো। "আমার পরিচিত সেই ভদ্রলোক এখন প্যারিসেই আছে। আমি তাঁর সাথে যখন তখন যোগাযোগ করতে পারি। তাঁর দুতাবাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি ক'রে দিতে পারেন। প্রায়ই আমাকে নানান প্রয়োজনে তাঁর কাছে যেতে হয়।"

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে। সেই আফ্রিকান ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে ল্যাম্বার্টের যোগাযোগ খুবই যৎসামান্য। শুধুমাত্র শ্যাননকে ভরসা দেবার জন্যেই এই মিথ্যের আশ্রয়।

"কতো লাগবে?" সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলো শ্যানন।

"পনেরো হাজার ফ্রাঁ।" ল্যাম্বার্ট বললো।

BanglaBook.org

"বোলোক্‌স," শ্যানন ফরাসি ভাষাতেই বললো। কঙ্গোতে থাকার সময় সে এরকম অসংখ্য শব্দ শিখেছে। এটা এমন একটি শব্দ যা ফরাসি অভিধানেও কেউ খুঁজে পাবে না। "আমি হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজি আছি। সেটাও বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি।"

ল্যাম্বার্ট একটু হিসেব ক'রে নিলো মনে মনে।

"ঠিক আছে," সে বললো।

"যদি এর একটি কথাও বাইরে প্রকাশ পায়," শ্যানন এবার সোজাসুজি ল্যাম্বার্টের চোখে চোখ রেখে বললো, "তাহলে আমি তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। হয়তো তারও দরকার হবে না, ল্যাঙ্গারত্তিকে খবর দিলে সে তোমার হাঁটু থেকে কাটতে শুরু করতে পারবে।"

"না, না। কেউ কিছু জানতে পারবে না," বেনি আশ্বস্ত করলো। "আমি নিমকহারামি করবো না। এসবের কিছু কেউ কোনো দিন জানতে পারবে না। এতে আমারই বা কি লাভ হবে।"

শ্যানন কোটের পকেট থেকে একেশো পাউন্ডের পাঁচটি নোট বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখলো। "আপাতত অর্ধেক টাকা অগ্রিম দেওয়া হলো, প্রয়োজনীয় কাজগপত্র হাতে পেলে বাকিটা দিয়ে দেবো।"

ল্যাম্বার্ট বেশ জোরের সঙ্গেই আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সেটা নিষ্ফল হবে বুঝতে পেরে অগত্যা চুপ মেরে গেলো। এই আইরিশ লোকটা যে তাকে মোটেই বিশ্বাস করে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

"তাহলে আগামী বুধবার আমি আবার এখানে হাজির হবো?" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শ্যানন। "বাকি পাঁচশোও নিয়ে আসবো সঙ্গে, কিন্তু আমার কাগজপত্র সব যেনো রেডি থাকে।"

শ্যানন নিঃশব্দে বিদায় নেবার পর ল্যাম্বার্ট একা ব'সে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো বিষয়টা নিয়ে। অবশেষে স্থির করলো, আফ্রিকান ডিপ্লোম্যাটের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় চিঠিটা সংগ্রহ ক'রে তার বদলে বাকি পাঁচশো হাতিয়ে নেবে শ্যাননের কাছ থেকে। তারপর রুইয়ের কাছে দরকারী খবরটা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

BanglaBook.org

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা শ্যানন আফ্রিকাগামী প্লেন ধরলো। পৌঁছালো সোমবার ভোরে। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সিতে ক'রে নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হতেও প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো সময় লাগলো। এখানকার পথঘাট নদীনালা সব কিছুর সঙ্গেই

তার গভীর পরিচয়, পশ্চিম ইউরোপের কোনো শহরও তার কাছে এতো পরিচিত নয়। এ দেশের মাটির বিশেষ একটা গন্ধ আছে, এখানকার আদিম নরনারীরা বুঝি বিশেষভাবে এই প্রকৃতির সৃষ্টি।

ট্যাক্সিতে ওঠার আগে পাবলিক ফোনবুথ থেকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় একবার যোগাযোগ করলো শ্যানন। খবর পেলো, তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি এখন শ্যাননের জন্যেই সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাইরে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এলো তার দিকে। তারা শ্যাননের সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তল্লাশি করলো তারপর ভেতরে যাবার অনুমতি দিলো তাকে। এবার জেনারেলের এক চামচার দর্শন পাওয়া গেলো। অন্ধকার বিমানবন্দরের মধ্যে পরাজিত জেনারেলের পাশেই তাকে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো শ্যানন। সেই লোকটিই পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো তাকে। বিভিন্ন অলিগলি পেরিয়ে একটা ফাঁকা ড্রয়িংরুমে হাজির হলো। দু'জনে সেখানে শ্যাননকে বসিয়ে রেখে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তারপর মিনিট পনেরো আর কারোর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। একা ঘরে ব'সে ব'সে শ্যানন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো, এমন সময় বন্ধ দরজা ঠেলে জেনারেলের আবির্ভাব ঘটলো।

আফ্রিকান জেনারেলের চেহারাটা এখনও সেই একইরকম আছে। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে আগের মতোই স্মিত, সৌম্য হাসি, কণ্ঠস্বর ধীর আর গম্ভীর। তার মধ্যে সহজাত আন্তরিকতার ছোঁয়াটুকু সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করে।

"গুডমর্নিং, মেজর শ্যানন! আমাদের যে এতো শীগগির আবার দেখা হবে সেটা আমার ধারণায় ছিলো না। তুমি দেখছি এই পোড়া দেশটার মায়া আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছো না।"

"আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনেই এখানে ছুটে এসেছি, স্যার। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি আলোচনা আছে। আমার বিশ্বাস বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ন।"

"তোমার বিচার-বিবেচনার ওপর আমার শ্রদ্ধা খুবই গভীর। তুমি যখন গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করছো তখন নিশ্চয় তার মধ্যে চিন্তা করবার মতো কিছু আছে।"

"অদৃষ্টের পরিহাসে আপনি আজ নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেও, আপনার অনুরাগীদের সংখ্যা আজও নেহাৎ কম নয়। এই ধরনের কিছু বিশ্বস্ত লোকেরই আমার এখন প্রয়োজন।"

BanglaBook.org

প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চললো দু'জনের মধ্যে। সূর্যাস্তের পর একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলো। সামনের টেবিলে শ্যাননের আঁকা

কয়েকটা নতুন নক্সাও পড়ে আছে ইতস্ততভাবে। এখানে আসার সময় কিছু কাগজ আর গোটা চারেক ডটপেনও সঙ্গে এনেছিলো সে, রক্ষীরা তাতে কোনো বাধা দেয় নি।

যাবতীয় প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে শ্যানন যখন তার জন্যে অপেক্ষারত গাড়িতে গিয়ে উঠলো, তখন ভোর তিনটা। বিদায় নেবার আগে জেনারেল আর একবার হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো শ্যাননের সঙ্গে।

"আমিও ইতিমধ্যে আমার সহযাগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখবো।" জেনারেলের চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। "এবং আগামী ষাট দিনের মধ্যেই তারা যথাস্থানে উপস্থিত থাকতে পারবে ব'লে আশা করি।"

ফেরার পথে নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত মনে হলো শ্যাননের। অবিরাম পরিভ্রমণের অনিবার্য ফল এটি। এক নাগাড়ে বেশ কয়েকদিন এখন তাকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, এমনকি রাতেও দু'এক ঘণ্টা নিশ্চিন্তে ঘুমাবার সুযোগ পাওয়া যায় নি। শুধু হোটেলে, বিমানবন্দর, বিভিন্ন স্থানে যোগযোগ, হাজাররকম মিটিং ইত্যাদি অজস্র ঝামেলা যেনো তার শেষ মানসিক শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে ফেলেছে। জেনারেলের নরম গদির গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে সেই যে তার দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো, তার ঘোর কাটলো বিকেল ছ'টায়, লা বুর্গ বিমানবন্দরে পৌছাবার পর। প্লেনেও সারাটা পথ ঘুমিয়ে পাড়ি দিয়েছে সে। রুপালী বিমানটা যখন প্যারিসের মাটি স্পর্শ করলো, সময়সূচীর পঞ্চাশ তম দিনটি তখন অস্তমিত প্রায়।

শ্যাননের প্লেন যখন প্যারিসের উদ্দেশের যাত্রা শুরু করে, মার্টিন থর্প ততোক্ষণে গ্লাসগো থেকে প্রথম শ্রেণীর স্লিপার-কারে পার্থ অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। সেখানেই ডোনাল্ড অ্যান্ড ডোনল্ডের সাক্ষী হিসেবে মিসেস বার্টনেরও সই রয়েছে তার মধ্যে। সেই সঙ্গে জুরিখের জুইংলি ব্যাঙ্কের সাড়ে সাত হাজার পাউন্ডের চারটা চেক। লেডি ম্যাকক্যালিস্টারের তিন লক্ষ বোরম্যাক শেয়ারের মূল্য হিসেবে এই ত্রিশ হাজার পাউন্ডই যথেষ্ট।

ছুটন্ত ট্রেনের বিলাসবহুল কম্পার্টমেন্টে ব'সে বোরম্যাকের ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন মনে বিভোর হয়ে রইলো মার্টিন। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব রকম আইনগত ঝুঁট-ঝামেলার নিষ্পত্তি ঘটবে, এবং সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই স্যার জেমস্ নিজের হাতে নিমজ্জমান বোরম্যাকের হাল ধরবেন। যদিও কাগজেপত্রে কোথাও তাঁর নাম থাকবে না, অথচ তাঁর ইচ্ছানুসারেই বোরম্যাক নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই

BanglaBook.org

অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মার্টিন বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো ভেতর ভেতর। এর পেছনে তার নিজের ব্যক্তিগত অবদানও কম নয়।

লা বুর্গ এয়ারপার্ট থেকে ট্যাক্সি ধরে শ্যানন সোজা হোটেলে প্লাজায় এসে নামলো। প্যারিসে তার পুরনো আস্তানা মতঁমার্তেকে বাতিল কতে হলো এবারের মতো। কারণ এখন ওর নাম কিথ ব্রাউন। আগের হোটেলে সবার কাছে সে কার্লো শ্যানন হিসেবেই পরিচিত।

হোটেলে এসে সবার আগে দাড়ি কামালো শ্যানন, গোসলটাও ক'রে নিলো। পোশাক পালটে ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হবে, এমন সময় যে দুটো ব্যক্তিগত কল বুক ক'রে রেখেছিলো, তার একটার সাড়া পাওয়া গেলো। মার্সেই'য়ের এক ফরাসি হোটেল থেকে জনৈক মঁসিয়ে লাভালন এখন সরাসরি কথা বলছে তার সঙ্গে।

"তুমি আমাদের শিপিং এজেন্টের নাম-ঠিকানার সন্ধান পেয়েছে তো?" প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানতে চাইলো শ্যানন।

"হ্যা," কর্সিকানের খোলামেলা কণ্ঠস্বর। "খুবই অভিজাত আর সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান। বন্দরের কাছে ওদের নিজস্ব গুদামঘরও আছে। তবে এটা হচ্ছে তুলোনে। বর্তমানে মার্সেই'য়ের ওপর কাস্টম বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি খুবই প্রখর, তাই আশেপাশে অন্য কোথাওর চেয়ে তুলোনই আমাদের জন্যে অনেক বেশি নিরাপদ।"

শিপিং এজেন্টের নাম-ঠিকানা নোটবুকে টুকে নিয়ে শ্যানন লাইন ছাড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লন্ডন থেকে জানি দুপ্রির ফোন এলো।

"এইমাত্র তোমার সংবাদ পেলাম," ঘরঘড়ে গলায় ব্যক্ত করলো দুপ্রি।

শ্যানন তাকে ল্যাঙ্গারত্তির কাছ থেকে পাওয়া শিপিং এজেন্টের নাম ঠিকানা জানিয়ে দিলো।

"খুবই সুখবর।" দুপ্রি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। "আমি ইতিমধ্যে প্রথম দফার মালপত্র সব রেডি ক'রে ফেলেছি। কাল পরশুর মধ্যেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। হ্যা, ভালো কথা, ইতিমধ্যে চাহিদামাফিক জুতার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছি। এদিক থেকে আর কোনো সমস্যা রইলো না।"

ডিনারে বের হবার আগে অস্টেন্ডে মার্ক ভ্লামিঙ্কের সঙ্গেও শ্যানন একবার ফোনে যোগাযোগ করলো। পনেরো মিনিট বাদে সাড়া পাওয়া গেলো মার্কের।

"মার্ক, আমি এখন প্যারিস থেকে তোমাকে ফোন করছি। তুমি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগের কি করলে?"

BanglaBook.org

"আজই আমি তার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেলাম। লোকটা তোমার সঙ্গে কথা কথা বলে রাজি হয়েছে। দেখা হলেই দরদামের কথাবার্তা হবে।"

"সত্যিই সুখবর!" শ্যাননের কণ্ঠে প্রশংসার সুর। "তাহলে সামনের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অথবা শুক্রবার ভোরে আমি বেলজিয়ামে হাজির হচ্ছি। তুমি বরং শুক্রবার সকালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে রাখো। এয়ারপোর্টের কাছে হলিডে হোম নামে একটা হোটেল আছে, আমি সোজা সেখানে গিয়ে উঠবো। ব্রেকফাস্টের টেবিলেই না হয় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নেওয়া যাবে।"

"ঠিক আছে, ইতিমধ্যেই আমি লোকটার সঙ্গে সঙ্গে আরো একবার যোগযোগ করছি। তারপর তোমাকে ফাইনাল কথা দেবো।"

কাল বেলা দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আমি তোমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবো। এই নম্বরেই রিং কোরো।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে প্রসন্ন চিত্তে শ্যানন এবার দরজার দিকে পা বাড়ালো। এতোদিন বাদে তবু একটু নিশ্চিন্ত অবসর মিলেছে। আজকের রাতটা অন্তত নিরুপদ্রবে ঘুমাবার অবসর পাওয়া যাবে।

প্রায় ওই একই সময় সাইমন এনডিনও প্যারিস থেকে এয়ার-অফ্রিকার ফ্লাইটে ডাহোমের উদ্দেশে উড়ে চললো। সোমবার সকালে প্লেনেই সে লন্ডন থেকে প্যারিসে এসে পৌছেছে। তারপর ডাহোমের দূতাবাসে গিয়ে সরকারী ভিসা পেতে বিকেল হয়ে গেলো। অবশেষে সন্ধ্যার এই ফ্লাইট। সে যদি ঘূণাক্ষরেও জানতে পারতো ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে শ্যাননও এই একই উদ্দেশ্যে আফ্রিকা পাড়ি দিয়েছে, তাহলে হয়তো পুরো পরিস্থিতিটাই বদলে যেতো অদ্ভুতভাবে। অন্তত তার আজ রাতের এই আকাশ নিদ্রায় যে প্রচণ্ড ব্যঘাত ঘটতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি অনিদ্রার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আনা ঘুমের বড়িও সে ব্যাপারে কোনো রকম সাহায্য করতে পারতো না।

মার্কের প্রত্যাশিত ফোনটা এলো পরের দিন বেলা সোয়া দশটায়।

"শুক্রবার সকালেই আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে সে একটা নমুনাও সঙ্গে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, সেখানে আমার থাকার কোনো দরকার আছে কি?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই," দৃঢ়কণ্ঠে বললো শ্যানন। "তুমি হলিডে হোমে গিয়ে মিঃ ব্রাউনের রুম নাম্বারের খোঁজ করবে। আর একটা কথা, তোমাকে যে একটা পুরনো ভ্যান কিনতে বলেছিলাম, কিনেছো?"

"হ্যা, কেন?"

"তোমার এই ভ্যানের কথা কি লোকটা জানে? সে কি সেটা কখনও চোখে দেখেছে?"

উত্তর দেবার আগে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলো মার্ক।

"না। এ পর্যন্ত সেটা দেখার তেমন কোনো সুযোগ আসে নি।"

"তাহলে আর এই ভ্যানটা ব্রাসেল্স্-এ নিয়ে এসো না। বরং একটা গাড়ি ভাড়া নিও। সেই গাড়িতেই তাকে তুলে নেবে। বুঝেছো?"

"হ্যা, বুঝলাম," মার্কের কণ্ঠে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। "তোমার কাজ-কারবার আসলেই দুর্বোধ্য!"

ব্রেকফাস্টের ফাঁকে ফাঁকে শ্যানন প্রথমে ল্যাম্বার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

"আমার কাগজপত্র সব রেডি আছে তো?"

"গতকালই আমি সব যোগড় ক'রে রেখেছি। কখন দরকার?"

"সম্ভব হলে আজ বিকেলেই," শ্যানন জবাব দিলো।

"কিন্তু আমার বাকি পাঁচশো...?"

"দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সেটা আমার সঙ্গেই আছে।

"তাহলে আজ বেলা তিনটায় আমার হোটেলে চলে আসুন। আমি এখানেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

ল্যাম্বার্টের প্রস্তাবটা শ্যানন মনে মনে বিবেচনা ক'রে দেখলো। এমন শয়তান প্রকৃতির লোকের সঙ্গে গোপন কাজ-কারবার চালাতে গেলে সবদিক থেকে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাই উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো তার।

"না, তার চেয়ে তুমিই বরং আমার এখানে চলে এসো।" ল্যাম্বার্টকে নিজের হোটেলের ঠিকানা দিয়ে দিলো সে।

ল্যাম্বার্টও রাজি হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। তার কণ্ঠস্বরে উৎসাহের আধিক্য শ্যাননের কাছেও ধরা পড়লো। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেনো একটা গণ্ডগোল আছে। বুকের মধ্যে সন্দেহ আর অস্বস্তির মেঘটা কিছুতেই দূর হতে চায় না। তা সত্ত্বেও এতোদূর এগিয়ে এসে এখন আর পিছিয়ে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব।

BanglaBook.org

দীর্ঘ ছয় হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সাইমন এনডিন অবশেষে কর্নেল ববির দেখা পেলো। তবে তার পরিশ্রমটা যে ব্যর্থ হয় নি সেই সত্যটুকু বুঝে নিতেও বুদ্ধিমান সাইমনের এক মুহূর্ত বিলম্ব হলো না। শহরের এক প্রান্তে ভাড়া করা একটা বাংলো বাড়িতে কর্নেল ববির বর্তমান নিবাস। সাইমন এনডিন কাটানোউ-এর যে হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো সেখানকার অস্ট্রেলিয়ান ম্যানেজারই তাকে ববির বাসার ঠিকানাটা দিয়েছিলো।

আকারে প্রকারে ববি বেশ বিশাল, দশাসই। বলিষ্ঠ পেশীবহুল দুটো হাত প্রায় হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে। যদিও দেহে মেদের আধিক্যও রয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণী বস্তু তার চোখ দুটো। রক্তিম দুই চোখের তারায় একটা ক্রুদ্ধ বর্বর অভিব্যক্তি। অত্যাচারী, স্বার্থপর কিম্বার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কর্নেল ববি যে জাঙ্গারোর জনমানসে কতোটুকু আশার আলো জ্বালিয়ে তুলতে পারবে সে সম্পর্কে সাইমনের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তার একমাত্র লক্ষ্য, ববির সাহায্যে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা, সে ব্যাপারে ববি কতোটুকু নির্ভরযোগ্য সেটা যাচাই ক'রে দেখা। মোটা রকমের ঘুষের বিনিময়ে ববি যে স্ফটিক পাহাড়ের খনিজস্বত্ব বোরম্যাকের কাছে বিক্রি করতে দ্বিধা করবে না, লোকটার দিকে একপলক তাকিয়েই সাইমন এনডিন সেটা আঁচ ক'রে নিয়েছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে কোনো দুষ্কর্মই এই কালো দৈত্যটার পক্ষে সম্ভব।

পাঁচশো পাউন্ড বেতনের কথা শুনে ববির দু'চোখে লোভের আগুন চক্‌চক্‌ ক'রে উঠলো। এমন ধরনের একটা প্রস্তাব যে তার কাছে আসতে পারে এটা যেনো সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। সাইমনের চুক্তিপত্রে সই করতেও কোনোরকম আপত্তি করলো না। অবশ্য সই করবার আগে চুক্তিপত্রটা হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বোলালো একবার। কিন্তু সেটা শুধু লোক দেখানো ভান মাত্র। আদতে ববি লেখাপড়া প্রায় কিছুই জানে না। ইংরেজি ভাষার এই দলিলের একটি বাক্যের অর্থও তার মাথায় গিয়ে ঢোকে নি, অভিজ্ঞ সাইমনের কাছেও সেটা অজানা রইলো না।

ববির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে পরের দিন ভোরেই সাইমন প্যারিসের প্লেন ধরলো। প্যারিস থেকে ফ্লাইট বদলে লন্ডন।

শ্যানন তার নতুন হোটেলেই ল্যাম্বার্টের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করলো। তবে এই সাক্ষাৎকারে বিশেষ সময় লাগে নি। খামটা বুঝে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে চুক্তিমতো বাকি টাকাটা দিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ল্যাম্বার্টও আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবার সুযোগ পায় নি।

BanglaBook.org

দুর্বল চিত্তের ব্যক্তিরা স্বভাবত অস্থিরমতি হয়, ল্যাম্বার্টও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। গত তিনদিন যাবৎ সে বহুবারই রুইকে ফোন করবার কথা মনে মনে ভেবেছে। এমন কি এই উদ্দেশ্যে রিসিভারটাও হাতে নিয়েছিলো একবার, কিন্তু তার প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত তাকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করলো। রুই নিশ্চয় এই খবরটার জন্যে পাঁচশো পাউন্ড ব্যয় করতে রাজি হবে না। তার দৌড় বড় জোর একশো কি দেড়শো পর্যন্ত। তাই ল্যাম্বার্ট স্থির করলো শ্যাননের সঙ্গে লেনদেন চুকে যাবার পর সে রুইকে খবরটা জানিয়ে দেবে। এতোক্ষণ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তটাই ঠিক ছিলো।

পথে বেরিয়ে ল্যাম্বার্টের মনে হলো এই মুহূর্তে রুইয়ের কাছে ছুটে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, তাহলে শ্যানন সহজেই বুঝতে পারবে খবরটা কোত্থেকে ফাঁস হয়েছে। তার চেয়ে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। এর ফলে শ্যাননও আর তাকে সহজে সন্দেহ করতে পারবে না। সব দিক বিচার বিবেচনা ক'রে এই পথটাই নিরাপদ ব'লে মনে হলো ল্যাম্বার্টের।

কিন্তু ল্যাম্বার্টের হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিলো। রুই যখন খবর পেলো ততোক্ষনে পাখি উড়ে গেছে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো রুইয়ের অনুচর। কার্লো শ্যানন নামে কোনো ব্যক্তি ওখানে আশ্রয় নেয় নি, তবে শ্যাননের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন এক ব্যক্তি সম্প্রতি ওই হোটেলে এসে উঠেছিলো। তার নাম মিঃ ব্রাউন, এবং আজ সকাল ন'টার ট্রেনে সেই মিঃ ব্রাউন হোটেলের পাওনা চুকিয়ে লুক্সেমবার্গ রওনা হয়ে গেছে। রিসেপশন ক্লার্কের মাধ্যমেই ব্রাউন ট্রেনের টিকেটের ব্যবস্থা করেছিলো। পটিয়ে পাটিয়ে রুইয়ের এই অনুচর মিঃ ব্রাউন সম্পর্কে আরও অনেক খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ ক'রে আনলো। গতকাল বিকেলে জনৈক ফরাসি ভদ্রলোক যে ব্রাউনে সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, সে তথ্যও অনুচরটির অজানা রইলো না। সেই ফরাসি ভদ্রলোকের চেহারার যা বর্ণনা পাওয়া গেলো তার সঙ্গে ল্যাম্বার্টেব চেহারার খুব মিল আছে। রুই উন্মাদ প্রকৃতির হলেও তাকে কোনোভাবেই নির্বোধ বলা চলে না। পুরো ব্যাপারটার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করতে তেমন কোনো অসুবিধা হলো না তার। ল্যাম্বার্ট যে গতকাল বিকেলেই শ্যাননের সঙ্গে তার হোটেলে দেখা ক'রে এসেছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে শয়তানটা কালই তাকে খবর দেয় নি কেন? তবে তো আজ তাদের এমনভাবে আফসোস করতে হতো না। ল্যাম্বার্টের এই বিশ্বসঘাতকতা রুইয়ের মাথায় যেনো আগুন ধরিয়ে দিলো।

পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবার জন্যে রেমন্ড থোমার্ড আর অ্যালেন বেকারকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলো রুই। এখানে রুইই প্রধান বক্তা, এবং অবিসংবাদিতভাবে শেষ সিদ্ধান্তের ভার যেনো তারই ওপর ন্যস্ত।

BanglaBook.org

"এবারের মতো আমরা একটা দুর্লভ সুযোগ হারিয়েছি, অ্যালেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের মূল উদ্দেশ্যের কথা শ্যানন কিছুই জানে না। এটা একটা বড় সৌভাগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আবার প্যারিসে এলে এই হোটেলেই আশ্রয় নেবে। এখন শুধু ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষা করতে হবে আমাদের। তুমি ওখানকার কোনো বেয়ারার সঙ্গে এমন ব্যবস্থা ক'রে রাখো যাতে মিঃ ব্রাউনের দেখা পেলেই সে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ফোনে একটা খবর দেয়।"

"চিন্তার কোনো কারণ নেই, বস্," সব বুঝে গেছে এমন ভাবে অ্যালেন মাথা ঝাঁকালো, "প্রয়োজনমতো সব ব্যবস্থাই আমি ক'রে রাখবো।"

রুই এবার রেমন্ডের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

"তুমি প্রস্তুত থেকো রেমন্ড। খবর পাওয়া মাত্রই কাজে নেমে পড়বে। শুয়োরের বাচ্চাটাকে শেষ না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছি না। তবে সবার আগে আর একটা ছোট্ট কাজ ক'রে নেওয়া দরকার। শয়তান ল্যাম্বার্ট আমাকে ভুগিয়েছে। ওর জন্যই দামি শিকারটা আজ আমদের হাতছাড়া। ওকে এমন কোনো কঠিন শিক্ষা দিয়ে দেবে যার ফলে আগামী ছয় মাস বানচোতটা আর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে না পারে।"

মিঃ স্টেইন যে যথার্থই যোগ্য ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো ইতিমধ্যেই তিনি যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন ক'রে রেখেছেন। এই নতুন কোম্পানির নাম টায়রন হোল্ডিংস। বর্তমানে সরকারী আইন অনুসারে এই জাতীয় কোনো নতুন কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কমপক্ষে সাতজন স্টক-হোল্ডার থাকা প্রয়োজন। সে বিষয়েও শ্যাননকে কোনো চিন্তা-ভাবনা করতে হয় নি। মিটিং শুরুর আগে মিঃ স্টেইনই তাঁর অধীনস্থ পাঁচজন কর্মচারীকে নিজের চেম্বারের ডেকে পাঠালেন। সব কিছুই আগে থেকে বলা কওয়া ছিলো, মোট এই সাতজনকে নিয়ে গঠিত হলো টায়রন হোল্ডিংস-এর কার্যকরী সমিতি। এক হাজার শেয়ারও ইস্যু করা হলো এই সঙ্গে। প্রতিটি মূল্য এক পাউন্ড। মিঃ স্টেইন নিজে এবং তাঁর আর পাঁচজন কর্মচারী প্রত্যেকে একটি ক'রে শেয়ার কিনলেন, বাকি নয়শো চুরানব্বইটা শ্যাননের ভাগে পড়লো। সর্বসম্মতিক্রমে কোম্পানির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন মিঃ স্টেইন স্বয়ং। আধঘণ্টার মধ্যেই মিটিং শেষ হলো। কোম্পানির অপর পাঁচজন ডিরেক্টর শ্যাননের সঙ্গে করমর্দন ক'রে ঘর ছেড়ে বিদায় নিলেন একে একে। এতো সহজে যে কাজটা মিটে যাবে শ্যানন নিজেও তা ভাবতে পারে নি।

BanglaBook.org

দু'ঘণ্টা বাদে শ্যানন যখন ব্রাসেল্‌সের প্লেন ধরলো তখনও সূর্য পুরোপুরি বিদায় নেয় নি। শ্যানন হলিডে হোমে এসে পৌঁছালো রাত আটটায়।

পরের দিন সকাল দশটার দিকে মার্ক যাকে সঙ্গে নিয়ে শ্যাননের হোটেলে হাজির হলো তার নাম মঁসিয়ে বুচার। তিনি অন্তত সেই নামেই নিজের পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোকের চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসি চেপে রাখা দায়। আকারে অবিকল যেনো একটা বড়সড় ফুটবল! তিনি যখন চলাফেরা করেন, মনে হয় যেনো একটা ছোটোখাটো মেদের পাহাড় রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলছে।

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগলো শ্যাননের, তারপর মহা সমাদরেই ঘরের মধ্যে আহ্বান জানালো দু'জনকে। জানালার পাশে দুটো ইজিচেয়ার ছিলো, হাত তুলে সেইদিকেই শ্যানন তাদের ইঙ্গিত করলো বসার জন্যে। বুচার কিন্তু সে নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রে বিছানার একপ্রান্তে গিয়ে বসলেন। কারণ তিনি বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ। একবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে তার নিজের চেষ্টায় পুণরায় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানোটা যে বেশ কষ্টসাধ্য, সে জ্ঞান তাঁর যথেষ্টই ছিলো।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর সোজাসুজি কাজের প্রসঙ্গে চলে এলো শ্যানন। মার্ক ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ ব'সে রইলো সারাক্ষণ।

"মঁসিয়ে বুচার, আমার বন্ধু মার্ক ভ্লামিঙ্কের কাছে খবর পেলাম আপনার কাছে বেশ কিছু সেমিজার ৯-এম এম মেশিনগান আছে। সেগুলো নাকি গত যুদ্ধের সময় তৈরি, এবং সবগুলোই এখনও আনকোরা নুতন অবস্থায় আছে। বর্তমানে আমার এই ধরনের কিছু মেশিনগানের প্রয়োজন। এর জন্য এক্সপোর্ট লইসেন্স সংগ্রহের সবরকম দায়িত্ব আমরাই বহন করবো। আশা করি আমার বক্তব্য আপনি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন বুচার। অত্যধিক মেদের ফলে দ্রুততালে ঘাড় দোলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

"হ্যাঁ, আমি হয়তো আপনার চাহিদামতো মালপত্র যোগন দিতে পারবো, তবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে। কোনোরকম বাকির কারবার আমরা করি না। আর এক্সপোর্ট লাইসেন্স সংগ্রহের ব্যাপারে যাবতীয় দায়দায়িত্ব আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।"

"সে ব্যাপারে আপনাকে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না, এবং মাল ডেলিভারির সময় পুরো দামটাও আমি নগদে দিতে রাজি আছি, কিন্তু প্রত্যেকটিই অস্ত্রই টিপটপ অবস্থায় থাকা চাই। আমার প্রয়োজন মোট একশো পিস।"

"এ ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তিরিশ বছর আগে এগুলো ফ্যাক্টরি থেকে যেভাবে প্যাক হয়ে বেরিয়েছিলো এখনও ঠিক সেই

BanglaBook.org

অবস্থাতেই আছে। পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে একটা নমুনাও আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

পাশের রাখা অ্যাটাচি কেসটা খুলে অস্ত্রটি শ্যাননের দিকে এগিয়ে দিলেন বুচার। শ্যানন সেটা হাতে নিয়ে ভালো ক'রে নেড়েচেড়ে দেখলো। জিনিসটা যে আসলেই নতুন সে ব্যাপারে বুচার তাকে ভরসা দিলেন।

নমুনা পরীক্ষার পর স্বাভাবিভাবেই দামের প্রসঙ্গে এসে পড়লো। প্রথমে পঁচাত্তর ডলার দিয়ে শুরু করলো শ্যানন, বুচার কিন্তু একশো পঁচিশের নিচে নামতে রাজি নন। অবশেষে অনেক টনাপোড়েনের পর পুরো একশোতে দাম ঠিক করা হলো। ঠিক হলো আগামী বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক পরিত্যক্ত নির্জন খামার-বাড়িতে শ্যাননের জন্যে বুচার মাল নিয়ে অপেক্ষা করবে। শ্যানন যেনো দশ হাজার ডলার সঙ্গে নিয়ে আসে। নগদ টাকা আগাম বুঝে না পেলে তিনি যে কিছুতেই মাল হাতছাড়া করবেন না, সে ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দিলেন শ্যাননকে।

কথাবার্তা শেষ হবার পর বুচার বিদায় নিলেন। মার্ক অবশ্য নিজের ভাড়া করা গাড়িতে ভদ্রলোককে তার গন্তব্যস্থলে পৌছে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। কেননা এর সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্নটাও গভীরভাবে জড়িত। মার্ক যদি একবার তার বাসার সন্ধান জানতে পারে, তবে সেই সূত্র ধরে গুদামের গোপন ঠিকানাটাও খুঁজে বের করা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। চোরা-কারবারে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই, এটাই চিরাচরিত রীতি।

বুচার দরজার বাইরে পা বাড়াতে না বাড়াতে শ্যাননও তার ছোটো সুটকেসটা গোছাতে শুরু ক'রে দিলো। তার মধ্যেই এক ফাঁকে মার্ককে প্রশ্ন করলো, "ভ্যানের কথাটা কেন যে তার কাছে গোপন রাখতে বলেছিলাম, সেটা কি তুমি বুঝতে পেরেছো?"

"না," অকপটে ঘাড় দোলালো মার্ক।

"এই চোরাই মেসিনগানগুলো বয়ে আনবার সময় পুরনো ভ্যানটাকেই আমরা কাজে লাগবো। সেই কারণে বুচার যাতে গাড়ির নাম্বারটা না জানতে পারে, সেদিকে সাবধানে থাকা দরকার। আগামী বুধবারের জন্যে একটা নকল নাম্বার প্লেট রেডি ক'রে রাখবে। যদি শয়তানি ক'রে অন্য কারোর কাছে আমাদের ভ্যানের কথা ফাঁস ক'রে দেয়, তাহলে নাম্বার মিলিয়ে তারা গাড়ির কোনো হদিস খুঁজে পাবে না।"

BanglaBook.org

মার্ক তার ভাড়া করা গাড়িতেই অস্টেন্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিলো শ্যাননকে। ফেরিঘাটের কাছে একটা পানশালায় ঢুকে চার বোতল বিয়ার শেষ করলো দু'জনে। তারপর মার্ককে বিদায় দিয়ে শ্যানন সন্ধ্যার স্টিমারে ডোভারের উদ্দেশ্য রওনা হলো।

বোট ট্রেনে ক'রে সে যখন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে পৌঁছালো তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। ট্যাক্সি ধরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে বারোটার ঘণ্টাও বেজে গেলো। পোশাক পালটে শুয়ে পড়বার আগে সাইমনের ঠিকানায় এক্সপ্রেস ডেলিভারি চিঠি পাঠালো একটি। অবশেষে দিনভর ছুটাছুটির পর কয়েক ঘণ্টা নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ মিললো তার।

শনিবারের সকালের ডাকে দক্ষিণ স্পেনের মালোগা থেকে সেমলারের একটা চিঠি পেলো শ্যানন। সেমলার লিখেছে, এমওয়াই *আলবার্তো* নামে আশি টনের একটা বৃটিশ জাহাজ বিক্রি হবে। জাহাজটা লম্বায় প্রায় নব্বই ফুট। *আলাবার্তো*'র মালিকও বৃটেনের নাগরিক। ইতিমধ্যে সেমলার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাও ক'রে এসেছে। তিনি দাম হেঁকেছেন বিশ হাজার পাউন্ড। চিঠির শেষে নিজের হোটেলেরও ঠিকানা দিয়েছে সেমলার। শ্যানন প্রয়োজন হলে তার হোটেলে এসেও যোগাযোগ করতে পারে।

সাইমনের ফোন এলো বিকেল ছ'টায়। তার কিছু পরে সাইমন এনডিন নিজেই তার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হালো। শ্যানন অবশ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইতিমধ্যেই প্রস্তত ক'রে রেখেছিলো, সাইমন এনডিন ফাইলটা হাতে নিয়ে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখলো একবার।

"আমরা এখন প্রধান প্রধান ব্যয়গুলোর মুখোমুখি হতে চলেছি," সাইমনের পড়া শেষ হলে শ্যানন মুখ খুললো। "আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমার আরও তিরিশ হাজার পাউন্ডের মতো দরকার পড়বে। কমপক্ষে বিশ হাজার পাউন্ড তো এখনই প্রয়োজন।"

টাকার অঙ্ক শুনে ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেলো সাইমনের। শ্যাননেরও সেটা নজর এড়ালো না। ওর মেজাজটাও চড়ে গেলো একটু। সাইমন এনডিন কিছু বলার আগে নিজেই আবার বলে উঠলো, "দেখুন মিঃ হ্যারিস, আমাকে যদি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতেই হয় তবে প্রয়োজন মতো রসদ আপনাকে জুগিয়ে যেতে হবে। সে ব্যাপারে কোনোরকম দ্বিধা বা কার্পণ্য করা চলবে না। আমার চুক্তিপত্রেও এর উল্লেখ ছিলো।"

"ঠিক আছে," হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সাইমন এনডিন। "দিন চারেকের মধ্যেই আমি বিশ হাজার পাউন্ডের ব্যবস্থা ক'রে দেবো।"

BanglaBook.org

সাইমন এনডিন বিদায় নেবার পর রাস্তায় বেরিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় একা একা ডিনার করলোর শ্যানন। ফিরেও এলো খুব তাড়াতাড়ি। আগামীকাল রবিবার, এবং সারাদিন তার হাতে কোনো কাজ নেই। এমন একটা অবসর বিনোদনের দিন ইদানীং তার কাছে খুবই দুর্লভ বস্তু। রিসিভার তুলে জুলিয়ার ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করলো একবার। খবর পেলো, জুলিয়া এখন সুবোধ বালিকার মতো গ্লুসেস্টারশায়ারে তার বাপ-মায়ের কাছেই অবস্থান করছে। অবশেষে লিকার ক্যাবিনেট খুলে ব্র্যান্ডির বোতল আর গ্লাস বের ক'রে বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রাখলো। মদে চুমুক দিতে দিতে জুলিয়ার কথাও তার আর মনে রইলো না, তার বদলে জাঙ্গারোর রাজপ্রসাদের ছবিটাই মানসপটে ভেসে উঠলো। অনাগত সেই রক্তঝরা রাতটাই যেনো ছায়ার মতো তার দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রবিবার দুপুরের দিকে জুলিয়া ভাবলো শ্যাননের লন্ডনের ফ্ল্যাটে একবার ফোন ক'রে জেনে নেবে, ইতমিধ্যে তার মনের মানুষ মানুষ ফিরে এসেছে কিনা। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। কিছুক্ষণ যে ঘোড়ায় চড়ে খোলা মাঠে ছুটে বেড়াবে, তারও কোনো উপায় নেই। অথচ এই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়েই সে মনে মনে শ্যাননের কথা চিন্তা করতে খুব ভালোবাসে। বুকের মধ্যে যেনো একটা নতুন আবেগের জোয়ার আসে। কতো নতুন নতুন স্বপ্ন এসে ভিড় করে চোখের পাতায়। তীব্র সুখের অনুভূতিতে ভরে ওঠে হৃদয়-মন। কিন্তু আজব এই বৃষ্টিই বাদ সাধলো। বাধ্য হয়েই তাকে এখন ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে হচ্ছে।

বিরাট প্রাসদের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শ্যাননকে ফোন করার কথাটা তার মনের মধ্যে উদয় হলো। সেই উদ্দেশ্যেই ম্যানসনের স্টাডিরুমের দিকে পা বাড়িয়েছিলো জুলিয়া। মিনিট কয়েক আগে সে তার বাবাকে আস্তাবলে এক বুড়ো সহিসের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। গর্ভধারিণী মা-ও এখন আশেপাশে নেই। এই ফাঁকে বাবার ফোনটা ব্যাবহার করলে কেউ তাকে দেখতে আসবে না। সেই ভেবেই জুলিয়া রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো, এমন সময় সামনের টেবিলের ওপর সুদৃশ্য ফাইলটার দিকে তার নজর পড়লো। রিসিভারের বদলে সে এখন ফাইলটাই টেনে নিলো অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। কিন্তু কভারটা ওলটাতেই তার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেলো। সমস্ত পৃথিবীটাও যেনো দুলে উঠলো ভীষণভাবে। প্রথম পাতার পরের দিকে পরিস্কার অক্ষরে কার্লো শ্যাননের নাম লেখা আছে। এই অস্বাভাবিক ঘটনায় জুলিয়া এতো

BanglaBook.org

টাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো যে তার দুচোখের দৃষ্টিও যেনো ঝাপসা হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। রিপোর্টের মধ্যে ঠিক কি লেখা আছে সেটুকু পড়ে দেখাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো তার পক্ষে। শুধু কতোগুলো সারিবদ্ধ সংখ্যাই অস্পষ্টভাবে নাচানাচি শুরু ক'রে দিলো চোখের সামনে। প্রথম দু'চার মুহূর্ত জুলিয়া কি করবে কিছু ভেবে পেলো না। শ্যানন যে তার বাবার সম্পর্কে তাকে নানান প্রশ্ন করতো, সে কথাটাও মনে পড়ে গেলো এবার। তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গভীর ব্যাপার আছে। সেই কারণেই শ্যাননের কৌতূহল এতো উগ্র। জুলিয়া নিজেকে এখন শ্যাননের একজন নারী এজেন্ট হিসেবে মনে মনে কল্পনা ক'রে নিলো। কিন্তু সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, বাপ-মেয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতোই নিবিড় আর মধুর হোক না কেন, স্যার জেমসের ব্যবসা সংক্রান্ত সামান্য কোনো খোঁজখবরও তার জানা নেই। বরং এই নীরস ক্লান্তিকর প্রসঙ্গটা সে সবসময় সযত্নে এড়িয়ে চলতো। এইভাবেই চলে আসছিলো এতোদিন ।

বাইরের বারান্দায় জুতার আওয়াজ হতেই জুলিয়া রীতিমতো সচেতন হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি ফাইল বন্ধ ক'রে ফোন স্ট্যান্ড থেকে রিসিভারটা তুলে নিলো হাত বাড়িয়ে। ইতিমধ্যে স্যার জেমসও খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"আরে! তুমি আবার কখন এসে এ ঘরে হানা দিলে?" সস্নেহে মেয়েকে প্রশ্ন করলেন ম্যানসন।

"আমার বন্ধু কিটিকে একটা ফোন করছিলাম, বাবা।"

"কিন্তু তোমার জন্যে তো আমি একটা আলাদা ফোন আনিয়ে দিয়েছি।"

"তা দিয়েছো ঠিকই, তাই বলে কি তোমার ফোনটা একবারের জন্যেও ছুঁতে পারবো না?" জুলিয়ার কণ্ঠে মৃদু অভিমানের সুর। "ঠিক আছে, আমি আমার ঘরে গিয়েই ফোন করছি।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো জুলিয়া। স্যার জেমস্ হাসিমুখে চোখ তুলে অভিমানী মেয়ের চলে যাওয়া পথের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এই মেয়েটা শিশুর মতো সরল। বয়সে যুবতী হলেও মনের দিক থেকে এখনও সেই কিশোরীই রয়ে গেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে এতোক্ষণ জুলিয়া যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। জুলিয়া নিশ্চিত মাতাহারিও সম্ভবত এর চেয়ে ভালো অভিনয় করতে পারতো না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

যেরকমটি ভাবা হয়েছিলো স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের ব্যাপারে তার চাইতেও অনেক বেশি সহনশীল হিসেবে প্রতিপন্ন হলো। প্রতি গ্রীষ্মে লক্ষ লক্ষ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, জার্মান, ফরাসি আর বৃটিশ পর্যটককে সামলাতে তারা হিমশিম খায়। বেশির ভাগ পর্যটকই নিয়ম ভঙ্গ করে থাকে। যেমন, এক কার্টন সিগারেটের বদলে দুই কার্টন নিয়ে আসা। লন্ডন এয়ারপোর্টে এরকমটি ঘটলে কোনো নিস্তার পাওয়া যায় না। কিন্তু স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ এসব ছোটোখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

ভিনদেশী ট্যুরিস্টদের সঙ্গে বিশেষ কোনো ঝুটঝামেলা পছন্দ করে না তারা। সঙ্গে কোনো যৌন পত্র-পত্রিকা, কড়া ধাঁচের মাদক দ্রব্য বা সোভিয়েত ইউনিয়নের পুস্তক-পুস্তিকা না থাকলেই হলো। আর কিছুই তারা খুঁটিয়ে দেখে না। অবশ্য ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে *পেন্থহাউজ* পত্রিকা এবং দুয়েক বোতল মদের বেলায় ছাড় দিলেও স্পেন এসব অনুমোদন করে না। স্পেন যে অন্য ইউরোপিয় দেশের চেয়ে একটু ভিন্ন সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই বুঝি এই ব্যবস্থা।

মালাগা বিমানবন্দরের কাস্টম-অফিসাররাও সেই চমৎকার বিকেলে শ্যাননকে সহজাত উপেক্ষার দৃষ্টিতেই নিরীক্ষণ ক'রে কাঁধ ঝাঁকালো, যদিও তার কোটের ভেতরের পকেটে আইন-বহির্ভূত বাড়তি এক হাজার পাউন্ড লুকোনো ছিলো, আর সবটাই বিশ পাউন্ডের নোট। তাছাড়া শ্যানন এসেছে লন্ডন এয়ারপোর্ট হয়ে। অবৈধ কিছু থাকলে তো সেখানেই ধরা পড়তো। তার ব্যাগে কোনো *সেক্সি গার্ল* কিংবা *সোভিয়েত নিউজ* নেই, তাই তাকে নিয়ে বিশেষ কোনো সন্দেহও রইলো না।

বিমান বন্দরের বাইরে অপেক্ষারত কার্ট সেমলারকে খুবই ফিট আর সতেজ দেখাচ্ছে। তিন সপ্তাহ ধরে জাহাজের খোঁজে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় থাকার জন্যে তার গায়ের চামড়া তামাটে হয়ে গেছে। কোনো কাজে নামলে সে একের পর এক

BanglaBook.org

সিগারেট খেতে থাকে, আজকেও এর ব্যতিক্রম হলো না। ছোটো ছোটো ক'রে কাটা চুল আর সুন্দর নীল চোখের সেমলারকে দেখে বেশ ভদ্রলোক বলেই মনে হলো।

ট্যাক্সি ধরে মালাগা শহরে যাবার পথেই সেমলারের সঙ্গে শ্যাননের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হলো। নেপলস্, মার্সেই, বার্সেলোনা, জিব্রাল্টার ইত্যাদি আশেপাশের কোনো বন্দরই সেমলার বাদ রাখে নি, কিন্তু চাহিদামাফিক ছোটো একটা জাহাজের সন্ধান পায় নি। অবশেষে এই মালাগাতে এসে আলবার্তোর দর্শন মিলেছে। তাদের কাজ হাসিলের পক্ষে জাহাজটা খুবই উপযুক্ত হবে বলেই তার বিশ্বাস।

সে শ্যাননের জন্যে মালাগা প্লাসিড হোটেলে একটি রুম বুকিং দিয়ে রেখেছে ব্রাউন নামে। সবার আগে তারা সেখানেই গেলো। ওখান থেকে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে বিকেল চারটার দিকে তারা আসেরা দ্য লা মেরিনা স্কোয়ারে চলে এলো।

তারা দেখতে পেলো *এ্যালবাট্রোস* নামের জাহাজটি অদূরে নোঙর করা আছে। সেমলার তাকে যেমনটি বলেছিলো তেমনি সাদা রঙের জাহজটি রোদের আলোতে জ্বল জ্বল করছে। তারা জাহাজে উঠলে সেমলার জাহাজের মালিক এবং ক্যাপ্টেন জর্জ এ্যালেনের সঙ্গে শ্যাননের পরিচয় করিয়ে দিলো। কিন্তু পুরো জাহাজটা দেখার পর পর শ্যাননকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হলো। তাদের দলের সঙ্গে যে আরও দশ-বারো জন লোক থাকবে সে কথা সেমলারকে জানানো হয় নি। সেই কারণেই সেমলার এমন একটা ভুল ক'রে ফেলেছে। পেছন দিকে খোলের মধ্যে জায়গা খুবই কম।

নিচের পাটাতনটা একটু বদলে ছয় জনের ঘুমানোর জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু চারজন ক্রু আর শ্যাননের জন্যে সেই জায়গাটা অনেক বেশি চোটো হয়ে যায়। তাদেরকে একেবারে গাদাগাদি করে থাকতে হবে।

শ্যানন জাহাজের কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখলো। সবই ঠিক আছে। জাহাজটা বৃটেনে রেজিস্টার করা হয়েছে। শ্যানন আরো একঘণ্টা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বললো। জাহাজের লগবুকটা খতিয়ে দেখলো সাম্প্রতিক সময়ে *এ্যালবাট্রোস*টা কি ধরণের কাজ করেছে।

ছয়টা বাজার আগেই সে সেমলারকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এসে ভালো ক'রে ভাবতে লাগলো।

"ব্যাপার কি?" সেমলার জানতে চাইলো। "জাহাজটার কিন্তু কোনো সমস্যা নেই।"

"না, সেটা ঠিকই আছে," শ্যানন বললো। "কিন্তু একদম ছোটো। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রমোদতরী হিসেবেই সরকারী খাতায় এর নাম লেখা আছে। রপ্তানি

BanglaBook.org

বিভাগের কর্তৃপক্ষ এমন একটা জাহাজকে কিছুতেই অস্ত্র বহনের উপযোগী ব'লে সার্টিফিকেট দিতে রাজি হবে না।"

হোটেলে ফিরতে দেরি হয়ে গেলো ব'লে সে যে জায়গায় ফোন করতে চাইলো সেখানে ফোন করতে পারলো না। এজন্যে পরের দিন সকাল পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হলো। ন'টা বাজার কিছু পরে শ্যানন লন্ডনে লয়েডে ফোন ক'রে প্রমোদতরীর তালিকাটাতে একটু চেক্ করে দেখতে বললো। তালিকাতে *এ্যালবাট্রোস*'র নাম রয়েছে। কিন্তু জাহাজটার নিজস্ব বন্দর মিলফোর্ড। সেটা তো বৃটেনের।

"তাহলে এটা এখানে কি করছে?" সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, তারপর যেভাবে জাহাজটার টাকা পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছিলো সেই কথাটা তার মনে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে হামবুর্গে একটা ফোন করলো। সেখানেই জবাবটা পাওয়া গেলো।

"*নেইন*, না, ব্যক্তিগত প্রমোদতরীর পক্ষে সরকারী ছাড়পত্র যোগাড় করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো পূর্ব-প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্ভব নয়," শ্লিঙ্কার ফোনে জানালো।

"ঠিক আছে। কতোদিনের মধ্যে জাহাজের নামটা আপনাদের জানিয়ে দিতে হবে?" শ্যানন জানতে চাইলো।

"যতো শীগগির সম্ভব," জবাব দিলো শ্লিঙ্কার। "ভালো কথা, আমি আপনার ক্রেডিট ট্রান্সফার পেয়েছি। আপনার চাহিদা মতো সব মালপত্র ইতিমধ্যে আমরা প্রস্তুত ক'রে রাখছি। এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও তৈরি করতে হবে। বিলের বাকি টাকাটা বুঝে পেলেই আমরা মাল পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।"

"ঠিক কখন জাহাজের নামটা আপনার জানার দরকার?" শ্যানন ফোনেই উচ্চস্বরে বললো।

শ্লিঙ্কার একটু ভেবে নিলো।

"আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে চেকটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছালে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সরকারের কাছে কেনার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাবো। রপ্তানি লাইসেন্সের জন্যে জাহাজের নামটাও তখন দরকার পড়বে। তার জন্যে বড়জোর আরও পনেরো দিন সময় পাওয়া যাবে।"

"সেটা আপনি পেয়ে যাবেন," এ কথা বলেই শ্যানন ফোনটা নামিয়ে রাখলো। সে এবার সেমলারের দিকে ফিরে তাকে জানালো কি হয়েছে।

"দুঃখিত, কার্ট। জাহাজটা কোনো বন্দরের ফ্রেইটিং কাজে তালিকাবদ্ধ থাকতে হবে। একটা ফ্রেইটিং লাইসেন্সও থাকতে হবে, কোনো ব্যক্তিগত প্রমোদবিহারের

BanglaBook.org

লাইসেন্সে কাজ হবে না। তোমাকে আবারো খুঁজে বের করতে হবে। বারো দিনের মধ্যে একটা জাহাজের নাম চাই, এর বেশি হলে চলবে না। হামবুর্গে আমার লোকের কাছে জাহাজের নাম পাঠাতে হবে।"

অন্ধকার বিমানবন্দরের উন্মুক্ত চত্বরের সামনেই তখনকার মতো ছাড়াছড়ি হলো দু'জনের। শ্যানন সোজা লন্ডনের ফ্লাইট ধরবে, আর সেমলারের গন্তব্যস্থল মাদ্রিদ। তারপর জোনোয়া এবং রোম।

গভীর রাতে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছে শ্যানন প্রথমে আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে ব্রাসেল্সের একটা টিকিট বুক ক'রে লাখলো। তারপর সরাসরি ভালমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে বললো আগামীকাল বিকেলে এয়ারপোর্টে ভ্যান নিয়ে উপস্থিত থাকতে। স্থানীয় ব্যাঙ্কে একটা কাজ সেরে নেবার পর তারা বুচারের সঙ্গে দেখা করবে।

সেটা ছিলো বাইশতম দিনের পরিসমাপ্তি।

মি: হ্যারল্ড রবার্টস একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। নিজেকে তিনি প্রথম থেকে সেই ভাবেই গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স বাষট্টি। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় দু'বছর আগে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বৃটিশ সামরিক অফিসার, আর মা সুইস। খুব ছেলেবেলায় এক জিপ দুর্ঘটনায় বাবার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তার মা তাঁকে ডসুইজারল্যান্ডে নিয়ে আসেন। সেই সূত্রে মি: রবার্টস উভয় দেশেরই নাগরিক হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত। নিতান্ত অল্প বয়সে জুরিখ ব্যাঙ্কের হেড অফিসে সামান্য একজন কর্মচারী হিসেবে তিনি প্রথমে চাকরিতে যোগ দেন, এবং শুধুমাত্র নিজের কর্মদক্ষতার জোরেই উন্নতির সোপানগুলো একে একে পেরিয়ে আসতে শুরু করেন।

বিশ বছর বাদে তাঁকে লন্ডন শাখায় সহকারী ম্যানেজার হিসাবে পাঠিয়ে দেয়া হয়, সেটা ঠিক যুদ্ধের পরের ঘটনা। এবং তাঁর চাকরি-জীবনের শেষ বিশ বছরের মধ্যে তিনি ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ সেকশনের ম্যানেজারের পদও লাভ করেন। ষাট বছর বয়সে যখন তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন, তখন তিনি নিজেই সমগ্র লন্ডন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার।

চাকরি থেকে অবসর নিয়েও মি: রবার্টস কিন্তু কাজ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারেন নি। এখনও তিনি প্রাক্তন কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ক'রে থাকেন। তাছাড়া অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকেও প্রচুর ডাক

BanglaBook.org

আসে। ভদ্রলোকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাই তাঁর এতো চাহিদার একমাত্র কারণ। এই বুধবারও তিনি এমন একটা ব্যাপারেই ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন।

জুইংলি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি পকেটে নিয়ে বোরম্যাকের বর্তমান সেক্রেটারি সঙ্গে দেখা কররেন মিঃ রবার্টস। চিঠিতে মিঃ রবার্টসকে জুইংলি ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরেও কোম্পানরি সেক্রেটারির সঙ্গে মিঃ রবার্টসের আরও দু'বার দেখাসাক্ষাৎ হলো। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় বোরম্যাকের বর্তমান চেয়ারম্যান মেজর লুটনও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই বোরম্যাকের সেক্রেটারির নিজস্ব অফিস ঘরে কোম্পনির বিশেষ এক অধিবেশন বসলো। কোম্পানির সলিসিটর এবং মেজর লুটন ছাড়া আরও একজন ডিরেক্টর হাজির ছিলেন সেই জরুরি মিটিংয়ে। যদিও দু'জন ডিরেক্টরের উপস্থিতিই মিটিংয়ের কোরামের জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু তিন জন থাকলে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা যায়। মিটিংয়ে অনুপস্থিত একজন ব্যক্তি, যার পক্ষ হয়ে জুইংলি ব্যাঙ্ক কাজ করে থাকে, তিনি কোম্পানির ত্রিশ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছেন। এই চার জনই জুইংলি ব্যাঙ্কের মক্কেল, এবং এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই শেয়ারগুলো কেনা হয়েছে। এই মক্কেলদের স্বার্থরক্ষার সবরকম দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে ব্যাঙ্কের ওপর। সেই উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মিঃ রবার্টসকে তাঁদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন।

মিটিংয়ে যা নির্বাচিত হলো তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ। সভ্যদের বক্তব্য, যদি কোনো ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বোরম্যাককে রক্ত দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় তবে তাতে ক্ষতি কি! এর ফলে কোম্পানির শেয়ারের বাজার দরও কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যেক ডিরেক্টরই বেশ কিছুসংখ্যক শেয়ারের মালিক। তাই এ ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতেও তাঁদের খুব বেশি দেরি হলো না। মিটিংয়ে জুইংলি ব্যাঙ্কের এই সাধু প্রস্তাবকে সবাই একবাক্যে স্বাগত জানালো, এবং মিঃ রবার্টসকে একজন মনোনীত ডিরেক্টর হিসাবে গ্রহণ করা হলো। এর ফলে পাঁচজনের বদলে এখন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়, কিন্তু দু'জনে মিলে কোরামের যে নীতি এতোদিন প্রচলিত ছিলো, তার কোনো রদবদল ঘটলো না। প্রকৃতপক্ষে সেদিকে যেনো লক্ষ্যই ছিলো না কারোর।

BanglaBook.org

মিঃ ব্রাউন ব্রুগের একজন নিয়মিত কাস্টমার হয়ে উঠলো। *ক্রেদিতব্যাঙ্ক*-এ তাকে বেশ মূল্যবান একজন কাস্টমার হিসেবেই মনে করলো। তাকে যথারীতি মিঃ গুসেন্স

আন্তরিকতার সাথেই অভ্যর্থনা জানালো। সে তাকে জানালো আজকের সকালেই সুইজারল্যান্ড থেকে ২০০০০ পাউন্ড এসে পৌঁছেছে। শ্যানন ব্যাঙ্ক থেকে ১০০০০ পাউন্ড নগদ এবং ২৬০০০ পাউন্ড ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট তুলে নিলো হামবুর্গের জোহান শ্লিঙ্কারকে দেবার জন্যে।

কাছের একটা পোস্ট অফিস থেকে চেকটা রেজিস্টার পোস্টে শ্লিঙ্কারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। সেই সঙ্গে অস্ত্রব্যবসায়ীকে একটা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিলো স্পেন থেকে কেনাকাটা শুরু করে দেবার জন্যে।

সে এবং ভ্লামিঙ্ক বুচারের সাথে দেখা করার জন্যে চার ঘণ্টা ব্যয় করলো। সন্ধ্যার আগে ব্রুগের এক ক্যাফে'তে চা খেয়ে নিলো তারা।

বুচারের সঙ্গে গোপন আদান-প্রদানের ব্যাপারটার জন্যে পূর্ব-নির্ধারিত পরিত্যাক্ত সেই খামারবাড়িতেই বুধবার সন্ধ্যায় দেখা করতে গেলো শ্যানন।

শ্যানন যে জায়গায় তাদের থাকার কথা সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে গাড়িটা পার্ক করলো। কিন্তু মার্ক খামার বাড়ির সামনেই নেমে পড়লো। বিশ মিনিট পরে ফিরে এসে সে জানালো খামারটা একেবারেই ফাঁকা আছে। অসঙ্গতিপূর্ণ কিছুই তার চোখে পড়ে নি।

"ভবন অথবা এর বাইরে কেউ কি আছে?" শ্যানন জানতে চাইলো।

"বাড়িটার সামনে এবং পেছন দিককার প্রবেশপথ তালা মারা আছে। আমি গোলাঘর আর ঘোড়ার আস্তাবল দেখে এসেছি। সেখানে কেউ নেই।"

শ্যানন তার হাত ঘড়িটা দেখলো। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। অবশ্য এখনও এক ঘণ্টা বাকি আছে।

"সেখানেই ফিরে যাও, কড়া নজর রাখবে," সে আদেশ করলো। "আমি সামনের প্রবেশদ্বারটা দেখছি।"

মার্ক চলে যাবার পরে শ্যানন ভ্যানটা আরেকবার ভালো ক'রে দেখলো। খুবই পুরনো আর জরাজীর্ণ। গাড়ির ভেতর থেকে সে দুটো ভূয়া নাম্বার প্লেট বের করলো। তারপর আসল নাম্বার প্লেটের উপর সে দুটো লাগিয়ে ফেললো। ভ্যানটার পেছনে ছয় বস্তা আলু রাখা আছে। ভ্লামিঙ্ককে সে এগুলো এনে রাখার জন্যে বলেছিলো। সন্তুষ্ট হয়ে সে রাস্তার দিকে নজরদারী করতে শুরু করলো।

এক ঘণ্টা পরে একটা ভ্যানকে আসতে দেখা গেলো। গাড়িটা খামার বাড়ির দিকে যেতে থাকলে শ্যানন ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটাকে দেখে স্পষ্ট চিনতে পারলো। সে আর কেউ নয়, এম. বুচার। তাদের গাড়িটা খামার বাড়ির সামনে একটা গাছের নিচে পার্ক করা হলো।

BanglaBook.org

তিন মিনিট পরে শ্যানন তার নিজের ভ্যানটা চালিয়ে বুচারের ভ্যানের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো। দুটো ভ্যানের মাঝখানে এখন মাত্র দশ ফিট দূরত্ব। শ্যানন নিজের গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখে ইঞ্জিনটা বন্ধ ক'রে নেমে এলো।

"মসিঁয়ে বুচার," আধো-আলো অন্ধকারে সে ডাক দিলো।

"মসিঁয়ে ব্রাউন," বুচার পাল্টা বললো। শ্যানন দেখতে পেলো বুচার সাথে করে তার 'হেলপার'কে নিয়ে এসেছে। মোটাসোটা পান্ডা টাইপের এক লোক। মালপত্র ওঠানোর জন্যে এই লোকটা ভালো হলেও সে খুব ধীরগতির হবে ব'লে শ্যাননের মনে হলো। তবে সে জানে, মার্ক একজন ব্যালে ডান্সারের মতোই নড়তে-চড়তে পারে। তাই তার কাছে মনে হলো উল্টাপাল্টা কিছু হলে কোনো সমস্যা হবে না।

"টাকা নিয়ে এসেছেন?" কাছে আসতেই বুচার জানতে চাইলো। শ্যানন তার ভ্যানের ড্রাইভিং সিটের দিকে ইঙ্গিত করলো।

"ওখানে। সেমিজার নিয়ে এসেছেন?"

বুচার তার নিজের ভ্যানটার দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

"ওটার পেছনে আছে।"

"তাহলে আমরা আমাদের দুটো জিনিসই গাড়ি থেকে বের ক'রে দুই ভ্যানের মাঝখানে রাখি," শ্যানন বললো। বুচার তার হেলপারের দিকে ফিরে ফ্লেমিশ ভাষায় কিছু বললো। লোকটা সব শুনে ভ্যানের পেছন দিকটা খুলতে গেলো। শ্যানন প্রচণ্ড উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে আছে। অন্য কিছু যদি ঘটে তো গাড়ির দরজাটা খুলতেই ঘটবে। কিন্তু কিছুই হলো না। শ্যানন তার নিজের গাড়ির হেডলাইটের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলো দশটি চারকোণা বাক্স আর একটা মুখ খোলা কার্টন।

"আপনার বন্ধু এখানে নেই?" বুচার জিজ্ঞেস করলো। শ্যানন শিষ বাজালে ছোটোখাটো গড়নের মার্ক পেছনের একটা গোলাঘর থেকে উদয় হলে সবাই চুপ মেরে রাইলো। শ্যানন কাশি দিয়ে তার গলাটা পরিস্কার ক'রে নিলো।

"হস্তান্তর কাজ শুরু করা হোক তাহলে," সে বললো। সে তার ভ্যানের সামনের সিট থেকে একটা বড়সড় খাম হাতে তুলে নিলো। "আপনি যেমনটি বলেছিলেন, একেবারে নগদ। সবগুলোই বিশ ডলারের নোট। পঞ্চাশটি বান্ডিল রয়েছে।"

মোটাসোটা লোকটা যখন টাকার বান্ডিলগুলো হাতে নিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় গুণতে লাগলো তখন শ্যানন বুচারের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। সবগুলো বান্ডি গোনা শেষ হলে জাল টাকা শনাক্ত করার একটা পেন্সিল টর্চলাইট দিয়ে প্রতিটি বান্ডিল থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে একটা ক'রে নোট নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। কোনো জাল নোট পাওয়া গেলো না। সবশেষে লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

BanglaBook.org

"এবার আপনি দেখতে পারেন," সে তার হেলপারকে কিছু একটা বললে সে ভ্যানের দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। মার্ককে শ্যানন ইশারা করলে সে ভ্যান থেকে একটা বাক্স নিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখলো। পকেট থেকে একটা লিভার বের ক'রে বাক্সটা খুলে দেখলো দশটি সেমিজার পাশাপাশি রাখা আছে। একটা হাতে নিয়ে ফায়ারিং মেকানিজম ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখলো মার্ক।

দশটি বাক্সের অস্ত্র পরীক্ষা করতে তার বিশ মিনিটের মতো সময় লেগে গেলো। সে যখন এসব করছিলো তখন এম. বুচারের সঙ্গে আসা বিশালদেহী লোকটা চুপচাপ তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো। শ্যানন দাড়িঁয়ে রইলো বুচারের থেকে দশ ফিট দূরে। শেষে মুখ খোলা কার্টনটার দিকে তাকালো মার্ক। একটা বুলেট অস্ত্রটার ম্যাগাজিনে ঢুকিয়ে দেখলো ঠিক আছে কিনা। শ্যাননের দিকে ফিরে সে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সব ঠিক আছে," সে বললো।

"আপনি কি আপনার বন্ধুকে বলবেন মালগুলো ভ্যানে তুলে দিতে আমার বন্ধুকে যেনো সে সাহায্য করে?" শ্যানন বুচারকে বললো। বুচার তার লোককে ইশারা করলে মাল তোলার কাজ শুরু হয়ে গেলো। বুচারের ড্রাইভার আর মার্ক ভ্লামিঙ্ক দু'জনে মিলে ধরাধরি ক'রে বাক্স বোঝাই সেমিজারগুলো অপেক্ষমান জিপ থেকে ওদের পুরনো ভ্যানে এনে তুললো। আসার পথে পাইকারি বাজার থেকে যে পাঁচ-ছয় বস্তা আলু শ্যানন কিনে নিয়েছিলো সেগুলোর মুখ খুলে আলুগুলো ভ্যানের ভেতরে ঢেলে দেওয়া হলে সেমিজার বোঝাই বাক্সগুলো চাপা পড়ে গেলো এই আলুর পাহাড়ের নিচে। এখন সাধারণভাবে এটা একটা আলুর গাড়ি বলেই মনে হলো ভ্যানটাকে।

পুরো ব্যাপারটা শেষ করতে ঘণ্টাখানেক মাত্র সময় লাগলো। ভ্লামিঙ্কের ভ্যান যখন অস্টেন্ডে এসে পৌছালো তখন রাত সাড়ে দশটা। শ্যাননের নির্দেশমতো ইতিমধ্যেই মার্ক একটা খালি গ্যারেজ ভাড়া নিয়ে রেখেছিলো। আলু বোঝাই ভ্যানটা তার মধ্যেই তালা মেরে রেখে দেওয়া হলো। হাতে কাজ শেষ করবার পর অ্যানাকে সঙ্গে নিয়ে জমকালো একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলো দু'জনে। অ্যানার সঙ্গে শ্যাননের আগেই পরিচয় ছিলো। প্রায় সারারাত ধরেই খাওয়াদাওয়া চললো তিন জনের। ভোরের একটু আগে এই ভোজপর্বের সমাপ্তি হলো।

পরের দিন দুপুর বেলায় মার্ক এসে শ্যাননের হোটেলে হানা দিলো। তখন সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার। সকালের নাস্তাটাও করা হয়ে ওঠে নি। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই শ্যানন কাজের প্রসঙ্গ শুরু করলো। প্রায় আধঘণ্টা

BanglaBook.org

ধ'রে কথাবার্তা হলো দু'জনের। কিভাবে এই সেমিজার আর কার্তুজগুলো দেশের বাইরে পাচার করতে হবে সবই নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে বললো মার্ককে। পরিকল্পনাটা পুরোপুরি মাথার মধ্যে ঢোকার পর মার্কের চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক দেখা গেলো।

"হ্যা বন্ধু, এ ব্যাপারে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। শুধু কবে চাই, বলে দাও!"

"পনেরোই মে'র মধ্যে সব প্রস্তুত ক'রে ফেলতে হবে। আমি না হয় ল্যাঙ্গারত্তিকেও তোমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দেবো।"

মার্কই তাকে ট্যাক্সি ক'রে ফেরিঘাট পর্যন্ত পৌছে দিলো। এখন আর পুরনো ভ্যানটা ব্যবহার করা যাবে না। অস্টেন্ড থেকে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্যারিসে পাড়ি দেবার সময়েই সেটা শেষবারের মতো দরকার পড়বে।

সন্ধ্যার একটু আগেই লন্ডনে পৌছালো শ্যানন। বাকি সন্ধ্যাটা সাইমনের রিপোর্ট তৈরি করতেই কেটে গেলো। এ যাবৎ মোট যতো অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছে এবং তার যা দাম, সবই বিস্তারিতভাবে লিখে ফেললো রিপোর্টের মধ্যে। তবে কে বা কারা এই বেআইনী অস্ত্রের বিক্রেতা, আর কোথায় এই মালগুলো গুদামজাত ক'রে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে কোথাও কোনোও উল্লেখ নেই। রিপোর্টটা ডাকে পাঠাবার পর শ্যানন পোশাক পালটে ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হলো।

সকালের ডাকে ল্যাঙ্গারত্তির কাছ থেকে পুরু একটা খাম এলো শ্যাননের নামে। খামের মধ্যে তিনটি ইউরোপিয়ান ফার্মের ক্যাটলগ। স্পিডবোট বা এই জাতীয় হালকা ধরনের নৌযান নির্মাণের ক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকেই বহুদিনের অভিজ্ঞ।

প্রত্যেকটি ক্যাটলগই শ্যানন আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লো। তিনটি ফার্মের মধ্যে একটা বৃটিশ, একটা ফ্রেঞ্চ আর একটা ইটালিয়ান। সবদিক বিচার-বিবেচনার পর ইটালিয়ান ফার্মটাই তার কাজের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী ব'লে মনে হলো। চাহিদা মাফিক প্রতিটি জিনিসপত্রই এদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে, তাছাড়া ডেলিভারির ব্যাপারেও এখানে বিশেষ কোনো অসুবিধা দেখা দেবে না। শুধুমাত্র দামের ব্যাপারেই একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তার বাজেট ছাড়িয়েও আরও সাড়ে-চার হাজার ডলার বেশি লেগে যাচ্ছে। তবে তার জন্যেও উদ্বেগের বিশেষ কোনো কারণ নেই। একদিকের পাল্লা একটু ভারি হয়ে পড়লেও অন্যদিকের খরচ কমিয়ে তার সামাল দেওয়া যাবে।

ল্যাঙ্গারত্তিকেও লিখে জানালো সেই মর্মে। ঠিক কোন্ জিনিসগুলো তাকে সংগ্রহ করতে হবে তারও একটা তালিকা পাঠিয়ে দিলো সঙ্গে। সবকিছু পনেরোই মে'র মধ্যে বন্দরের কাছাকাছি কোনো গুদামে একেবারে প্রস্তুত করে রেখে দিতে

BanglaBook.org

হবে। যাতে সুবিধেমতো যে কোনো সময় জাহাজে বোঝাই করা যায়। সে আরো জানালো, ওইদিন সকালে মার্ক যেনো পুরনো ভ্যানটা নিয়ে শ্যাননের সঙ্গে দেখা করে।

একই সঙ্গে নিজের ব্যাঙ্কেও একটা চিঠি পাঠালো শ্যানন। নির্দেশ দিলো ওর অ্যাকাউন্ট থেকে আড়াই হাজার পাউন্ড তুলে নিয়ে যেনো ফ্রাঙ্কের হিসেবে ল্যাঙ্গারত্তির অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়। দুটো চিঠিই পাঠালো এক্সপ্রেস ডেলিভ্যারি রেটে।

ডিনার সেরে শ্যানন সোজা নিজের ফ্ল্যাটেই ফিরে এলো। আলো নিভিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর। তবে দু'চোখে ঘুমের কোনো চিহ্নও দেখা দিলো না। রাজ্যের যতো চিন্তা একসঙ্গে এসে ভিড় করলো মাথার ভেতরে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। কোথাও এক চুল ভুলত্রুটি হলেই বিপদ। অবশ্য এর মধ্যে সেমিজারগুলো পাচারের ব্যাপারটাই কেবল বেআইনি, বাকি সব কিছুই আইন মাফিক সম্পন্ন করা যাবে।

এখন আসল সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী একটি জাহাজ যোগাড় করা। সেমলার যদি সময়মতো এর ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রামই বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ইতিমধ্যে একটা মাস কেটে গেছে।

মানসিক চিন্তা-ভাবনার মাঝখানেই ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো ফোনটা। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে তুলতেই জুলিয়ার মোলায়েম কণ্ঠস্বরটা ভেসে এলো।

"হ্যালো।"

"কে, জুলিয়া? আমি শ্যানন বলছি।"

"ওহ্। এতোদিন কোথায় ডুব দিয়েছিলে, ক্যাট?" জুলিয়ার কণ্ঠে ক্ষুব্ধ অভিযোগের সুর।

"জরুরি কাজে আমাকে লন্ডনের বাইরে যেতে হয়েছিলো," সংযত কণ্ঠে জবাব দিলো শ্যানন। অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

"এই উইকএন্ডে তোমার কি কোনো কাজ আছে?"

"না, কেন?" শ্যানন উত্তর দেবার আগে একটু ভেবে নিলো। প্রকৃতপক্ষে সেমলারের কাছ থেকে নতুন কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়া পর্যন্ত তার আর তেমন কিছু করার নেই। এই ক'দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এমন কি এই মুহূর্তে সেমলার যে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাও তার অজানা।

"তাহলে তো খুবই ভালো!" জুলিয়ার কণ্ঠে খুশির বহিঃপ্রকাশ। "এই উইকএন্ডটা আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাটাবো। কেউ কারোর কাছ থেকে একটুও দূরে থাকবো না।"

BanglaBook.org

"ব্যাপারটা কি?" শ্যানন জানতে চাইলো।

জুলি সবিস্তারে বলতে শুরু করলো। কিন্তু শ্যানন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললো সে যেনো তার এখানে এসে সামনাসামনি সব বলে।

যদিও সে এক সপ্তাহ আগে থেকে জুলিয়া তার গোপন গোয়েন্দাগিরির খবরটা শ্যাননের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে মনে মনে ছটফট করছিলো, কিন্তু মনের মানুষকে সামনাসামনি পাবার পর তার আর কিছুই স্মরণে রইলো না। দুঃসহ সুখের জোয়ারে ওর সব চিন্তা-ভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। হুঁশ ফিরলো প্রায় মাঝরাতে। শ্যানন তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

"ওহ্ ভালো কথা, ঐদিন আমি তোমার নাম দেখলাম।"

শ্যামন তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে কি বিড়বিড় করলো ঠিক বোঝা গেলো না।

"একটা কাগজে," জুলি বললো। কিন্তু শ্যাননের মধ্যে খবরটা শোনার কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না। সে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলো।

"আমি কি বলবো কোথায় দেখেছি?"

এতেও তার মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা গেলা না। খালি বিড়বিড় করে কী যেনো বললো আবার।

"আমার বাবার ডেস্কে এটা ফাইলে।"

জুলিয়ার যদি শ্যাননকে চমকে দেবার কোনো অভিপ্রায়ে এ কথা বলে থাকে তবে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ শ্যানন যেভাবে হঠাৎ জেগে উঠে জুলিয়ার দুটো কাঁধ শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো, তাতে জুলিয়া-ই বরং ভয় পেয়ে গেলো তার চোখের দিকে তাকিয়ে। শ্যাননের কণ্ঠেও ঘুমের কোনো জড়তা নেই।

"আরে, ব্যথা লাগছে তো," জুলি বললো।

"তোমার বাবার কোন্ ফাইলে?"

"বাবার ডেস্কের ওপর ফাইলে।" প্রায় কেঁদে ফেলবে এমন ভীরু আর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিলো জুলিয়া। "আমি তোমাকে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম।"

পরিস্থিতিটা এক মুহূর্ত চিন্তা করলো শ্যানন। জুলিয়া যে অজান্তে নিজেকে অনেকখানি জড়িয়ে ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন ওর মুখ বন্ধ করতে গেলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

"তুমি ওটা দেখতে গেলে কেন?" শ্যানন জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

"তুমি তো সবসময় বাবার সম্পর্কে জানতে চাইতে। তাই ফাইলটা যখন দেখলাম, ভাবলাম একটু দেখি তাতে কি আছে। ভেতরে তোমার নাম দেখতে পেলাম।"

"তাহলে শুরু থেকে সব খুলে বলো," সে খুব নরম কণ্ঠে বললো।

সব বলা যখর শেষ করলো তখন জুলি তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি, মিস্টার ক্যাট," সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো। "সেজন্যেই তো আমি ওটা দেখেছি। আমি কি ভুল করেছি?"

শ্যানন কয়েক মুহূর্ত ভাবলো। মেয়েটা ইতিমধ্যেই অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। আর কেবলমাত্র দুটো উপায়ে তার মুখটা বন্ধ করা যাবে।

"তুমি কি আমাকে আসলেই ভালোবাসো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই।"

"আমার কোনো ক্ষতি হোক সেটা কি তুমি চাও? মানে, তুমি কিছু বললে অথবা করলে আর তাতে যদি আমার ক্ষতি হয়, সেটা কি তুমি চাও?"

জুলি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ রাখলো। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো স্কুলপড়ুয়া মেয়ে।

"কখনও না," একেবারে আন্তরিকভাবেই বললো কথাটা। "আমি কখনও সেই কথা কাউকে বলবো না। যে যাই করুক না কেন, আমি কিছুতেই বলবো না।"

শ্যানন কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে নিষ্পলক তার দিকে চেয়ে রইলো।

"কেউ তোমার কিছু করবে না," সে বললো। "কেবল তোমার বাবাকে বলো না যে তুমি আমাকে চেনো, অথবা তার ফাইলপত্র দেখেছো। কিছুদিন হলো আফ্রিকার খনিজ সম্পদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্যে তোমার বাবা আমাকে নিয়োগ করেছেন। এখন তিনি যদি জানতে পারেন, তোমার সঙ্গে আমার গোপন পরিচয় আছে – তাহলে হয়তো সেই অপরাধেই আমাকে এই সুখের চাকরি থেকে বিদায় ক'রে দেবে।"

এ কথাতে বেশ ভালোই কাজ হলো। জুলি চায় না সে চলে যাক। অবশ্য শ্যানন জানে তাকে খুব জলদিই চলে যেতেই হবে। কিন্তু এ কথা জুলিকে বলার কোনোই দরকার নেই।

"আমি কোনো কিছুই বলবো না," জুলি প্রতীজ্ঞা করলো।

"আচ্ছা, এবার একটু খুলে বলো তো," শ্যানন বললো। "তুমি বললে কাগজে খনিজ সম্পদের মূল্য লেখা ছিলো, সেই কাগজে একটা শিরোনাম ছিলো, সেটা কি?"

BanglaBook.org

উত্তর দিতে জুলিয়ার কয়েক সেকেন্ড লাগলো।

"প্লাটিগনাম," সে বললো।

"প্লাটিনাম," শ্যানন শুধরে দিয়ে বললো। তার চোখ দুটোতে কৌতুহল দেখা গেলো। "ফাইলের শিরোনামটা কি ছিলো?"

"ওহ্, মনে পড়েছে সেটা," জুলি খুব খুশি হয়ে বললো। "রূপকথার মতো একটা নাম। স্ফটিক পাহাড়।"

শ্যানন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"যাও, রান্নাঘর থেকে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসো আমার জন্যে। এরপর আমরা ওটা করবো।"

রান্নাঘর থেকে যখন সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে তখন সে জানালা দিয়ে লন্ডন শহরটা দেখতে লাগলো অন্যমনস্ক হয়ে।

"শালার ধূর্ত বানচোত," সে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো। "কিন্তু এতো সহজে সেটা হতে দেবো না, স্যার জেমস্, এতো সহজে নয়।"

এরপর সে অন্ধকারের মধ্যে হেসে উঠলো।

* * *

শনিবার সন্ধ্যাটা বেনি ল্যাম্বার্টের খুব একটা মন্দ কাটে নি। পকেটে এখনও শ্যাননের দেয়া টাকাগুলো রয়েছে। সেই কারণে ফূর্তির মেজাজটাও চড়ে গিয়েছিলো বেশ খানিকটা। গভীর রাতে ফেরার পথে পা দুটোও ঠিকমতো তাল রাখতে পারছিলো না। বড় রাস্তা থেকে ল্যাম্বার্টের ফ্ল্যাটের দূরত্ব খুব বেশি নয়, মিনিট দু-তিনের পথ, রাস্তাটা স্বভাবতই নির্জন, তার ওপর রাত দুপুরে তেমন একটা লোকজনও ছিলো না। আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে একা একা টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছিলো ল্যাম্বার্ট।

মাথার পেছন দিকে ভারি একটা আঘাত পাবার পর দ্বিতীয় কারোর উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ হলো সে। অনাহূত আগন্তুকের এই অভব্য ব্যবহারের প্রতিবাদও জানাতে গেলো তীব্র কণ্ঠে, কিন্তু তার আগেই ডান দিকের রগের ওপর আবার প্রচণ্ড এক ঘুষির বিস্ফোরণ অনুভব করলো। কাটা কলাগাছের মতোই কঠিন রাজপথে অসহায়ভাবে লুটিয়ে পড়লো ল্যাম্বার্টের স্থূল দেহটা। অভব্য আগন্তুক যখন প্যান্টের ভেতরের পকেট থেকে দু'ফুট লম্বা একটা মোটা লোহার রড বের করে ল্যাম্বার্টের বাম পায়ের হাটুর জয়েন্টে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো, তখন তার

BanglaBook.org

বোধশক্তি সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু কখন যে দ্বিতীয় হাঁটুটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো, সে সম্পর্কে তার আর কোনো হুঁশ ছিলো না।

বিশ মিনিট বাদে থোমার্ড তার নিয়োগকর্তা রুইকে ফোন করলো।

"এটা যে সুসংবাদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।" রিসিভার ধরে রুই খুশিতে গদগদ হয়ে উঠলো। "এখন শোনো, তোমার জন্যেও একটা ভালো খবর আছে। শ্যানন আগেরবার যে হোটেলে এসে উঠেছিলো, সেখানেই আবার একটা চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে, পনেরো তারিখে লন্ডনে এসে পৌছাচ্ছে সে। তার নামে একটা রুম যেনো বুক ক'রে রাখা হয়। চিঠিতে অবশ্য সে নিজেকে কিথ ব্রাউন হিসেবেই জাহির করেছে।"

"কবে আসবে লিখেছে? পনেরোই?"

"হ্যা, এবং তারপর থেকে তুমিও ওকে সারাক্ষণ অনুসরণ করবে। প্রথম সুযোগেই কাজটা আমাদের হাসিল করা চাই। মনে রেখো, শুধু এর জন্যই আলাদা ক'রে পাঁচ হাজার ডলার বরাদ্দ রাখা আছে।"

ডলারের অঙ্কটা টনিকের কাজ করলো। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখলো থোমার্ড। দু'দিন বাদে পুরো টাকাটাই যে তার নিজের পকেটে চলে আসবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কারণ কাজটা খুবই সহজ এবং সরল। এমনকি এখনও পর্যন্ত শ্যানন নিজের বিপদ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কিছু টের পায় নি। এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে! যে কোনো আনাড়ি লোকের পক্ষেও কাজটা ভালোভাবে করা সম্ভব।

রবিবার সকালে টেলিফোনের আর্তনাদে শ্যাননের ঘুম ভাঙলো। রিসিভার ধরে বুঝতে পারলো অপর প্রান্তে বহু-প্রত্যাশিত কার্ট সেমলার এখন তার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বিছানার মাঝবরাবর মাথার বালিশটা বুকে জড়িয়ে জুলিয়া তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। ঘুমন্ত জুলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে ওকে এক সদ্য কিশোরী বলেই মনে হলো তার। শ্যানন জোরে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুললো তাকে, তারপর দু'পেয়ালা গরম কফি ক'রে আনার জন্যে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলো। জুলিয়া ঘর থেকে বিদায় নেবার পরই সহজভাবে কথা শুরু করলো সেমলারের সঙ্গে।

"হ্যালো কার্ট।"

"আমি জেনোয়া থেকে বলছি।"

BanglaBook.org

"আমি জানি। খবর কি?"

"ওটা আমি পেয়ে গেছি। এবার আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে হুবহু সেইরকম। তবে আরও দু'একজন মক্কেল এর খোঁজখবর করছে। সেই জন্যে আমাদেরকে খুব দ্রুত করতে হবে। তুমি কি আজকালের মধ্যে এখানে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে? তাহলে যতো শীগগির সম্ভব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যায়।"

শ্যানন এক মুহূর্ত চিন্তা করলো।

"আগামীকাল দুপুরে আমি তোমার ওখানে পৌছাবো। তুমি এখন কোন্ হোটেলে উঠেছো?"

সেমলার হোটেলের নাম বললো।

"সুবিধামতো আমার জন্যেও একটা রুম বুক ক'রে রেখো। ঠিক কখন আসছি বলতে পারছি না। বিকেলের দিকে তুমি তোমার হোটেলেই থেকো। আমি পৌছেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।"

কয়েক মিনিট পরেই সে ফোনে মিলানের একটা প্লেনের টিকেট বুকিং দিয়ে দিলো। আগামীকাল সকালেই রওনা দিতে হবে। সেখান থেকে জেনোয়ায় চলে যাবে।

ধূমায়িত কফির পেয়ালা হাতে জুলিয়া পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই তার চোখে-মুখে রহস্যময় হাসি দেখতে পেলো।

"কার ফোন ছিলো?" জুলি জিজ্ঞেস করলো।

"এক বন্ধুর।"

"কোন্ বন্ধুর?"

"ব্যবসায়ীক এক বন্ধু।"

"সে আবার কি চায়?"

"তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাকে তার ওখানে যেতে হবে।"

"কখন?"

"আগামীকাল সকালে। ইটালিতে।"

"কতোদিন সময় লাগবে ফিরতে?"

"সঠিক বলতে পারি না। পনেরো দিন লাগতে পারে, কিংবা তার কিছু বেশি।"

সে কফির কাপটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"এ ক'দিন আমি কি করবো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

শ্যানন দাঁত বের ক'রে হেসে উঠলো।

BanglaBook.org

"মনের মতো আর কাউকে খুঁজে নেবে। কতো অসংখ্য সুপুরুষ এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"তুমি একটা যা-তা," জুলিয়া কপট অভিমানে বললো। "তবে যেতে যদি হয় তো যাবে। কিন্তু আগামীকাল সকাল হতে এখনও অনেক সময় আছে, তো, আমার প্রিয় টম ক্যাট, আমি সেটার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে চাই।"

তার কফির মগটা বিছানার বালিশে গড়িয়ে পড়তেই শ্যাননের মনে হলো স্যার জেমস্ ম্যানসনের মেয়েকে তৃপ্ত করাটা এতোটাই কঠিন কাজ যে সে তুলনায় কিম্বার প্রাসাদ নিয়ে লড়াই করাটা নিছকই কোনো পিকনিক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৫

ক্যাট শ্যানন আর কার্ট সেমলার যখন বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সিতে ক'রে পোর্ট জেনোয়াতে এসে পৌছালো তখন বিকেলের রোদ উপচে পড়ছে যেনো। জার্মান ভদ্রলোক তার নিয়োগকর্তাকে নিয়ে গেলো কতোগুলো নোঙর করা জাহাজের দিকে। অদূরে সুনীল সুমুদ্রের বুকে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে *তসকানা*। জাহাজটা আয়তনে খুব ছোটোও নয়, আবার বড়ও নয় — শ্যাননের কাছে মনে হলো তাদের কাজের জন্যে এটা ঠিকই আছে।

এটার মাঝখানে একটা হ্যাচ রয়েছে, অনেকটা কার্গো জাহাজের মতো। বহুদিন লোনা পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে রঙটাও বিবর্ণ হয়ে গেছে। এ ধরনের কতো অসংখ্য জাহাজ যে আশপাশের বিভিন্ন বন্দর ছুঁয়ে প্রত্যহ সুমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। সাধারণভাবে এসব জাহাজ কারোর সন্দেহের উদ্রেক করে না। এদের গতিবিধি সম্পর্কেও সবাই বেশ ভালো করেই জানে।

সেমলার শ্যাননকে নিয়ে *তসকানা*'য় উঠলো। *তসকানা*'র প্রধান মেট কার্ল ওয়ান্ডেন বার্গের সঙ্গেও সেমলার শ্যাননের পরিচয় করিয়ে দিলো। লোকটা জাতিতে জার্মান, তবে ইংরেজিটাও বেশ ভালো বলতে পারে। শ্যাননের উদ্দেশ্যের কথাটাও সেমলার তার কাছে গোপন রাখলো।

শ্যানন তিনটি জিনিসের উপর বেশি আগ্রহী : জাহাজে আরো বারো জনের মতো লোকের থাকার মতো জায়গা থাকতে হবে; জাহাজটার পাটাতনের নিচে গোপন একটা জায়গা থাকতে হবে যাতে ক'রে কিছু বাক্স লুকিয়ে রাখা যায় এবং এর ইঞ্জিন হতে হবে বেশ ভালো। অন্তত নির্বিঘ্নে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত যাওয়ার মতো হতে হবে।

শ্যানন এসব ব্যাপার জানার জন্যে ওয়ান্ডেনবার্গকে কিছু প্রশ্ন করলে সে ভদ্রভাবেই জবাব দিলো কিন্তু ভ্রু দুটো কুচ্‌কে রাখলো।

BanglaBook.org

প্রধান মেটই দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে সারা জাহাজটা ঘুরিয়ে দখালো। সবকিছু দেখেশুনে মনে মনে রীতিমতো উৎফুল্ল হলো শ্যানন। ঠিক এমন একটা জাহাজই এতোদিন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো সে। অবশেষে সেমলারই তার সন্ধান এনে দিলো।

তসকানা ঘুরে সব কিছু দেখার পর ওয়াল্ডেন বার্গ তাদেরকে তার ক্যাবিনে এনে বিয়ার দিলো। বিয়ার খেতে খেতেই তারা বাকি আলোচনাটা করলো। জার্মান দুজনে নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথা বলতে শুরু করলে শ্যানন শুধু এটুকু বুঝতে পারলো যে ওয়াল্ডেন বিভিন্ন প্রশ্ন করে যাচ্ছে আর সেমলার তার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। শেষে ওয়াল্ডেনবার্গ শ্যাননের দিকে ভালো করে তাকালো, তারপর সেমলারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"হতে পারে," কথাটা সে ইংরেজিতেই বললো।

সেমলার শ্যাননকে বুঝিয়ে বললো সব।

"সে চানতে চাচ্ছে তোমার মতো একজন ব্যবসায়ী কেন এইরকম একটি নৌযান কিনবে। সে বলছে তুমি তো কোনো নাবিক নও। তুমি হলে ব্যবসায়ী। সে আরো বলছে সাধারণ কোনো ব্যবসায়ীর জন্যে এই কার্গো ব্যবসা খুবই ঝামেলার কাজ। নিশ্চয় তোমার মনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।"

শ্যানন মাথা নাড়লো।

"ভালো প্রশ্ন, কার্ট। আমি তোমার সাথে একটু একান্তে কথা বলতে চাই।"

তারা একটু দূরে গিয়ে কথা বলতে শুরু করলে দূর থেকে ওয়াল্ডেনবার্গ বিয়ার খেতে খেতে তাদেরকে দেখতে লাগলো।

"তোমার কাছে এই লোকটা কেমন ব'লে মনে হয়?" ফিস্‌ফিস্ ক'রে শ্যানন জানতে চাইলো।

"ভালো," সেমলার কোনো রকম না ভেবেই বললো।

"বর্তমান ক্যাপ্টেনই এই জাহাজের মালিক। সে এখন কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে আবার মাটির বুকে ফিরে যেতে চাচ্ছে। সেজন্যই *তসকানা*টা কারো কাছে বিক্রি ক'রে দেবে ব'লে স্থির করেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় কয়েকটা জাহাজ কোম্পানির এজেন্টও মালিকের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু বর্তমান ক্যাপ্টেন তার সাধের এই জাহাজটাকে যার-তার হাতে ছেড়ে দিতেও রাজি নয়। তার ইচ্ছে *তসকানা* কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ুক। এটা বিক্রি করলে ক্যাপ্টেনের জায়গাটা শূণ্য হয়ে যাবে। সেই জায়গাটা ওয়াল্ডেন পেতে ইচ্ছুক। জাহাজটার নাড়িনক্ষত্র সবই তার জানা, অন্যান্য কর্মচারীরাও তাকে যথেষ্ট সমীহ

BanglaBook.org

ক'রে চলে। তাই *তসকানা*'র ক্যাপ্টেন হবার পক্ষে ওয়ান্ডেনবার্গই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আর একটু বেশি টাকাপয়সা দিলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতেও সে রাজি হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

"সে কি ইতিমধ্যেই কোনো কিছু সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে নাকি?" শ্যানন জানতে চাইলো।

"অবশ্যই। আসলে সে মনে করছে তুমি বৃটেনে অবৈধ অভিবাসী পাচার করবে। সে গ্রেফতার হতে চায় না। তবে বললামই তো, একটু বেশি টাকা দিলে এই ধরণের কাজও সে করতে রাজি আছে।"

"আগে জাহাজটা কেনা-ই হলো আমাদের প্রথম কাজ। পরে সে সিদ্ধান্ত নেবে আমাদের সাথে থাকবে কিনা। সে যদি চায়, চলে যেতে পারবে। আমরা অন্য কোনো নাবিক যোগাড় ক'রে নেবো।"

সেমলার মাথা নাড়লো।

"না। কেনার আগেই তাকে মোটামুটি বলে দিতে হবে আমাদের কাজটা কি। তরপর সে থাকতে না চাইলে চলে যাবে।"

"সে যদি জানে আমাদের কাজটা কি, আর তারপরে থাকতে না চায় তবে তার কেবল একটা জায়গাতেই যাবার সুযোগ থাকবে," শ্যানন কথাটা বলেই নিচের পানির দিকে ইঙ্গিত করলো।

"তাকে রাখলে আমাদের আরেকটা সুবিধাও হবে, শ্যানন। তার কাছে যদি এরকম কোনো প্রস্তাব রাখা যায়, তাহলে সে হয়তো শ্যাননের পক্ষ হয়ে *তসকানা*র মালিকের কাছে ওকালতি করবে। মালিক নিশ্চয় তাঁর প্রধান মেটের পরামর্শ একবারে উপেক্ষা করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তোমার কাছেই *তসকনা* বিক্রি করা হবে।"

যুক্তিটা শ্যাননের মনে ধরলো। অবশ্য সেমলারের বিচারবুদ্ধির ওপরে বরাবরই তার অগাধ আস্থা। তার ওপর শ্যাননের অভিমত হলো, যদি অর্থের বিনিময়ে কোনো দলের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম দলপতিকে হাত করাই যুক্তিযুক্ত। তাই সন্ধ্যার ডিনারে সমলার মারফত প্রধান মেটকে নিমন্ত্রণ জানালো শ্যানন, এবং তাদের এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ওয়ান্ডেনবার্গকেও খুলে বললো ব্যাপারটা।

"শুনুন মিস্টার, আমাদের মধ্যে সবকিছু খোলাখুলি আলোচনা ক'রে নেওয়াই ভালো," শ্যানন বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতেই নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের অবতারণা করলো। "আমি যে চিনাবাদামের ব্যবসা করবার অভিপ্রায়ে *তসকানা* কিনতে আগ্রহী হয়েছি, এমন

BanglaBook.org

মনে করবার কোনো করণ নেই। আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছুটা ঝুঁকিও আছে। তবে আপনাকে আমি আশ্বস্ত করতে পারি, একবার বন্দরে ভীড়ে গেলে আর কোনো ঝুঁকি থাকবে না। আমি যদি এই জাহাজটা বর্তমান মালিকের কাছ থেকেই কিনে নেই, সেক্ষেত্রে আমার একজন ভালো ক্যাপ্টেনের দরকার হবে। কার্ট সেমলার আমাকে বলেছে আপনি একজন ভালো ক্যাপ্টেন। তো সরাসরিই বলি। আপনাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রস্তাব দিচ্ছি। যদি রাজি হন তাহলে আপনার বেতনও বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ ক'রে দেওয়া হবে, এবং আগামী ছ'মাসের বেতনও আমরা অগ্রিম দিয়ে দেবো। এর ওপর প্রথম যাত্রা শুরুর সময় বোনাস হিসেবেও পাবেন মোট ৫০০০ হাজার ডলার। অবশ্য আমাদের প্রস্তুত হতে এখনও মাস আড়াই সময় লাগবে।"

ওয়াল্ডেনবার্গ চুপচাপ সব কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত পরে দাঁত বের ক'রে হেসে বললো। "মিস্টার, আপনারা আপনাদের ক্যাপ্টেনকে পেয়ে গেছেন।"

"চমৎকার," শ্যানন বললো। "কেবল জাহাজটা কেনা-ই এখন বাকি থাকলো।"

"কোনো সমস্যা হবে না," ওয়াল্ডেনবার্গ বললো। "আপনারা *তসকানার* জন্যে কতো পর্যন্ত দিতে রাজি আছেন?"

শ্যানন সরাসরি জবাব দিলো না। বরং প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করলো, "এর কি দাম হওয়া উচিত, আপনিই বলে দিন না।"

"বাজারে অবশ্য পঁচিশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত দাম পাওয়া গেছে, তার বেশি কেউ বলবে ব'লে মনে হয় না।"

"আমি যদি ছাব্বিশ হাজার অফার করি, তাহলে কি মালিক রাজি হবে?"

"হ্যা। অবশ্যই," ওয়াল্ডেনবার্গ জবাব দিলো। "তবে ইতালিয়ান ভাষাটা বোধহয় আপনাদের জানা নেই। আমাদের ক্যাপ্টেন পিনেত্তি কিন্তু পৃথিবীর এই একটিমাত্র ভাষা ছাড়া আর কিছুই বলেন না বা বোঝেন না। যদিও তাতে কোনো অসুবিধা হবে না, আপনাদের হয়ে আমিই তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো। কখন আপনারা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে চান, বলুন?"

"আগামীকাল সকাল দশটায়?" শ্যানন বললো।

"ঠিক আছে। আগামীকাল সকাল দশটায় এই জাহাজেই আমি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ক'রে রাখবো।"

দু'জন ভাড়াটে সৈনিক তার সাথে হাত মিলিয়ে চলে গেলো।

BanglaBook.org

মার্ক ভ্লামিঙ্ক তার ভাড়া করা গ্যারেজের মধ্যেই আপন মনে নিজের কাজে ব্যস্ত। পুরনো ভ্যানটা গ্যারেজের ঠিক সামনেই লক করা অবস্থায় দাঁড় করানো আছে।

গ্যারেজের দরজাটাও ভেতর দিক থেকে সযত্নে বন্ধ ক'রে রেখেছে মার্ক। কাজের সময় অন্য কারোর উপস্থিতি তার জন্যে মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

সবেমাত্র গতকাল এই কাজে হাত দিয়েছে সে, এবং এর মধ্যেই এগিয়েও গেছে অনেকখানি। গ্যারেজের এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কোনো নামকরা কোম্পানির পাঁচটা বড় মবিল অয়েলের ড্রাম পাশাপাশি দাঁড় করানো আছে, যদিও তার সব ক'টাই একেবারে ফাঁকা। বন্দরের কাছাকাছি এক গুদাম থেকে নামমাত্র মূল্যে মার্ক এগুলো কিনে এনেছে, এর সঙ্গে টুকিটাকি আরও কয়েকটা যন্ত্রপাতি এবং কিছু প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম। সেগুলো সব সাজিয়ে রাখা আছে গ্যারেজের মাঝ-বরাবর লম্বা একটা কাঠের বেঞ্চের উপর। ভ্যানের মধ্যে থেকে সেমিজার বোঝাই দুটো বাক্সও মার্ক এরই মধ্যে ভেতরে নামিয়ে রেখেছিলো। বিশটি মেশিনগান এখন তাদের প্রয়োজনে নির্মিত গোপন এক কোটরে আত্মগোপনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রতিটি মেশিনগানই প্রথমে ভালোভাবে প্যাক ক'রে এয়ারটাইট পুরু প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা হয়েছে। এর ফলে যন্ত্রগুলো একেবারে প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে, প্রয়োজনের মুহূর্তে কোনোরকম সমস্যাই হবে না। মার্কের বর্তমান কাজ হলো এই ড্রামগুলোর পেছন দিকের ঢাকনা খুলে, তার মধ্যে মুখ বন্ধ ব্যাগগুলো একে একে ঢুকিয়ে দেওয়া। ড্রামের বাকি শূন্য অংশ মোবিল ঢেলে বোঝাই করার পর পেছনটা আবার টাইট ক'রে লাগিয়ে দিতে হবে। এই কাজটা খুব সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। যেনো কোথাও কোনো কারচুপির চিহ্ন না থাকে। প্রতিটি ড্রামে বিশটি হিসেবে মোট পাঁচটা ড্রাম লাগবে একশোটা মেশিনগানের জন্যে।

মনে মনে হিসেব করলো মার্ক। একটা ড্রামের পেছনে পুরো দু'দিন সময় লাগছে তার। এইভাবে কাজ করলেও নির্ধারিত পনেরো তারিখের মধ্যেই সব কাজ শেষ করা সম্ভব। ইতিমধ্যে ল্যাঙ্গারত্তি যদি সাহায্যের জন্যে এসে পড়ে তবে তো আর কথাই নেই। পনেরো তারিখের অনেক আগেই ওরা দু'জনে মিলে সব কিছুই প্রস্তুত ক'রে ফেলতে পারবে।

ডক্টর আইভানভ খুবই রেগে গিয়েছিলেন। তবে এই ফেটে পড়া ক্রোধ আজ প্রথম নয়, এবং সম্ভবত শেষও নয় – এটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর স্বামীভক্ত স্ত্রী সামনে থাকায় আজকের সবগুলো ঝাঁঝই এই ভদ্রমহিলার ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

"এই আমলাতন্ত্র," ব্রেকফাস্ট টেবিলে স্ত্রী'র দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি শুরু করলেন, "এই অপদার্থ, লোক-ঠকানো আমলাতন্ত্রই যতো সর্বনাশের মূল।"

"তুমি ঠিকই বলেছো, ডার্লিং," সহানুভূতির ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন বৃদ্ধা মিসেস আইভানভ। সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চিনিবিহীন কড়া লিকারের চা-ও এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। স্বামী রগচটা স্বভাবের হলেও স্ত্রী'র নিজের মেজাজ বেশ শান্ত। তিনি তাঁর স্বামীকে সব সময়ই সামলে রাখবার জন্যে ব্যস্ত থাকেন। ভদ্রমহিলার অভিপ্রায় তাঁর বদমেজাজী বৈজ্ঞানিক স্বামী দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সম্পর্কে মাঝে মাঝেই যে সমস্ত রূঢ় মন্তব্য ক'রে থাকেন, সেগুলো যেনো নিজের নিজের ঘরে বসেই করেন। তাহলে আর কথাগুলো চাউড় হবার সম্ভাবনা থাকে না।

"এই ধনতান্ত্রিক সমাজ যদি জানতে পারে কয়েকজোড়া নাটবল্টুর মালমশলা যোগাড় করতেও কি পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়, তাহলে তাদের মুখের হাসি দু'দিনেই শুকিয়ে যেতো।"

"ওহ্ ডার্লিং, তুমি আস্তে কথাবার্তা বল্লে" নিজের পেয়ালায় পরিমাণমতো চিনি মেশাতে মেশাতে মিসেস আইভানভ তাঁর স্বামীকে বললেন। "তোমার আরেকটু বেশি সংযত হওয়া উচিত।"

এই সব রাগের উৎস কয়েক সপ্তাহ আগে ডিরেক্টরের দপ্তর থেকে আসা ডক্টর আইভানভের একটা চিঠি। চিঠিতে আইভানভকে একটা সার্ভে দলের সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকায় রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এবং তিনিই এই দলের প্রধান। সেজন্যে তাঁকেই এ সম্পর্কে যাবতীয় দায়দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। সেই মর্মেই নির্দেশ এসেছে চিঠিতে।

চিঠিটা হাতে পাবার পরই ডক্টর আইভানভ রাগে ফেঁটে পড়েছিলেন। কারণ আফ্রিকার অসহ্য গরম তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। ঠাণ্ডা বরফের দেশ তাঁর অনেক প্রিয়। তাছাড়া আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা খুবই ভয়াবহ। নক্রুমার শাসনকালে এক সার্ভে টিমের সঙ্গে তাঁকে কিছুদিন ঘানার বনে জঙ্গলে কাটাতে হয়েছিলো। তখনই তিনি এই হতচ্ছাড়া মহাদেশটাকে হাড়ে হাড়ে চিনতে পেয়েছিলেন।

তবে নির্দেশ যখন এসেছে তখন তাঁকে যেতেই হবে। বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি ক'রে এ ব্যাপারের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজনও তিনি ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ ক'রে রেখেছেন। কিন্তু এক জায়গায় এসে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হলো। সমস্ত মালপত্র সহ তাঁর এই সার্ভে দলটি আকারে খুব একটা ছোটো হবে না। তার ওপর ফেরার

BanglaBook.org

সময়েই ঝামেলা আরও বেশি। কারণ তখন সংগৃহীত পাথরের নমুনাগুলো জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে ব'সে থাকবে। তাদের খালাস না করা পর্যন্ত কোনো মুক্তি নেই। পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে যাত্রা শুর করা যায় না। কিন্তু সরকারী পরিবহণ বিভাগ থেকে এখনও কোনো সবুজ সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের ব্যক্তব্য, আইভানভকে আরও দু'এক সপ্তাহ্ অপেক্ষা করতে হবে। সেই চিঠিটাই ভোরের ডাকে আজ তাঁর হাতে এসে পৌছেছে।

"এর সহজ সরল অর্থ হচ্ছে," দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করলেন আইভানভ, "পুরোটা গ্রীষ্মকালই আমাকে দেশের বাইরে কাটাতে হবে। আর, আমি যখন ওই বালের দেশে গিয়ে পৌছাবো, তখন সেখানে দুর্বিষহ বর্ষার উপদ্রব শুরু হয়ে যাবে।"

ওয়াল্ডেনবার্গের সহায়তায় পিনেত্তির সঙ্গে দামাদামির ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেলো। তবে তার কাগজপত্র তৈরি হতে সময় লাগলো পুরো পাঁচদিন। যদিও *তসকানা*'র হস্তান্তরের ব্যাপারে সেটা শুধু প্রাথমিক পর্ব। এই দীর্ঘসূত্রীতা ভেতরে ভেতরে অস্থির ক'রে তুললো শ্যাননকে। অবশেষে আইননুগ পদ্ধতিতে চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরির কাজ শুরু হলো। ক্রেতা লুক্সেমবার্গের কোনো এক টায়রন হোল্ডিং কোম্পানি। সময়টা মে মাসের প্রথম সপ্তাহ্। শ্যাননের একশো দিনের ক্যালেন্ডার থেকে ইতিমধ্যেই ত্রিশটি পাতা একে একে ঝরে গেছে। আজ হলো একত্রিশতম দিন।

যাবতীয় ঝুট-ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে অনিবার্যভাবে আরও দু'চারদিন সময় লেগে গেলো। তারপর জেনোয়ার হোটেলে বসেই বিশ্বের নানান ঠিকানায় গোটা কয়েক চিঠি পাঠালো শ্যানন। প্রথমে জোহান শ্লিঙ্কার। তাকে জানানো হলো, যে জাহাজটা স্পেন থেকে ওদের অস্ত্র এবং গোলাবারুদ বহন ক'রে আনবে তার নাম এম.ডি.ভি *তসকানা*। অ্যালেন বেকারকেও এই মর্মে আরো একটা চিঠি পাঠানো হলো, যাতে সে যুগোশ্লাভ গভর্মেন্টের কাছে *তসকানার* নামে এক্সপোর্ট লাইসেন্সের আবেদন জানাতে পারে।

টায়রন হোল্ডিংস নগদ ছাব্বিশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ক্যাপ্টেন পিনেত্তির কাছ থেকে *তসকানা* নামে একটা জাহাজ কিনতে চায়। এই প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে তিনি যেনো চারদিন বাদে ডিরেক্টরদের একটা মিটিং ডাকেন। মিটিংয়ের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হবে, মিঃ কিথ ব্রাউনের নামে এক পাউন্ড মূল্যের ছাব্বিশ হাজার নতুন শেয়ার ইস্যু করবার অনুমতি দেওয়া।

BanglaBook.org

মার্ক ভ্লামিঙ্কের সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করলো শ্যানন। তাকে জানিয়ে দিলো, অস্টেন্ড থেকে জাহাজে মাল উঠবে পনেরোই মে'র বদলে আগামী বিশে মে। ল্যাঙ্গারত্তির কাছে ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে প্যারিসে যোগযোগের দিনটা পিছিয়ে দিলো সামনের উনিশ তারিখ পর্যন্ত।

শেষ চিঠিটা লিখলো সাইমনের উদ্দেশ্যে। তার কাছে নির্দেশ গেলো সে যেনো চারদিন বাদে ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড পেমেন্ট দেবার মতো ব্যবস্থাপত্র সঙ্গে নিয়ে অতি অবশ্যই লুক্সেমবার্গে হাজির থাকে। একটা জাহাজ কেনার ব্যাপারেই এই বিপুল টাকার প্রয়োজন, এবং এই অভিযান পরিচালনার পেছনে জাহাজটার ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তালিকার শেষ দুটো মালের অর্ডার পেশ করার পর দুপ্রি যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মাল বলতে কিছুসংখ্যক হ্যাভারস্যাক আর স্লিপিংব্যাগ। তার জন্যে অগ্রিম টাকাও দিয়ে দিলো কয়েক পাউন্ড। মাল ডেলিভারি পাওয়া যাবে আগামীকাল দুপুরে। ইতমধ্যেই তিন বাক্স মাল জাহাজে ক'রে তুলোনে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। কাল বিকেলের দিকে চতুর্থ বাক্সটাও পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রে ফেলবে। তার সহজ সরল অর্থ হলো, এখনও হাতে থাকবে পুরো একটা সপ্তাহ্। গতকাল দুপুরে শ্যাননের কাছ থেকেও একটা চিঠি পেয়েছে সে। শ্যানন নির্দেশ পাঠিয়েছে, পনেরো তারিখের মধ্যেই দুপ্রি যেনো তার বর্তমান ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে মার্সেই রওনা হয়। মার্সেই'র কোন্ হোটেলে উঠবে তারও নাম ঠিকানা দেওয়া আছে চিঠিতে। সময়মতো শ্যানন তার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে নেবে।

এই ধরণের স্পষ্ট নির্দেশই দুপ্রির ভীষণ পছন্দ। কারণ এতে ভুলভ্রান্তির কোনো অবকাশ থাকে না, কোথাও কোনোও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তার জন্যে তাকে অন্তত কেউ দোষ দিতে পারবে না। সে শুধু আজ্ঞাবাহী সৈনিক হিসেবেই নিজের দায়িত্বটুকু যথাসাধ্য সুষ্ঠুভাবে পালন ক'রে যেতে চায়।

তেরোই মে'র সন্ধ্যায় ল্যাঙ্গারত্তিও তার শেষ দফার মালপত্র সঙ্গে নিয়ে তুলোন অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। গত কয়েক দিনের মধ্যে আরও কয়েক দফা মালপত্র তুলোনের এক গুদামে দিয়ে এসেছে। ইতিপূর্বে লন্ডন থেকেও কয়েক বাক্স মাল এসে তার নামে গুদামে জমা পড়েছে। এখন তার ভ্যানের পেছনে নগদ মূল্যে কেনা দুটো আউট-বোর্ড ইঞ্জিন, তার সঙ্গে শব্দ-শোষণ যন্ত্রপাতি রয়েছে। এর ফলে পানির উপর ভেসে বেড়াবার সময় বাইরে থেকে ইঞ্জিনের কোনো আওয়াজ শোনা

BanglaBook.org

যাবে না। দু'দিন আগে যে সব জিনিসপত্র গুদামে জমা রেখে এসেছে সে, তার মধ্যে কালো রঙের রাবারের তিনটি ডিঙ্গি নৌকাও আছে। এদিককার কোনাকাটা এখন সব শেষ। এবার শুধু ঠিক জায়গায় মালগুলো তুলে দেবার অপেক্ষা।

তবে একটা ব্যাপারে ল্যাঙ্গারত্তিকে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় আগের হোটেলটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সে। কিন্তু শ্যাননের বর্তমান ঠিকানার খবর না জানার ফলে এই জরুরি খবরটা এখনও তাকে দেওয়া হয়ে ওঠে নি। অবশ্য তাতে এমন কিছু অসুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না। কারণ দু'দিন বাদেই তো প্যারিসের প্লাজা হোটেলে তার সঙ্গে শ্যাননের দেখা হবে। তাদের মধ্যে সেইরকমই কথা হয়ে আছে।

অস্টেন্ডে মার্ক ভ্লামিঙ্ক ইতিমধ্যে তার হাতের কাজ শেষ ক'রে পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষা করছে। ল্যাঙ্গারত্তি যদিও তাকে সাহায্য করতে আসতে পারে নি, কিন্তু অ্যানা যা করেছে তারও কোনো তুলনা হয় না। একমাত্র অ্যানার সাহায্যেই এতো তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। প্রয়োজনে অ্যানা যে এভাবে করিৎকর্মা হয়ে উঠতে পারে, ভ্লামিঙ্কেরও সেটা আগে জানা ছিলো না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৬

অনেক আগে থেকেই বিপদের গন্ধ অনুভব করবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে জ্যঁ ব্যাপতিস্ত ল্যাঙ্গারত্তির। শুধুমাত্র এই বিশেষ ক্ষমতার জোরেই এতোদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে সে। পূর্ব নির্ধারিত পনেরো তারিখ বিকেলেই প্যারিসের হোটেল প্লাজায় শ্যাননের সঙ্গে দেখা করতে এলো সে, কিন্তু অতিথির দর্শন পাওয়া গেলো না। শ্যাননের প্রতীক্ষায় হোটেলের লাউঞ্জে ব'সে পাক্কা দু'ঘণ্টা সময় কাটালো একা একা, তবুও তার কোনো খবর নেই।

অবশেষে উঠে গিয়ে রিসেপশনিস্ট ক্লার্কের কাছে খবর নিলো। ভদ্রলোক রেজিস্টার বুক খুলে জানিয়ে দিলো, কিথ ব্রাউন নামে কোনো অতিথি আজ তাদের হোটেলে এসে ওঠেন নি। ল্যাঙ্গারত্তির সন্দেহ হলো শ্যানন নিশ্চয় কোনো জরুরি কাজে আঁটকা পড়ে গেছে। হয়তো সেই কারণেই প্লেন ধরতে পারে নি সময়মতো। তাদের সাক্ষাৎটা বোধহয় আগামীকালকে হবে।

তাই কর্সিকান ভদ্রলোক পরের দিন ষোলো তারিখ বিকেলে শ্যাননের জন্যে ঠিক একই সময়ে ব'সে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপরেও শ্যাননের দেখা মিললো না, তবে সম্পূর্ন অন্য একটা ব্যাপারে তার মনের মধ্যে কেমন এক ধরনের খটকা লাগলো। সে যখন শ্যাননের অপেক্ষায় একটা রঙচঙে ম্যাগাজিনে চোখ ডুবিয়ে লাউঞ্জের এক কোণে একা একা ব'সে আছে, সেই সময় ওয়েটারদের একজন কমপক্ষে দু'তিন বার তাকে দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে গেলো। কিন্তু যতোবারই ল্যাঙ্গারত্তি চোখ তুলে তাকিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওয়েটারটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়ও রাস্তার সামনে একজনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে। লোকটা যেনো উদাস দৃষ্টিতে অদূরে একটা দোকানের শো-কেসের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে চোখে-মুখে উদাসীনতার ভাব থাকলেও লোকটার হাবভাব যে বেশ সন্দেহজনক তাতে ল্যাঙ্গারত্তির মনে কোনো সন্দেহ নেই।

BanglaBook.org

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা প্যারিসের বিভিন্ন বার এবং জুয়ার আড্ডায় একা একা ঘুরে বেড়িয়ে ল্যাঙ্গারত্তি শহরের বর্তমান হালচাল বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। এখানে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা একেবারে কম নয়, অপরাধ জগতের সঙ্গে তাদের দহরম-মহরম প্রচুর। এছাড়া সকালে ব্রেকফাস্টের পরে হোটেল প্লাজায় গিয়ে শ্যাননের খোঁজ নেওয়াও তার প্রাত্যহিক কর্তব্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উনিশে মে'র সকালে দেখা মিললো শ্যাননের।

আগের দিন রাতে জেনোয়া থেকে মিলান হয়ে শ্যানন সরাসরি লন্ডনে এসে পৌঁছেছে। সকালে তাকে দেখে বেশ প্রফুল্লই মনে হলো। ল্যাঙ্গারত্তির সঙ্গে দেখা হতেই জাহাজ কেনার বৃত্তান্তটা খুলে বললো বন্ধুকে।

"অন্য কোনো সমস্যা নেই তো?" ল্যাঙ্গারত্তি প্রশ্ন করলো।

"না," শ্যানন প্রসন্ন মুখে মাথা নেড়ে বললো।

"কিন্তু এখানে, প্যারিসে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"যেমন?"

"তোমাকে হত্যার জন্যে এক গোপন চক্রান্ত চলছে। কোনো একজনের সঙ্গে এ নিয়ে চুক্তি হয়েছে।"

দু'জনে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ব'সে রইলো। অবশেষে মুখ খুললো শ্যানন।

"এর পেছনে কে আছে, সে সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?"

"না," মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো ল্যাঙ্গারত্তি। "আর কে-ই বা এই কাজটা নিয়েছে সে ব্যাপারেও আমার কিছু জানা নেই। তবে চুক্তিটা নাকি মোট পাঁচ হাজার ডলারের।"

"অল্প কয়েক দিন আগে হয়েছে?"

"খবর আছে ছয় সপ্তাহ আগে এই কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে যে-ই ক'রে থাকুক, মনে হচ্ছে সে প্যারিসের কেউ। কিন্তু পর্দার আড়ালে কে আছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমার ধারণা, যে এই কাজটার দায়িত্ব নিয়েছে সে খুবই দক্ষ একজন, তা না হলে তো তার কপালে খরাপ কিছুই আছে। তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, তোমার পেছনে একজন লেগে আছে। তোমার ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।"

শ্যানন নিজেই নিজেকে অভিসম্পাত দিলো। কর্সিকান যে উড়ো খবর বয়ে বেড়াবার পাত্র নয়, তা সে জানে। এম একটা ষড়যন্ত্র কার দ্বার সম্ভব, সে সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবান শুরু করলো মনে মনে। কিন্তু সবটাই মাথার মধ্যে কেমন যেনো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যুক্তির সূত্র ধরে কোনো স্থির সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না।

BanglaBook.org

ওদের এই অতর্কিত অভিযানের ব্যাপারটা কি ইতিমধ্যে কোনোভাবে ফাঁস হয়ে গেছে! কোনো সরকারী এজেন্সি কি জানতে পেরেছে, পশ্চিম আফ্রিকার এক দেশে অভ্যুত্থান ঘটতে চলছে! স্যার জেমসের নামটাও একবার তার মানসপটে ভেসে উঠলো। তাঁর আদুরে মেয়ে ললিতা/জুলিয়ার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই কি? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতিল ক'রে দিলো চিন্তাটা। তার চেয়ে সিআইএ বা কেজিবি'র সম্ভাবনাটা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। আর আছে ফরাসী এসডিইসিই এবং ব্রিটিশ এসআইএস।

শ্যানন হয়তো নিজের অজান্তে তাদের কারোর স্বার্থে কোনো না কোনো ভাবে আঘাত করেছে। তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। কিন্তু এদের মধ্যে কাউকেই তেমনভাবে মনে ধরলো না তার। তাহলে বাকি থাকে ইতালির মাফিয়া গ্রুপ বা আমেরিকার সিন্ডিকেট বাহিনী। আর নয়তো কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষই এই চক্রান্তের উৎস। যদি এর পেছনে কোনো সরকারী ষড়যন্ত্র না থাকে তাহলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কে হতে পারে? তার এমন শত্রুই বা পৃথিবীতে কে আছে? কোথা থেকে একবিন্দু আলোর আভাস পাওয়া যাবে? ওহ্ ঈশ্বর!

ল্যাঙ্গারত্তির এতোক্ষণ একটা কথাও বলে নি। শুধু শ্যাননের ভাবভঙ্গিই লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছিলো নীরবে।

"ওরা কি জানে যে, আমি এখন প্যারিসে আছি?"

"আমার তো মনে হয় জানে। এমন কি এই হোটেলের ঠিকানাটাও ওদের কাছে অজ্ঞাত নয়। সব সময় এই একই হোটেলে ওটাটা তোমার একটা বড় ভুল বলেই মনে হচ্ছে। আমি যখন চারদিন আগে এখানে তোমার খবর নিতে এলাম..."

"তুমি কি আমার শেষে চিঠিটা পাও নি, যেখানে আমি তোমাকে জানিয়ে ছিলাম মিটিংটা আজকে হবার কথা?"

"না। বিশেষ একটা কারণে আমাকে মার্সেই'র হোটেলটা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র অশ্রয় নিতে হয়েছিলো। তোমার ঠিকানা না জানার ফলে খবরটা দিতে পারি নি।"

"আচ্ছা। বলো, কি বলছিলে?"

"দ্বিতীয় দিন আমি যখন তোমার খোঁজখবর না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি, হোটেলের ঠিক বাইরে একজনকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার মনে হলো, আগের দিনও আমি যেনো লোকটাকে ওখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তখনই আমার কেমন খটকা লাগলো। পরে খোঁজ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা জানতে পারলাম।"

BanglaBook.org

"আমি কি প্লাজা ছেড়ে অন্য কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবো?" শ্যানন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ল্যাঙ্গারত্তির দিকে ফিরে তাকালো।

"তাতে তেমন লাভ হবে ব'লে মনে হয় না," ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ল্যাঙ্গারত্তি। "কেউ নিশ্চয় জানে, তুমি এখন কিথ ব্রাউন নাম নিয়ে এই প্যারিস শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছো। সেই সূত্র ধরেই তোমাকে খুঁজে বের করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আচ্ছা, তোমাকে এখন আর কতো দিনের জন্যে প্যারিসে থাকতে হবে?"

"বেশ কয়েক দিন," শ্যাননের কণ্ঠস্বর শান্ত, গম্ভীর। "বেলজিয়াম থেকে মার্কের সংগৃহীত মালপত্র প্যারিস হয়েই তুলোনের পথে যাত্রা শুরু করবে। আগামী দু'দিনের মধ্যেই সবকিছু এসে পড়বার কথা।"

ল্যাঙ্গারত্তি হতাশ ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকালো। "এরা হয়তো আর তোমার খোঁজ নাও পেতে পারে। অবশ্য এদের কর্মদক্ষতার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমরা কিছু জানতে পারি নি, সংখ্যায় ওরা কয় জন, সে তথ্যও আমাদের অজানা। এমন কি কে এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা, সে সম্পর্কেও আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে দ্বিতীয়বার ওরা যদি তোমার সন্ধান পায়, তাহলে হয়তো একটা বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে পুলিশের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লেও আমি অবাক হবো না।"

"এই একটা ব্যাপার এই মুহূর্তে আমি কিছুতেই ঘটতে দিতে পারি না," শ্যাননের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস। "বিশেষ ক'রে মার্কের পাঠানো ওই সব মালপত্র ভ্যানের মধ্যে থাকা অবস্থায় তো কোনোমতেই সেটা সম্ভব নয়।"

"হ্যা, তোমার যুক্তিটা অবশ্য অগ্রাহ্য করা যায় না," ল্যাঙ্গারত্তিও সায় দিলো তার কথায়। "তাহলে মূল ঘাতকের দিকেই এখন আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। এ ব্যাপারে প্রধান কাজ হচ্ছে লোকটাকে টোপ দিয়ে বাইরে টেনে আনা।"

বন্ধ ঘরের মধ্যে প্যারিসের রাস্তাঘাটের একটা মানচিত্র নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কাটালো দু'জনে। তারপর ল্যাঙ্গারত্তি বিদায় নিলো।

সারাদিন শ্যানন আর ঘরের বাইরে বের হলো না। দুপুরের লাঞ্চটাও নিজের ঘরে বসেই ক'রে নিলো। শুধু বিকেলের দিকে নিচে নেমে এসে একটা রেস্তোরাঁর ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর জেনে নিলো রিসেপশনিস্ট ক্লার্কের কাছ থেকে। তারপর কাউন্টারে দাঁড়িয়েই সেই রেস্তোরাঁয় ফোন ক'রে রাত দশটায় কিথ ব্রাউনের নামে একটা টেবিল বুক ক'রে রাখলো। রেস্তোরাঁটা হোটেল প্লাজা থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত।

BanglaBook.org

রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশে ফিটফাট হয়ে হোটেল বের হলো শ্যানন। তার এক হাতে ধরা একটা অ্যাটাচি কেস, অন্য হাতে প্লাস্টিকের তৈরি হালকা রেনকোট। তবে যে পথ দিয়ে হেটে চললো সেটা একেবারেই ঘুরপথ, এবং তার চলার মধ্যেও কোথাও কোনো ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে দোকানের আলোকজ্জ্বল শো-কেসগুলোও দেখতে লাগলো এক মনে হয়ে। অবশেষে অনেক ঘুরে শ্যানন যখন একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় এসে পড়লো, তার বহু আগেই দশটা বেজে গেছে। এ পর্যন্ত শ্যানন একবারও পেছনে ফিরে তাকায় নি, যদিও অস্পষ্ট একটা জুতার শব্দ অনেকক্ষণ থেকে তার কানের ভেসে আসছিলো। আওয়াজটা যে ল্যাঙ্গারত্তির জুতার নয়, শ্যানন তা জানে। কারণ কর্সিকানের চলার সময় মাটিতে জুতার কোনো শব্দ হয় না।

পূর্ব পরিকল্পনা মতো ঠিক রাত এগারোটায় শ্যানন অন্ধকার গলিটার সামনে এসে পৌছালো। সকালে মানচিত্র দেখে ল্যাঙ্গারত্তিই তাকে এই গলিটার সন্ধান দিয়ে রেখেছিলো। এতোক্ষণ আশেপাশে তবু দু'একজন পথচারীর দেখা পাওয়া যাচ্ছিলো, কিন্তু এই অন্ধকার গলির মধ্যে জনমানুষের কোনো চিহ্ন নেই। গলিটা রাস্তার বাম দিকে। দু'পাশে লম্বা একটা দেয়াল চলে গেছে বহু দূর পর্যন্ত, উচ্চতায় পঁচিশ-তিরিশ ফুটের কম হবে না। একেবারে বিপরীত প্রান্তে রাস্তা জুড়ে সারি সারি মোটা খুঁটি পোঁতা রয়েছে। তার ফলেই এটা অনেকটা কানা গলির রূপ ধারণ করেছে। খুঁটির ফাঁক দিয়ে ওপাশ থেকে যেটুকু আলো আসার সম্ভাবনা ছিলো, একটা কালো রঙের মাল বোঝাই ভ্যান তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। এই মাঝরাতে পুরো গলিটাই এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা।

আর সব অভিজ্ঞ যোদ্ধার মতো বিপদকে মুখোমুখি অভ্যর্থনা জানাতেই শ্যানন বেশি ভালোবাসে। কারণ এর ফলে বিপদের চেহারা বা ধরন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা যায়। গলিতে ঢোকার আগে এই প্রথম শ্যানন সোজাসুজি পেছন দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু যতোদূর দৃষ্টি যায়, কোনো মানুষজন চোখে পড়লো না। জুতার সেই একটানা খসখসে আওয়াজটাও এখন শোনা যাচ্ছে না। আততায়ী যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই তাকে অনুসরণ করছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গলির মাঝবরাবর পৌছবার পর পুরনো শব্দটা আবার নতুন ক'রে কানে ভেসে এলো শ্যাননের। এবার যেনো আওয়াজটা অনেক কাছে। বোঝা যাচ্ছে অদৃশ্য আততায়ী বেশ দ্রুত পায়েই এই দূরত্বটুকু অতিক্রম ক'রে এসছে। শ্যাননের কিন্তু সেদিকে কোনো আগ্রহ নেই। শেষ প্রান্তে দাঁড় করানো মাল বোঝাই ভ্যানটা লক্ষ্য করেই সে সোজা এগিয়ে চলেছে। যেনো তার সব কিছু ওই ভ্যানের মধ্যেই রাখা

BanglaBook.org

আছে। তবে পিঠের পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে এরকম একটি শিরশিরে ভাব অনুভব করলো সে। যে কোনো সময় আততায়ীর রিভলভারের বুলেট তার সারা পিঠ ঝাঁঝরা ক'রে দিতে পারে। এমন কি এই মুহূর্তে আততায়ী যে তার দিকেই রিভলভার উঁচিয়ে ধরেছে, সেটাও যেনো শ্যানন টের পেলো।

শ্যানন গলির শেষ মাথায় ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাক বিশালদেহী মনুষ্য অবয়বটির দিকে তাকালো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলো সে। সে আশা করলো প্যারিসের এই প্রাণকেন্দ্রে কোনো রকম আওয়াজ হবে না। ছায়া মূর্তিটা থেমে গেলো। বোঝা-ই যাচ্ছে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। শ্যাননের কাছে কোনো অস্ত্র রয়েছে কিনা আন্দাজ করছে। কিন্তু গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা খোলা ভ্যানটা ঘাতককে আশ্বস্ত করলো। সে ধরে নিলো শ্যানন এই ভ্যানটা এখানে পার্ক ক'রে রেখেছে, আর সেটার দিকেই এখন যাচ্ছে সে।

গলির এই ছায়া মূর্তিটা নিঃশব্দে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। শ্যানন তার ডান হাতটা এবার রেইকোটের পকেট থেকে বের করে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। তার হাতে একটা কিছু ধরা। লোকটার মুখ অন্ধকারে দেখা না গেলেও সে যে বেশ বিশালদেহী একজন তা বোঝা যাচ্ছে। লোকটা গলির মাঝখানে এসে একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে অস্ত্রটা শ্যাননের দিকে তাক করলো। লক্ষ্য স্থির করার জন্যে সে একটু সময় নিলো, কিন্তু তারপরই মনে হলো সে বোধহয় তার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে ফেলেছে। অস্ত্র ধরা হাতটা নামিয়ে ফেললো আস্তে ক'রে।

এখনও শ্যাননের দিকে চেয়ে আছে লোকটা। তারপর আস্তে ক'রে সামনের দিকে ঝুঁকে হাটু মুড়ে ব'সে পড়লো। একটু সামনে এগোবার চেষ্টা করলেও প্রাণহীন দেহটা শান-বাঁধানো পথের ওপর লুটিয়ে পড়লো। হাতে ধরা কোল্টটাও ছিটকে পড়লো একদিকে।

শ্যানন ভ্যানটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। একটা চলন্ত গাড়ির আলো এসে পড়লো গলির অন্য মাথা থেকে। সেই আলোতে শ্যানন দেখতে পেলো পড়ে থাকা লোকটার পাঁজর থেকে একটা চাকুর বাট বের হয়ে আছে।

শ্যানন চোখ তুলে তাকালো। পড়ে থাকা লোকটার থেকে পনেরো ফিট দূরে গলির আরেক মাথার ল্যাম্পপোস্টের নিচে একটা ছোটোখাটো অবয়ব ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকেই সে তার চাকুটা ছুড়ে মেরে ছিলো। শ্যানন হিস ক'রে শব্দ করলে ল্যাঙ্গারত্তি তার দিকে এগিয়ে এলা।

"আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো, তুমি হয়তো অযথা দেরি ক'রে ফেলছো," ল্যাঙ্গারত্তিকে লক্ষ্য ক'রে শ্যানন মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করে বললো। তারা দু'জনেই মৃতদেহটার সামনে এসে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

"আরে না, সারক্ষণই আমি শয়তানটাকে চোখে চোখে রেখেছিলাম। তোমাকে ফায়ার করার কোনো সুযোগই ছিলো না তার।"

দু'জনে মিলে ধরাধরি ক'রে রক্তাক্ত মৃতদেহটা ভ্যানের পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে তুললো। আজ সন্ধ্যায় ল্যাঙ্গারত্তিই এভাবে পার্ক ক'রে রেখে গিয়েছিলো গাড়িটা। গাড়ির পেছনে একগাদা চটের বস্তাও জড়ো ক'রে রাখা ছিলো। তার নিচেই লুকিয়ে ফেলা হলো দেহটা। দ্রুত হাতে কাজ শেষ ক'রে ল্যাঙ্গারত্তি এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের সিটে বসলে শ্যানন তার পাশে বসে পড়লো।

"লোকটাকে কি ভালো ক'রে দেখেছো?" শ্যানর গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলো। তার চোখেমুখে চিন্তার ছাপ।

"হ্যা, অবশ্যই," ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে দিতে ঘাড় নাড়লো ল্যাঙ্গারত্তি।

"তুমি চেনো ওকে?"

"হ্যা, তার নাম রেমন্ড। কিছুদিন কঙ্গোতে ছিলো। একজন পেশাদার খুনি সে, তবে খুব উঁচু দরের কেউ নয়। তাই ভাবছি, কোনো রাঘব-বোয়াল একে দিয়ে এরকম কাজ করার জন্যে চুক্তি করতে যাবে না। নিশ্চয় এই হারামজাদার বসের নির্দেশেই তোমাকে খুন করতে এসেছিলো।"

"ওর বস্ কে?"

"রুই।" ল্যাঙ্গারত্তি জবাব দিলো। "চার্লস রুই।"

শ্যানন আপন মনে বিড়বিড় করে একটা গালি দিলো।

"ঐ শালার বানচোত বোদাই হারামজাদাটা! অকর্মের ঢেঁকি। এই হিংশুটে শয়তানটাই এতোবড় একটা পরিকল্পনা ভেস্তে দেবার উপক্রম করেছিলো শুধুমাত্র ওকে দলে নেওয়া হয় নি বলে!"

সে কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকলো। রুইকে চিরতরের জন্যে পেশাদার কোনো কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।

"যতো জলদি সম্ভব আমাদের এই মাল খালাস করতে হবে।"

শ্যানন ইতিমধ্যেই মনস্থির ক'রে ফেলেছে। রুইকে এমন একটা শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে আর কোনোদিন পেছনে লাগবার সাহস না পায়। পাশ ফিরে সে বিষয়ে পরামর্শও ক'রে নিলো ল্যাঙ্গারত্তির সঙ্গে।

ল্যাঙ্গারত্তিরও আইডিয়াটা মনে ধরলো। "সত্যি তোমার উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা হয় না বন্ধু। শুয়োরের বাচ্চাটাকে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে বহুদিন পর্যন্ত এটা ওর মনে থাকে। অবশ্য তার জন্যে আরও বাড়তি পাঁচ হাজার ফ্রাঁ'র মতো খরচ করতে হবে।"

BanglaBook.org

"শোনো, তিন ঘণ্টা পরে, পোর্তে দে লা শ্যাপেল মেত্রো স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

দুপুরে লাঞ্চ টাইমে বেলজিয়ামের এক ছোট্ট শহরে মার্কের সঙ্গে দেখা হলো দু'জনের। শ্যাননই আগে থেকে চিঠি দিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলো। ভোরবেলা অ্যানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ভ্যানে যাত্রা শুরু করেছিলো মার্ক। তার ভ্যানের পেছনে পাঁচটা বড় মবিল অয়েলের ড্রাম বসানো আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেডি থাকার ফলে এখনও পর্যন্ত তাকে কোনো ঝুটঝামেলা পোহাতে হয় নি, এতোটা পথ নির্বিঘ্নেই পাড়ি দিয়ে এসেছে।

"কখন আমরা সীমান্ত অতিক্রম করবো?" ডিনারের এক ফাঁকে মার্ক প্রশ্ন করলো শ্যাননকে।

"আগামীকাল ভোরে, সূর্য ওঠার আগে। ওই সময়টাই আমাদের কাজের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত।" একটু থেমে শ্যানন এবার প্রসঙ্গ পাল্টালো। "তোমাদের দু'জনের কেউই বোধহয় গতরাতে ঘুমাবার সুযোগ পাও নি। ঠিক আছে, আমি ভ্যান পাহারা দিচ্ছি। তোমরা এখন মাঝরাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিতে পারো।"

চার্লস রুইও আরেকজন ব্যক্তি যে খুব ক্লান্ত হয়ে আছে আজ। মনে মনে ভীষণভাবে অপেক্ষা করছিলো। রেমন্ড গতরাতে শ্যাননের পিছু নেবার পর থেকেই এই অস্থিরতার শুরু। রেমন্ডের এক সাগরেদই তাকে ফোনে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলো, তখন আনুমানিক রাত দশটা। তারপর থেকে আর সাড়াশব্দ নেই। কখন যে রেমন্ডের কাছ থেকে নির্বিঘ্নে কাজ হাসিলের সংবাদ এসে পৌঁছোবে, সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে সে। দেখতে দেখতে রাত ফুরিয়ে গেলো, স্বাভাবিক নিয়মে সূর্যও পূব আকাশে উঁকি দিলো, কিন্তু রেমন্ডের কোনো খবর নেই।

ভোরবেলা রুই কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। দাড়িটাও সময়মতো কামানো হলো না। সম্মুখ সমরে রেমন্ড যে শ্যাননের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তবে আইরিশ বানচোতটা এখনও কিছু জানে না, এটাই রেমন্ডের একমাত্র হাতিয়ার, আর এমন একটা হাতিয়ারের মোকাবেলা করাও খুব কঠিন কাজ হবে শ্যাননের জন্যে।

BanglaBook.org

দুপুরের দিকে রুই আর ফ্ল্যাটের মধ্যে বন্দী হয়ে ব'সে থাকতে পারলো না। পাঁচ তলা থেকে লিফটে নিচে নেমে এলো। প্যাসেজের এক পাশের দেওয়ালে সারি সারি লেটার-বক্স টাঙানো আছে। প্রতিটিই আয়তনে বারো বাই নয় ইঞ্চির। রুইয়ের বাক্সটা যে এরই মধ্যে খোলা হয়েছিলো, কোথাও তেমন কোনো চিহ্ন নেই। স্বাভাবিকভাবে চাবির সাহায্যেই বাক্সের ডালা খুলে ফেললো রুই।

ডালাটা খুলতেই দশ সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। তার মুখের রঙটাও বদলে গিয়ে ছাইবর্ণ হয়ে উঠলো। অবশেষে উদভ্রান্তের মতো হতবিহ্বল কণ্ঠে বিড়বিড় ক'রে বললো, *"মঁ দিউ, মঁ দিউ...."*

রুইয়ের মনে হলো তার পাকস্থলীর মধ্যে থেকে যেনো প্রবল একটা বমির বেগ উঠে আসছে। গলার কাছে দম আঁটকানো একটা কষ্ট। ছুটে পালিয়ে যাবারও কোনো উপায় নেই। লেটার-বক্সের খোপের মধ্যে রেমন্ডের কাটা মুণ্ডুটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। সে দৃষ্টির মধ্যে কেমন এক ধরনের মায়াবী বিষন্নতা রয়েছে।

রুই অবশ্য দুর্বলচিত্তের মানুষ নয়, তাই বৎলে তাকে খুব সাহসীও বলা চলে না। বেশিক্ষণ এ দৃশ্য সহ্য করা তার জন্যেও দুঃসাধ্য। ভয়ে ভয়ে লেটার-বক্সে চাবি লাগিয়ে আবার সোজা নিজের ফ্ল্যাটেই ফিরে গেলো সে। নিজেকে ধাতস্থ করবার জন্যে ওসুধ হিসাবে তার এখন একটু ব্রান্ডির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই লিকার-ক্যাবিনেট খুলে বোতল আর গ্লাস বের করলো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে দেখা ওই বীভৎস দৃশ্যটা কিছুতেই যেনো মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

লন্ডনে বোরম্যাকের আরও একটা মিটিং হয়ে গেলো ইতিমধ্যে। বিগত তিন সপ্তায় বোরম্যাকের নব-নির্বাচিত ডিরেক্টর মিঃ হ্যারল্ড রবার্টস কোম্পানির চেয়ারম্যান মেজর লিটনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছিলেন। বারকয়েক বিভিন্ন হোটেলে দু'জনে ডিনারও করলেন একসঙ্গে। এখন তাঁরা একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বোরম্যাক সম্পর্কে রবার্টসের বক্তব্য হলো, কোম্পানিটাকে যদি পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে হয় তবে এর পেছনে কিছু নতুন মূলধন বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। মেজর লিটনও সেটা বুঝতে পারলেন। রবার্টসের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, বোরম্যাকের শেয়ারের সংখ্যা আরও পাঁচ লাখ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। বোরম্যাকের পুরনো শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যেই সমানভাবে এই নতুন শেয়ার বণ্টন করা হবে।

লিটন কিন্তু প্রথমে এ প্রস্তাবে সায় দিতে রাজি হন নি। তাঁর মতে এ ধরনের কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বর্তমানে বোরম্যাকের পক্ষে অন্তত যুক্তিযুক্ত নয়। মিঃ

BanglaBook.org

রবার্টসই তাঁকে ভরসা দিলেন, রললেন, যে সমস্ত শেয়ার অবিক্রিত থেকে যাবে, জুইংলি ব্যাঙ্কই পুরো দামে সেগুলো কিনে নেবে। তাহলে আর মুলধনের ব্যাপারে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না।

নতুন শেয়ার ইস্যুর খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়লে বোরম্যাকের বর্তমান শেয়ারের মূল্য যে অন্তত কিছুটা বেড়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের এক লক্ষ শেয়ারের কথাটাও এই সূত্রে মনে মনে চিন্তা করলেন মেজর লিটন। তারপর মি: রবার্টসের পরামর্শ মতো অন্যান্য ডিরেক্টরদের কাছে মিটিংয়ের নোটিশ দিয়ে চিঠি পাঠালেন। যদিও তাঁদের দু'জনের উপস্থিতিই মিটিংয়ের কোরামের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো, তবে কোম্পানির সেক্রেটারি এবং সলিসিটারও হাজির ছিলেন সেই মিটিংয়ে। সেখানে মি: রবার্টসে প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। এর জন্যে শেয়ার হোল্ডারদের নিয়ে আলাদা ক'রে মিটিং ডাকবারও কেউ কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না। ঠিক হলো, বোরম্যাকের প্রারম্ভিক শেয়ারদর যা ছিলো — অর্থাৎ সেই চার শিলিং হারেই আরও পাঁচ লক্ষ নতুন শেয়ার বাজারে ইস্যু করা হবে। অবশ্য কেনার ব্যাপারে পুরনো শেয়ার হোলডাররাই সমানহারে অগ্রাধিকার পাবে, সেই মর্মেই নোটিশ পাঠানো হবে তাদের কাছে।

প্রস্তাবটি যদিও কোনোমতে লোভনীয় নয়। কারণ যে রাজি হবে, বর্তমান বাজারদর এক শিলিং তিন পেনি, সেই শেয়ার যে কেউ চার শিলিংয়ে কিনতে রাজি হবে, এটা চিন্তা করাই বোকামি।

তবে দেখা গেলো পৃথিবীতে উন্মাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। ওয়েল্‌সের এক গর্দভ এই দামেই তার ভাগের আরও এক হাজার নতুন শেয়ার কিনে নিলেন। বাকি শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে থেকে মাত্র আঠারো জনের সাড়া পাওয়া গেলো। তাঁরা কিনলেন মোট তিন হাজার শেয়ার। জুইংলি ব্যাঙ্কের চারজন অদৃশ্য মক্কেলও প্রত্যেকে তাঁদের ভাগের পঞ্চাশ হাজার শেয়ারের পুরোটাই কিনে নিলেন নগদ মূল্যে। পাঁচ লক্ষ নতুন শেয়ারের মধ্যে আর অবশিষ্ট রইলো দু'লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার। জুইংলি ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এবার যে দু'জন এগিয়ে এলেন তাঁদের নাম মি: এডওয়ার্ড এবং মি: ফ্রাস্ট। এই দু'জনের প্রত্যেকে ভাগে পড়লো এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার শেয়ার। অঙ্কটা কোম্পানির মোট শেয়ারের দশ ভাগের সামান্য কিছু কম, তাই কারোর পক্ষেই আত্মপ্রকাশের কোনো বাধ্য-বাধকতা রইলো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিট ফল যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে, বোরম্যাকের সর্বমোট পনেরো লক্ষ শেয়ারের মধ্যে স্যার জেমস্ একাই এখন সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ারের মালিক। অর্থাৎ কোম্পানির কর্তৃত্ব এখন পুরোপুরি তাঁর হাতের মুঠোয়।

BanglaBook.org

এবার থেকে তাঁর ইচ্ছানুসারেই কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালিত হবে। এর জন্য তাঁকে ব্যয় করতে হলো মোট এক লক্ষ ষাট হাজার পাউন্ড। কিন্তু এই চার শিলিংয়ের শেয়ার যে একদিন লাফিয়ে লাফিয়ে একশো পাউন্ডের সীমারেখা অতিক্রম ক'রে যাবে, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তখন এই এক লক্ষ ষাট হাজারই ফুলেফেঁপে আট কোটি পাউন্ড হয়ে ঘরে ফিরে আসবে।

মি: রবার্টসও নিজের কর্মদক্ষতায় নিজেই মোহিত হয়ে গেলেন। শেয়ারের হিসাবনিকাশ চুকে যাবার পর তাঁর জন্য যে মোটা অঙ্কের পুরস্কার অপেক্ষা ক'রে থাকবে—তিনি এখন সেই স্বপ্নে বিভোর। যদিও তাঁর অর্থের কোনো অভাব নেই, এতোদিন ধরে যা সঞ্চয় করেছেন তার দিয়েই অবসর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো রাজার হালে কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু প্রাপ্তির প্রত্যাশা মানুষের কিছুতেই ফুরায় না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৭

বেলজিয়াম থেকে ফ্রান্স বা ফ্রান্স থেকে বেলজিয়ামে চোরাপথে মালামাল পাচার করা খুব একটা কষ্টসাধ্য কাজ নয়। শুধু একটু সময় বুঝে চলাফেরা করতে পারলেই হলো। অবশ্য তার সঙ্গে একটু ভাগ্যের আনুকূল্যও থাকা চাই। প্রত্যেক দিন অসংখ্য গাড়িই এভাবে চোরাপথে যাতায়াত করছে। ধরা পড়ে যাওয়াটা নেহাতই ব্যতিক্রম ঘটনা। শ্যাননের ভাগ্যেও তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। পথের মাঝে এক সরাইখানার পাশে মার্কের সঙ্গে দেখা হলো তাদের। শ্যাননের নির্দেশেই মার্ক নিজের ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্যে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর এবার দুটো ভ্যানই একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলো। তখন বেলা দশটা। ইতিমধ্যে মার্কের ভ্যান থেকে তেলভর্তি পাঁচটা বড় ড্রাম লাঙ্গারত্তির গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছে। তিন মাইল দূরে এক নির্জন পাহাড়ী পথের বাঁকে এসে উইন্ডস্ক্রিন আর লাইসেন্স প্লেটটা খুলে নিয়ে মার্কের খালি ভ্যানটা প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে এক খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। উইন্ডস্ক্রিন আর লাইসেন্স প্লেটটা ফেলে দেয়া হলো এক খরস্রোতা ঝর্ণার মধ্যে। কাজ শেষ ক'রে ল্যাঙ্গারত্তির ভ্যানেই এবার এগিয়ে চললো তিন জনে। ল্যাঙ্গারত্তিই এখন গাড়ির চালক। আইনসঙ্গত লাইসেন্সও আছে তার নামে। অন্য দু'জনের বর্তমান পরিচয় শুধু হিচ-হাইকার হিসেবে। রাস্তার মাঝখানে ল্যাঙ্গারত্তির ভ্যান থামিয়ে উঠে পড়েছে। সামনের শহরেই এরা নেমে যাবে।

"পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন নেই?" শ্যাননের দু'চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে একবার ক'রে ঘুরে গেলো।

"না।" একসঙ্গেই মাথা নাড়লো দু'জনে।

"জুনের এক তারিখের মধ্যেই *তসকানা* এসে পৌছবার কথা। মাঝখানের একটা দিন তোমাদের ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে হবে। জাহাজটা তুলোনের বন্দরে নোঙর করার খবর পেলেই আমিও চলে আসবো সঙ্গে সঙ্গে।"

Banglabook.org

অর্লি এয়ারপোর্ট থেকে পরের ফ্লাইটে শ্যানন যখন লন্ডনে এসে পৌছালো, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা নেমেছে। কিন্তু তার একশো দিনের ক্যালেন্ডার থেকে ছেচল্লিশতম দিনটি তখন অস্ত যাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রবিবার রাতে লন্ডনে পৌছালেও মঙ্গলবার সকালের আগে শ্যাননের পক্ষে সাইমনের দর্শন পাওয়া সম্ভব হলো না। ফোন পেয়ে সাইমন এনডিনই এসে দেখা করলো তার সঙ্গে। দু'জনের আগের সাক্ষাতের পর থেকে এযাবৎ যা কিছু ঘটেছে, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময় লাগলো শ্যাননের। এর ফলে হাতে মজুত নগদ টাকা এবং বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট—দুটোই যে নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে কথাটাও সবশেষে জানিয়ে দিতে ভুললো না।

"আমাদের পরবর্তী কাজ কি?" সব শুনে প্রশ্ন করলো সাইমন এনডিন।

"আগামী পাঁচদিনের মধ্যেই আমাকে ফ্রান্সে পৌছাতে হবে। *তসকানায়* মাল বোঝাই করবার সময় আমার উপস্থিতির খুবই দরকার রয়েছে।" শ্যানন একবার আঁড়চোখে সাইমনের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো। "জাহাজে মাল তোলার ব্যাপারেও কাস্টম অফিসের পক্ষ থেকে কোনোরকম বাধা বিপত্তি দেখা দেবে না; কারণ কোনো মালই আইনের চোখে অবৈধ কিছু নয়। শুধু পাঁচটা তেলের ব্যারেল নিয়েই আপাতত যা কিছু সমস্যা। কেননা, *তসকানা*'র নিজের প্রয়োজনের চেয়েও পরিমাণটা খুবই বেশি হয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে কাস্টম অফিসারদের মনে যদি কোনো কৌতূহল জাগে, তারা যদি সবগুরো ব্যারেল খুলে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চায় ..."

"তাহলে?" সাইমনের দু'চোখে আশঙ্কার ছায়া।

"তাহলে আমাদের আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই," শ্যাননের ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসির আভাস। "সেক্ষেত্রে পুরো পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাবে। আমরা সবাই পানিকে ডুবে মরবো।"

"কিন্তু ব্যয়ের বহরটা একবার চিন্তা ক'রে দেখেছেন?" সাইমন এনডিন ক্রোধে ফুঁসে উঠলো। "আপনার এই নড়বড়ে পরিকল্পনার পেছনে এযাবৎ আমাদের কতো খরচ হয়েছে, তার কি কোনো হিসেব আছে আপনার?"

"আমার কাছ থেকে আর কি আপনি আশা করেন? আগ্নেয়াস্ত্র বাদ দিয়ে এমন একটা অভিযান পরিচলনা করা তো সম্ভব নয়। আর এই ভারি জিনিসগুলো আমি যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে তেলের ব্যারেলই

BanglaBook.org

সবচেয়ে কার্যকর হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। তবে ঝুঁকি যে কিছুটা থেকেই যাচ্ছে সেটাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।" একটু থামলো শ্যানন, তারপর সুর পাল্টে প্রশ্ন করলো, "আসল ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো? আপনি কি এখন থেকেই নার্ভাস হয়ে পড়ছেন নাকি?"

"না," সাইমন এনডিন ডানে-বায়ে মাথা নাড়লো।

"তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করুন। আপনাদের হয়তো কিছু নগদ টাকার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের জীবন-মৃত্যুর মূল প্রশ্নটা এই বিপদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই হিসাবে আপনার চেয়ে আমাদের ঝুঁকির পরিমাণ অনেক গুণ বেশি।"

সাইমন এনডিন ঝোঁকের মাথায় লাভক্ষতির সামগ্রিক অঙ্কটা একবার শ্যাননকে শোনাতে চেয়েও শোনালো না। এসব ব্যাপার তাকে যতো কম জানানো হবে ততোই তাদের জন্যে ভালো। কারণ সত্যিই যদি শ্যানন কোনোদিন আইনের হাতে ধরা পড়ে, তখন ওরা নিঃশব্দে গা ঢাকা দিতে পারবে।

আরও ঘণ্টাখানেক ধরে গুরুত্বপূর্ণ নানান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চললো দু'জনের মধ্যে। তার মধ্যে পাউন্ড-শিলিংয়ের ব্যাপারটাই মুখ্য। কোন্ খাতে কতো টাকার প্রয়োজন তারও একটা বিস্তারিত ফিরিস্তি দিলো শ্যানন। শেষে বললো, "আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের বাকি অর্ধেকটাও এবার আমাকে হিসেব ক'রে মিটিয়ে দিতে হবে।"

"এতো শীগগির তার দরকার পড়লো কেন?" জিজ্ঞেস করলো সাইমন এনডিন।

"কারণ আগামী সোমবার থেকেই আমরা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হাতে যাচ্ছি। দৈবদুর্বিপাকে ধরাও পড়ে যেতে পারি। ঝুঁকিটা সারাক্ষণই ফাঁসির দড়ির মতো মাথার ওপর ঝুলে থাকাবে। তাছাড়, এর পরে আমি আর লন্ডনেও ফিরে আসছি না। বিভিন্ন বন্দর ঘুরে জাহাজে মাল তুলতে হবে। এই মাল বোঝাই পর্ব শেষ হলেই যতো শীগগির সম্ভব আমরা যাত্রা শুরু করবো। কারণ জাহাজে মাল বোঝাই করবার পর আমাদের পক্ষে আর কোনো বন্দরে আশ্রয় নেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তার চেয়ে মাঝ সমুদ্রে দু'একদিন ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোও অনেক ভালো।"

সাইমন এনডিন মনে মনে পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করলো।

"ঠিক আছে, আমি আমার সহকর্মীদের কাছে আপনার এই প্রয়োজনের কথাটা বুঝিয়ে বলবো। আশা করি দু'চারদিনের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

BanglaBook.org

"এই সপ্তাহ্র মধ্যেই কিন্তু আমার সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পুরো টাকাটা জমা দেওয়া চাই। পরিমাণটা দয়া ক'রে স্মরণ রাখবেন, কমপক্ষে বিশ হাজার পাউন্ড। এ ব্যাপারে কোনোরকম কার্পণ্য করা হলে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে।"

আর কোনো মন্তব্য না ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সাইমন এনডিন।

পরের দিন ব্রেকফাস্টের কিছু পরেই শ্যানন সাইমনের ফোন পেলো। সাইমন এনডিন জানালো, ইতিমধ্যেই অর্থের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকি সেই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশও পাঠানো হয়েছে সুইস ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে। চাহিদা মতো অর্থের যোগান সম্পর্কে শ্যানন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

সাইমন এনডিন লাইন ছাড়বার পরই শ্যানন এয়ারপোর্টে ফোন ক'রে আগামী শুক্রবারের জন্য ব্রাসেল্‌সের একটা টিকিট বুক ক'রে রাখলো, আর একটা টিকেট বুক করলো শনিবার সকালের। সেটা ব্রাসেল্‌স থেকে প্যারিস হয়ে মার্সেইতে যাবে।

সেদিন জুলিয়ার সঙ্গেই একসঙ্গে রাত কাটালো শ্যানন। পরের দিনও সারাক্ষণ ওদের ছাড়াছাড়ি হলো না। শুক্রবার সকালে সুটকেস গুটিয়ে নিয়ে শ্যানন বরাবরের মতো পাততাড়ি গোটালো। লন্ডন থেকে যাবার আগে ফ্ল্যাটের চাবিটাও পাঠিয়ে দিলো এস্টেট এজেন্টের কাছে। জুলিয়া তাকে নিজের লাল রঙের টু-সিটার গাড়িতে ক'রে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এলো। ওর চোখমুখ গম্ভীর আর থমথমে থাকলো। সোনালি চুলের কয়েক গুচ্ছ এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কপালের ওপর।

"তুমি আবার কবে লন্ডনে ফিরে আসবে?" শেষ মুহূর্তে বিষাদ ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জুলিয়া।

"আর কোনোদিনই আমার ফেরা হবে না," জুলিয়ার একটা হাত নিজের মুঠোয় টেনে নিয়ে শ্যানন তার চোখে চোখ রেখে বললো।

"তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। সারা জীবন আমি তোমার পাশে পাশেই থাকতেই চাই।"

"না, সেটা সম্ভব নয়," শ্যানন ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো।

"তাহলে তুমি নিশ্চয় ফিরে আসবে, তাই না?" জুলিয়ার চোখে সীমাহীন ব্যাকুলতা। "কোথায় তুমি যাচ্ছো, সে সম্পর্কে আমি কোনো প্রশ্ন করি নি। কিন্তু আমি নিজের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি এবারের এই যাত্রাটা খুবই দূর্গম আর বিপদসঙ্কুল। সাধারণ কোনো ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপার এটা নয়। কিন্তু তুমি

BanglaBook.org

যেখানেই যাও না কেন, নিশ্চয় আমার কাছে আবার ফিরে আসবে, তোমার মুখ থেকে এই কথাটাই আমি শুধু শুনতে চাই।"

"আমি আর কোনোদিনই ফিরবো না, জুলিয়া," শ্যাননের কণ্ঠস্বর শান্ত, নিরুত্তাপ। "তুমি তোমার মনের মতো আর কাউকে খুঁজে নিও।"

জুলিয়ার চোখ বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়লো।

"আমি আর কাউকে চাই না, শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। তুমি আসলে আমাকে একটুও ভালোবাসো না বলেই এতো সহজে কথাটা বলতে পারলে। নিশ্চয় তোমার অন্য কোনো বান্ধবী আছে, আমাকে ছেড়ে তুমি এখন তার কাছেই ফিরে যাচ্ছো?"

"না, জুলিয়া," শ্যানন দু'হাত বাড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিলো তাকে, "তুমি ছাড়া আমার আর অন্য কোনো বান্ধবী নেই।"

অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিলো জুলিয়া। এই মুহূর্তে শ্যাননের মুখের দিকেও সে যেনো চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

ত্রিশ মিনিট বাদে সাবেনা জেটটা লন্ডনের মথার ওপর দিয়ে ব্রাসেল্‌স অভিমুখে উড়ে চললো। আকাশটা পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। দিগন্ত পর্যন্ত এক চিলতে মেঘের আভাস পর্যন্ত নেই। অনেক নিচে পৃথিবীটাও সবুজ এক মখমলের চাদরে ঢাকা। ঐ জায়গাটা সে ভালো করেই চেনে। অনেক বছর আগে, কৈশরে সে যখন চাথামে থাকতো তখন একটা মোটরসাইকেল চালিয়ে ল্যাম্বারহার্স্ট আর স্মারডেন এলাকাটি ঘুরে বেড়াতো। চমৎকার একটি জায়গা। তুমি যদি ঘর বাধার স্বপ্ন দেখো তো এরকম কোনো জায়গাই হলো সবচাইতে আদর্শ।

দশ মিনিট পরে, একজন যাত্রী প্লেনের স্টুয়ার্ডকে ডাকলো তার পাশের এক যাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে। এই সহযাত্রীটি কারো কোনো পরোয়া না করেই একঘেয়ে একটি সুর শিষ বাজিয়ে চলছে।

BanglaBook.org

সুইস ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র চুকিয়ে ফেলতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগলো শ্যাননের। পুরো টাকাটাই সে তুলে নিলো একসঙ্গে। কিছু টাকা ট্রাভেলার্স চেকে, কিছু টাকা কারেন্সি নোটে আর বাকিটা সার্টিফায়েড ব্যাঙ্ক চেকে। কাজ শেষ ক'রে যখন সে বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন প্রায় বিকেল। রাতটা ব্রাসেল্‌সে কাটিয়ে পরের দিন ভোরেই আবার এয়ারপোর্টে হাজির হলো সে। এখন তার গন্তব্যস্থল মার্সেই। প্লেনটা অবশ্য প্যারিস হয়ে যাবে।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ধরেই শ্যানন সোজা নির্দিষ্ট হোটেলটাতে এসে পৌঁছালো। এই হোটেলেই ল্যাঙ্গারত্তি একসময় 'মঁসিয়ে লাভালন' ছদ্মনাম নিয়ে আস্তানা গেড়েছিলো। পূর্ব নির্দেশমতো দুপ্রি না ফেরা পর্যন্ত নিচের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে হলো শ্যাননকে। সন্ধ্যার পর তার দর্শন মিললো। এরপর তৈরি হয়ে তুলোন-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো দু'জনে। এই উদ্দেশ্যে আগে থেকেই শ্যানন একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে রেখেছিলো। সূর্যটা আকাশ থেকে বিদায় নিলেও তার রক্তিম আভা এখনও আকাশের বুকে ঘন হয়ে জড়িয়ে আছে। পথঘাটও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেই আভায়। নির্ধারিত একশো দিনের এটা হলো বাহান্নতম সন্ধ্যা।

রবিবার শিপিং এজেন্টের কোনো অফিস খোলা থাকে না, তবে তাতে ওদের কিছু যায় আসে না কাঁটায় কাঁটায় বেলা ন'টায় এক শিপিং এজেন্টের অফিসের সামনে শ্যানন এবং দুপ্রির সঙ্গে মার্ক ও ল্যাঙ্গারত্তির দেখা হলো। শ্যাননই আগে থেকে নির্বাচন ক'রে রেখেছিলো জায়গাটা। বেশ কয়েক সপ্তাহ্ বাদে আবার একত্রে মিলিত হলো চারজনে, বাকি শুধু সেমলার। তবে সে-ও এখন তাদের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নেই। এই মুহূর্তে *তসকানাকে* সঙ্গে নিয়ে সেমলার সোজা তুলোনের দিকেই এগিয়ে আসছে। আগামীকাল সকালেই তার এখানে এসে পৌঁছবার কথা। বন্দর কর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তাঁর অফিসে ফোন ক'রে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলো তারা। জেনোয়া থেকে *তসকানার* এজেন্ট খবর পাঠিয়েছে, সোমবার সকালেই জাহাজটা তুলোনে পৌঁছে যাবে। তুলোন বন্দরে তার জন্যে যেনো একটা বার্থ রিজার্ভ রাখা হয়।

সারা দিন তাদের হাতে আর কোনো কাজ ছিলো না। নীল সমুদ্রের বুকে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলো সবাই মিলে। সন্ধ্যাটাও বেশ ভালো মদের মদের আবেশে মগ্ন হয়ে উঠলো সবাই। শ্যাননই শুধু এই ফূর্তির উৎসবে সহজভাবে যোগ দিতে পারলো না। সবার মধ্যে থেকেও সে যেনো একটু দলছাড়া — একাকী। যে বিরাট দায়িত্বের বোঝা তার মাথার ওপর এসে চেপেছে, তারই চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। বিশেষ ক'রে আগামীকালই তাকে এক দুরূহ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এই পরিকল্পনার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা অনেকখানি তার ওপরই নির্ভর করছে।

শ্যানন কিন্তু মানসিকভাবে যতোখানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো, বাস্তবে তেমন কোনো সমস্যা দেখা দিলো না। সোমবার ঠিক সময়েই তুলোনে এসে নোঙর করলো *তসকানা*। দূর থেকে সেমলার এবং ওয়াল্ডেনবার্গকেও প্রশস্ত ডেকের ওপর

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো শ্যানন। আরও কয়েকজন অধস্তন কর্মচারী হন্তদন্ত হয়ে একানে সেখানে ছুটাছুটি করছে।

কালো কোট-প্যান্ট পরা এক মাঝবয়সী ফরাসি ভদ্রলোকও এতোক্ষণ জেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এবার নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে সাবধানে *তসকানা*র ওপরে উঠে গেলেন। ভদ্রলোক যে স্থানীয় এক শিপিং এজেন্টের প্রতিনিধি, সেটা বুঝে নিতে শ্যাননের জন্যে বিশেষ অসুবিধা হলো না। অনতিবিলম্বে তিনি ওয়াল্ডেনবার্গকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলেন। শ্যানন দেখলো দু'জনে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কাস্টম-অফিসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে আবার দু'জনকে কাস্টম-অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। এবারে দু'জনের গতি দু'দিকে। মাঝ বয়েসী ফরাসি ভদ্রলোক পার্ক-করা একটা কালো রঙের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন আর ওয়াল্ডেনবার্গ সংকীর্ণ গ্যাঙ্গওয়ে পেরিয়ে *তসকানা*র দিকে পা চালালো।

আরও আধঘণ্টা একা ব'সে অপেক্ষা করলো শ্যানন, তারপর সে-ও ধীরেসুস্থে *তসকানা*র দিকে পা বাড়ালো। সিঁড়ির মুখে উঁচু পাটাতনের সামনেই দেখা হলো সেমলারের সঙ্গে, এতোক্ষণ যেনো তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো সেমলার।

"কোথাও কোনো সমস্যা হয় নি তো?" চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলো শ্যানন।

"না," সেমলার হাসিমুখে ঘাড় দোলালো। "নতুন ক্যাপ্টেনের নামে সব কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। যাত্রা শুরুর আগে ইঞ্জিনটাও সুদক্ষ মিস্ত্রি দিয়ে আগাগোড়া পরীক্ষ করিয়ে নিয়েছি। কয়েক ডজন কম্বল আর ফোম-রবারের এক ডজন তোষকও কিনে নিয়েছি জেনোয়ার বাজার থেকে। এ সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে নি। এবং এখন পর্যন্ত ওয়াল্ডেন্‌বার্গের ধারণা, বেআইনীভাবে বিদেশী নাগরিকদের লন্ডনে পাচার করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। সেই কাজেই কেনা হয়েছে জাহাজটাকে।"

"আর ইঞ্জিনের জন্য মবিলের কি ব্যবস্থা করলে?"

সেমলার চোখ তুলে মুচকি হাসলো। "অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে জেনোয়াতেই আমি এর অর্ডার পাঠিয়াছিলাম। পরে এক সময় এজেন্টকে ফোন ক'রে আমি এই অর্ডারটা বাতিল ক'রে দিলাম। ওয়াল্ডেনবার্গ এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারে নি। এমনকি শুধুমাত্র মবিলের জন্য শেষ মুহূর্তে যাত্রা পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলো সে, আমিই সে প্রস্তাবে রাজি হলাম না। বললাম তুলোন থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসটা না হয় সংগ্রহ ক'রে নেওয়া যাবে।"

"বাহ্, চমৎকার!" উৎফুল্ল হয়ে বললো শ্যানন। "খুব মাথা খাটিয়ে ম্যানেজ করেছো তুমি। তবে দেখো, সে যেনো হুট ক'রে আবার কোথাও মালের অর্ডার

BanglaBook.org

দিয়ে না বসে। তাকে বলবে, তুমি নিজেই সব ব্যবস্থা করছো। তাহলে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। হ্যা, ভালো কথা, সকালবেলা যে ফরাসি ভদ্রলোককে জাহাজে উঠতে দেখলাম ... "

"তিনিই তো আমাদের স্থানীয় শিপিং এজেন্ট। তাঁর গুদামেই *তসকানার* মালপত্র জমা রাখা আছে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো তিনি নিজেই এখানে পৌঁছে দেবার ব্যাবস্থা করবেন। মাল অবশ্য খুব বেশি নয়, বৈদ্যুতিক ক্রেনের সাহায্যে আমাদের লোকেরাই সেগুলো ধরাধরি ক'রে জাহাজে তুলে ফেলতে পারবে।"

"ভালো, তবে তেলের ব্যারেলগুলা সম্পর্কে আমাদের অতিমাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। দেখো, কোনোটা যদি মাঝপথে পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে বিশ বছরের জেল কেউ আর ঠেকাতে পারবে না।"

সেমলার এ প্রসঙ্গে কোনোরকম মন্তব্য করলো না, শুধু কয়েক বার মাথা নাড়লো গম্ভীরভাবে। বেলা একটার দিকে শিপিং এজেন্টের দুটো ভ্যান *তসকানার* মালপত্র নিয়ে জেটির সামনে এসে দাঁড়ালো। সুদৃশ্য ফইল হাতে ফরাসি কাস্টম-অফিসারও সঙ্গে সঙ্গে নিজের অফিস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তুলোন থেকে তাদের জাহাজে কোন্ কোন্ মাল উঠবে তার সম্পূর্ণ একটা তালিকাও কয়েক দিন আগে শুল্ক দপ্তরে পেশ করা হয়েছিলো। সেই তালিকা দেখে সবকিছু মিলিয়ে নিয়ে তবেই তিনি জাহাজে মাল তুলবার অনুমতি দিলেন। তাছাড়া এই শিপিং এজেন্টও শুল্ক অফিসারের বিশেষ পরিচিত। এদের কাজ কারবারে কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না।

মাল বোঝাইয়ের সময় ওয়াল্ডেনবার্গও সারাক্ষণ সমনে দাঁড়িয়ে রইলো। সব শেষে সেমলার ক্যাপ্টেনের বক্তব্যটা ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে বুঝিয়ে বললো শিপিং এজেন্টের প্রতিনিধিকে। *তসকানার* নিজের প্রয়োজনে জেনোয়াতেই মবিলের জন্যে অর্ডার দেওয়া হয়েছিলো, সময়মতো মাল এসে না পৌছানোর জন্যে অর্ডার বাতিল ক'রে দিতে হয়।

"আচ্ছা," সব বুঝে ফেলেছেন এরকম ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন শিপিং এজেন্ট। "আপনার কি পরিমাণ তেলের দরকার?"

"পাঁচ ব্যারেল," সেমলর জবাব দিলো।

ওয়াল্ডেনবার্গ অবশ্য একবিন্দুও ফরাসি বোঝে না।

"পাঁচ ব্যারেল তো অনেক! এতো তেলের কি দরকার?"

চাপা কণ্ঠে হেসে উঠলো সেমলার। "আমাদের এই বুড়া জাহাজটা একেবারে তেলখোর। রাক্ষসের মতোই তেল খায়। তাছাড়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যেও আমরা কিছু বেশি পরিমাণ মজুত রাখতে চাই।"

BanglaBook.org

"মালটা কখন আপনাদের দরকার?" পকেট ডায়রিতে অর্ডারটা টুকে নিতে নিতে জানতে চাইলেন তিনি।

"এই ধরুন, বিকেল পাঁচটায়।"

"পাঁচটার মধ্যে হয়তো সম্ভব হবে না, ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে," ডায়রিটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ভদ্রলোক এবার কাস্টম-অফিসারের দিকে ফিরে তাকালেন। অফিসার কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লেন সামান্য। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহও দেখা গেলো না। তিনি এখন নিজের অফিসে ফিরে যেতে ব্যস্ত। শিপিং এজেন্টও বিদায় নিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

বিকেল পাঁচটায় সেমলার শিপিং এজেন্টের অফিসে ফোন ক'রে জানিয়ে দিলো, এই মুহূর্তে তাদের ওই পাঁচ ব্যারেল তেলের কোনো প্রয়োজন নেই। জাহাজের মাল গুদামের এক কোণে বেশ কয়েক ব্যারেল মবিলের সন্ধান পাওয়া গেছে। নতুন ক্যাপ্টেন ওয়াল্ডেনবার্গের সেটা আগে জানা ছিলো না। আপাতত এতেই তাদের বেশ কয়েক দিনের কাজ চলে যাবে। এজেন্ট ভদ্রলোক সেমলারের কথায় কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন, তবে মুখে কোনো প্রতিবাদ জানালেন না।

ঠিক বিকেল ছ'টার সময় কালো রঙের একটা মালবাহী ভ্যান ধীরে ধীরে জেটির সামনে এসে থামলো। ল্যাঙ্গারত্তিই ড্রাইভ ক'রে নিয়ে এলো গাড়িটা। তার পরনে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ড্রাইভারদের মতো সবুজ রঙের ঢিলেঢালা শার্ট এবং ট্রাউজার। ভ্যানের পেছন দিকের দরজা খুলে পাঁচটা বড় সাইজের তেলের ব্যারেল একে একে নামিয়ে রাখা হলো জেটির ওপর।

ফরাসি কাস্টম-অফিসার তাঁর অফিসঘরের জানালা থেকেই উঁকি মেরে ব্যাপারটা দেখে নিলেন। কষ্ট ক'রে আর বাইরে বের হবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না। সেমলারের সঙ্গেও একবার তাঁর চোখাচোখি হলো। হাত তুলে তেলের ব্যারেলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো সেমলার। মাথা নেড়ে সেমলারকে জাহাজে মাল তোলবার অনুমতি দিয়ে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

ব্যারেলগুলো নিরাপদে যথাস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত শ্যানন যেনো দমবন্ধ ক'রে ব'সে রইলো। এই সময়টুকুই সবচেয়ে বেশি কঠিন আর দুঃসহ। বুকের মধ্যে একটা হাতুড়ি পেটানোর শব্দ যেনো কোনোভাবেই থামতে চায় না। ল্যাঙ্গারত্তির মানসিক অবস্থাও ঠিক একই রকম।

অবশেষে সবকিছু নির্বিঘ্নে হয়ে যাবার পর সেমলারের আবির্ভাব ঘটলো। তার চোখ মুখে খুশির উচ্ছ্বাস।

"আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, ক্যাট, কোথাও কোনো সমস্যা দেখা দেবে না।"

BanglaBook.org

শ্যাননও হাসিমুখে তাকে অভিনন্দন জানালো। "ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে এখন থেকে ব্যারেলগুলো আগলে রাখার দায়িত্ব কিন্তু তোমারই। আমার কাছ থেকে নতুন কোনো নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তার আশেপাশে কাউকে ঘেঁষতে দেবে না। কেউ যেনো ঘূণাক্ষরেও না জানতে পারে ব্যারেলগুলোর ভেতরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।"

পূর্বনির্দিষ্ট এক ক্যাফেতেই দলের অপর তিন জনের সঙ্গে মিলিত হলো ওরা। সূর্যটা ইতিমধ্যেই পশ্চিম দিগন্তে মুখ লুকিয়েছে। দূর থেকে একটানা সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে। খাওয়াদাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে জরুরি আলোচনাটাও তারা সেরে নিলো। আটটার দিকে অন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে *তসকানায়* ফিরে গেলো সেমলার।

রাত একটায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দুপ্রি আর ভ্লামিঙ্ক নিঃশব্দে জাহাজে উঠে এলো। ভোর পাঁচটায় *তসকানা* যখন তুলোনের বন্দর ছেড়ে ধীরে ধীরে গভীর সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে গেলো, শ্যানন আর ল্যাঙ্গারত্তি তখন জেটির সামনেই দাঁড়িয়েছিলো।

বেলা ন'টায় ল্যাঙ্গারত্তি নিজের ভ্যানে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌছে দিলো শ্যাননকে। আর আধঘণ্টা বাদেই তার প্লেন ছাড়বার কথা। ইতিপূর্বে ব্রেকফাস্ট টেবিলেই শ্যানন ল্যাঙ্গারত্তিকে তার পরবর্তী কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বলে দিয়েছিলো। তার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থও দিয়ে দিয়েছিলো তার হাতে।

"আমি অবশ্য তোমার পাশে থাকতে পারলেই খুশি হতাম," ম্লান হেসে ল্যাঙ্গারত্তি তার মনের ইচ্ছাটা ব্যক্ত করলো, "অথবা ওই জাহাজে।"

"তা আমি জানি," সহানুভূতির দৃষ্টিতে শ্যানন বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালো। "কিন্তু এই কাজটা এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমার মতো বিশ্বস্ত কারোর হাতে এর দায়িত্ব না দিতে পারলে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো না। তাছাড়া ফরাসি হিসেবে তোমার একটা বাড়তি সুবিধাও রয়েছে। এবং তাদের মধ্যে দু'জন তোমার পরিচিত। তাদের একজন ভাঙা-ভাঙা ফরাসিও বলতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার পাসপোর্ট নিয়ে দুপ্রির পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। সব কিছু শোনবার পর ওয়াল্ডেনবার্গ যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চায়, তখন বাধ্য হয়ে সেমলারকেই জাহাজ পরিচালনায় দায়িত্ব নিতে হবে। অন্যান্য নাবিকদের মধ্যে কেউ যাতে ঝামেলা না বাধায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখবার জন্যেই মার্ককে সেমলারের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছো, তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা। এবং এর সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপরই আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর

BanglaBook.org

করছে। আচমকা আঘাত হেনে শুধুমাত্র দখল ক'রে নেওয়াটাই শেষ কথা নয়, ফেরার পথটাও নিষ্কণ্টক রাখতে হলে আমাদের সমর্থকও কিছু থাকা চাই।"

ল্যাঙ্গারত্তি আর কোনো অনুযোগ জানালো না। এক মাসের মধ্যে পুণরায় সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলো শ্যানন। তার প্লেন এখন সোজা প্যারিসে পাড়ি জমাবে। সেখান থেকে আবার হামবুর্গ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৮

“আমার কাছে খবর হলো আপনি মর্টার আর বাজুকাগুলো ১০ই জুনের পর যেকোনো দিন তুলে নিতে পারেন। গতকাল টেলেক্সের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হয়েছে,” এলান বেকার তাকে কথাটা বললো।

হ্যামবুর্গে পৌঁছাবার পরের দিন সকালে ফোনে এলান বেকার তাকে এ কথা বললো। তারা ঠিক করলো ওইদিন দুপুরেই এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে লাঞ্চ করবে।

“কোন্ বন্দর থেকে?” শ্যানন জানতে চাইলো।

“প্লশে।”

“কোথায় সেটা?”

“প্লশে। বানানটা হলো পি-এল-ও-সি-ই, কিন্তু উচ্চারণ হবে প্লশে। স্প্লিট আর ডুব্রভ্নিকের মাঝামাঝি ছোট্ট একটা বন্দর।”

শ্যানন কয়েক মুহূর্ত ভাবলো। যুগোশ্লাভিয়ার সমগ্র উপকূলের মানচিত্র সেমলারকে যোগাড় ক'রে নিতে বলেছিলো সে। তার সাহায্যেই সে নিশ্চয় প্লশের অবস্থান খুঁজে বের করতে পারবে। তবে বন্দরটা এতো ছোটো যে মানচিত্রে তার উল্লেখ থাকবে কিনা কে জানে।

“বন্দরটা কতো ছোটো?”

“খুবই ছোটো। কিন্তু বেশ সুবিধাজনক। সব মিলিয়ে গোটা ছয়েক জাহাজ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। যুগোশ্লাভরা এটাকে তাদের অস্ত্র রপ্তানীর কাজে ব্যবহার ক'রে থাকে। যুগোশ্লাভিয়া থেকে শেষবার যখন আমি অস্ত্র পাঠালাম তখন প্লেনে করেই পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু এবার যখন বলা হলো সমুদ্রপথে পাঠাতে হবে তখন ভাবলাম প্লশের চেয়ে ভালো বন্দর আর হয় না। সেখানে মাত্র দুটো গুদাম রয়েছে। তাছাড়া বন্দরের আয়তন ছোট ব'লে মাল ডেলিভারির ব্যাপারে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। এখানে বার্থ পাওয়াটাও অনেক বেশি সহজ। তার চেয়ে বড় কথা

BanglaBook.org

বন্দরটি ছোটো হওয়াতে কাস্টম কর্তৃপক্ষের সংখ্যাও খুব অল্প। একজন মাত্র অফিসার মালামাল পরীক্ষা ক'রে দেখে। তাও আবার জাহাজে তোলার পরে। এ কাজ করতে তার মাত্র এক ঘণ্টা সময় লাগবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে প্লশে'তেই হোক। জুনের এগারো তারিখেই আমরা মাল ডেলিভারি নেবার জন্যে তৈরি থাকবো। তুমি সেইভাবেই বন্দোবস্ত ক'রে রাখবে," শ্যাননের কথায় ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বেকার তারিখটা লিখে নিলো।

"*তস্কানা* কি ঠিক আছে?" সে জানতে চাইলো। সে এখনও চাচ্ছে তার বন্ধুর জাহাজ *সান আন্দ্রিয়া* এ কাজে ব্যবহার করা হোক। শ্যানন অবশ্য তাদের এই অপারেশনটা শেষ হয়ে গেলে এই জাহাজটা আর তেমন ব্যবহার করবে না। বেকার তখন এটাকে নিজের পরিবহন কাজে লাগাতে পারবে।

"সেটা ঠিকই আছে," শ্যানন বললো। "ওটা এখন এক ইটালিয়ান বন্দরে আছে। সেখান থেকে আমি চিঠি অথবা টেলেক্সের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেবো কোথায় যেতে হবে। তোমার কি কোনো সমস্যা আছে?"

বেকার একটু নড়েচড়ে বসলো।

"একটা সমস্যা আছে," সে বললো। "মূল্যটার ব্যাপারে।"

"সেটা কি?"

"আমি জানি আপনাকে মোট ১৪৪০০ ডলার লাগবে ব'লে জানিয়েছিলাম। কিন্তু বিগত ছয় মাসে যুগোশ্লাভিয়াতে আইনকানুনের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক সময়ে কাগজপত্র পেতে হলে আমাকে একজন যুগোশ্লাভিয়ান পার্টনারকে এ কাজে লাগাতে হবে।"

"তো?" শ্যানন জানতে চাইলো।

"বেলগ্রেড অফিস থেকে কাগজপত্রগুলো যোগাড় করার জন্যে সে কিছু টাকা চাইছে। আমার মনে হয় আপনি আপনার শিপমেন্টটা ঠিক সময় মতো চাচ্ছেন। সেজন্যে আমি তাকে এ কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। সে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার শ্যালক হয়। সত্যি বলতে কি এটাকে একরকম ঘুষই বলা যায়। কিন্তু আজকাল তো এরকমই হচ্ছে সব জায়গায়। এছাড়া কি কোনো উপায় আছে? বলকানরা এখনও বলকানই রয়ে গেছে। তারা সেরকমই থাকতে চায়।"

"তাহলে বাড়তি কতো টাকা লাগবে?"

"এক হাজার পাউন্ড।"

"ডলারে, না দিনারে?"

"ডলারে।"

BanglaBook.org

শ্যাননন একটু ভাবলো। হতে পারে কথাটা সত্য। আবার এও হতে পারে বেকার তার কাছ থেকে আরেকটু বেশি নেবার জন্যে এসব বলছে। যদি কথাটা সত্য হয়ে থাকে তবে বাড়তি টাকা না দেয়ার অর্থ হলো বেকার নিজের লাভের থেকে টাকাটা দিয়ে দেবে। এতে ক'রে তার লাভের পরিমাণ আরো কমে যাবে। এমনিতেই তার খুব বেশি থাকবে না। সুতরাং লাভের পরিমান কমে গেলে এ কাজে তার আগ্রহটাও কমে যাবে। তখন কাজটা ঠিকমতো হলো কিনা তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু বেকারকে তার এখনও প্রয়োজন রয়েছে। প্লশে বন্দর থেকে স্পেন পর্যন্ত *তসকান* পৌছার আগপর্যন্ত বেকারকে তার দরকার।

"ঠিক আছে," সে বললো। "পার্টনারটি কে?"

"লোকটার নাম জিলজ্যাক। সে এখন এখানেই আছে। শিপমেন্টের যাবতীয় কাজ করছে। জাহাজ বন্দর ছাড়ার আগপর্যন্ত সে সব কিছু দেখাশোনা করবে।"

"আমি তো জানতাম এই কাজটা তুমি নিজেই করছো।"

"তা ঠিক। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আপনাকে তো বলেছিই, এখন এ কাজে একজন যুগোশ্লাভকে জড়াতে হবে। ক্যাট, এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না।"

"তাহলে আমি নিজেই তাকে টাকাটা দেবো, একটা ট্রাভেলার্স চেকের মাধ্যমে।"

"তা সম্ভব না," বেকার বললো।

"কেন না?"

"এই শিপমেন্টের ক্রেতা হলো টোগো সরকার, ঠিক? কৃষ্ণাঙ্গ একজন। এখন যদি তারা দেখে এ কাজে আরেকজন শ্বেতাঙ্গ জড়িত তবে অন্য কিছুর গন্ধ পাবে তারা। আপনি যদি চান তো আমরা দু'জনেই প্লশে'তে যেতে পারি। অথবা আমি একা। তবে আপনি যদি আমার সঙ্গে যান তো আমার একজন সহকারী হিসেবেই যেতে হবে। যুগোশ্লাভিয়াতে আপনি যদি ট্রাভেলার্স চেক দেন তো আপনার নাম এবং আইডেন্টিকার্ড নাম্বারও দিতে হবে। কোনো যুগোশ্লাভ যদি চেকটা ভাঙাতে যায় তাহলে নানান প্রশ্ন করা হবে তাকে। জিলজ্যাক যেমনটি বলেছে, টাকাগুলো নগদে হলেই বেশি ভালো হয়।"

"ঠিক আছে। আমি এই হামবুর্গে চেক ভাঙিয়ে তাকে ডলারে পাওনা শোধ করবো," বললো শ্যাননন। "কিন্তু তুমি তোমার টাকা চেকের মাধ্যমেই পাবে। আমি এখানে সেখানে এতো বিপুল পরিমাণের টাকা বহন করতে পারবো না। যুগোশ্লাভিয়াতে তো নয়-ই। তারা এতে ক'রে সন্দেহ করবে। ভাববে আমি হয়তো

BanglaBook.org

কোনো গোয়েন্দা অপারেশনের তহবিল নিয়ে এসেছি। তাই আমরা পর্যটক হিসেবে ট্রাভেলার্স চেকই সঙ্গে রাখবো।"

"আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই," বেকার বললো। "আপনি কখন যেতে চাচ্ছেন?"

শ্যানন তার হাতঘড়িতে সময় দেখলো। আগামীকাল হলো জুনের প্রথম দিন।

"আগামী পরশু," সে বললো। "আমরা ডুব্রভ্‌নিকে যাবো প্লেনে ক'রে। সেখানে এক সপ্তাহ সাগর সৈকতে কাটাবো। তুমি ইচ্ছে করলে ৮ অথবা ৯ তারিখে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারো, কিন্তু দশ তারিখের আগে অবশ্যই আসতে হবে। আমি একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে রাখবো। ১০ তারিখে সেটাতে ক'রে আমরা এক সঙ্গে প্লশে'তে যাবো। ১১ তারিখের সকালে অথবা রাতে *তস্কানা*'টাকে আমি বন্দরে আসতে বলবো।"

"আপনি একাই যান," বেকার বললো। "হামবুর্গে আমার কিছু কাজ আছে। আমি ৮ তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা করছি।"

"কোনো কারণেই যেনো এর ব্যতিক্রম না হয়," শ্যানন বললো। "তুমি যদি না আসো তবে আমি তোমাকে খুঁজবো। আর সেটা নিশ্চয় খুব ভালো হবে না।"

"আমি আসবো," বেকার বললো। "ভুলে যাবেন না আমি এখনও আপনার কাছ থেকে টাকা পাই। এ পর্যন্ত একাজে আমার কোনো লাভ পকেটে জমা পড়ে নি। আপনি যেমনটি চান আমি আপনাব সঙ্গে দেখা করি, তার চাইতে বেশি আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শ্যানন ঠিক এরকমটিই আশা করে বেকারের কাছ থেকে।

"আপনার কাছে টাকা আছে না," বেকার বললো শ্যাননকে।

শ্যানন পকেট থেকে একটা চেক বের ক'রে বেকারের নাকের সামনে ধরলে অস্ত্রব্যবসায়ী মুচকি হাসি হাসলো।

তারা টেবিল ছেড়ে উঠে রেস্তোরাঁর টেলিফোন থেকে হামবুর্গের একটি প্যাকেজ টুর কোম্পানিতে ফোন করলো। সেখান থেকে তারা জানতে পারলো যুগোশ্লাভিয়ার তিনটি সেরা হোটেলের নাম এবং ঠিকানা। শ্যানন বেকারকে জানালো সে যেনো এই তিনটি হোটেলের যে কোনো একটিতে তাকে খোঁজ করে কিথ ব্রাউন নামে।

BanglaBook.org

জোহান শ্লিঙ্কারের সঙ্গে দেখা হলো সেদিন সন্ধ্যায়। শ্যাননের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক জানালো, ষোলো থেকে বিশে জুনের মধ্যে খুব সম্ভবত ভ্যালেন্সিয়া থেকে

তাদের মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হবে। সেভাবেই নির্দেশ এসেছে মাদ্রিদ থেকে। যদিও ভ্যালেন্সিয়া সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কোনো কথা দেওয়া যাচ্ছে না। যে কোনো মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন হতে পারে। সব ব্যাপারটাই স্পেন কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপর নির্ভর করছে।

"বিশ তারিখে ভ্যালেন্সিয়া থেকে মাল ডেলিভারি নেওয়াটাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক। আমি না হয় উনিশ তারিখ সন্ধ্যা থেকেই *তস্কানা*র জন্যে ওখানে একটা বার্থ রিজাভ ক'রে রাখবো। তাহলে পরের দিন সকালেই জাহাজে মাল ওঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। তবে একটা কথা, মাল বোঝাইয়ের সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই।"

শ্লিঙ্কার ভ্রু কোঁচকালো। "সেটা আপনি পারেন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে আমার বাধা দেবার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এখানে ক্রেতা হিসেবে কোনো এক আরব দেশের নামই নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর মধ্যে আপনার কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত নয়। তাহলে কেউ হয়তো অন্য কিছু সন্দেহ করতে পারে।"

"আচ্ছা, ক্যাপ্টেনের যদি আরো একজন নতুন নাবিকের দরকার পড়ে? ভ্যালেন্সিয়া বন্দর থেকে কি এরকম কাউকে যোগাড় করা সম্ভব?"

শ্লিঙ্কার কথাটা ভেবে দেখলো।

"আপনি কি এই কোম্পানির একজন অংশীদার?"

"স্বনামে নয়," শ্যানন মৃদু হেসে বললো।

"এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন যদি স্থানীয় এজেন্টের কাছে খবর পাঠায় যে আগের কোনো বন্দরে একজন নাবিক তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলো। সে-ই আবার পুরনো ডিউটিতে যোগ দিতে আসছে। এ ধরনের কোনো অজুহাত সৃষ্টি করতে পারলে অনুমতি পেতে তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। তবে নাবিক হিসেবে তার আইনসঙ্গত পরিচয়পত্র থাকা চাই। এবং সেই পরিচয়পত্রের মধ্যে নাবিকের নামের যেনো কোনো তারতম্য না ঘটে।"

"বুঝেছি," শ্যানন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। "দেখি, এ সম্পর্কে কতোদূর কি করা যায়।"

প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, উনিশ তারিখ সকালে মাদ্রিদের মিন্দানাও হোটেলে সে শ্যাননের জন্যে অপেক্ষা করবে।

BanglaBook.org

তুলোন ছেড়ে যাবার আগে সেমলার শ্যাননের হাতে একটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছিলো। চিঠিটা জেনেয়ার *তস্কানা*র শিপিং এজেন্টকে উদ্দেশ্য ক'রে লেখা।

সেমলার খবর পাঠাচ্ছে, আগের কথামতো তুলোন থেকে *তস্কানা* সোজা মরক্কো অভিমুখে পাড়ি দেবে না, মাঝখানে ব্রিন্দিস বন্দর ছুঁয়ে যাবে। সেখান থেকে জাহাজে কিছু মাল ওঠাবার কথা। তুলোন থেকেই এই অর্ডারটা সংগ্রহ করা হয়েছে। কাজটা খুবই জরুরি ব'লে এতে মুনাফাও অনেক বেশি। তাছাড়া মরক্কোয় মাল পৌছনোর জন্যে তাড়াহুড়োর কোনো প্রয়োজন নেই। দু'দিন পথে দেরি হলে এমন কিছু অসুবিধা দেখা দেবে না। তাই জেনোয়ার শিপিং এজেন্ট যেনো ব্রিন্দিস বন্দরে টেলিগ্রাম ক'রে সাত ও আট তারিখের জন্যে একটা বার্থ রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা করে। চিঠিতে আরও একটা বিষয়ে উল্লেখ ছিলো। শিপিং এজেন্টের পক্ষ থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে যেনো এই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হয় যে, *তস্কানা*র নামে কোনো চিঠিপত্রের এলে ওরা যেনো ওদের অফিসেই সেগুলো জমা রাখে।

শ্যানন হ্যামবুর্গ থেকে যে চিঠি পাঠালো, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সেটাও বন্দর কর্তৃপক্ষের দপ্তরে জমা পড়লো। খামের ওপর ঠিকানা লেখা ছিলো – সেনর কার্ট সেমলার, এম.ভি *তস্কানা*; কেয়ার অব পোর্ট অফিস, ব্রিন্দিস ইত্যাদি।

চিঠির মর্মার্থ হচ্ছে, ব্রিন্দিস থেকে *তস্কানা* সোজা প্লশের দিকে অগ্রসর হবে বন্দরটা যুগোশ্লাভিয়ার উপকূলে। জেনোয়ার শিপিং এজেন্টকে এ খবর জানাবার কোনো দরকার নেই। ১০ই দু'জন সন্ধ্যা থেকে *তস্কানা*র নামে সেখানে একটা বার্থ রিজার্ভ থাকবে।

চিঠিতে আরও কয়েকটা জরুরি নির্দেশ ছিলো শ্যাননের জন্যে। প্রাক্তন জার্মান স্মাগলার কার্ট সেমলারকে কিথ ব্রাউনের নামে একটা মার্চেন্ট সিম্যান কার্ডের বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। তারিখটা যেনো হাল নাগাদ করা থাকে। এবং দেখাতে হবে যে, ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষই এই কার্ড ইসু করেছে। তাছাড়া *তস্কানা*র কাগজপত্র এমনভাবে তৈরি রাখা দরকার যাতে ধারণা হয়, জাহাজটা ব্রিন্দিস থেকে সোজা ভ্যালেন্সিয়ার দিকেই এগোচ্ছে, এবং সেখান থেকে মাল বোঝাই ক'রে সরাসরি সিরিয়ার পথ ধরবে।

হামবুর্গ ত্যাগের আগে শ্যানন শেষ চিঠিটা পাঠালো সাইমন এনডিন ওরফে হ্যারিসের নামে। শ্যাননের বক্তব্য, ১৬ই জুন মিঃ হ্যারিস যেনো রোমে তার সঙ্গে দেখা করে। বিশেষ কয়েক জায়গার সামুদ্রিক মানচিত্রও তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে বলা হলো।

BanglaBook.org

ঠিক একই সময়ে, এম. ভি *তস্কানা* সারদিনার একটি সংকীর্ণ চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। সূর্যের তাপ খুবই প্রখর হলেও সেখানকার বাতাস বেশ শীতল। মার্ক ভ্লামিঙ্ক খালি গায়ে মেইন হোল্ডের হ্যাচের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

একটা তোয়ালে রয়েছে তার শরীরের নিচে। সারা গায়ে তেল মেখে সূর্যস্নান করছে সে। জানি দুপরি একটু কাছেই ব'সে ব'সে তার দশম বিয়ারটা শেষ করছে। সিপ্রিয়ানি রেলিং আর সামনের অংশটাতে সাদা রঙ করছে। নিচের একটা কক্ষে ফার্স্ট-মেট নরবিয়াত্তো রাতের ডিউটি শেষ ক'রে এখন গভীর ঘুমে মগ্ন।

একেবারে নিচে, ইঞ্জিন ঘরে ইঞ্জিনিয়ার গ্রুবিক জাহাজের একটা মূল্যবান এবং অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্র তেল দিয়ে পরিষ্কার করছে। এই যন্ত্রটি যে *তসকানা*র জন্যে খুবই মূল্যবান সেটা জানে কেবল সে-ই। হুইল-হাউজে কার্ট সেমলার এবং কার্ল ওয়াল্ডেনবার্গ ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে নিজেদের কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একে অন্যেকে শোনাচ্ছে।

জ্যঁ ব্যাপতিস্ত ল্যাঙ্গারত্তি এখানে তাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে চাইলেও সে পোর্ট রেইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মাতৃভূমির সমুদ্র তীরটির ক্রমশ বিলীন হওয়া দৃশ্য দেখছে। এখান থেকে তার নিজ শহরের উপকূলটি মাত্র চার মাইল দূরে। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সে এখন অনেক মাইল দূরে আছে, যেখানে এখন বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে। সেখানকার আবহাওয়া তীব্র গরম হলেও আকাশের মেঘ একেবারে ধূসর হয়ে আছে।

এলান বেকারের ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি ছিলো না। কাজের সুবিধার জন্যে জিলজ্যাক নামে এক যুগোস্লাভ বন্ধুকেও সে সঙ্গে নিয়েছে। যথাসময়েই সরকারি ভ্যানে রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে প্লশে বন্দরে *তস্কানা*র মাল এসে পৌঁছালো। জাহাজে মাল তোলার ব্যাপারেও কোনো সমস্যা দেখা হলো না। সবকিছুই ঘড়ির কাঁটার মতো নির্দিষ্ট নিয়মে নিজের পথে এগিয়ে চললো। তবে ওয়াল্ডেনবার্গকে যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। সেমলারই তদারকি করছিলো আগাগোড়া। শ্যাননই আগের চিঠিতে এ সম্পর্কে তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো। ডেকের একপাশে দাঁড়িয়ে ওয়াল্ডেনবার্গ তখন নিজের প্রথম মেটের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো মৃদুকণ্ঠে। সে যে একটা কিছু সন্দেহ করেছে সেটা তার হাবভাবেই বোঝা যায়।

সবকিছু নির্বিঘ্নে সমাধা হবার পর বেকার এবং জিলজ্যাক সেমলারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের হোটেলের দিকে পা বাড়ালো। একফাঁকে সবার অলক্ষ্যে শ্যাননও সরু গ্যাংওয়ে পেরিয়ে *তস্কানা*র ওপরে উঠে এলো। ক্যাপ্টেনের জন্যে নির্দিষ্ট ছোটো কেবিনটাই তার লক্ষ্য। ওয়াল্ডেনবার্গ নিজের কেবিনে নেই।

BanglaBook.org

সেমলারই তাকে সঙ্গে ক'রে ভেতরে নিয়ে এলো। কেবিনে ঢুকে দরজাও লক ক'রে দিলো নিজের হাতে।

সবাই বসার পর শ্যাননই আলোচনা শুরু করলো। প্লশে থেকে কি জাতীয় মাল *তস্কানায়* তোলা হয়েছে সে সম্পর্কে এই প্রথম অবগত করা হলো ক্যাপ্টেনকে। শ্যাননের বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে সব কথাই শুনে গেলো জার্মান ক্যাপ্টেন। মুখের ওপর নির্বিকার ভাবটাকেও ধরে রাখবার চেষ্টা করলো প্রাণপণে।

"কিন্তু আমি আগে কোনো দিন সামরিক সম্ভার বহন করি নি," ক্যাপ্টেনের গম্ভীর কণ্ঠে স্পষ্টতই প্রতিবাদের সুর। "তাছাড়া আপনি প্রথমে বলেছিলেন, জাহাজে কোনো রকম বেআইনী মালপত্র তোলা হবে না। সে কথার তো কোনো মর্যাদা রাখলেন না?"

"কেন? এর মধ্যে তো লুকোছাপার ব্যাপার নেই, সবটাই আইন মোতাবেক করা হয়েছে। বেলগ্রেড থেকেই আমরা মাল কিনেছি, এবং বাক্সের ভেতরে কি চালান যাচ্ছে, সে তথ্যও শুল্ক বিভাগের অজানা নয়। সবকিছু জেনে শুনেই তারা ছাড়পত্র ইস্যু করেছে। এর জন্যে আমাদের কাউকে ঘুষও দিতে হয় নি। যুগোশ্লাভিয়ার সরকারি আইনও আমরা এক চুল লঙ্ঘন করি নি।"

"কিন্তু *তস্কানা*'র এই অস্ত্রশস্ত্র যে দেশে যাচ্ছে, সেখানকার আইন?"

"এই সমস্ত গোলা বারুদ যে দেশে যাচ্ছে এবং যেখানে এসব ব্যবহৃত হবে, *তস্কানা* সেই দেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে প্রবেশ করবে না।" শ্যানন প্রকৃত পরিস্থিতিটা বোঝাতে চেষ্টা করলো ক্যাপ্টেনকে। "প্লশের পরে আর দুটোমাত্র বন্দরে *তস্কানা*'র হাজিরা দেবার কথা। এবং আপনার নিশ্চয় জানা আছে, বহিরাগত কোনো জাহাজকে বন্দরের মধ্যে সচরাচর সার্চ করা হয় না, যদি না শুল্কবিভাগ আগে থেকে বিশেষ কোনো খবর পায়। জাহাজে কি মাল উঠছে বা জাহাজ থেকে কি মাল নামানো হচ্ছে শুধুমাত্র সেইদিকেই তাদের লক্ষ্য থাকে।"

"তার পরেও আমার ঝুঁকিটা ঠিকই থেকে যাচ্ছে। কারণ পূর্বঘোষিত মালের তালিকায় এই বাক্সগুলোর কোনো উল্লেখ নেই। যদি কখনও সরকারিভাবে এই জাহাজে তল্লাশী চালানো হয়, তখন ক্যাপ্টেন হিসেবে আমাকেই এর জবাবদিহি করতে হবে। তারা কেউ আমাকে একটুও ছাড় দেবে না। সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হবে নির্ঘাত।"

শ্যানন বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলো না। সহজভাবেই বুঝিয়ে বললো ব্যাপারটা।

"বিশেষ একটা কারণেই আমরা এ বিষয়ে নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছি। ভ্যালেন্সিয়া থেকেও আমরা কিছু সামরিক সম্ভার জাহাজে তুলবো। কিন্তু স্প্যানিশ

Banglabook.org

কর্তৃপক্ষ যদি টের পায় ইতিমধ্যেই আমরা জাহাজে গোলাবারুদ বহন করছি, তবে তারা আমাদেরকে ভ্যালেন্সিয়ায় ভিড়তে দেবে না। শুধু ভ্যালেন্সিয়া কেন, স্পেনের সব বন্দরই আমাদের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে।"

আরও তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে নানান বিষয়ে আলোচনা চললো তিন জনের মধ্যে। অবশেষে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে দায়িত্ব নিতে রাজি হলো ওয়ান্ডেনবার্গ। তার অর্ধেক দিতে হবে জাহাজে মাল বোঝাইয়ের আগে, বাকি অর্ধেক ভ্যালেন্সিয়া ছেড়ে যাবার পর।

"তাহলে অন্যান্য নাবিকদের সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?" শ্যানন প্রশ্ন করলো।

"হ্যা, আর সবাইকে সামলাবার দায়িত্ব এখন থেকে আমার ওপরই ছেড়ে দিন," ওয়ান্ডেনবার্গ মাথা নেড়ে ভরসা দিলো শ্যাননকে। এই আশ্বাস যে মিথ্যে নয় সেটাও শ্যানন অনুভব করলো মনে মনে।

বেকারের চার কিস্তির তৃতীয় কিস্তির বাকি পাওনা ৩৬০০ ডলার মিটিয়ে দিয়ে সোজা নিজের হোটেলে ফিরে এলো শ্যানন। পোশাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো টান টান হয়ে। তার চোখে ভেসে উঠলো *তসকানা* বন্দরে নোঙর করা আছে। অস্ত্রগুলো বন্দরের কাস্টম ছাউনিতে মজুদ করে রাখা হয়েছে। সে প্রার্থনা করলো কোনো সমস্যা যেনো না হয়। তার মনে হলো সে এখন খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। মাত্র তিনটি ছোটোখাটো অনুষ্ঠান বাকি রয়েছে, তারপর তাকে আর কেউ তার উদ্দেশ্য থেকে ফেরাতে পারবে না; যতো চেষ্টাই করা হোক না কেন।

মাল ওঠানো শুরু হলো সকাল সাতটায়। সূর্যটা ইতিমধ্যেই উদয় হয়েছে। মালগুলো তোলার সময় কাস্টমসের একজন অস্ত্রধারী রাইফেল নিয়ে পাহরা দিলো। কোনো বাক্সই খুব বেশি বড় নয়। ভ্লামিঙ্ক এবং সিপ্রিয়ানি খুব সহজেই সেগুলো জাহাজে ওঠাতে পারলো। সকাল ন'টার মধ্যে সব মাল ওঠানো শেষ হলে হ্যাচটা বন্ধ ক'রে ফেলা হলো।

ওয়ান্ডেনবার্গ ইঞ্জিন চালু করার নির্দেশ দিলে ইঞ্জিনটা চালু করা হলো। শ্যানন ইঞ্জিন রুমে লুকিয়ে রইলো। কেউ তাকে খোঁজ করতে এলো না সেখানে।

তসকান বন্দর থেকে রওনা দিতেই শ্যানন বেকারের পাওনা বাকি ৩৬০০ ডলার এবং জিলজ্যাকের বাকি ৫০০ ডলার দিয়ে দিলো। তারা দু'জনেই জানলো না জাহাজটা বন্দর ছাড়তেই সে ভ্লামিঙ্ককে দিয়ে দৈবচয়ন ভিত্তিতে পাঁচটি বাক্স খুলে পরীক্ষা ক'রে দেখেছে সেগুলোর ভেতরে নির্দিষ্ট অস্ত্রগুলো আছে নাকি আজেবাজে জিনিস দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। ভ্লামিঙ্ক সব পরীক্ষা করে তার উপরের ডেকে থাকা

BanglaBook.org

সেমলারকে ইশারা করে জানিয়ে দিলে সেমলার তার নাক সিঁটকালো। এটা ছিলো শ্যাননকে দেয়া একটা সিগনাল। সব ঠিক আছে। অস্ত্র ব্যবসায় এরকম প্রতারণা প্রায়ই হয়ে থাকে।

বেকার নিজের টাকা পেয়ে সেখনা থেকে জিলজ্যাককে ৫০০ ডলার দিয়ে দিলো এমনভাবে যেনো টাকাটা সে নিজের অংশ থেকে দিচ্ছে। এরপর এলান বেকার আর তার বৃটিশ 'সহকারী' নীরবে শহর ছেড়ে চলে গেলো।

ক্যু ঘটানোর জন্যে স্যার জেমসের দেয়া শ্যাননের একশো দিনের ক্যালেন্ডারে আজ হলো সাতষট্টিতম দিন।

তসকান বন্দর ছাড়তেই ক্যাপ্টেন ওয়ান্ডেনবার্গ এক এক ক'রে তার জাহাজের ক্রুদেরকে ডেকে নিয়ে নিজের ক্যাবিনে জড়ো করলো একটি গোপন সাক্ষাৎকারের জন্যে। যদিও তাদের কেউই এটা জানে না, তারা যদি *তসকান*-এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে জাহাজে একটা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হোতো।

ওয়ান্ডেনবার্গ তাকে দেয়া শ্যাননের আড়াই হাজার পাউন্ড থেকে এক হাজার পাউন্ড তিন জন ক্রুর মধ্যে বিতরণ ক'রে দিলো। যুগোশ্লাভ ইঞ্জিনিয়ার বেশ খুশি মনে ২৫০ পাউন্ড পকেটে ভরে ইঞ্জিন রুমে চলে গেলো। বাকিরাও টাকা পেয়ে ঝুঁকির কথা ভুলে গেলো কিছুক্ষণের জন্যে।

এটার পর বাক্সগুলো খুলে ফেলা হলো। ভেতরের সব মাল বের ক'রে পলিথিনে মুড়িয়ে জাহাজের পাটাতনে লুকিয়ে রাখা হলো।

অবশেষে সেমলার ওয়ান্ডেরবার্গকে বললো সে যেনো ক্যাস্ট্রোল ওয়েলের ড্রামগুলো জাহাজের পাটাতনে যাবার যে দরজাটা আছে সেটার সামনে এনে রাখে। কিন্তু এরকমটি কেন করা হবে সেটা যখন ওয়ান্ডেনবার্গ জানতে পারলো সে ভীষণ ক্ষেপে গেলো।

সেমলার তাকে শান্ত করলো। তাকে নিয়ে বসলো বিয়ার খেতে। *তসকান* তখন আইয়োনিয়ান সাগরের অভিমুখে ছুটে চলেছে। সব কথা শুনে ওয়ান্ডেনবার্গ উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো।

"সেমিজার," সে বললো। "শালার সেমিজার। *মেনসুজ্*, অনেক দিন পর এটার আওয়াজ তারা শুনতে পাবে।"

"আসলেই তারা আবার এটার আওয়াজ শুনতে পাবে," সেমলার বললো। ওয়ান্ডেনবার্গকে খুবই উদগ্রীব দেখালো।

"বুঝলে," অবশেষে সে বললো। "আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের সাথে যাই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

শ্যানন যখন এসে পৌঁছালো, সাইমন এনডিন তখন লন্ডন থেকে বয়ে আনা *দি টাইমস্* পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ ডুবিয়ে বসেছিলো চুপচাপ। যেনো ওর সারা মন ওই পাতাটার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। ভোরে রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকেই পত্রিকাটা সংগ্রহ করেছিলো সাইমন এনডিন। হোটেল এক্সিলসিওর'র ছিমছাম সাজানো-গোছানো লাউঞ্জটা একেবারেই ফাঁকা। যারা এখানে বসে কফি খায় তাদের বেশির ভাগই এখন রোমের ট্রাফিক জ্যাম উপভোগ করছে এবং হৈহট্টগোলের মধ্যে একে অন্যের সাথে কথা বলছে।

শ্যান এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে একটিমাত্র কারণেই, আর সেটা হলো একান থেকে ডুব্রভনিক-এ খুব সহজেই যাওয়া যায়। এই প্রথম সে রোমে এসেছে। গাইড বইয়ে রোম সম্পর্কে যে উচ্ছ্বাস আর বড়বড় কথা পড়েছে তার কোনো কিছুই সে খুঁজে পেলো না। সবচাইতে খারাপ লাগলো ময়লা আবর্জনার স্তুপ দেখে। প্রতিটি গলিই নোংরা।

সে লন্ডন থেকে আগত লোকটির পাশের সিটে ব'সে পড়লো। বাইরের তীব্র গরমে দীর্ঘক্ষণ ট্যাক্সিতে বসে ছিলো। এখন এ.সি'র ঠাণ্ডা বাতাসে তার বেশ আরাম লাগলো। এনডিন তার দিকে চোখ তুলে তাকালো।

"অনেকদিন আপনার কোনো খবর নেই," শীতল কণ্ঠে বললো সাইমন এনডিন। "আমার সহকর্মীরা সম্প্রতি ভাবতে শুরু করেছিলো, আপনি হয়তো পালিয়ে গেছেন। আপনার এরকম করাটা ঠিক হয় নি।"

"বলার মতো কিছু না থাকলে যোগাযোগ করেই বা কি লাভ? তাছাড়া জাহাজ তো আর পানির ওপর দিয়ে উঠে যেতে পারে না। তুলোঁন থেকে এতোগুলো বন্দর হয়ে যুগোশ্লাভিয়ার পৌঁছানোও যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তার ওপর আমাব হাতে পাঠাবার মতো রিপোর্টও তেমন কিছু ছিলো না," শ্যানন বললো। "ভালো কথা, চার্টগুলো কি নিয়ে এসেছেন?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই।"

সাইমন এনডিন চোখ তুলে চেয়ারের পাশে রাখা তার ব্রিফকেসটার দিকে ইঙ্গিত করলো।

হামবুর্গ থেকে শ্যাননের চিঠি পেয়ে সে লন্ডনের লিডেনহলের বেশ কয়েকটি মেরিটাইম চার্ট কোম্পানিতে খোঁজ করেছে। অনেক দিন ঘুরে অবশেষে সমগ্র আফ্রিকান উপকূল, কাসাব্লাঙ্কা থেকে কেপ টাউন,-এর চার্ট যোগাড় করেছে।

"কিন্তু একসঙ্গে এতোগুলো চার্টেরই বা আপনার কি প্রয়োজন? এগুলো সংগ্রহ করতে আমাকে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।"

মুচকি হাসলো শ্যানন। "শুধুমাত্র নিরাপত্তার খাতিরেই এতোগুলো সামুদ্রিক মানচিত্র আমাদের সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। একটা মাত্র চার্ট সঙ্গে রাখলে অন্যের পক্ষে আমাদের গন্তব্য স্থলের হদিস পাওয়া সহজ হয়ে দাঁড়াবে।"

সাইমনের ওপর আরও একটা দায়িত্ব দেওয়া ছিলো, জাঙ্গালো থেকে শ্যানন যে সব ছবি তুলে এনেছে তার স্লাইড তৈরি করা। লন্ডন থেকেই একটা স্লাইড-প্রোজেক্টোর কিনে শ্যানন ইতিপূর্বে *তসকানা*র সঙ্গে পাঠিয়েছিলো।

সাম্প্রতিককালের সমস্ত ঘটনাও শ্যানন সংক্ষেপে খুলে বললো সাইমন এনডিনকে। সাইমন এনডিন কোনো মন্তব্য না ক'রে শুধু শুনে গেলো চুপচাপ। মাঝে মাঝে নিজের পকেট ডায়রিতে নোট করে নিলো দু'চার লাইন। পরে সে প্রসঙ্গে স্যার জেমস্‌কে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। তার রিপোর্টে যাতে কোনো ভুল না থাকে সেইজন্যেই এই সতর্কতা।

"*তসকানা* এখন কোথায়?" অবশেষে পকেট ডায়রি বন্ধ ক'রে সাইমন এনডিন প্রশ্ন করলো।

"ইতিমধ্যে ভ্যালেন্সিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কথা," শ্যানন জবাব দিলো। নিজের আগামী তিনদিনের কর্মসূচীও বিশদভাবে জানিয়ে রাখলো সাইমন এনডিনকে। তবে তার দলেই একজন যে এই মুহূর্তে আফ্রিকায় পৌঁছে গেছে, সে সম্পর্কে কোনো কিছু বললো না।

"আর একটা বিষয়ে আমার কিছু জানার দরকার," সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সাইমনের দিকে ফিরে তাকালো শ্যানন, "আক্রমণের পরবর্তী পরিস্থিতি কি হবে? ভোরের দিকে কি হবে? নতুন কোনো সরকার দায়িত্বভার হাতে তুলে না নিলে আমরা তো আর বেশিক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে পারবো না। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে খবরটাও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে চারদিকে। তার আগে সরকারী রেডিওর মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রপতির নামটা জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে।"

BanglaBook.org

"আমরাও এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি," সাইমনের মুখে এধরণের প্রশান্তির হাসি দেখা গেলো। "সত্যি বলতে কি, এই নতুন সরকারের পত্তনই এতো বড় বিরাট কর্মযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য।"

সঙ্গের ব্রিফকেস খুলে টাইপ করা তিনটি ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের ক'রে শ্যাননের দিকে এগিয়ে দিলো সাইমন এনডিন।

"এই নির্দেশগুলো শুধু আপনার জন্যে। প্রাসাদের দখল নেবার পর সমগ্র আর্মি এবং রক্ষী দলটিকে ধ্বংস ক'রে ফেলা হবে অথবা দলছুট করে দিতে হবে। আপনার কাজ কি হবে, এতে শুধু সেই কথা-ই বলা আছে। নির্দেশগুলো ভালোভাবে মুখস্থ ক'রে নিয়ে আজই, এই রোমে পাতা তিনটি পুড়িয়ে ফেলবেন।"

প্রথম পাতাটার ওপর শ্যানন একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো, তবে তার পক্ষে অবাক হবার মতো বিশেষ কোনো কারণ ঘটলো না। নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে এরা যে কর্নেল ববিকেই নির্বাচিত করবে, সেটাও আগে থেকে আঁচ ক'রে নিয়েছিলো সে। যদিও কাগজে কর্নেল ববির কোনো উল্লেখ ছিলো না, তাকে সব সময়দা 'মিঃ এক্স' বলেই বির্দেশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যেও কোথাও কোনো নতুনত্বের ছাপ নেই, সবটাই সহজ সাদামাটা প্রচলিত পদ্ধতি।

শ্যানন এবার কাগজ থেকে চোখ তুলে এনডিনের দিকে তাকালো।

"আপনি তখন কোথায় থাকবেন?"

"আপনাদের থেকে শ'খানেক মাইল উত্তরে," এনডিন বললো।

জায়গাটা যে জাঙ্গারোর পাশের রাজ্যের রাজধানী, সে সম্পর্কেও শ্যাননের কোনো সন্দেহ রইলো না। কারণ ওই উত্তর দিক থেকেই জাঙ্গারো'তে প্রবেশের সহজ একটা রাস্তা আছে, উপকূল ধরে সেটা সরাসরি ক্ল্যারেন্সের এসে পৌঁছেছে।

"আপনি কি নিশ্চিত, আমার মেসেজটি পাবেন?" সে জানতে চাইলো।

"আমার সঙ্গে একটি বহনযোগ্য রেড্রি সেটা থাকবে। খুবই ভালো রেঞ্জের। ব্রউন কোম্পানির। তারাই এসব জিনিস ভালো বানায়। জাহাজের রেডিও থেকে পাঠানো মেসেজ খুব সহজেই আমি রিসিভ করতে পারবো।"

শ্যানন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার পড়তে শুরু করলো। পড়া শেষ করে সে কাগজটা টেবিলে রেখে দিলো।

"দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে," সে বললো। "কিন্তু আরেকটা ব্যাপারে পরিস্কার করা দরকার। কোনো কারণে যদি আমার পাঠানো মেসেজ আপনি ঠিক মতো শুনতে না পান তবে কিন্তু সেটার জন্যে আমি দায়ি হবো না। আমার মেসেজ শোনাটা আপনার উপর নির্ভর করবে।"

BanglaBook.org

"এটা ব্রডকাস্ট করা আপনার উপর নির্ভর করবে," এনডিন বললো। "আমি এর আগেও এরকম সমস্যায় পড়েছি। মনে রাখবেন, যদি আপনার মেসেজ ঠিক মতো ব্রডকাস্ট না হয় তো ত্রিশ মিনিট ধরে রিপিট ক'রে যাবেন। আমি অবশ্যই তখন শুনতে পাবো।"

"ঠিক আছে," শ্যানন বললো। "আরেকটি ব্যাপার। ক্লারেন্সের ওই ঘটনার বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে জাঙ্গারোর সীমান্তরক্ষীদের জানতে দেওয়া উচিত হবে না। তার ফলে কিম্বার সেনাবাহিনীই তখনও পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবে। এদের অতিক্রম করেই ক্ল্যারেন্সে পৌঁছাতে হবে আপনাকে। ক্ল্যারেন্সের কাছাকাছি আরও দু'চারজন বিন্দুসেনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। তাই বলছি, পথে যদি কোনো বিপদ ঘটে, যদি আপনি ঠিক সময়মতো পৌঁছতে না পারেন?"

"আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না," সাইমনের কণ্ঠে সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সুর। "ভেতরেও আমাদের সাহায্য করবার জন্যে লোক থাকবে।"

শ্যানন কোডটা আর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিটা মুখস্ত করে কাগজটা পুড়িয়ে ফেললো।

শ্যানন আর কিছু জানতে চাইলো না। ঘণ্টাখানেক বাদে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যার যার পথ ধরলো। বলার মতো আর কিছু ছিলো না।

মাদ্রিদে, পাঁচতলায় নিজের অফিসে ব'সে কর্নেল অ্যান্টনিও সালাজার সামনের টেবিলের ওপর খোলা ফাইলটার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনিই স্পেনের সামরিক অস্ত্র রপ্তানি বিভাগের প্রধান অধিকর্তা। ভদ্রলোকের মাথার চুল ধূসর বর্ণের। চেহারাটাও রীতিমতো দশাসই। মানুষ হিসেবেও খুবই সাদাসিধা। এবং নিজের দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য স্থির ও অবিচল। কোনো প্রলোভনেই তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে এক চুল বিচ্যুত হতে রাজি নন।

কর্নেল সালাজারের বয়স এখন আটান্ন, অবসর গ্রহণের মাত্র দু'বছর আর বাকি। দীর্ঘদিন ধরেই এই পদে নিযুক্ত থাকার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতাও খুবই গভীর এবং ব্যাপক, সেই সঙ্গে অনুভূতিটাও তীক্ষ্ণ আর সজাগ হয়ে উঠেছে। স্পেনের বহু বছর আগে রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রায় মরতে বসেছিলেন।

সার্জেন্ট সালাজার একজন ভালো সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁকে যে অর্ডারই দেয়া হোতো তিনি সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতেন। ঈশ্বর, ভার্জিন মেরি, স্পেন আর ফ্রাঙ্কোদের ওপর তাঁর রয়েছে অগাধ বিশ্বাস।

BanglaBook.org

গত চার সপ্তাহ যাবৎ এই ফাইলটা তার টেবিলে এসে পড়ে আছে। ফাইলের প্রতিটি কাগজপত্রই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিস থেকেও এই সামান্য পরিমাণ অস্ত্রসম্ভার রপ্তানির ব্যাপারে কোনো আপত্তি জানানো হয় নি। আর অর্থমন্ত্রীর অফিস থেকেও এই রপ্তানির ছাড়পত্র পাওয়া গেছে, শুধু তাদের বক্তব্য দামটা যেনো ডলারে পরিশোধ করা হয়। এতো সব বৈধ কাগজপত্র হাতে পাওয়া সত্ত্বেও কর্নেল সালাজার মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিলো, কোথায় যেনো বড় ধরনের একটা ফাঁক রয়ে গেছে। অথচ সে ব্যাপারে তাঁর কিছু করণীয় নেই। তিনি একেবারে নিরুপায়।

ফাইলের প্রথম কাগজটা একটা আবেদনপত্র। দরখাস্তে কয়েক বাক্স মাল মাদ্রিদ থেকে ভ্যালেন্সিয়ায় প্রেরণের জন্যে আবেদন জানানো হয়েছে। সেখান থেকে বাক্সগুলো এম. ভি *তসকানা* নামে এক জাহাজে তোলা হবে। দরখাস্তের সঙ্গে আইনানুগ এক্সপোর্ট লাইসেন্সও দাখিল করা হয়েছে। কিছুদিন আগে তিনিই এই রপ্তানির ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন। ছাড়পত্রে তাঁরই নিজের হাতের দস্তখত রয়েছে।

"কিন্তু এখন স্থান পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠছে কেন?" বিরস মুখে তিনি অপেক্ষমান সরকারি কর্মচারীটির দিকে ফিরে তাকালেন।

"তার কারণ, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে ভ্যালেন্সিয়ায় কোনো বার্থ পাওয়া যাবে না। সবটাই আগে থেকে রিজার্ভ রাখা আছে।"

"আচ্ছা," অপ্রসন্ন কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন কর্নেল। ব্যাখ্যাটা অযৌক্তিক নয়। বছরের এই সময় বরাবরই ভ্যালেন্সিয়ায় ভিড় থাকে। তা সত্ত্বেও এই স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটা তিনিই মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না। এমন কি এই অর্ডারটাও তিনি প্রথম থেকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। অর্ডারের মোট পরিমাণ যদিও খুবই সামান্য, সাধারণ কোনো রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর এক ঘণ্টার টার্গেট প্র্যাকটিসের প্রয়োজনেও পরিমাণটা কোনোমতে পর্যাপ্ত নয়। তিনি শ্লিঙ্কারকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই লোকটাকে তিনি ভালোমতোই চেনেন। তাঁর মন্ত্রণালয়ের ফাঁক ফোকর গলে এই লোকটি বিরাট একটি অস্ত্রের চালান, যার মধ্যে ১০০০০ হাজার আর্টিলারি সেলও ছিলো, সিরিয়াতে পাচার ক'রে দিয়েছিলো।

পুরো ফাইলটা আগাগোড়া তিনি আবার উল্টেপাল্টে দেখলেন। দূরে গির্জার ঘড়িতে বেলা একটার ঘণ্টা পড়লো। অর্থাৎ এখন লাঞ্চটাইম। কাগজপত্রের মধ্যে কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ছাড়পত্র পাবার পর তবেই

BanglaBook.org

ফাইলটা এখন তাঁর টেবিলে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে সামান্য কোনো গরমিলও যদি তাঁর নজরে পড়তো তাহলেও না হয় একটা কথা ছিলো। এখানে সবকিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অবশেষে বাধ্য হয়েই প্রয়োজনীয় আদেশপত্রে সই দিলেন তিনি। তারপরই ফাইলটা সরকারী কর্মচারীটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

"ঠিক আছে, ভ্যালেন্সিয়ার পরিবর্তে ক্যাস্টেলন থেকেই মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হবে।"

*

"বিশ তারিখের মধ্যে মাল তুলতে হলে আপনাকে ক্যাস্টেলন থেকেই ডেলিভারি নিতে হবে, মিঃ ব্রাউন। আগামী দু'সপ্তাহের আগে ভ্যালেন্সিয়ায় কোনো বার্থ খালি নেই," দুই রাত পরে জোহান শ্লিঙ্কার কথাটা বললো ক্যাট শ্যাননকে।

মিন্দানাও হোটেলে শিলিঙ্কারের রুমে বসেই কথা হচ্ছিলো দু'জনের।

"ক্যাস্টেলন কোথায়?" শ্যানন জানতে চাইলো।

"ভ্যালেন্সিয়া থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। বন্দরটা আয়তনে খুবই ছোটো। ভিড়ও খুব কম হয়। তার ফলে মাল তোলার ব্যাপারে কোনোরকম অসুবিধা দেখা দেয় না। ভ্যালেন্সিয়ার এজেন্টকেও এই স্থান পরিবর্তনের খবরটা ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেরা ক্যাস্টেলনে উপস্থিত থেকে সবকিছু তদারকি করবে।"

"নতুন নাবিক নিয়োগের ব্যাপারে কি করলেন?"

"আমি স্থানীয় এজেন্টকে খবর পাঠিয়েছি, *তসকানা*'র নাবিক বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে ব্রিন্দিস থেকে বাড়ি ফিরে যায়। এখান থেকে সে-ই আবার পুরনো ডিউটিতে যোগ দেবে। তার নাম কিথ ব্রাউন। এদিকে আপনার কাগজপত্র সব রেডি আছে তো?"

"হ্যা," শ্যানন ঘাড় দোলালো। "পাসপোর্ট, মার্চেন্ট সিম্যান কার্ড ইত্যাদি দরকারী নথিপত্র সবই আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

"তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আগামীকাল ভোরে ক্যাস্টেলনের শুল্ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সেনর মসকারার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁকে আমি সব কিছু বলে রেখেছি। তিনিই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

শ্যানন অসহায়ভাবে ম্লান হাসলো। এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর অন্য উপায় নেই। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, মাঝপথে কোথাও যেনো কোনো গণ্ডগোল না বাধে।

BanglaBook.org

বিকেলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক হায়ার-কার এজেন্সির অফিসে গিয়ে শক্তিশালী একটা মার্সিডিজ ভাড়া করলো শ্যানন। রাত সাড়ে দশটার দিকে আবার শ্লিঙ্কারের হোটেলেই ফিরে এলো সে। তার জন্যেই নিজের ঘরে একা ব'সে অপেক্ষা করছিলো শ্লিঙ্কার। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সরকারি দপ্তর থেকে কোনো খবর এসে পৌছায় নি। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে আর ভেতরে ভেতরে ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠলো শ্যানন, কিন্তু ফোনটা আগের মতোই নীরব, প্রাণহীন।

শেষ মুহূর্তে কোথাও কোনো সমস্যা হলো না তো। অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শ্লিঙ্কারের দিকে ফিরে তাকালো শ্যানন। ক্ষোভে হতাশায় নিজের মাথার চুলগুলোও তার এখন দু'হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। অথচ বদমাশ জার্মানটা একনাগাড়ে হুইস্কি গিলে চলেছে সোফায় হেলান দিয়ে। তার যেনো আর কোনো দিকে খেয়াল নেই।

মানসিক উত্তেজনার কারণে শ্যানন শ্লিঙ্কারের অবস্থাটা ঠিকমতো অনুভাব করতে পারে নি। কারণ শ্লিঙ্কারও তখন মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে। কেন যে এই অর্ডারটা হাতে নিয়েছিলো সে, সেকথা ভেবে এখন নিজেই নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে। এমনকি ঈশ্বরের কৃপায় এই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে এবারের মতো যদি উদ্ধার পায়, তাহলে ভবিষ্যতে আর কোনো দিন এমন বিপদে পা বাড়াবে না, সে বিষয়েও প্রতিজ্ঞা করে ফেললো মনে মনে। যদিও সে বেশ ভালো করেই জানে এ প্রতিজ্ঞার কোনো মূল্য নেই। টাকার গন্ধ পেলেই ভেতরের লোভটা আবার দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে। সে আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, হাজার বিপদের সম্ভাবনাও তাকে নিরুসাহ্ করতে পারবে না।

অবশেষে প্রত্যাশিত ফোনটা এলো রাত সাড়ে বারোটার দিকে। খবর পাওয়া গেলো, সরকারি ব্যবস্থাপনায় *তসকানা*'র মাল ক্যাস্টেলনের পথে রওনা হয়ে গেছে।

শ্যানন আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। ভাড়া করা মার্সিডিজটা নিয়ে ঝড়ের বেগে ক্যাস্টেলনের পথে ছুটে চললো সে। শহরের সীমানা পেরিয়ে যাবার পরই রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। মাঝখানে নগর বা জনপদ বলতে আর কিছু নেই। বেশ কিছুটা পথ অগ্রসর হবার পর পথের মধ্যে দুটো সরকারী কনভয়ের হেডলাইটের তীব্র আলো এসে তার চোখে লাগলো। তাদের অতিক্রম করেই এগিয়ে গেলো তার মার্সিডিজটা। যখন ক্যাস্টেলনে এসে পৌছালো, তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে।

আরও প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট পরে সরকারী কনভয় দুটোর দেখা পাওয়া গেলো। ইতিমধ্যেই কাস্টম-অফিসের সেনর মসকারার সঙ্গে দেখা ক'রে কিথ

BanglaBook.org

ব্রাউনের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেছিলো সে। যাবতীয় প্রমাণপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবার পরই তিনি পুরনো ডিউটিতে যোগ দেবার অনুমতি দিলেন ব্রাউনকে। *তসকানা* যে ভোরের আগেই বন্দরে এসে ভিড়েছে, সে বিষয়েও নিজের চোখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিয়েছিলো আগে থেকে। এক ঘণ্টা পরে সে *তসকানা*'তে গিয়ে উঠলো।

তসকানা'র মধ্যে অনুসন্ধান শুরু হলো বেলা ন'টায়। এ সম্পর্কে আগে কোনো আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমোদিত মালের তালিকা চেয়ে নিয়ে প্রতিটি দ্রব্য মিলিয়ে দেখলেন কাস্টম অফিসার। কোথাও কোনো গরমিল খুঁজে পাওয়া গেলো না। জাহাজের আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখা হলো তন্ন তন্ন ক'রে, তবে নিচের গুদামের পাটাতন তুলে কেউ উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলেন না।

জাহাজে বেআইনী মালপত্র কিছু খুঁজে পাওয়া না গেলেও নাবিকদের সংখ্যাধিক্য তদন্তকারী অফিসারকে কিছুটা কৌতুহলী ক'রে তুললো। এ ধরনের একটা জাহাজে সাতজন নাবিকের কি প্রয়োজন, সে বিষয়ে তিনি প্রশ্নও করলেন ক্যাপ্টেনকে। ওয়াল্ডেনবার্গ জানালো, দুপ্রি আর ভ্লামিঙ্ক *তসকানা*'র মালিক গোষ্ঠীর লোক। ব্রিন্দিস থেকে সময়মতো ওরা ওদের জাহাজ ধরতে পারে নি, সেইজন্যে দিন-দুয়েক অপেক্ষা ক'রে দু'জনে এই *তসকানায়* এসে উঠেছে। এই জাহাজেই ওরা আপাতত সিরিয়া পর্যন্ত পাড়ি দেবে।

আরও কিছুক্ষণ নানা ধরনের প্রশ্নের পর তদন্তকারী অফিসার বিদায় নিলেন সদল বলে। যদিও তাঁকে দেখে খুব প্রসন্ন ব'লে মনে হলো না। তার আধঘণ্টা বাদে মাল উঠতে শুরু করলো জাহাজে। বেলা সাড়ে বারোটায় ক্যাস্টেলনের উপকূল ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো *তসকানা*। ক্যাপ্টেন ওয়াল্ডেনবার্গ তার পেছনে এসে দাড়াঁলো।

"এটাই কি শেষ স্টপ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"যেখানে আমরা হ্যাচটা খুলবো সেটাই হলো শেষ স্টপ," শ্যানন বললো। "আফ্রিকার উপকূল থেকে আমাদেরকে কিছু লোক তুলতে হবে। লোকগুলো লাঞ্চের মধ্যে এসে পড়বে। ডেক কার্গোর নেটিভ শ্রমিক ব'লা চলে, এর কমটিই তাদেরকে পরিচয় ক'রে দেয়া হবে।"

"কিন্তু আমার কাছে তো কেবল জিব্রাল্টার পর্যন্ত ম্যাপ রয়েছে," ওয়াল্ডেনবার্গ আপত্তি জানিয়ে বললো।

শ্যানন তার পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করলো। এই জিনিসটা এনডিন তাকে রোমে থাকার সময় দিয়েছিলো।

BanglaBook.org

"এটা রাখুন," ম্যাপটা ক্যাপ্টেনকে দিয়ে সে বললো। "এটা দিয়ে ফ্রি টাউন এবং সিয়েরা লিওন পর্যন্ত যেতে পারবেন। সেখানেই আমরা আমাদের লোকগুলো তুলবো। দয়া করে আমাকে জুলাইর দুই তারিখে নোঙর করার সময় দিন। ঐ দিনই আমাদের দেখা হবার কথা।"

ক্যাপ্টেন নিজের ঘরে ফিরে গেলো। সময় মতো জাহাজটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে তাকে এখন গতি আর পথ হিসেব ক'রে চলতে হবে। শ্যানন রেলিংয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকলো। সমুদ্রে গাঙ চিল সশব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে, সিপ্রিয়ানি নিজের লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। চারিদিকে সমুদ্রের গর্জন।

কেউ যদি ভালো ক'রে শুনতো তবে সেইসব আওয়াজের মধ্যে শুনতে পেতো একজন মানুষ 'স্পেনিশ হার্লেম'-এর সুরটি শিষ বাজাচ্ছে।

বহু দূরে, দক্ষিণ দিকে আরেকটি জাহাজ আর্চঅ্যাঞ্জেল হার্বার থেকে রওনা দিলো। *কোমারভ* নামের এই জাহাজটি মাত্র দশ বছরের পুরনো এবং ৫০০০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

জাহাজের ভেতরটা খুবই উষ্ণ আর আরামদায়ক। ক্যাপ্টেন এবং পাইলট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সামনের সমুদ্র দেখছে। তাদের দু'জনের হাতেই গরম কফি। জাহাজের মাস্তুলের দিকে দু'জন লোক রেলিংয়ের দিকে ঝুঁকে আছে। তাদের একজন ডক্টর আইভানভ। আর তার পাশের অল্প বয়সী ছেলেটা এই প্রথম সমুদ্র ভ্রমনে বের হয়েছে ব'লে উচ্ছ্বাসটা ধরে রাখতে পারছে না।

"কমরেড ড্কটর," সে বলো।

"বন্ধু আমার," তিনি বললেন। "আমার মনে হয় এখন তুমি আমাকে মিখাইল মিখাইলোভিচ নামেই ডাকতে পারো।"

"কিন্তু ইনস্টিটিউটে ..."

"আমরা এখন আর ইনস্টিটিউটে নেই। আমরা এখন একটা জাহাজে আছি। আর মনে রোখো, সামনের কয়েকটা মাসে আমাদেরকে এই জাহাজে অথবা জঙ্গলে একসঙ্গেই থাকতে হবে।"

"বুঝেছি," ছেলেটা বললো। "আপনি কি এর আগে কখনও জাঙ্গারোতে গিয়েছেন?"

"না," তিনি বললেন।

"কিন্তু আফ্রিকাতে তো গেছেন," ছেলেটা পাল্টা বললো।

BanglaBook.org

"ঘানায়, হ্যা।"

"সেটা কি রকম?"

"একেবারে ঘন জঙ্গল আর জলাশয়ে পূর্ণ একটি জায়গা। মশা-মাছি, সাপ আর এমন সব লোক থাকে সেখানে যারা তোমার কোনো কথাই বোঝে না।"

"কিন্তু তারা তো ইংরেজি বোঝে," সহকর্মী ছেলেটা বললো। "আর আমরা দু'জনেই ইংরেজি ভাষাটা জানি।"

"জাঙ্গারোর লোকজন বোঝে না।"

"ওহ্।" এই তরুণ টেকনিশিয়ান ছেলেটা জাঙ্গারো সম্পর্কে প্রচর পড়েছে কিন্তু তারপরেও সেগুলো যথেষ্ট নয়। ইনস্টিটিউটের বিশাল লাইব্রেরির এনসাইক্লোপিডিয়াই তার একমাত্র সূত্র ছিলো।

"ক্যাপ্টেন আমাকে বলেছেন, যদি ভালো গতিতে চলা যায় তবে বাইশ দিনের মধ্যেই আমরা ক্ল্যারেন্সে পৌঁছে যাবো। ঐদিন তাদের স্বাধীনতা দিবসও বটে।"

"বটে," কথাটা বলেই আইভানভ চলে গেলেন।

লন্ডনে ওয়াল্টার হ্যারিসের নামে একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছালো *তসকানা* থেকে। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'আপনার ভাই এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যে পথে।' এর মর্মার্থ হলো, *তসকানা* নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী বিনা বাধায় নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। রোমের হোটেলে ব'সে এই ধরনের সাংকেতিক ভাষা সম্বন্ধে তারা আলোচনা ক'রে নিয়েছিলো নিজেদের মধ্যে।

এই টেলিগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই সেদিন বিকেলে দু'জনের একটা বৈঠক বসলো স্যার জেমসের চেম্বারে।

"ভালো।" সাইমন এনডিন যখন খবরটা জানালো তখন মিলিয়েনার স্যার জেমস্ খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন। যদিও তাঁর মুখ দেখে ভেতরের মনোভাব বুঝে ওঠা শক্ত। "লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে ওদের হাতে ক'দিন সময় অবশিষ্ট আছে?"

"এখনও বাইশ দিন, স্যার জেমস্," সাইমন এনডিন জবাব দিলো। "নির্ধারিত একশো দিনের আজ হচ্ছে আটাত্তরতম দিন। শ্যাননের নিজস্ব সময়সূচী অনুযায়ী আশি দিনের মাথায় তার ইউরোপের উপকূল ছেড়ে যাবার কথা। তার হিসেবমতো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরও ষোলো-সতেরো দিন সময় লাগবে। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে পথে হয়তো দু'দিন বেশি দেরি হতে পারে। তা সত্ত্বেও তার হাতে কয়েকদিন সময় থাকবে।"

BanglaBook.org

"আগে পৌঁছাতে পারলে সে কি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আঘাত হানবার চেষ্টা করবে?"

"না, স্যার, নির্ধারিত কর্মসূচীর কোনো হেরফের ঘটবে না। তেমন প্রয়োজন হলে সে বরং মাঝ সমুদ্রেই দু'একদিন কাটিয়ে দেবে। আমার সঙ্গে সেইরকমই কথা হয়েছে।"

স্যার জেমস্ আসন ছেড়ে উঠে চিরাচরিত অভ্যাসবশত ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

"তোমাকে আমি যে একটা বাড়ি ভাড়া নেবার কথা বলে দিয়েছিলাম, সে কথা কি মনে আছে?"

"হ্যা, মনে আছে। তার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।"

"তাহলে এখন আর তোমার লন্ডনে ব'সে থাকার কোনো যুক্তি নেই। যতো শীঘ্র সম্ভব কর্নেল ববির সঙ্গে দেখা করো। ওকেও তোমার সঙ্গে জাঙ্গারোর প্রতিবেশি এক দেশে গিয়ে থাকতে হবে। সে যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চায়, তবে আরও বেশি অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে যেভাবেই হোক তাকে রাজি করাবে। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। যে রাতে শ্যানন কিম্বার প্রাসাদ আক্রমণ করতে যাবে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা তুমি ববিকে আসল ব্যাপারটা ভেঙে বলবে। সেই সঙ্গে স্ফটিক পাহাড়ের খনিজস্বত্ত্ব সম্পর্কেও তাকে দিয়ে আমাদের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দলিলটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। এই ক'দিন ববিকে একদম ঘরের বাইরে বের হতে দেবে না, সারাক্ষণ নজরবন্দী ক'রে রাখবে, বুঝেছো?"

"হ্যা, স্যার।" সাইমন এনডিন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো।

"তোমার বডিগার্ডটা কি রকম? কাজেকর্মে ভালো তো?"

সাইমন এনডিন মৃদু হাসলো। "আমি খুব দেখেশুনেই ছোকরাটাকে বেছে নিয়েছি, স্যার। ওর মতো বেপরোয়া ছেলে খুব কমই দেখা যায়। সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ উপযুক্ত একজনকে পেয়েছি।"

স্যার জেমস্ আর কোনো মন্তব্য করলেন না। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচে চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাস দৃষ্টিতে। এই মুহূর্তে তাঁর মনে গহীনে কোন ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা বাইরে থেকে তাঁর মুখ দেখে একটুও বোঝা গেলো না।

অনেক বছর আগে, স্পেনের এক সমুদ্র অভিযাত্রিক সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে তাকিয়ে একটি পাহাড় দেখেছিলো। সেই পাহাড়টার পেছনে সূর্য থাকার কারণে তার কাছে এটাকে অনেকটা সিংহের মাথার আকৃতি ব'লে মনে হয়েছিলো। সেজন্যে সে ঐ জায়গাটাকে সিংহের পাহাড় ব'লে নামকরণ করেছিলো। সেই থেকে

BanglaBook.org

দেশটার নাম হয়ে গেলো সিয়েরা লিওন। পরে, আরেকজন লোক সেই একই পাহড়কে অন্য দিক থেকে, অন্যরকম আলোতে দেখে এর নাম দেয় মাউন্ট অরিওল। সেই নামটিও রয়ে গেছে। এর পরে সেই শহরটিকে এক শ্বেতাঙ্গ লোক নামকরণ করে ফ্রি টাউন হিসেবে। আজকের দিনেও এই নামটি টিকে আছে বহাল তবিয়তে। জুলাইর দ্বিতীয় দিনের দুপুর বেলা আর শ্যাননের ক্যালেন্ডারের আটাশি তম দিনে *তসকানা* সিয়েরা লিওনের ফ্রি টাউন থেকে তিন মাইল দূরে নোঙর করলো।

স্পেন থেকে যাত্রা করার সময় শ্যানন জোর দিয়ে বলেছিলো কার্গোটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। এটার ভেতরের মালপত্রগুলো কোনোভাবেই খোলা যাবে না। কারণ ফ্রি টাউনে ঘটনাক্রমে তল্লাশী হতে পারে। যদিও এটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। অস্ত্রের বাক্সগুলোতে সাদা রঙ করে এমন কিছু লেখা হয়েছে যাতে করে বন্দর কর্তৃপক্ষকে বোঝানো যাবে এসব হলো ক্যামেরুনের তেল খননের জন্যে আমদানী করা সামগ্রী।

পথে তারা একটা কাজই করেছে। চটের বস্তায় বাজুকা রকেটগুলো মুড়িয়ে ময়লা পরিস্কার করার জিনিসের সাথে তালা মেরে রেখে দিয়েছে।

ফ্রি টাউনে শ্যাননের জন্যে সদল বলে অপেক্ষা করছিলো ল্যাঙ্গারত্তি। ফ্রি টাউন পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে এমন একটা বন্দর যেখানে মজুর খুবই সহজলভ্য, তাদের পারিশ্রমিকের হারও খুব কম। তাই এখান থেকে অনেকেই জাহাজ বোঝাই ক'রে কুলিকামলা তুলে নিয়ে যায়। জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহের ব্যাপারেও এরা খুব অভিজ্ঞ। প্রয়োজনীয় কাজের শেষে এই বন্দরেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয় সবাইকে। প্রয়োজন মতো শ্রমিক সংগ্রহ ক'রে দেবার জন্যেও দালাল শ্রেণীর কিছু লোক বন্দরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে।

ছয় মাইল দূর থেকেই *তসকানার* আগমনবার্তা ফ্রি টাউনের বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসে বেতার মারফত পৌছে দেওয়া হলো। সেখান থেকে নির্দেশ এলো, উপসাগরে ঢোকার ঠিক মুখেই *তসকানা* যেনো নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে। যেহেতু এখান থেকে এটা কোনো মাল তুলবে না বা কোনো মাল খালাসও করবে না, শুধু কিছু শ্রমিক সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবে, তাই তার পক্ষে বন্দরের মধ্যে অযথা ভিড় বাড়াবারও কোনো দরকার নেই।

ল্যাঙ্গারত্তি *তসকানার* আগমনবার্তা ঠিকমতো জানতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে শ্যাননের মনে একটা আশঙ্কা ছিলো। এর ফলে সে যদি সময়মতো এসে পৌছাতে না পারে, তখন বাধ্য হয়েই একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে শ্যাননকে। তার জন্যে একটা উপযুক্ত অজুহাতও মাথা খাটিয়ে বের ক'রে রেখেছে সে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবে, *তসকানার* রেফ্রিজারেটর মেশিনটাতে খুবই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

BanglaBook.org

সেই কারণে আরেকটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওদের। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত না ক'রে তো আর সমুদ্র পাড়ি দেয়া যায় না।

শ্যাননের এই আশঙ্কা নিতান্তই অহেতুক। কর্সিকানের অভিজ্ঞ দৃষ্টি অনেক দূর থেকেই *তসকানা*কে চিনতে পেরেছিলো, এমন কি তখনও পর্যন্ত *তসকানা*র নোঙরও ফেলা হয়েনি। গত এক সপ্তাহ যাবৎ বন্দরের পাশেই ছোটো একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলো ল্যাঙ্গারত্তি। শ্যাননের নির্দেশমতো বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ করেছিলো ইতিমধ্যে। তাদের মধ্যে সবরকম কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে।

*তসকানা*র দর্শন পাবার পর ল্যাঙ্গারত্তি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। দলের লোকদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে ছুটে চললো।

বেলা দুটোর একটু পরে যন্ত্রচালিত একটা ছোটো ডিঙি নৌকা ধীরে ধীরে *তসকানা*র পাশে এসে ভিড়লো। প্রধান শুল্ক অফিসারের এক নম্বর সহকারী নিজেই সশরীরে সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো হবে। পোশাক-আশাক ফিটফাট। দু'চোখে একটা নির্বিকার নিরাসক্তির ভাব।

শ্যানন এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো ভদ্রলোককে। *তসকানা*র মালিক গোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি হিসেবেই পরিচয় দিলো নিজের। তারপর তাঁকে খাতির ক'রে ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে গেলো। তিন বোতল হুইস্কি এবং দুই কার্টুন সিগারেটও উপহার হিসেবে ধরিয়ে দেয়া হলো তাঁর হাতে। ভদ্রলোক এতোক্ষণ ভ্যাপসা গরমে ভেতরে ভেতরে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন, শীতাতপ কেবিনে ব'সে ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে আরামে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আধঘণ্টা বাদে উদাসীন দৃষ্টিতে *তসকানা*র অনুমোদিত মালের তালিকার দিকেও নিয়মমাফিক নজর বোলালেন একবার। দেখা গেলো, জাহাজটা ব্রিন্দিস বন্দর থেকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্যামেরুনের কাছে এক তেলের কোম্পানিতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। তার মধ্যে যুগোস্লাভিয়া বা স্পেনের কোনো উল্লেখ নেই। অন্যান্য মালপত্রের মধ্যেও আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেলো না। অবশেষে ঘণ্টাখানেক বাদে শ্যাননকে শুভেচ্ছা জানিয়ে *তসকানা* থেকে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। যাবার আগে শ্যাননের উপহারটাও সঙ্গে থাক বৃফকেসে ভরে নিতে ভুললেন না।

সন্ধ্যা ছ'টার পর সদলবলে ল্যাঙ্গারত্তি এসে পৌঁছলো। তাদের সঙ্গে মালপত্রও ছিলো বেশকিছু। প্রথমে মালপত্রগুলো ওদের রোয়িং বোট থেকে হাতে হাতে জাহাজের ডেকে ওপর তোলা হলো। পরে ল্যাঙ্গারত্তি ও তার সাতজন আফ্রিকান সঙ্গীও লাইন দিয়ে জাহাজে উঠে এলো। তাদের কেউই অবশ্য স্থানীয় লিওনিয়ান

BanglaBook.org

গোষ্ঠীর নয়, তবে তাতে কিছু যায় আসে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিকই এখানে কাজ খুঁজতে আসে।

এদেশে এমন ধরনের আচরণ যদিও খুবই অসমীচীন, তা সত্ত্বেও মার্ক, দুপ্রি এবং সেমলার তিনজনেই এগিয়ে এসে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানালো ল্যাঙ্গারত্তির আফ্রিকান সঙ্গীদের। কালো আফ্রিকানদের পুরু ঠোঁটের ফাঁকেও সাদা হাসির ঝিলিক দেখা গেলো। বহুদিন পর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারাও বেশ খুশি। শুধু ওয়ান্ডেনবার্গ আর তার সহকারীরাই দূরে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলো দৃশ্যটা।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর শ্যানন ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের পরিচয় করিয়ে দিলো। আফ্রিকানদের ছ'জন সুস্থ সবল যুবক, কারোর বয়সই ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। তাদের নাম যথাক্রমে জনি, প্যাট্রিক, জিঞ্জা, সানডে, বার্থোলো আর টিমোথি। পেশাদার সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারেও এদের প্রত্যেকের পূর্ব-অভিজ্ঞতা রয়েছে, আর সুদক্ষ ইউরোপিয়ান সেনাদের কাছ থেকে তারা সবাই হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তাছাড়া দলনেতার প্রতি তাদের আনুগত্য অপরিসীম। দলের সপ্তম ব্যক্তির বয়সটাই একটু বেশি। অন্যেরা তাঁকে 'ডাক্তার' বলেই সম্বোধন করছিলো। সেও তার নেতা এবং লোকজনের প্রতি বেশ অনুগত।

"আপনার দেশের অবস্থা এখন কেমন, ডাক্তার?" শ্যানন প্রশ্ন করলো তাকে।

বিষণ্ন চিত্তে ডাক্তার মাথা নাড়লো ডাক্তার ওকোয়ে। "ভালো নয়," সে বললো।

"আগামীকাল ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করবো," শ্যানন তাকে বললো। "কাল থেকেই সব প্রস্তুতি শুরু হবে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তৃতীয় পর্ব

বিগ কিলিং

অধ্যায় ২০

সমুদ্রযাত্রার অবশিষ্ট দিনগুলো নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে দিয়েই কেটে গেলো। একমাত্র ডাক্তার ওকোয়ে ছাড়া অন্যান্যদের নিয়ে কয়েকটা ছোটো ছোটো দল গড়ে তুললো শ্যানন। প্রত্যেক দলের ওপর এক একরকম কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

মার্ক আর সেমলার তেলের ব্যারেলের মধ্যে থেকে সেমিজারের প্যাকেটগুলো একে একে বাইরে বের ক'রে আনলো। বাকি তেলটা কয়েকটা বড় পাত্রে ঢেলে রাখা হলো ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যে। সেমিজারের ব্যবহার সম্পর্কে আফ্রিকানরা তেমন একটা ওয়াকিবহাল ছিলো না, তবে পদ্ধতিটা বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হলো না ওদের।

যুগোশ্লাভিয়ার তৈরি মর্টার ও রকেট ছোঁড়া কামান দুটোও মার্ক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। এই মডেলের ক্ষেপণাস্ত্র আগে কোনোদিন ব্যবহার করবার সুযোগ পায় নি সে। অবশ্য ব্যাপারটা যে মোটেই কঠিন কিছু নয়, বরং খুবই সহজ সেটাও তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। নিজের সুবিধার জন্যে প্যাট্রিক নামের ছেলেটিকেই সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলো মার্ক, এর আগেও তারা দু'জনে একসঙ্গে জোট বেঁধে যুদ্ধ করেছে। তাই একে অন্যের প্রয়োজনটা বুঝে নেয়া সহজ হবে। মার্কের এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ক্ষমতা। কারণ যাবতীয় সামরিক সরঞ্জাম নিজেদেরকেই বহন করতে হবে। বর্তমানের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির পক্ষে কতো ওজনের বোঝা বহন করা সম্ভব, সে সম্পর্কেও আগে থেকে নিশ্চিত হয়ে নেবার দরকার আছে।

গোছগাছ শেষ হবার পর, এবার শুরু হলো তাদের লক্ষ্যভেদের অনুশীলন। *তসকানার* রাডার যন্ত্রে যখন দেখা যেতো চারদিকে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো জাহাজের অস্তিত্ব নেই, তখনই তারা এই অনুশীলনের সুযোগ পেতো। এইভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই সেমিজার চালানোর ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠলো আফ্রিকানরা। তাদের আরেকটা বড় ত্রুটি ছিলো, ট্রিগার টানার মুহূর্তে চোখ

BanglaBook.org

বন্ধ ক'রে ফেলা। শ্যাননের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই বদভ্যাস থেকেও মুক্তি পেলো তারা। রাতের অনুশীলনটাই ছিলো সবচেয়ে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেও কিভাবে লক্ষ্য স্থির রেখে নিঃশব্দে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়েও বিশদভাবে ট্রেনিং দেওয়া হলো প্রত্যেককে। প্রত্যেকের কাছে একটা ক'রে কম্পাস ও রেডিও সেটও দিয়ে রেখেছিলো শ্যানন। কখন কিভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হবে, সেকথাও ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলা হলো তাদের।

সপ্তাহ্ দুয়েক অনুশীলনের পর একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্যানন দলের সবাইকে নিজের কেবিনে ডেকে পাঠালো। ওয়াল্ডেনবার্গকেও খবর দেওয়া হলো সেই সঙ্গে।

"এবার তোমাদের কাছে আমার মূল পরিকল্পনাটা খুলে বলা দরকার," সবাই জড়ো হবার পর শ্যানন বলতে শুরু করলো। "এর জন্যে কমপক্ষে ঘণ্টা তিন-চার সময় দিতে হবে।"

জাঙ্গারোয় গিয়ে যে সমস্ত ছবি শ্যানন তার ক্যামেরায় তুলে এনেছিলো, প্রোজেক্টারের মাধ্যমে সেগুলোই বড় ক'রে ফুটিয়ে তোলা হলো সাদা পর্দার ওপর। তার সঙ্গে কয়েকটা ম্যাপ এবং হাতে-আঁকা নক্সাও ছিলো। তাদের মূল লক্ষ্যস্থল কোন্‌টা এবং কোন্ পথে কিভাবে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হবে সবটাই শ্যানন বুঝিয়ে বললো বিশদভাবে।

শ্যাননের দীর্ঘ বক্তৃতা যখন শেষ হলো, তখন সারা কেবিন জুড়ে নেমে এলো নিথর নিস্তব্ধতা। রুদ্ধশ্বাস একটি উত্তেজনাই যেনো বোবা ক'রে দিয়েছে সবাইকে।

অবশেষে প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে সর্বপ্রথম ওয়াল্ডেনবার্গের সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

"কিন্তু ওদের যে কোনো নৌবহর বা কামানবাহী রণতরী নেই, এটা কি শুধু আপনার মুখের কথা শুনেই আমাকে বিশ্বাস ক'রে নিতে হবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন?"

"এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত," শ্যাননের কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। "সব দিকে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে তবেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।"

আফ্রিকানদের মধ্যে কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। তারা শুধু নির্দ্বিধায় দলপতির নির্দেশ মেনে চলতেই অভ্যস্ত। অন্য কোনো চিন্তাভাবনাকে তারা তাদের মাথায় ঢোকাতে মোটেও রাজি নয়। ডাক্তার অকোয়ে অবশ্য তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে শ্যাননের পরামর্শ চাইলেন। তাঁকে সারাক্ষণ *তসকানা*তেই অপেক্ষা করবার নির্দেশ দেওয়া হলো। মার্ক, দুপ্‌রি, ল্যাঙ্গারত্তি ও সেমলারও দু'একটা জরুরি বিষয়ে আলোচনা ক'রে নিলো সেমলারের সঙ্গে। সেগুলো সবই তাদের নিজের নিজের বিশেষ ধরনের দায়িত্ব সম্পর্কিত।

BanglaBook.org

মিটিং শেষ হবার পর আফ্রিকানরা দল বেঁধে শোবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলো। অনতিবিলম্বে ঘুমিয়েও পড়লো সবাই। এতোখানি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যেও কিভাবে যে তারা বেঘোরে ঘুমাতে পারে সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার। শুধু পাঁচজন পেশাদার ইউরোপিয়ান যোদ্ধার চোখে ঘুমের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। বাকি রাতটা উন্মুক্ত ডেকের ওপর পাশাপাশি বসেই কাটিয়ে দিলো সবাই। নিজেদের মধ্যে মৃদুকণ্ঠে আলাপ-আলোচনাও শুরু করলো তারা। শ্যাননের ওপর প্রত্যেককেরই শ্রদ্ধা এবং আস্থা অপরিসীম। তার এই পরিকল্পনাও যে খুবই নিখুঁত এবং যথাযথ সে বিষয়েও প্রত্যেকেই একমত। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি সেখানে অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে, প্রাসাদ প্রতিরোধের ব্যবস্থায় যদি কোনো উন্নতি সাধন করা হয়, তাহলে ওরা যে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হযে যাবে, তাতে কোনো ভুল নেই। কারণ সংখ্যায় তারা নগণ্য, অত্যন্ত প্রকটভাবেই নগণ্য। তাই এই সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও কোনো গরমিলের অবকাশ থাকা সম্ভব নয়। হয় বিশ মিনিটের মধ্যে তাদের প্রাসাদ দখল করতে হবে, তাতে ব্যর্থ হলে যতো শীগগির সম্ভব স্পিডবোট নিয়ে ফিরে আসতে হবে *তসকানায়*। এর মধ্যে দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আহতদের সাহায্য করবার জন্যে যে সেখানে কাউকে পাওয়া যাবে না, সে কথাও সবার জানা আছে, তাই তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে এই অমোঘ সত্যটা সম্পূর্ণ উহ্য থেকে গেলো। যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে পড়ে, তাকে যদি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার কোনো উপায় না থাকে–তাহলে তার সঙ্গীরা তাদের এই ভাগ্যহত বন্ধুকে বন্ধুত্বের নির্দশন স্বরূপ একটি তপ্ত বুলেট উপহার দেবে। শত্রুর হাতে ধরা পড়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে এই মৃত্যু অনেক বেশি সম্মানজনক। সৈনিক জীবনে বহুবার তাদের এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এটাকে তারা অলিখিত চুক্তির একটা অঙ্গ ব'লেই মনে করে।

BanglaBook.org

সুনির্দিষ্ট একশো দিনের আর মাত্র একদিন বাকি। খুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো সবার। শ্যানন অবশ্য মাঝরাত থেকেই জেগে বসেছিলো। *তসকানার* রাডারে দূরের যে তটরেখা ঝাপসাভাবে ফুটে উঠেছিলো, তার দু'চোখের দৃষ্টি যেনো তার মধ্যেই স্থির হয়ে আঁটকে আছে।

"জাহাজটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যান যেখান থেকে টেলিস্কোপের সাহায্যে ক্ল্যারেন্সের দক্ষিণ উপকূলটা আমাদের পরিস্কার নজরে পড়ে। তারপর উপকূলের

সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে খুব ধীর গতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে যাবেন। দুপুরের মধ্যেই আমরা এর কাছাকাছি পৌঁছাতে চাই।"

শ্যানন আঙুল দিয়ে ম্যাপের এক জায়গায় ওয়াল্ডেনবার্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গত বিশ দিনের অভিজ্ঞতায় এই জার্মান ক্যাপ্টেনের প্রতি তার আস্থা আগের চেয়ে এখন অনেক বেড়ে গেছে। প্রতিশ্রুত পাওনা বুঝে পাবার পর ওয়াল্ডেনবার্গ এখন যে কোনো প্রয়োজনেই শ্যাননের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। তাছাড়া ওয়াল্ডেনবার্গকে বিশ্বাস না করে তার আর উপায়ও নেই কোনো। কারণ তারা যখন নৈশ অভিযানে বের হবে, তখন একা ক্যাপ্টেনই বেতারযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে এখানে। তাদের কাছ থেকে যেরকম নির্দেশ আসবে, সেইভাবেই প্রস্তুত থাকবে সে।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেলো সকালটা। জাহাজের টেলিস্কোপে চোখ রেখে শ্যানন জাঙ্গারোর উপকূলের ম্যানগ্রোভ বন আর জাঙ্গারো নদীর দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেলো। সকালের মাঝামাঝি সময়ে সে ক্ল্যারেন্স শহরের দিগন্ত রেখাটা দেখতে পেলো। ল্যাঙ্গারত্তি, দুপরি এবং সেমলারকে টেলিস্কোপ দিয়ে এই দৃশ্যটা দেখতে দিলো সে। তারা প্রত্যেকেই নিরবে দৃশ্যটা দেখলো একে একে। একটা অস্থির উত্তেজনা যেনো ক্রমশ প্রত্যেকের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। সেটাকে কাটিয়ে উঠার জন্যেই বুঝি ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে সবাই। নিজেদের মধ্যে হালকা সুরে কথাবার্তাও এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসে গেছে।

দুপুরের দিকে শ্যানন সাইমনের উদ্দেশ্যে বেতার সঙ্কেত পাঠাতে শুরু করলো। পরিস্কার কণ্ঠে সে বার্তাটি উচ্চারণ করলো। একটা মাত্র শব্দই মিনিটখানেক ধরে আওড়ে গেলো রেডিও স্পিকারের সামনে, 'প্ল্যানটিন।' প্রতি দশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর সে এই শব্দটি একটানা পাঁচ মিনিট বলে গেলো। তারপর আরো পাঁচ মিনিটের একটি বিরতি দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি রিপিট করলো। সে আশা করলো এনডিন এই বার্তাটি শুনতে পাচ্ছে।

বাইশ মাইল দূরে সাইমনের ট্রান্সমিটারেও শব্দটা ধরা পড়লো। এই বেতার সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে শ্যানন সদলবলেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। এবং পূর্বনির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী তারা কিম্বার প্রাসাদে হানা দেবে। এখনও পর্যন্ত পথে কোনো বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয় নি তারা।

আধঘণ্টা বাদে কর্নেল ববির কাছে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত খুলে বললো সাইমন এনডিন। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কর্নেল ববি হবে জাঙ্গারোর নতুন

BanglaBook.org

প্রেসিডেন্ট। ববি প্রথমে নিজের এই আশাতীত সৌভাগ্যের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলো না। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে যেনো অলীক আকাশকুসুম বলে মনে হচ্ছে। এমন একটা অবাস্তব হাস্যকর প্রস্তাব যে কেউ দিতে পারে সেটা তার ধারণারও বাইরে। অবশেষে একটু একটু ক'রে তার বোধোদয় হলো। সাইমন এনডিন যে নিছক একটা আষাঢ়ে গল্প শোনাবার জন্যে এতো কাঠখড় পুড়িয়ে তাকে এখানে এনে হাজির করে নি, সেই সহজ সত্যটাও তার মাথায় গিয়ে ঢুকলো। এমনকি রাষ্ট্রপতির গদিতে বসার পর সে সবার আগে কাকে কাকে শায়েস্তা করবে সে সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা শুরু করলো মনে মনে। একদিন যারা তার পেছনে লেগে কিম্বার কান ভারি ক'রে তুলেছিলো, তাদের কাউকেই বিন্দুমাত্র ক্ষমা করবে না সে। শত্রুদের সেই চরম দুর্দশার দৃশ্য কল্পনা ক'রে ববি শেষে এতো বেশি পুলকিত হয়ে উঠলো যে নিজেকে স্থিরভাবে ধরে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়ালো তার পক্ষে। তার ওপর সাইমনের প্রতিশ্রুত পাঁচ লক্ষ ডলারের চেকটাও অদূর ভবিষ্যতের দিনগুলোকে আরও উজ্জ্বল স্বপ্নময় ক'রে তুলবে। এতো সৌভাগ্য যে কারো কাছে একসঙ্গে ধেয়ে আসতে পারে, এটা যেনো বিশ্বাস ক'রে নেওয়াও রীতিমতো কষ্টকর ব্যাপার।

ক্ল্যারেন্সে সেদিন সারা বিকেল ধরেই আগামীকালের স্বাধীনতা দিবসের উৎসব-অনুষ্ঠানের মহড়া চলছিলো। পুলিশ ব্যারাকের চত্বরে কিম্বার স্বদেশপ্রেমী যুববাহিনী অনেকক্ষণ ধরে কুচকাওয়াজ করছিলো জোর কদমে। চত্বরের নিচে এক ভূগর্ভস্থ অন্ধকার চোরা কুঠরির মধ্যে ছয় জন ক্ষতবিক্ষত বন্দীর কানেও এই কোলাহলের শব্দ গিয়ে পৌছালো। আগামীকাল প্রকাশ্য রাজপথে হাজার হাজার জনতার সামনে এই ছয় জন ভাগ্যহত বন্দীর উপর দিয়ে কিম্বার যুববাহিনীর শত শত সদস্য মার্চ করে যাবে। এভাবেই তাদেরকে হত্যা করা হবে। স্বাধীনতা উৎসবের এটাও একটা প্রধান অঙ্গ।

কিম্বার প্রমাণ সাইজের বেশ কয়েকটা ছবিও ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন জনাকীর্ণ স্থানে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের স্ত্রীরা কে কোন্ পোশাকে আগামীকাল রাষ্ট্রপতির প্রসাদে এই স্বাধীনত উৎসবে যোগ দেবে, তারও ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে ।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে, নিজের মহলে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে হাসি-মুখে বসেছিলো কিম্বা। আগামীকাল সকালেই তার শাসনকালের দীর্ঘ ছয় বছর পূর্ণ হবে। সেই আনন্দেই এখন মশগুল হয়ে আছে তার মনপ্রাণ।

BanglaBook.org

দিনভোর শ্যাননের নির্দেশ অনুসারেই *তসকানার* গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করলো ওয়াল্ডেনবার্গ। বিকেলে হুইল-হাউসে ব'সে গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে ওয়াল্ডেনবার্গকে পরবর্তী কাজ সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলো শ্যানন।

"সূর্যাস্ত পর্যন্ত *তসকানাকে* উত্তরদিকের এই সীমান্তে ধরে রাখবেন," টেবিলে ছাড়ানো ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে সে ক্যাপ্টেনকে বললো। "রাত ন'টার পর আমরা কোণাকুণিভাবে উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবো। সূর্যাস্ত থেকে ন'টার মধ্যে আমাদের তিনটি ডিঙ্গি নৌকাও পানিতে ভাসাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই তিনটি বোটে করেই আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছাবো। আমাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। অন্ধকারে টর্চের আলোতেই এই সব মালপত্র নিঃশব্দে বোটের মধ্যে তুলে নিতে হবে। রাত ন'টার পর *তসকানার* গতি হবে খুবই ধীর, এবং এই শম্বুক গতিতেই জাহাজটাকে উপকূলের চার মাইলের মধ্যে নিয়ে আসবেন। এই স্থানটা ক্ল্যারেন্সের দৃষ্টিপথের আড়ালে। তার ওপর সব আলো নেভানো থাকলে আর কেউই আমাদের অস্তিত্ব টের পাবে না। উত্তর দিকে এখান থেকে এক মাইলের মধ্যেই উপসাগর।

"আপনাদের এই বোটগুলো উপকূলের দিকে যাত্রা শুরু করবে কোন্ সময়?" ওয়াল্ডেনবার্গ জানতে চাইলো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছে।

"দুপ্রি রওনা হবে ঠিক দু'টা বাজে। বাকি দুটি বোট তার একঘণ্টা পরে রওনা দেবে। বুঝেছেন?"

"বুঝেছি," ওয়াল্ডেনবার্গ বললো। "আপনার কথা মতোই সব হবে।"

"সব কিছু খুব নিঁখুত আর সময় মতো হতে হবে," শ্যানন জোর দিয়ে বললো।

ওয়াল্ডেনবার্গ মাথা নেড়ে সায় দিলো। বাকিটা সে ভালো করেই জানে তাই আর কিছু জানতে চাইলো না। ক্ল্যারেন্সে গোলাবর্ষণ শুরু হবার পর তাকে সূর্যোদয় পযর্ন্ত একটা নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করতে হবে জাহাজ নিয়ে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, ওরা যদি পরাজিত হয়ে সদলবলে পালিয়ে আসতে শুরু করে, ওয়ালোডনবার্গ তখন তাদের পথ দেখাবার জন্যে জাহাজের সবগুলো আলো একসঙ্গে জ্বালিয়ে রাখবে।

নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। মাথার ওপর আকাশ জুড়ে ভারি মেঘ জমেছে। চাঁদটাও ঢাকা পড়ে গেছে আড়ালে। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই এ অঞ্চলে বর্ষা শুরু হয়েছে, এবং গত তিন দিনের মধ্যে

BanglaBook.org

দু'দিনই প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। সেই কারণেই আবহাওয়া সম্পর্কে মনে মনে বিশেষভাবে শঙ্কিত ছিলো সবাই। আবশ্য আজকের বেতারে স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঘোষণা করা হয়েছে, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে, তবে ঝড়-ঝঞ্ঝার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন শুধু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে তাদের সমবেত প্রার্থনা, মাঝরাতে ওই ঘণ্টা দু'য়েক সময় যেনো প্রবল বেগে কোনো বৃষ্টি না শুরু হয়।

সূর্যাস্তের আগেই ডেকের ওপর উঁচু ক'রে ত্রিপল টাঙিয়ে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তার নিচে জড়ো করা হলো। সূর্যাস্তের পর রবারের তৈরি নতুন ডিঙ্গিবোটওগুলোও পানিতে ভাসানো হলো একে একে। এ ব্যাপারে *তসকানার* নিজস্ব বৈদ্যুতিক ক্রেনের কোনো দরকার পড়লো না। কারণ ডেক থেকে নিচের পানির দূরত্ব এখন মাত্র ছয় হাতের মতো। ডিঙ্গিবোটের ভারি ইঞ্জিনগুলোও তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় টাইট ক'রে লাগিয়ে দেওয়া হলো স্ক্রু দিয়ে। ইঞ্জিনের গায়ে পুরু ক'রে ফোমের তোষক জড়িয়ে তার ওপর সাইজমতো চারকোণা কাঠের বাক্সও চাপিয়ে দেওয়া হলো একে একে। এর ফলে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার সময় বাইরে থেকে ইঞ্জিনের আর কোনো শব্দই প্রায় শোনা যাবে না।

প্রয়োজনীয় মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে দুপ্রিই সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়ে নিজের বোটে উঠে বসলো। তার পেছনে টিমোথি এবং সানডে। এই দু'জন সারাক্ষণ তার পাশে থেকে তাকে সাহায্য করবে। সেইভাবেই নির্দেশ দেওয়া আছে ওদের।

শেষ মুহূর্তে শ্যানন টর্চ জ্বালিয়ে দেখে নিলো তিন জনকে। তিনটি মুখই নিথর নিস্পন্দ। গভীর একটা উত্তেজনা যেনো ছায়ার মতো ঘিরে ধরেছে সবাইকে।

"গুডলাক," অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললো শ্যানন। দুপ্রি কোনো উত্তর দিলো না। কেবল বুড়ো আঙুলটা শ্যাননের দিকে উঁচিয়ে ধরে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওদের বোটটা অন্ধকারের মধ্যে বিশ-তিরিশ গজ ভেসে যাবার পর সেমলার বোটের কাছিটা শক্ত ক'রে বেঁধে দিলো *তসকানার* পেছন দিকের খুঁটির সঙ্গে।

মার্ক এবং সেমলারও তৈরি হয়ে গেলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দুপ্রির পর এবার ওদের পালা। প্যাট্রিক ও জিঞ্জার তাদের সঙ্গে থাকবে। তৃতীয় বোটের সওয়ার হবে ল্যাঙ্গারত্তি আর শ্যানন। তাদের সঙ্গে যাবে বার্থেলো আর জনি। জনির সঙ্গে একটা গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে শ্যাননের। কঙ্গোতে একবার শ্যাননের সুপারিশেই জনিকে একটা সেনাদলের অধিনায়ক করা হয়েছিলো, কিন্তু কেবলমাত্র শ্যাননের পাশে পাশে থাকবার জন্যেই জনি সে প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

সবাই চলে যাবার পরে যখন কেবল শ্যানন যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন মই বেয়ে নিচে নেমে এসে শ্যাননকে একটু পাশে ডেকে নিয়ে গেলো।

BanglaBook.org

তার এই আচরণে শ্যানন একেবারে অবাক হয়ে গেলো। নিশ্চয় বড় ধরণের কোনো সমস্যা হয়েছে।

"হয়েছে কি?" সে জানতে চাইলো।

"আরেকটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। ক্ল্যারেন্সের দিকে যাচ্ছে। তারা আমাদের চেয়েও এগিয়ে আছে।"

"কতোক্ষণ ধরে সেটা আপনি দেখছেন?"

"এই তো কিছুক্ষণ ধরেই। তবে আমি ভেবেছিলাম সেটা বোধহয় দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। কিন্তু এখন তো দেখছি সেটা ওদিকেই যাচ্ছে।"

"আপনি নিশ্চিত? কোনো ভুল হয় নি তো?"

"একদম না। উপকূলের কাছে এসে আমরা খুব ধীর গতিতে এগিয়েছি, তাই আমাদের পেছনে থাকলেও ওটা এখন আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। এখন তো উপকূলে ভীড়ে আছে।"

"জাহাজটা কোন্ ধরণের, কিংবা কার, সে ব্যাপারে কি কোনো ধারণা আছে?"

ক্যাপ্টেন মাথা নাড়লো।

"সাইজটা দেখে ফ্রেইটার বলেই মনে হচ্ছে, তবে ওটার সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া বলা যাবে না জিনিসটা কিসের।"

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো শ্যানন।

"ওটা যদি ফ্রেইটার হয়ে থাকে, জাঙ্গারোতে মালামাল নিয়ে এসে থাকে, তবে কি সেটা বন্দরে ঢোকার আগে সকাল পর্যন্ত নোঙর ক'রে থাকবে?" সে জানতে চাইলো।

ওয়াল্ডেবার্গ মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সেই সম্ভাবনাই বেশি। রাতের বেলায় বেশির ভাগ ছোটো বন্দরেই ঢোকার অনুমতি পায় না। সকালের আগে ওটা বন্দরে ঢুকবে বলে মনে হয় না।"

"আপনি যদি ওটাকে দেখে থাকেন তবে ধরে নেয়া যায় সেটাও আপনাকে দেখেছে?" শ্যানন বললো।

"অবশ্যই," ওয়াল্ডেনবার্গ দৃঢ়তার সাথেই বললো। "আমরা ওটার রাডারে ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছি।"

"ওটার রাডারে কি ডিঙ্গি নৌকাগুলোও ধরা পড়তে পারে?"

"মনে হয় না। এতো ছোটো আর পানি থেকে খুব বেশি উঁচু না হলে রাডারে ধরা পড়ে না।"

"আমরা সামনেই এগোবো," শ্যানন বললো। "এখন আর অন্য কিছু করা যাবে না। খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। আমাদেরকে ধরে নিতে হবে ওটা একটা ফ্রেইটার, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করছে বন্দরে ঢোকার জন্যে।"

BanglaBook.org

"গোলাগুলির শব্দ কিন্তু ওরা শুনতে পাবে, এটা নিশ্চিত," ওয়াল্ডেনবার্গ বললো।

"শুনলেই বা তারা কি করতে পারবে?"

জার্মান ক্যাপ্টেন দাঁত বের ক'রে হাসলো।

"তেমন কিছুই করতে পারবে না। আমরা যদি ব্যর্থ না হই, এবং সূর্য ওঠার আগে যদি আমরা এখান থেকে বের হয়ে যেতে না পারি তবে দূরবীনের সাহায্যে তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে।"

"তাহলে আমাদেরকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হওয়া যাবে না। তাহলে আদেশ অনুযায়ী কাজ করুন।"

ওয়াল্ডেনবার্গ নিজের জায়গায় ফিরে গেলো। মধ্য বয়স্ক আফ্রিকান ডক্টর যিনি একটু দূর থেকে তাদের এই কথাবার্তা শুনছিলেন তিনি এবার শ্যাননের দিকে এগিয়ে এলেন।

"গুড লাক, মেজর," একেবারে নিখুঁত ইংরেজি টানেই বললেন। "ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুক।"

শ্যাননের বলতে ইচ্ছে করলো ঈশ্বর নয় বলুন সঙ্গে করে যেনো একটিওমব্যাট রিকয়েল রাইফেল থাকে আমার সঙ্গে, কিন্তু কথাটা সে বললো না। সে জানে এইসব লোক ধর্ম নিয়ে এরকম ঠাট্টা করাটা পছন্দ করে না। সে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, "অবশ্যই," তারপরই চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো।

অন্ধকারে জাহাজের ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনটার মৃদু আলোটাই কেবল জ্বলছে। সেদিকে তাকালো শ্যানন। চার দিকে কেবল সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। সামনের যে স্থলভাগটি রয়েছে সেখানকার মানুষজন মধ্যরাতে বেঘোরে ঘুমাবে বলেই আশা করলো সে। তারপরও এই নিরব-নিথর সমুদ্রে একটা তীক্ষ্ম শব্দ কিভাবে ভেসে আসতে পারে সে ব্যাপারে শ্যাননের বেশ ধারণাই আছে। তার দলের লোকজন আর *তসকানার* সবাই কতো ব্যকুলভাবেই না এখন নিরবতাকে কামনা করছে।

নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকালো সে। ন'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। অপেক্ষা করার জন্যে সে একটু বসলো।

রাত ন'টার মধ্যেই প্রত্যেকে একেবারে প্রস্তুত হয়ে যে যার বোটে গিয়ে আশ্রয় নিলো। তিনটি বোটই এখন *তসকানার* সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। এখনও দীর্ঘ আঠাশ মাইল পথ *তসকানাই* নিঃশব্দে টেনে নিয়ে যাবে বোটগুলোকে। তারপর শুরু হবে তাদের একক যাত্রা।

BanglaBook.org

এই পাঁচ ঘণ্টা সময় যেনো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতোই মনে হতে লাগলো সবার কাছে। একটা দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা ভেতরে ভেতরে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে প্রত্যেককে। এই মুহূর্তে তাদের কিছু করণীয় নেই, শুধু চোখ আর কান দুটোকে সজাগ রেখে একদৃষ্টে সামনের নিশ্চিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা। ডিঙ্গিবোটের মৃদুমন্দ দোলানিতে স্বাভাবিকভাবেই দু'চোখ জুড়ে ঘুম এসে যায়, কিন্তু তাদের কারোর চোখেই ঘুমের লেশমাত্র নেই।

অবশেষে এই দুঃসহ পাঁচ ঘণ্টাও এক সময় ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়ে গেলো। দুটো বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে *তসকানা*র সচল ইঞ্জিনটাকে সুইচ টিপে থামিয়ে দিলো ওয়ান্ডেনবার্গ। ডেকের ওপর থেকে একটা মৃদু হুইসেলের শব্দও ভেসে এলো, পরমুহূর্তেই সচল হয়ে উঠলো দুপ্রির ডিঙ্গিবোট। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখা না গেলেও দুপ্রির বোটটা যে *তসকানা*র গাঁটছড়া ছিঁড়ে ফেলে প্রায় নিঃশব্দে অভীষ্ট লক্ষ্যে ছুটে চললো, নিজের বোটে বসেই সেটা বুঝতে পারলো শ্যানন।

ডান হাতে ডিঙ্গিবোটের স্টিয়ারিং হুইল আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাম হাতে ধরা কম্পাস যন্ত্রটার দিকে তাকিয়েছিলো সে। এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কম্পাসই তার একমাত্র ভরসা। এখান থেকে ক্ল্যারেন্সের উপকূলের দূরত্ব সাড়ে চার মাইল। যে গতিতে এখন তারা অগ্রসর হচ্ছে তাতে এই সাড়ে চার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগবে পুরো তিরিশ মিনিট। অর্থাৎ ঠিক পঁচিশ মিনিটের মাথায় তাকে বোটের ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে বাকি পথটুকু নিঃশব্দে স্রোতের টানে এগিয়ে যেতে হবে। অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার ফলে ডিজেল ইঞ্জিন থেকে একটা চাপা অস্পষ্ট গুণগুণ শব্দ ছাড়া আর কিছুই এখন শোনা যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও সবদিক থেকে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, এই মুহূর্তে ওরা সব মিলিয়ে মাত্র তিন জন। ওদের মর্টার এবং ফ্লেয়্যার রকেটগুলো সুবিধামতো জায়গায় বয়ে নিয়ে গিয়ে প্রস্তুত করতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময়ের প্রয়োজন। এই লৌহ দানবগুলো কোথায় কিভাবে স্থাপন করতে হবে, সে বিষয়ে শ্যানন তাকে নিখুঁতভাবে ছক কেটে বুঝিয়ে দিয়েছে। দুপ্রির বর্তমান কাজ শুধু অক্ষরে অক্ষরে দলপতির নির্দেশ পালন ক'রে যাওয়া। তবে এ বিষয়ে টিমোথি আর সানডে যথার্থই তার যোগ্য সহচর। সব দিক নিখুঁতভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে তবেই ওদের প্রত্যেককে দলে নেওয়া হয়েছে।

সেমলারের বোট যখন ক্ল্যারেন্সে তীরে এসে ঠেকলো, ঘড়িতে তখন তিনটা বেজে বিশ মিনিট। শ্যানন এসে পৌছালো ঠিক তার পাঁচ মিনিট বাদেই। বোট

BanglaBook.org

ছেড়ে তীরে নামবার আগে মিনিটখানেক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করলো সবাই। বলা যায় না, কিম্বার সেনাবাহিনী হয়তো তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আশেপাশে কোথাও অপেক্ষা ক'রে আছে। অবশেষে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে শ্যানন মৃদু কণ্ঠে বললো, "চলো এবার, যাওয়া যাক।" একে একে সবাই পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে এলো। এই সমুদ্র তীর থেকে কিম্বার ঘুমন্ত প্রাসাদটির দূরত্ব খুব বেশি নয়। দুশো গজের মতো হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২১

মাটির বুকে হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো আট জন। এখন শ্যাননই তাদের প্রধান পথপ্রদর্শক। সময়, রাত সাড়ে তিনটা। প্রসাদের মধ্যে থেকে একবিন্দু আলোর আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝ-আকাশের চাঁদটাও ঢাকা পড়ে গেছে থোকা থোকা মেঘের আড়ালে। কখনও কখনও এক পলকের জন্য তার আভাস মিললেও পরক্ষণেই আবার নতুন মেঘ এসে ঘিরে ধরছে তাকে। তবে এখন শ্যাননের চাঁদের আলোর প্রয়োজন ছিলো না। প্রাসাদে পৌছাবার পুরো রাস্তাটাই তার নখদর্পণে।

উপকুল থেকে প্রাসাদের দুরত্ব মাত্র দুশো গজ। প্রাসাদের একটু আগে বড় রাস্তার ঠিক মুখেই কমপক্ষে দু'জন সশস্ত্র প্রহারী যে রাতভর মোতায়েন থাকবে, সে তথ্যও শ্যাননের অজানা নয়। তবে একসঙ্গে এই দু'জনকেই নিঃশব্দে ঘায়েল করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে তার মনে ঘোরতর সন্দেহ ছিলো। তা যদি না যায়, তাহলে সেখান থেকেই প্রথম তাদের গোলাবর্ষণ শুরু করতে হবে, এবং অবশিষ্ট একশো গজ দূরত্ব সম্পূর্ণ বুকে হেঁটেই অতিক্রম করতে হবে প্রত্যেককে।

সমুদ্রের দিকে এক নির্জন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুপ্রি এতোক্ষণ এই প্রথম ফায়ারের শব্দটার জন্যেই আকুল আগ্রহে আপেক্ষ করছিলো। সে এখন সবদিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে। যে পক্ষেরই হোক না কেন, প্রথম ফায়ারিংয়ের আওয়াজ কানে পৌছাবার পরমুহূর্তেই তার কাজকারবার শুরু করে দেবে। তার ডান হাতটা ফ্লেয়্যার রকেট নিক্ষেপের পুশ-বাটনের ওপর, অন্য হাতে ধরা একটা তাজা মর্টার বোমা।

পাঁচ মিনিট একসঙ্গে পথ চলার পর শ্যানন ও ল্যাঙ্গারত্তি এবার ওদের সবাইকে ছেড়ে কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে দু'জনেই ঘেমে ভিজে গেছে একেবারে। রুক্ষ ধুলায় চোখে-মুখে লেগে রয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও খুব দ্রুত হচ্ছে। আগের মতো মেঘটা এখন আর ততো ঘন নয়। তার মধ্যে ফাঁটল ধরেছে

BanglaBook.org

অনেক জায়গায়। সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে চাঁদের দেখা না পাওয়া গেলেও, দু'চারটা তারা এদিক ওদিক উঁকি মারতে শুরু করলো। তাদের বদৌলতেই অন্ধকারটা একটু ফিকে হয়ে এলো। সেই অস্পষ্ট আলোতে প্রাসাদের সামনে উন্মুক্ত চত্বরটাও ঝাপসাভাবে শ্যাননের চোখে ধরা পড়লো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশিত প্রহরীদের কেন সন্ধান মিললো না সে কথা ভেবেই খুব অবাক হচ্ছে মনে মনে। অবশেষে একজনের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার পরেই তার ভুল ভাঙলো। রাস্তার পাশেই ব'সে ব'সে ঝিমুচ্ছিলো লোকটা।

ছুরি-চাকুর ব্যবহারে শ্যানন কোনোদিনই তেমন দক্ষ ছিলো না। প্রথমে হুমড়ি খেয়ে পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিজেকে সামলে নিলো সে, কিন্তু বিন্দু প্রহরীটাও বিদুৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো দু'পায়ে ভর দিয়ে। বিস্ময়ে একটা সুতীব্র আর্ত চিৎকারও বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে। সেই শব্দে অন্য প্রহরীটাও সজাগ হয়ে উঠলো। লোকটা এতোক্ষণ পথের পাশে নরম ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলো। সঙ্গীর চিৎকার শুনে সেও এবার উঠে দাঁড়ালো অপ্রস্তত ভঙ্গিতে। কিন্তু কোনো কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শ্যাননের ছুরির ফলাটা তার কণ্ঠনালী দু টুকরো ক'রে দিলো। ততোক্ষণে প্রথম লোকটা শ্যাননের ছুরি আঘাত কাঁধে নিয়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। ছুটতে ছুটতেই সে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করলো আবার। তার এই চিৎকারটা চারদিক সচকিত ক'রে তুললো।

একশো গজ দূরে, প্রসাদের গেটের সামনে থেকে এবার আরও একটা চিৎকার ভেসে এলো, সেই সঙ্গে রাইফেলের গর্জন। প্রথমে কে গুলি ছুঁড়লো সঠিক কিছু বোঝা গেলো না। শ্যাননের রাইফেলের বুলেট সামনের ছুটন্ত মানুষটাকে ঝাঁঝরা ক'রে দিলো, গেটের কাছ থেকেও কেউ যেনো ফায়ার করলো এলোমেলোভাবে। দুটো শব্দই একসঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেলো। ঠিক তার পরমুহূর্তেই অনেক পেছনে, সমুদ্রের তীব্র থেকে কে যেনো বিরাট একটা হাউই ছুঁড়লো শূন্যে। পলকের জন্যে চার দিক ঝলসে উঠলো তীব্র আলোয়। সেই আলোতে গেটের ঠিক সামনে দু'জন সশস্ত্র প্রহরীকেও দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো শ্যানন। এবং অস্পষ্টভাবে অনুভব করলো, পিছিয়ে থাকা অন্য ছয়জন সঙ্গীও ইতিমধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার আটজনে মিলেই মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হেঁটে প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলো।

রকেটটা শূন্যে ছুঁড়ে দেবার এক সেকেন্ডের মধ্যেই দুপ্‌রি তার প্রথম মর্টার বোমাটাও টিউবে ভরে ফেললো। পুণরায় রূপালী আলোর তীব্র ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চারপাশ। একটা গোলাকার অগ্নিপিণ্ড অর্ধবৃত্তাকার পথে আকাশ দিয়ে উড়ে

BanglaBook.org

গিয়ে প্রসাদের ছাদের ওপর পড়লো। এরপর থেকে প্রতি দু'সেকেন্ড অন্তর গোলা বর্ষণ ক'রে চললো দুপ্রি, তবে মর্টার বোমা ছুঁড়তে লাগলো পনেরো সেকেন্ড পর পর। তার প্রতিটি লক্ষ্যই নিখুঁত এবং অব্যর্থ। দৈবাৎ কোনো বোমা যদি অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌছে তার আগেই ফেটে পড়ে, তাহলে তার সঙ্গীদেরই বিপদ ঘটতে পারে। সেইজন্যেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকতে হলো তাকে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মর্টার বোমার মাঝখানেই শ্যানন সদলবলে গেটের সামনে এসে পৌছালো। প্রাসাদের মধ্যে থেকে অসংখ্য কণ্ঠের ভয়ার্ত আর্তচিৎকার এই প্রথম শুনতে পেলো সে। যদিও সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। দুপ্রির নিক্ষিপ্ত তিন নম্বর মর্টার বোমাই অন্যান্য যাবতীয় কোলাহলকে ডুবিয়ে দিলো এক নিমেষে। গাঢ় কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেলো সারা আকাশ। বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো পোড়া বারুদের গন্ধ।

নিশানা ঠিক করবার জন্যে এখন তাদের নতুন ক'রে কোনো আলোর দরকার নেই। মার্ক ভ্লামিঙ্ক উন্মুক্ত প্রান্তরের একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাবধানে আনারস সাইজের একটা বাজুকা রকেট বের ক'রে প্রাসাদের বন্ধ গেটের ওপর ছুঁড়ে মারলো। প্রায় বিশ ফুট দীর্ঘ একটা লকলকে আগুনের নীল শিখা ঝলসে উঠলো আকাশের বুকে, ঠিক তারপরেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো চারদিক। বন্ধ দরজার ডান দিকের ভারি পাল্লাটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়লো একপাশে। মার্কের হাতের দ্বিতীয় বাজুকা রকেটটা এসে লাগলো দরজার ঠিক মাঝ বরাবর। এবার দুটো পাল্লাই সশব্দে ছিটকে পড়লো দু'দিকে। উন্মুক্ত গেটের মধ্যে দিয়ে আরও চারটা রকেট সরাসরি ভেতরে ছুঁড়ে দিলো মার্ক। শ্যানন এবার চিৎকার ক'রে থামাতে চাইলো মার্ককে। কারণ মার্ক মাত্র এক ডজন রকেট সঙ্গে এনেছিলো। ইতিমধ্যেই তার থেকে সাতটা খরচ ক'রে ফেলেছে সে। ভবিষ্যতের জন্যেও কয়েকটা হাতে রাখা প্রয়োজন। শ্যাননের এই নিষেধ কিন্তু মার্কের কানে গিয়ে পৌছালো না। মনের আনন্দে আরও চারটা রকেট উন্মুক্ত ফটকের মধ্য দিয়ে ভেতরে ছুড়ে মারলো সে। দুপ্রির মর্টার বোমাও পেছন থেকে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

মার্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই শ্যানন এখন সেমলার এবং ল্যাঙ্গারত্তিকে সঙ্গে নিয়ে বুকে হেঁটে প্রাসাদ অভিমুখে এগিয়ে চললো। প্রত্যেকেরই হাতে ধরা উদ্যত সেমিজার, ডান হাতের মাঝের আঙুল ট্রিগারটা স্পর্শ ক'রে রেখেছে আলতোভাবে। তাদের পেছনেই আছে জনি, জিঞ্জা, বার্থেলো আর প্যাট্রিক।

প্রাসাদের পঁচিশ গজের মধ্যে এসে হাত নেড়ে সবাইকে থামিয়ে দিলো শ্যানন। দুপ্রির শেষ মর্টার বোমটার জন্যে এখন অপেক্ষা করতে হবে তাদেরকে।

BanglaBook.org

যদিও শ্যাননের পক্ষে শুধুমাত্র আওয়াজ শুনে কতো মর্টার খরচ হলো, তার হিসেব রাখা সম্ভব হয় নি। তবে শেষ বোমাটার পর হঠাৎ যেনো স্তব্ধ হয়ে গেলো সবকিছু। বোঝা গেলো, দুপ্রির সঞ্চিত রকেট এবার ফুরিয়ে গেছে। আচম্কা এই নীরবতা কানের জন্যেও খুব বেশি পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ালো। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যে এতোবড় বিরাট একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে না।

টিমোথির নামটাও এবার মনে পড়লো শ্যাননের। সে কি তার ভাগের মর্টার বোমাগুলো সেনাবাহিনীর ব্যারাকের ভেতরে ঠিকমতো ছুড়ে মারতে পেরেছে। যদি পেরে থাকে তবে ইতিমধ্যেই কিম্বার সেনাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বার কথা। অন্যান্য শহরবাসীরাই বা এইসব গোলাগুলির শব্দ শুনে কি ভাবছে কে জানে। মাথার ওপর আরও দু'বার রূপালী আলো ঝলসে উঠতে চমক ভাঙলো শ্যাননের। সঙ্গীদের ডাক দিয়ে আবার ছুটতে শুরু করলো সামনের গেট লক্ষ্য করে।

ছুটন্ত অবস্থাতেই বিরামহীন ফায়ার ক'রে চললো শ্যানন। তার ঠিক পেছনেই সেমলার আর ল্যাঙ্গারত্তি। ভাঙাচোরা ফটকের মধ্যে দিয়ে ভেতরের যে দৃশ্য সর্বপ্রথম নজরে পড়ে, অসীম সাহসী কোনো ব্যক্তির পক্ষেও সেটা চরম দুঃস্বপ্নের মতো মনে হবে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই ধনুকাকৃতি খিলানে ঢাকা লম্বা টানা অলিন্দ। অলিন্দের শেষে অনেকখানি এলাকা নিয়ে উন্মুক্ত চত্বর। তার ডান দিকে কিম্বার নিজস্ব রক্ষী বাহিনীর ছোটো ছোটো ছাউনি। দুপ্রির শক্তিশালী মর্টারের গোলায় এখন সেগুলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মাঝরাতে এই অভাবিত আক্রমণে ঘুমন্ত প্রহরীরা যে রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাণভয়ে নিজেদের আস্তানা ছেড়ে উন্মুক্ত চত্বরের মধ্যে জড়ো হয়েছিলো সবাই। এর ফলেই পরবর্তী মর্টারের গোলাগুলো সরাসরি তাদের উপর পড়েছে। পেছন দিকের একটা দেয়ালের গায়ে একটা দড়ির মইও ঝোলানো অবস্থায় দেখা গেলো। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে দেয়াল টপকেও পালাতে গিয়েছিলো কেউ কেউ। যদিও বিস্ফোরিত বোমার টুকরোগুলো তাদের কাউকেই কোনোরকম রেহাই দেয় নি। দেয়ালে টাঙানো মইয়ের গায়ে চারটা রক্তাক্ত মৃতদেহও ঝুলে আছে অসহায় ভঙ্গিতে। অবশিষ্ট দেহগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে এখানে ওখানে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও হয়তো জীবিত। প্রাসাদের অন্যান্য কর্মচারীরা হতবিহ্বল অবস্থায় গেট দিয়ে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছিলো, সেই মুহূর্তে মার্কের হাতের আনারস সাইজের বাজুকা রকেটগুলো তাদের সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে।

ডান এবং বাম দিকে আরও দুটো লম্বা টানা বারান্দা দুটো সিঁড়ি মুখে এসে শেষ হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা না করেই সেমলার ডান দিকের

সিঁড়ি লক্ষ্য ক'রে ছুটে গেলো। ল্যাঙ্গারত্তি ছুটলো বাম দিকে। অনতিবিলম্বে দু'দিক থেকেই পরিচিত ফায়ারিংয়ের শব্দ ভেসে এলো। তারা যে ওপর মহলে ইতিমধ্যেই হত্যাযজ্ঞ শুরু ক'রে দিয়েছে সেটা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না।

দু'দিকের সিঁড়ির পাশে দুটো ক'রে ছোট দরজা। ওগুলোই নিচের তলার অন্দর মহলের প্রবেশপথ। চারটা দরজাই এখন একেবারে খোলা। রাইফেলের গর্জন আর ভীতসন্ত্রস্ত বিন্দুদের কোলাহল ছাপিয়ে এবার শ্যাননের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের নির্দেশ চারজন আফ্রিকান সঙ্গীর কানে গিয়ে পৌঁছালো। দলপতির আদেশেই খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা। জীবন্ত কাউকে দেখলেই একেবারে শেষ ক'রে দিতে হবে, এই অমোঘ সত্যটাও তাদের জানা ছিলো।

ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে শ্যানন এবার প্রহরীদের বোমা-বিধ্বস্ত ছাউনিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। কিম্বার দেহরক্ষীদের সামান্য কোনো ভগ্নাংশ যদি এখনও প্রাণে বেঁচে থাকে, তবে এর আড়ালেই তারা লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু বারান্দা পেরিয়ে চত্বরে নামতে না নামতেই আতঙ্কে দিশেহারা এক বিন্দু সৈনিক অন্ধের মতো ছুটে এলো তার দিকে। লোকটার হাতে একটা রাইফেলও ধরা ছিলো, কিন্তু শ্যাননকে সে দেখতে পায় নি। তাছাড়া চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবার মতো মানসিক অবস্থাও তার ছিলো না। কোনো মতে নিজের প্রাণটা নিয়ে সরে পড়তেই সে হন্তদন্ত হয়ে পথ খুঁজছিলো। শ্যানন অবশ্য কোনোরকম সুযোগ দিলো না তাকে। পর পর কয়েকটা গুলি লোকটার বুক ঝাঁঝরা ক'রে দিলো। শ্যাননের শার্টের ওপরেই এক ঝলক গরম রক্ত এসে লাগলো।

শ্যাননের সূক্ষ্ম অনুভূতিই যেনো তাকে নতুন বিপদ সম্পর্কে সচেতন ক'রে দিলো মনে মনে। সঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালো সে। এইমাত্র জনি যে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, সেদিক থেকেই যেনো একটা অপরিচিত পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। খিলানে ঢাকা অলিন্দের মাঝামাঝি পৌঁছাবার পর ছায়ামূর্তিটা শ্যাননের নজরে পড়লো। আগন্তুকও শ্যাননকে দেখতে পেলো। তার হাতে ধরা পিস্তলটাও গর্জে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

শ্যানন বুঝতে পারলো বুলেটটা তার কাঁধের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে। শ্যানন ফায়ার করলো এক সেকেন্ড দেরিতে। ছায়ামূর্তিটা যে রীতিমতো চটপটে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজে প্রথম আঘাত হানবার পর, নিমেষের মধ্যে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে সে কিছুটা বাম দিকে সরে গেছে। শ্যাননের প্রথম বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এক নাগাড়ে আরও পাঁচবার ফায়ার করলো শ্যানন, কিন্তু কোনোটাই তাকে স্পর্শ করতে পারলো না। এদিকে

BanglaBook.org

তার সেমিজারের ম্যাগাজিনও ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। অদৃশ্য ছায়ামূর্তি তার দ্বিতীয় শটটা নেবার জন্যে প্রস্তুত করলো নিজেকে, কিন্তু তার আগেই শ্যানন একটা পাথরের পিলারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দিলো।

ক্ষিপ্রহাতে সেমিজারে নতুন ম্যাগাজিন ভরতে ভরতে শ্যাননের কেমন জানি সন্দেহ হলো ছায়ামূর্তিটা স্থানীয় আফ্রিকানদের কেউ নয়। তার গায়ের রঙ ফর্সা। এবং রহস্যময় ছায়ামূর্তি এখন রণে ভঙ্গ দিয়ে বিধ্বস্ত ফটকের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

চাপা কণ্ঠে অস্পষ্ট একটা শপথবাক্য উচ্চারণ ক'রে শ্যাননও ছুটতে শুরু করলো তার পিছু পিছু। কিন্তু খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

রহস্যময় লোকটা বিধ্বস্ত প্রাসাদ থেকে বের হতেই মার্ক ভ্লামিঙ্ক তার সামনে পড়ে গেলো আচমকা। মার্কের দু'হাতে বাজুকা ধরা। সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই লোকটার পিস্তলের শেষ বুলেট দুটো মার্কের চওড়া বুকটা ঝাঁঝরা ক'রে দিলো। তার একটা সরাসরি মার্কের ফুসফুসে এসে বিঁধলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগে মার্কও তার হাতে থাকা শেষ রাজুকা রকেটটা শেষ বারের মতো ছুঁড়ে দিলো ছুটন্ত লোকটাকে লক্ষ্য ক'রে। লোকটার হাতে থাকা পিস্তলটা অবশ্য পরে উদ্ধার করা গিয়েছিলো ঘাসের মধ্য থেকে। সেটা ছিলো মাকারভ ৯এম.এম। ওটার ম্যাগাজিন একেবারে খালি ছিলো।

মার্কের ছোঁড়া বাজুকা রকেটে লোকটার দেহ এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো যে তাকে আর চেনার উপায় ছিলো না। শুধু তার ট্রাউজারের আধপোড়া কয়েকটা টুকরো পাওয়া গিয়েছিলো।

বিশাল দেহী জানি দুপ্রি তার শেষ দশটি ফ্লেয়ার রকেট ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। সে চিৎকার ক'রে বললো, "সানডে।"

তার থেকে দশ গজ দূরে দাঁড়িয়েছিলো সানডে। কিন্তু বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ সাময়িকভাবে বধির ক'রে তুলেছিলো সবাইকে। তাই তিন বার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকার পর তবেই তার সাড়া পাওয়া গেলো। তাকে মর্টার এবং বোটের পাহারায় রেখে টিমোথিকে সঙ্গে নিয়ে দুপরি এবার সোজা সেনানিবাসের দিকে পা বাড়ালো। ক্ল্যারেন্সের ম্যাপ দেখেই এখানকার সমস্ত পথঘাট নিখুঁতভাবে চিনে রেখেছিলো সে। পথের প্রথম বাঁকেই বিপদের গন্ধ পেলো ওরা। বিশ মিনিট আগে টিমোথির মর্টারের গোলা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলেছিলো জাঙ্গারোর সেনানিবাস। তার ফলে অনেকে মারা পড়লো বেঘোরে, বাকিরা নিজের প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে

BanglaBook.org

পলালো অন্ধকারের মধ্যেই। তাদের মধ্যে ডজনখানেক একত্রে জড়ো হয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো চাপা কণ্ঠে। প্রত্যেকেরই চোখে-মুখে তীব্র আতঙ্ক। ব্যাপারটা যে কি সেটার কোনো হিসেব মেলাতে পারছে না তারা। এদের মধ্যে দশজনের মতো সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় আছে। মাঝরাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আচম্‌কা ঘুম ভাঙার পর পোশাক পরার কোনো সময়ই তারা পায় নি। যে দু'জন ইউনিফর্ম পরে আছে, তারা নিশ্চয় সেনানিবাসের মাঝরাতের প্রহরী।

দুপ্‌রি এবং টিমোথি যদি সাময়িকভাবে বধির না হয়ে পড়তো, তবে অনেক আগে থেকেই এদের উপস্থিতিটা টের পেতো। কিন্তু এখন আর আত্মগোপনের কোনো উপায় নেই। জটলারত ভীতসন্ত্রস্ত সৈনিকেরাও তাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখে ফেলছে। দুপ্‌রির উদ্যত সেমিজার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো। জটলাটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো দেখা গেলো চারজন মাটিতে পড়ে আছে আর বাকি সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে একটা ঝোপের দিকে। তাদের মধ্যেও আরও দু'জনকে পেছন থেকে দুপ্‌রি গুলি করলো সেমিজার দিয়ে। ওদের একজনের কাছে একটা গ্রেনেড ছিলো। মরিয়া হয়ে সে এবার গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিলো তাদের দিকে। বলের মতো ভারি জিনিসটা সরাসরি টিমোথির বুকে এসে লাগলো। সেটার আঘাতে যেরকম অবস্থা হবার কথা সেরকম কিছুই হলো না। তবে ভারি জিনিসটার আঘাতে টিমোথি একটু আহত হলো। আহাম্মকটা এই বিশেষ ধরণের গ্রেনেডের ব্যবহার সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ি। গ্রেনেড ছুঁড়ে মারবার সময় সেফটি পিনটাও খুলতে ভুলে গিয়েছিলো। তাই কোনো ধরণের বিস্ফোরণ ঘটলো না। টিমোথি আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলো না। গ্রেনেড থেকে পিনটা খুলে নিয়ে আবার সেটা তার আগের মালিকের কাছেই পৌছে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মানসিক উত্তেজনার ঝোঁকে টিমোথি তার লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারলো না। লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রেনেডটা এবার পথের পাশে একটা গাছের ডালে গিয়ে লাগলো। এরই মধ্যে দুপ্‌রি বিন্দু সেনাদের পেছন পেছন তাড়া ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলো অনেকখানি। শেষ মুহূর্তে আতঙ্ক বিহ্বল কণ্ঠে দুপ্‌রিকে ডেকে সাবধান ক'রে দিতে চাইলো টিমোথি। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে ডাক দুপ্‌রির কানে গিয়ে পৌছালো না। প্রচণ্ড শব্দ ক'রে গ্রেনেডটা যখন বিস্ফোরিত হলো হতভাগা দুপ্‌রি তখন সেখান থেকে মাত্র দু'গজ দূরে।

এরপরে দুপ্‌রি আর বিশেষ কিছু স্মরণ করতে পারলো না। তীব্র একটা আলোর ঝলক ধাঁধিয়ে দিলো তার দু'চোখ। কানের পর্দা দুটোও বুঝি ফেঁটে গেলো

BanglaBook.org

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। শুধু অস্পষ্টভাবে মনে হলো, কেউ যেনো খেলাচ্ছলে তাকে শূন্যে তুলে ধরে আবার ছুঁড়ে ফেললো কঠিন মাটির বুকে। কে যেনো তার মাথার শিয়রে ব'সে বারবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলে চলছে, "দুঃখিত, জন! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি ..."

নিজের নামটুকুই শুধু বুঝতে পারলো দুপ্রি, তবে ওই পর্যন্তই। এছাড়া আর একটা কথাও তার মগজে ঢুকলো না। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকেও এক পলকের জন্যে মনে পড়লো তার। দুপ্রির মনে হলো, অনেক রুক্ষ আর বন্ধুর প্রান্তর পার হয়ে সে যেনো আবার নিজের ঘরেই ফিরে যাচ্ছে। কতো যুগই না কেটে গেছে এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায়! তবে এখন আর তার বুকের মধ্যে কোনো দুঃখ-কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। পরম প্রশান্ত চিত্তেই শেষ বারের মতো চোখ বুজলো জানি দুপ্রি।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই রাতের অন্ধকার মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠলো। অবশ্য সদ্য উদয় হওয়া সূর্যের রক্তিম আভা প্রসাদ চত্বরে ছড়িয়ে থাকা নারকীয় দৃশ্যবলীর কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেলো না। তবে তাদের কাজ বলতে গেলে শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু বিদায় নেবার পালা।

সবাই মিলে মার্কের মৃতদেহটা বয়ে এনে প্রাসাদের নিচের তলায় একটা ঘরে যত্ন ক'রে শুইয়ে রাখলো। দুপ্রির নশ্বর দেহটাও ইতিমধ্যে সেখানে এনে রাখা হয়েছিলো। জনিও প্রাণ হারিয়েছিলো সেই শ্বেতাঙ্গ বডিগার্ডের বুলেটের আঘাতে। মার্কের বাজুকার আঘাতে মরার আগে সে জনিকে শেষ ক'রে দিয়েছেলো। তিন জনেই এখন পরম নিশ্চিন্তে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

সেমলার শ্যাননকে ডেকে পাঠালো দোতালার বড় বেডরুমে। টর্চ লাইটের আলোতে শ্যাননকে একটা মৃতদেহ দেখালো সে। এই লোকটা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় সে-ই গুলি ক'রে হত্যা করেছে তাকে।

"এই হলো কিম্বা," শ্যানন মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে বললো।

রাষ্ট্রপতির অন্যান্য আত্মীয় পরিজন এবং দাসদাসীদের মৃতদেহগুলো একসঙ্গে জড়ো করা হলো চত্বরের একপাশে। প্রাসাদের নিচে এক অন্ধকার চোরা-কুঠরির মধ্যে চারজনকে শুধু জীবিত অবস্থায় পওয়া গেলো, অবিরাম গোলাগুলির হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে, সহজাত অনুভূতিবশেই এই অন্ধকার চোরা-কুঠরিতে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে লুকিয়ে ছিলো তারা।

BanglaBook.org

ভোর পাঁচটায় সেমলারকে পুণরায় *তসকানায়* পাঠিয়ে দিলো শ্যানন। যাবার সময় বাকি দুটো স্পিডবোটও নিজের বোটের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গেলো সেমলার। রওনা হবার আগে একটা বেতার সঙ্কেতও পাঠাতে হলো ওয়াল্ডেনবার্গের কাছে।

সাড়ে ছ'টার মধ্যেই সেমলার আবার বোট তিনটি সঙ্গে নিয়ে ক্ল্যারেন্সের উপকূলে ফিরে এলো। প্রৌঢ় আফ্রিকান ডাক্তার ভদ্রলোক এবার তার সঙ্গে ছিলেন। এখনও যে সব অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলোবারুদ *তসকানায়* মজুত ছিলো, সেগুলোই তিনটি বোটে বোঝাই ক'রে একসঙ্গে নিয়ে আসা হলো।

ভোর ছ'টায় শ্যাননের নির্দেশ অনুসারে ক্যাপ্টেন ওয়াল্ডেনবার্গ বিশেষ ধরনের বেতার সকেঙ্কত পাঠালো সাইমনের উদ্দেশ্যে। সাইমন এনডিনও নিজের বেতারযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে এতোক্ষণ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলো এর জন্যে। তার রিসিভারে তিনটি শব্দই ধ্বনিত হলো এক মিনিট ধরে। শব্দ তিনটি একেবারেই অসংলগ্ন আর তাৎপর্যহীন। সেগুলো হচ্ছে : পেঁপে, নকল সাগুদানা এবং আম। কিন্তু সাইমনের কাছে এর প্রতিটিই দারুণ অর্থবহ। শ্যাননের বক্তব্য, পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান পরিচালিত হয়েছে, এবং তারা সফলও হয়েছে সর্বতোভাবে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে কিম্বা এখন মৃত।

প্রসাদের অবস্থা দেখে বিমর্ষচিত্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সৌম্যদর্শন আফ্রিকান ডাক্তার। তাঁর দু'চোখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এলো। শ্যাননের দিকে তাকিয়ে ম্লান কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের কি আসলেই কোনো প্রয়োজন ছিলো?"

"হ্যা," ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো শ্যানন। "বাস্তব চিত্রটা অত্যন্ত বীভৎসভাবে দৃষ্টিকটু বলে মনে হলেও, কাজটা সফল করার জন্যে দ্বিতীয় কোনো পথ ছিলো না আমাদের সামনে।"

বেলা ন'টাতেও সেদিন যেনো ঘুম ভাঙলো না ক্ল্যারেন্সের। ইতিমধ্যে ভাঙাচোরা প্রাসাদটাকে মোটামুটি যতোটা সম্ভব পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়েছে। মৃত বিন্দু প্রহরীদের শেষকৃত্যের ব্যবস্থাটা অবশ্য পরে করা হবে। তিনটি স্পিডবোটের মধ্যে দুটো মাল খালাস ক'রে আবার *তসকানায়* ফিরে গেছে। বন্দরের কাছেই এক খাঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তৃতীয়টাকে। গতরাতে অভিযানের সময় যে সমস্ত সাজসরঞ্জাম ওরা এখানে বয়ে এনেছিলো, এখন আর সেগুলোর কোনো চিহ্ন নেই। সবটাই সযত্নে সমুদ্রেগর্ভে ফেলে দেয়া হয়েছে। কেবল প্রাসাদ আর সেনানিবাসের ভগ্ন-বিধ্বস্ত অবস্থাটা লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়ালে রাখা সম্ভব হয় নি।

দশটার দিকে, দোতলার প্রাসাদের প্রধান ডাইনিং হলেই শ্যাননের সঙ্গে সেমলার এবং ল্যাঙ্গারত্তির আবার দেখা হলো। কিম্বার রান্নাঘর থেকে রুটি আর

BanglaBook.org

জেলি সংগ্রহ ক'রে কোনো রকম নাস্তা ক'রে নিচ্ছিলো সে। সেই মধ্যরাত থেকে তার পেটে কিছু পড়ে নি। তাদের দু'জনের ওপর ভার দেওয়া ছিলো, প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা পরীক্ষা ক'রে দেখে আসবার জন্যে। সেমলার যা খবর দিলো সেটা খুবই আশাপ্রদ। মাটির নিচে কিম্বার ধনাগার এবং অস্ত্রাগার সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। দেশের শাসনভার হাতে তুলে নিতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতির কোনোরকম অসুবিধা হবে না।

"তাহলে এখন আমাদের কাজ কি?" নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো ল্যাঙ্গারত্তি।

"এখন আমরা অপেক্ষা করবো," ধীরে এবং শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো শ্যানন।

"অপেক্ষা? কার জন্যে?"

এবারে শ্যানন কিছুটা সময় নিলো। মার্ক এবং দুপ্রিরির মুখটাও মনে পড়ে গেলো তার। যুবক জনিও আর কোনোদিন তার দুপুরের খাবারের জন্যে কোনো কৃষকের ছাগল চুরি করবে না। অবশেষে ক্লান্ত শ্যানন তাদের দিকে তাকালো।

"নতুন সরকারের জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকতে হবে আমাদের," শ্যানন বললো।

দুপুর একটার কিছু আগে একটা আমেরিকান ট্রাকে ক'রে সাইমন এনডিন এসে হাজির হলো কিম্বার প্রাসাদের সামনে। নতুন ভারি ট্রাকটা যে এতোটা পথ ড্রাইভ ক'রে নিয়ে এলো সে-ও একজন আমেরিকান। সম্প্রতি সাইমনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবেই নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে। গাড়ি থেকে নেমে কয়েক বার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো সাইমন এনডিন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারকীয় দৃশ্যাবলী বাইরে থেকে সহজে যাতে নজরে না পড়ে সেজন্যে ভাঙাচোরা গেটের সামনের বড় মাপের পুরু একটা কার্পেটও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

সাইমনের এই দীর্ঘ, বন্ধুর যাত্রাপথেও দু'একটা ছোটোখাটো ঘটনার অভাব ঘটে নি। কর্নেল ববিও ভয় পেয়ে বেঁকে বসেছিলো শেষের দিকে। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় লাগলো। ট্রাকের পেছন দিকে একটা ক্যানভাসের নিচে সারাটা পথ লুকিয়ে বসেছিলো ববি। সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢোকবার মুখে কয়েক জন বিন্দু প্রহরী তাদের গতিরোধ করলো। কিম্বার পতনের সংবাদ তখনও পর্যন্ত এই প্রহরীদের কাছে এসে পৌছায় নি। নগদ কিছু টাকা গুণে দেবার পর ছাড়পত্র পাওয়া গেলো তাদের কাছ থেকে। মাঝপথে আরও কয়েক জন বিন্দুসেনা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করেছিলো। একজনের রাইফেলের

BanglaBook.org

বুলেট একটা টায়ারও ফুটো ক'রে দিলো ওদের ট্রাকের। সেই অবস্থাতেই ফুল স্পিডে গাড়ি ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়েছিলো তারা।

শ্যানন এতোক্ষণ দোতলার একটা জানালা থেকে লক্ষ্য করছিলো সাইমন এনডিনকে। সে এবার ভেতরে আসবার জন্যে চেঁচিয়ে আহ্বান জানালো সবাইকে।

শ্যাননকে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো সাইমন এনডিন।

"কোথাও কোনোরকম ঝামেলা নেই তো?"

"না," দোতলার জানালা থেকেই মাথা নেড়ে ভরসা দিলো শ্যানন। "আপনারা কিন্তু বেশিক্ষণ ওভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। জনসাধারণের মধ্যে অবশ্য এখনও এই ঘটনার কথা তেমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি, তবে এই নাটকীয় সংবাদ বেশি সময় চাপা থাকবে না। এখনই হয়তো ভিড় জমতে শুরু করবে চারদিকে।"

ড্রাইভার লক এবং কর্নেল ববিকে নিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো সাইমন এনডিন। নবনিযুক্ত আটজন আফ্রিকান প্রহরীও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিলো গেটের মুখে। তারা সরে দাঁড়িয়ে ওদের পথ ক'রে দিলো। পরলোকগত কিম্বার রাজকীয় ডাইনিং হলেই শ্যানন আহ্বান জানালো তিন জনকে। সবাই আসন গ্রহণের পর সাইমন এনডিন উত্তেজিতভাবে গতরাতের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত জানতে চাইলো শ্যাননের কাছ থেকে। শ্যাননও অকপটে খুলে বললো সব কিছু।

"আর কিম্বার প্রাসাদরক্ষীরা?" সাইমনের দু'চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

শ্যানন কথা না বলে সাইমন এনডিনকে নিয়ে সামনের একটা বন্ধ জানালার দিকে এগিয়ে গেলো। পাল্লা দুটো খুলে দিতেই প্রশস্ত চত্বরটা পরিষ্কার নজরে পড়ে। ভয়ঙ্কর দেখতে একঝাঁক মাছি এখন রাজত্ব করছে সেখানে। তাদের সম্মিলিত গুঞ্জন ওপর থেকে চাপা গর্জনের মতোই মনে হয়। সাইমন এনডিনও একটু ভয়ে পিছিয়ে এলো দু'পা।

"এরাই কি সব?"

"হ্যা," শ্যানন মাথা নেড়ে বললো, "সবাইকেই নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা হয়েছে।"

"কিম্বার বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী?"

"তাদের মধ্যে বিশ জন মৃত। বাকি সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে। পালাবার সময় নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় পায় নি। বড়জোর ডজনখানেক মউজার এখন হয়তো ওদের কাছে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের জন্যে সেটা কোনো সমস্যাই নয়। পেছনে ফেলে যাওয়া বাকি সব আগ্নেয়াস্ত্রই আমরা লোকজন দিয়ে কুড়িয়ে এনে প্রাসাদের মধ্যে জড়ো ক'রে রেখেছি।"

BanglaBook.org

"জাঙ্গারোর সরকারী অস্ত্রাগার?"

"এই প্রাসাদের নিচে, একটা গুপ্ত কক্ষে আছে। সেটাও এখন আমাদের কব্জায়।"

"রাষ্ট্রীয় বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র?"

"সেটা নিচের মহলের একেবারে পেছন দিকে অবস্থিত। তারও কোনো ক্ষতি হয় নি। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাটা অবশ্য এখনও আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখার সুযোগ পাই নি, তবে বেতার দপ্তরের নিজস্ব জেনারেটর রয়েছে। সেটা সাধারণ ডিজেলেই চলে।"

প্রসন্ন মনে ডানে-বাঁয়ে ঘাড় দোলালো সাইমন এনডিন।

"তাহলে বর্তমানে আর আমাদের কিছু করার নেই। নতুন রাষ্ট্রপতি এসে দেশের শাসনভার হাতে তুলে নিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু দেশের নিরাপত্তার কি হবে?" আচম্‌কাই যেনো প্রশ্নটা ক'রে বসলো শ্যানন। "ছত্রভঙ্গ সেনারা পুণরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর আর কোনো অস্তিত্বই বজায় থাকবে না। যে কোনো দেশের জন্যেই সেটা খুব সঙ্কটময় অবস্থা। আর তাদের সবাই যে এই নতুন সরকারকে স্বীকার ক'রে নেবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।"

"নতুন এক সরকারের পত্তন হয়েছে, এ খবর কানে গেলেই তারা আবার সদলবলে ফিরে আসবে," সাইমনের কণ্ঠে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। "আপাতত আপনি যাদের সংগ্রহ করেছেন, তাদের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা প্রত্যেকেই কালো চামড়ার। ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রদুতরা একজন কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে তার সমগোত্রীয় আরেকজনের পার্থক্য খুঁজে পায় না। তাদের অনভ্যস্ত চোখের সামনে সব আফ্রিকানের চোহারাই এক রকম।"

শ্যাননের ঠোঁটের ফাঁকে ব্যঙ্গাত্মক একটা হাসির ঝিলিক দেখা গেলো। "আপনিও নিশ্চয় এই দলের?"

"তা অবশ্য ঠিকই ধরেছেন!" অনায়াসে স্বীকার করলো সাইমন এনডিন। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে যেনো খুব একটা জরুরি বিষয় হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সেইভাবে বললো, "হ্যা, ভালো কথা, আপনার সঙ্গে জাঙ্গারোর নতুন রাষ্ট্রপতির পরিচয় করিয়ে দিই।" চোখ তুলে সাইমন এনডিন এবার কর্নেল ববির দিকে ইঙ্গিত করলো। "ইনি কর্নেল ববি, কিম্বার প্রাক্তন সেনানায়ক। সারা পৃথিবী জানবে ইনি সফল একটি ক্যু-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং বর্তমানে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন।"

BanglaBook.org

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে ববিকে অভিবাদন জানালো শ্যানন। প্রত্যুত্তরে দাঁত বের ক'রে মৃদু হাসলো ববি। যেনো নিজের সৌভাগ্যকে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

"সম্ভবত নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রেসিডেনশিয়াল প্রাসাদটি দেখতে উন্মুখ হয়ে আছেন," শ্যানন বললো। সাইমন এনডিন সেটা অনুবাদ ক'রে দিলো কর্নেল ববিকে।

ববি সানন্দে মাথা নেড়ে সায় দিলো। শ্যানন তাকে সঙ্গে নিয়ে এবার ডাইনিং হলের শেষ প্রান্তের দরজার দিকে পা বাড়ালো। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে দিতেও ভুললো না। পাঁচ সেকেন্ড পরেই একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো সেখান থেকে। একটু পরে শ্যাননও ফিরে এলো বন্ধ দরজাটা ঠেলে। তবে এখন সে একা।

কয়েক মুহূর্ত হতবাকের মতো বসে রইলো সাইমন এনডিন। তার দু'চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি সরাসরি শ্যাননের মুখের ওপর নিবদ্ধ।

"শব্দটা কিসের?" উত্তরটা অর্থহীন জেনেও সাইমন এনডিন প্রশ্নটা না ক'রে স্থির থাকতে পারলো না।

"একটা গুলির," শ্যানন বললো।

সাইমন এনডিন এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এই মাত্র শ্যানন যে দিকের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছিলো, সেই দিকেই এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে। এক সেকেন্ড বাদে যখন সে আবার ফিরে এলো তখন তার সারা মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এমন কি কথা বলতেও যেনো ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

"আপনি তাকে গুলি ক'রে মেরেছেন," ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো সে। "আপনি শেষে ববিকে হত্যা করলেন?" সাইমনের গলার আওয়াজ বিকৃত, খসখসে। "এতোটা পথ পেরিয়ে এসে, শেষ মুহূর্তে একটি মাত্র বুলেটের আঘাতেই সব কিছু বানচাল ক'রে দিলেন এক নিমেষে! সত্যিই আপনি উন্মাদ, মিঃ শ্যানন। বদ্ধ উন্মাদ।"

উত্তরোত্তর সাইমনের কণ্ঠস্বর আরও তিক্ত হয়ে উঠলো। "আপনি যে আমাদের কতো বড় ক্ষতি করলেন সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই! আপনার মতো রক্তলোলুপ খুনি উন্মাদদের..."

ডাইনিং টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে শ্যানন অবজ্ঞা ভরে সাইমনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। সাইমনের দেহরক্ষী লকের উসখুস ভাবটাও তার নজর এড়ালো না। এবারের বিস্ফোরণের শব্দটা সাইমনের একেবারে কানের

BanglaBook.org

কাছেই ফেঁটে পড়লো। একদিকে কাত হয়ে চেয়ার সহ কঠিন পাথরের মেঝের ওপর উল্টে পড়লো লক। শার্টের আস্তিন থেকে লুকানো পিস্তলটাও বের করবার সুযোগ পায় নি বেচারী। তার আগেই একটা তপ্ত সীসার বুলেট সোজা ওর কপাল চিঁড়ে ঢুকে পড়লো। অত্যন্ত সাবধানে শ্যানন তার লুকানো হাতটা টেবিলের তলা থেকে বের ক'রে আনলো। তার হাতে ধরা একটা জার্মান পিস্তলের নল থেকে এখনও নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

হঠাৎই সাইমনের মনে হলো কোনো উঁচু জায়গা থেকে কেউ যেনো সজোরে ধাক্কা মেরে গভীর এক খাদের অতলে তলিয়ে দিয়েছে তাকে। এবং এই বোধোদয়ের পরে নিজের পরিণতিটা মেনে না নেয়া ছাড়া তার আর কোনো কিছু করার নেই। স্যার জেমস্‌ তার লোভী দু'চোখের সামনে যে স্বপ্নসৌধের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, তাসের প্রাসাদের মতোই এখন সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ছে রুক্ষ এই পৃথিবীর বুকে। এই চরম মুহূর্তে আরও একটা সত্য তার অনুভূতিতে ধরা পড়লো। এ জীবনে সে এ পর্যন্ত যাদের মুখোমুখি হয়েছে, তাদের মধ্যে শ্যাননই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাম দিকের দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলো সেমলার। সামনের করিডোর থেকে ল্যাঙ্গারত্তিও ঢুকে পড়লো ঘরে। দু'জনের হাতে দুটো নতুন সেমিজার। অভ্রান্তভাবে সাইমন এনডিনই তাদের লক্ষ্য।

শ্যানন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। "চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে ক'রে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবো। সেখান থেকে বাকি পথটা আপনি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারবেন। তাছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই।"

সাইমনের ট্রাকের ফাঁটা টায়ারটা ইতিমধ্যে বদলে ফেলা হয়েছিলো। তিন জন আফ্রিকান সোলজার সাবমেশিনগান নিয়ে উঠে বসলো তার পেছনে। পুরোপুরি সামরিক পোশাকে সজ্জিত আরও বিশ জন গেটের সামনে টহল দিচ্ছিলো গম্ভীর মুখে। নিচের বারান্দায় একজন প্রৌঢ় আফ্রিকান ভদ্রলোকের সঙ্গেও দেখা হলো শ্যাননের। দু'জনের আন্তরিক আলাপ-আলোচনাও সাইমনের কানে ভেসে এলো।

শ্যানন মৃদু হেসে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলো, "ডাক্তার, সব কিছু ঠিক আছে তো?"

"হ্যা, এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে," প্রসন্নকণ্ঠে জবাব দিলেন ডাক্তার। "আপনার লোকেরা একশো জন স্বেচ্ছাসেবক যোগাড় ক'রে এনেছে। তারাই সবগুলো মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করবে। সাতজন সম্ভ্রান্ত স্থানীয় নাগরিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় এখানেই সকলের একত্রে মিলিত হবার কথা।"

BanglaBook.org

শ্যাননও প্রশান্তচিত্তে মাথা নাড়লো। নতুন সরকারের প্রথম সংবাদ বুলেটিনটা যতো শীগগির সম্ভব প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত। এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে সেমলারকেও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। এই ঘোষণার পরই আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো।"

ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর শ্যানন সাইমন এনডিনকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষমান ট্রাকের দিকে এগিয়ে গেলো। ও-ই নিজে হুইল ধরে ড্রাইভ করলো সারাটা পথ। পাশের আসনে নির্বাক, স্তব্ধ সাইমন এনডিন।

ক্ল্যারেন্সের সীমানা পেরিয়ে আসার পর সাইমন এনডিন প্রথম মুখ খুললো। তার কণ্ঠস্বরে তিক্ততার। "ওই ভদ্রলোকটি কে?"

"বারান্দায় যার সঙ্গে আমার দেখা হলো?" শ্যাননের দু'চোখে কৌতুকের ছোঁয়া।

"হ্যা," সাইমন এনডিন মাথা নাড়লো।

"তিনি ডাক্তার ওকোয়ে।"

"নিশ্চয় স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তার! তুক-তাক ঝাড়ফুঁক যাদের ব্যবসা।"

"না। অক্সফোর্ডের, পিএইচডি ডিগ্রি আছে ভদ্রলোকের।"

"আপনার বন্ধু?"

"হ্যা।"

অনেকক্ষণ আর কোনো কথাবার্তা হলো না। অবশেষে সীমান্তের কাছ বরাবর পৌছাবার পর পুণরায় সাইমনের গলা শোনা গেলো।

"আমার আর একটা মাত্র প্রশ্ন আছে।" দীর্ঘশ্বাসের সুরে বিড়বিড় করলো সাইমন এনডিন। "আপনি যে কি করছেন, তা আমি জানি। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ষড়যন্ত্রটাই আপনি ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন। আপনার হয়তো এ বিষয়ে বিশেষ কোনোধারণাই নেই। কিন্তু কেন আপনি এ কাজ করলেন, সেই কথাটাই আমি শুধু জানতে চাই। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলুন কেন, কেন আপনি?"

শ্যানন কয়েক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করলো। তার দু'চোখের দৃষ্টি সামনের ভাঙাচোরা পথের দিকেই স্থিরভাবে নিবদ্ধ। একটু অসাবধান হলেই ট্রাকটা উল্টে পড়ে যেতে পারে।

"প্রথম থেকে আপনি দুটো মারাত্মক ভুল ক'রে বসেছেন, মি: এনডিন।" ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলো শ্যানন। শ্যাননের মুখে নিজের নাম শুনে সাইমন এনডিন ও চম্‌কে উঠলো দারুণভাবে। শ্যাননের কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের কথার খেই ধরে আত্মগত সুরে বলে চললো, "আপনার ধারণা ছিলো যেহেতু আমি

Banglabook.org

একজন পেশাদার সৈনিক সেই কারণে স্বভাবতই আমার বুদ্ধি কিছু কম। কিন্তু আপনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি আপনি দু'জনেই এক শ্রেণীর ভাড়াটে সৈনিক। স্যার জেমস্ ম্যানসনের মতো ক্ষমতাবান মহাপুরুষদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনেই আমাদের ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আমাদের নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। আপনার দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে, আপনি মনে করেন বিশ্বের সব কালো মানুষেরাই এক দলের। কারণ আপনার চোখে তারা সবাই এক রকম দেখতে।"

"আপনার বক্তব্যটা এখনও আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না।"

শ্যানন মৃদু হাসলো। "জাঙ্গারো সম্পর্কে আপনি একবার ব্যাপকভাবে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। আপনার নিশ্চয় জানা আছে, বিন্দু এবং কাজা সম্প্রদায় ছাড়া সেখানে আরও এক গোষ্ঠীর লোক বাস করে। তাদের সংখ্যাও নেহাত নগন্য নয়। এবং দেশের মধ্যে এরাই সবচেয়ে ঘৃণিত, অবহেলিত। আজীবন বঞ্চনা ছাড়া ওদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে নি। কিন্তু এদের যদি সামান্য সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে এরাও দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষত এরা প্রত্যেকেই যখন রীতিমতো পরিশ্রমী। আজ সকালে প্রাসাদের মধ্যে বা তার আশেপাশে যে সমস্ত প্রহরীদের দেখা পেলেন, তারা প্রত্যেকেই এই দলের। গতকাল রাতে জাঙ্গারোয় একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছে বটে, তবে কর্নেল ববির পক্ষ নিয়ে বা তাকে রাষ্ট্রপতির গদিতে বসাবার উদ্দেশ্যে সে অভিযান পরিচালিত হয় নি।"

"তবে কার জন্যে এ অভ্যুত্থান ঘটলো?"

"জেনারেলের জন্যে।"

"জেনারেল! কোন্ জেনারেল?"

শ্যানন জেনারেলের নাম বললো। নাম শুনে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠলো সাইমনের চোখ দুটো।

"কিন্তু তিনি তো পরাজিত, নির্বাসিত!"

"সেটা শুধু সাময়িকভাবে সত্য; সময়ের জন্যে নয়। আফ্রিকার নিপীড়িত অবহেলিত মানুষেরা এখনও তাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে।"

"ওই আদর্শবাদী মুর্খ জারজটার জন্যেই ..."

"সাবধান!" শ্যানন গম্ভীর কণ্ঠে সতর্ক ক'রে দিলো সাইমন এনডিনকে। "যে তিন জন প্রহরী এখন আমাদের সঙ্গে আছে, তারা প্রত্যেকেই জেনারেলের লোক। এবং ইংরেজি ভাষাটাও এরা বেশ ভালই বোঝে।"

সাইমন এনডিন একবার আঁড়চোখে পেছন দিকে ফিরে তাকালো। তিন জনেরই মুখ এখন থম্থমে।

BanglaBook.org

"কিন্তু আপনার কি ধারণা, এভাবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে বরাবরের মতো পালিয়ে বেড়াতে পারবেন?" .

"আপনারাও তো ওই স্বার্থপর বনমানুষ জাঙ্গারোর দেশবাসীর মাথায় চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার যোগ্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করেন নি। এই নতুন সরকার যে আপনার ববির চেয়ে অনেক বেশি সৎ এবং উপযুক্ত, সে বিষয়ে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। এই বিশাল মহাদেশের বুকের ওপর আমি লক্ষ লক্ষ অসহায় শিশুকে রোগে ভুগে অনাহারে মারা যেতে দেখেছি। তাদের সেই মুমূর্ষু পাণ্ডুর দৃষ্টি আমি সারা জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এদের জন্য কিছু অন্তত করা উচিত। স্যার জেমস্‌কে বলবেন, স্ফটিক পাহাড়ের প্লাটিনামের ভাণ্ডারের ওপর কিন্তু তার জন্যে উচিত মূল্য তাঁকে গুনে দিতে হবে।" অল্প থেকে এবার প্রসঙ্গ পাল্টলো শ্যানন। "আমরা এখন সীমান্তে এসে পৌছেছি। এবার আপনি বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হোন।"

গাড়ি থেকে নেমে কেয়েক পা সামনে এগিয়ে সাইমন এনডিন আবার পেছন ফিরে তাকালো। তার দু'চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলজ্বল করছে।

"কিন্তু মিঃ শ্যানন, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, ভুলেও যেনো আপনি আর কোনোদিন লন্ডনের পথে পা বাড়াবেন না। সেখানে আপনার মতো লোককেও আমরা অনায়াসে শায়েস্তা করতে পারি।"

"সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন," শ্যানন যেনো স্বপ্নের ঘোরেই বিড়বিড় করলো। "আমকে আর কোনোদিনই লন্ডনে যেতে হবে না।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উপসংহার

সর্বশেষ যা খবর পাওয়া গেলো, জাঙ্গারোর নতুন সরকার যথোচিত সুষ্ঠুভাবেই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা ক'রে চলেছেন। ইউরোপের কোনো কাগজেই এ সম্পর্কে বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য শোনা গেলো না। কেবল *লা মনদে*'র শেষের পাতায় ছোট্ট ক'রে একটা সংবাদ ছাপা হয়েছিলো। তার বিষয়বস্তু, জাঙ্গারোর সেনাবাহিনীর এক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটিয়েছে। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এই নতুন সরকারই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

জানি দুপ্রি ও মার্ক ভ্লামিঙ্কের মৃতদেহ সমুদ্রের তীরে এক শান্ত নির্জন জায়গায় কবর দেওয়া হলো। শ্যাননের ইচ্ছানুসারে কোনো স্মৃতিফলকও স্থাপন করা হলো না তাদের কবরের ওপর। জনির মৃতদেহটা তাদের দলের লোকেরাই নিজেদের প্রথানুযায়ী সমাহিত করলো।

সাইমন এনডিন এবং স্যার জেমস্‌কেও সম্পূর্ণ নীরব থাকতে হলো এ ব্যাপারে। সত্যি বলতে কী, প্রকাশ্যে তাদের কিছুই করার ছিলো না।

শ্যানন তার ভাগের অবশিষ্ট পাঁচ হাজার পাউন্ডও যাবার সময় ল্যাঙ্গারত্তির হাতে তুলে দিলো। সেই টাকা নিয়ে সোজা ইউরোপে পাড়ি দিলো কর্সিকান। *তসকানা*র মালিকানা স্বত্ব সমান ভাগে ভাগ ক'রে দেওয়া হলো সেমলার আর ওয়াল্ডেনবার্গের মধ্যে। বছরখানেক বাদে নিজের অংশ ওয়াল্ডেনবার্গকে বিক্রি ক'রে সুদানে চলে গেলো সেমলার। সেখানেই আর এক স্বাধীনতা যুদ্ধে তার মৃত্যু হলো।

সুইস ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছেও দুটো জরুরি চিঠি পাঠালো শ্যানন। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া ছিলো, তার অ্যাকাউন্টের অর্ধেক টাকা যেনো কেপ প্রভিন্সে জানি দুপ্রির বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকি অ্যাকাউন্টের অর্ধেক টাকা যেনো কেপ প্রভিন্সে জানি দুপ্রির বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকি অর্ধেক পাবে অস্টেন্ডের গণিকাপল্লীর অ্যানা নামে এক বার-মেড।

BanglaBook.org

এই অভ্যুত্থানের এক মাসের মধ্যেই শ্যানন মারা গেলো। যেভাবে সে জুলিয়ার কাছে মৃত্যুর কথা গল্প করেছিলো, ঠিক সেইভাবে। এই ধরনের মৃত্যুই তার চির-আকাঙ্ক্ষিত ছিলো। তার হাতে ধরা ছিলো একটা রাইফেল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো সারা বুক। তবে যে বুলেটটা তার প্রাণবায়ু নিঃশেষে শুষে নিলো সেটা তার নিজের রাইফেলের বুলেট। এক বছর আগে প্যারিসে ডাক্তার দুনোজের চেম্বারে ব'সে শ্যানন তার ফুসফুসের রোগের কথা প্রথম জানতে পারে। ইদানীং সেই রোগটা আবর নতুন ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। দমকা কাশির সঙ্গে রক্ত পড়তো মুখ দিয়ে। সেই জন্যেই একদিন রাইফেল হাতে নিয়ে সামনের জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলো সে। মুখ বন্ধ হৃষ্টপুষ্ট একটা খামও ছিলো তার সঙ্গে। খামের ওপর লন্ডনের জনৈক সাংবাদিকের নাম-ঠিকানা লেখা।

যারা তাকে রাইফেল হাতে একাকী বনের মধ্যে যেতে দেখেছিলো, তারাই পরে তার মৃতদেহ বহন ক'রে শহরে নিয়ে এলো। তাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেলো, শ্যানন নাকি মনের আনন্দে শিষ দিতে দিতেই বনের পথ ধরে হেঁটে গিয়েছিলো। নিরক্ষর অজ্ঞ গ্রামবাসীরা অবশ্য সে সুরটা ঠিকমত ধরতে পারে নি। সুরটার নাম ছিলো 'স্প্যানিশ হার্লেম।'

• • •

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG